ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছরঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

০৪ আগস্ট ২০২৫

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিচালনা
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো*
মো. জুলকারনাইন, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটেটিভ*
ফারহানা রহমান, *রিসার্চ ফেলো*
মো. মোস্তফা কামাল, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ*
মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম, *রিসার্চ এসোসিয়েট*
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা সহকারী
ইসরাত রুবাবা তাহসীন, *রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট*
আসিফ করিম চৌধুরী, *রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কাজে সহায়তার জন্য ইসরাত রুবাবা তাহসীন ও আসিফ করিম চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা। এই গবেষণার মান উন্নত করার জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য দেওয়া, বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সকল সহকর্মীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। গবেষণার ধারণাপত্র তৈরিতে মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গবেষণাটি পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা ও তত্ত্বাবধান এবং খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পরিচালক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সবশেষে গবেষণার ধারণাপত্র তৈরি থেকে শুরু করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার সময় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, মতামত ও তথ্য প্রদানের জন্য নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জমানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রকাশ: ৪ আগস্ট ২০২৫ (পরিমার্জিত সংস্করণ ১৪ আগস্ট ২০২৫)

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২; ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: https://www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অর্জন, যা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে নারী ও শ্রমজীবি মানুষের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট কর্তৃত্ববাদী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়, এবং ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এ অভীষ্ট অর্জন প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; তবে চলার পথে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি রয়েছে।

দেশে গণতন্ত্র, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ধারাবাহিকভাবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিশেষ করে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বহুমুখী গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রেক্ষিতে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি ও রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি'র পক্ষ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৪ একগুচ্ছ সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়, এবং পরবর্তীতে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন ও প্রকাশ, বিভিন্ন খসড়া আইনের ওপর পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান, বিভিন্ন টাস্কফোর্স ও কমিটির নিকট সুপারিশ উপস্থাপন, এবং উপদেষ্টাসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে মতবিনিময় অব্যাহত রয়েছে।

রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে "'নতুন বাংলাদেশ': কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় ২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর। এর ধারাবাহিকতায় 'কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে যেখানে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পরবর্তী এক বছরের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, বিশেষ করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার; রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার; এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম (আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক); অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ; এবং বিভিন্ন অংশীজনের (রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনী) ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের ফলে রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ অভীষ্ট অর্জন প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এক বছরে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা বাস্তবায়নে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তবে সুশাসনের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলোতে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা একটি সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশিত অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচায়ক।

গবেষণায় আরও দেখা যায়, সংস্কার কমিশনগুলোর আশু করণীয় সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব কোনো অগ্রগতির তথ্য নেই। অনেক ক্ষেত্রে এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পতিত - কোনো কোনো সুপারিশ 'বেছে নেওয়া'র প্রবণতা (পিক অ্যান্ড চুজ) দৃশ্যমান। অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তথা বিচার, রাষ্ট্র সংস্কার ও নির্বাচনে সুস্পষ্ট ও সুপরিকল্পিত কৌশল ও রোডম্যাপ প্রণয়ন ও প্রকাশ না করার ফলে বিভিন্ন সময়ে সরকারের ওপর বিভিন্ন অংশীজনের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা, প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায় - কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করা যার অন্যতম প্রতিফলন। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেলেও একইসাথে একদলের স্থলে অপর দলের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত দলীয়করণের ধারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া পুলিশ-প্রশাসনসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অস্থিরতা, নতুন রাজনৈতিক বলয় তৈরির প্রয়াস এবং ব্যাপক রদ-বদলের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা লক্ষ করা যায়; এসকল ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা দৃশ্যমান ছিল। সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ ভেতর থেকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, ফলে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশিত পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়নি।

নিজস্ব এজেন্ডাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অভ্যুত্থানে সম্পৃক্ত থাকা বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, যা গণ-অভ্যুত্থান থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে সুস্পষ্ট বিভাজন পরিলক্ষিত হয়েছে, এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি - দলবাজি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতি চলমান। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও রাষ্ট্র সংস্কারের মূল চেতনা ধারণ ও রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তথ্য প্রকাশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও সমালোচনার সুযোগ সার্বিকভাবে মুক্ত পরিবেশ ও বাক-স্বাধীনতার পরিচায়ক বিবেচিত হলেও একদিকে কোনো কোনো মহলের অতিক্ষমতায়ন ও তার অপব্যবহার, এবং চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা অসাম্প্রদায়িক সম-অধিকারভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের পথে অন্তরায়। এক বছরে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক।

সবশেষে বলা যায়, রাষ্ট্র সংস্কারের মৌলিক ক্ষেত্রসমূহে বেশিরভাগ বিষয়ে বড় দল ও সহযোগীদের ভিন্নমত "নোট অব ডিসেন্ট"-সাপেক্ষে জুলাই সনদে ঐকমত্য বিবেচিত হওয়ায় কর্তৃত্ববাদী চর্চা বাস্তবে প্রতিহত করা সম্ভব হবে, এমন প্রত্যাশার পথ দুরূহ। অন্যদিকে, ঐকমত্য অর্জিত সংস্কার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সাংবিধানিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা ও সুনির্দিষ্ট পথরেখা কিভাবে নিশ্চিত হবে এই অমীমাংসিত প্রশ্ন থেকে সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া ও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক শাহজাদা এম আকরাম, মো. জুলকারনাইন, ফারহানা রহমান, মো. মোস্তফা কামাল ও মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম। গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। তথ্য সংগ্রহের কাজে সহায়তা করেছেন ইসরাত রুবাবা তাহসীন ও আসিফ করিম চৌধুরী। গবেষণাটি পরিচালনার বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পরিচালক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে রাষ্ট্র সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য অংশীজন উপকৃত হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচি

অধ্যায় এক: ভূমিকা ৭

প্রেক্ষাপট ৭

গবেষণার যৌক্তিকতা ৯

গবেষণার উদ্দেশ্য ১০

গবেষণার পরিধি ১০

গবেষণাপদ্ধতি ও সময় ১০

প্রতিবেদনের কাঠামো ১০

অধ্যায় দুই: বিচার ১১

জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ১১

গুম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার ১৭

অধ্যায় তিন: সংস্কার ২১

জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ২১

আইনি সংস্কার ৩৪

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ৩৯

বিচার বিভাগ ৫৩

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সংস্কার ৫৭

অধ্যায় চার: নির্বাচন ৬২

নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ৬৩

নির্বাচন কমিশনের গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রম ৬৩

অধ্যায় পাঁচ: সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম ৬৮

আইন-শৃঙ্খলা ৬৮

বিচারিক সেবা ৭৮

আর্থিক খাত ৮০

শিক্ষা ৯১

স্বাস্থ্য ১০০

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা ১০২

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ১০৫

পরিবেশ সংরক্ষণ ১০৮

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ১১২

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ১১৩

অধ্যায় ছয়: অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ ১১৯

দুর্নীতি দমন ও অনুসন্ধানমূলক তৎপরতা ১১৯

অর্থপাচার প্রতিরোধ ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা ১২২

অধ্যায় সাত: অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা ১২৭

রাজনৈতিক দল ১২৭

নাগরিক সমাজ ১৪০
গণমাধ্যম...১৪৫
সেনাবাহিনী ১৪৮
অধ্যায় আট: উপসংহার...১৫১
সুশাসনের ঘাটতির ধরন...১৫১
সার্বিক পর্যবেক্ষণ.. ১৫২

অধ্যায় এক: ভূমিকা

প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। সরকার পতনের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন।[১] আন্দোলনের প্রধান সংগঠক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে প্রস্তাব করে। ড. ইউনূস তখন প্যারিসে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি এই পদ গ্রহণে সম্মতি জানান।[২] ৭ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন চূড়ান্ত হয় এবং ৮ আগস্ট রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ড. ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আগে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা যেতে পারে কিনা এই বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে মতামত চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির পাঠানো রেফারেন্সের (মতামত) পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এর ওপর ইতিবাচক মতামত দেন।[৩]

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে আরও ১৬ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এই উপদেষ্টাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বরা হলেন: সালেহউদ্দিন আহমেদ, ড. আসিফ নজরুল, আদিলুর রহমান খান, হাসান আরিফ, মো. তৌহিদ হোসেন, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, শারমিন এস মুরশিদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, সুপ্রদীপ চাকমা, বিধান রঞ্জন রায়, ড. এ এফ এম খালিদ হোসেন, ফরিদা আখতার, নূরজাহান বেগম, মো. নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া। তবে ৮ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টাসহ ১৪ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন এবং পরে তাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হয়। ঢাকার বাইরে অবস্থান করার কারণে সুপ্রদীপ চাকমা ও বিধান রঞ্জন রায় ১১ আগস্ট, এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর ১৩ আগস্ট ফারুক-ই-আজম শপথ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে দেশ গঠনের লক্ষ্যে আরও চারজন উপদেষ্টা নির্বাচন করা হয় - ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, আলী ইমাম মজুমদার এবং জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তারা সকলেই ১৬ আগস্ট শপথ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১০ নভেম্বর আরও তিন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন।[৪] তবে তথ্য ও সম্প্রচার এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে থাকা নাহিদ ইসলাম ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন।[৫] বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টসহ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ২৩ জন (প্রধান উপদেষ্টা, ২২ জন উপদেষ্টা); এছাড়া তিনজন বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টার পদমর্যাদা), এবং সাতজন বিশেষ সহকারীর (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) দায়িত্ব পালন করছেন।[৬]

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হওয়ায় বর্তমানে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তী সরকার ব্যবস্থা এবং প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টার পদ বলে কিছু না থাকার কারণে অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি ভিত্তি নিয়ে যাতে প্রশ্ন না ওঠে, সেজন্য ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ। এ অধ্যাদেশে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আদালতে বৈধতার প্রশ্ন তুলে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধ বা বাতিল করা যাবে না; ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার দিন পর্যন্ত হবে বর্তমান

---

[১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://en.wikipedia.org/wiki/Interim_government_of_Muhammad_Yunus; https://en.wikipedia.org/wiki/Interim_government_system_of_Bangladesh (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://en.wikipedia.org/wiki/Yunus_ministry (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩] সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপিল বিভাগের মতামত চাইতে পারেন। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা যেতে পারে, বৃহস্পতিবারই মত দেন সুপ্রিম কোর্ট', ০৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/vd1pfvl0s7 (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৪] *প্রথম আলো*, 'উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিলেন সেখ বশির উদ্দিন, মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও মাহফুজ আলম', ১০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/wouiql5t77 (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫] পদত্যাগের কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকারের বাইরে থেকে রাজপথে থেকে গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী শক্তিকে সংহত করা বেশি প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির উদ্যোগে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া চলছিল এবং নাহিদ ইসলাম সেই দলের নেতৃত্ব দেবেন বলে জানা যায়। সূত্র: *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম পদত্যাগ করেছেন,' ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653941 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://cabinet.gov.bd/site/page/aa434942-34e3-47d0-889f-8fc5c4a3261c/ (২ আগস্ট ২০২৫)। উপদেষ্টা পরিষদে নতুন করে তিনজনকে অন্তর্ভুক্ত করার পর নানা ধরনের আলোচনা ও বিতর্ক হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কেউ কেউ নতুন নিয়োগ পাওয়া উপদেষ্টাদের নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আবার অনেকে উপদেষ্টা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে 'অঞ্চল প্রীতি'র অভিযোগ তুলেছেন। দেখুন রাকিব হাসনাত, 'উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন ঘিরে আলোচনা, বিতর্ক ও ক্ষোভ', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/cx2ln75xwp2o (১২ নভেম্বর ২০২৪); *Daily Star*, 'Govt must stop giving key posts to AL loyalists', 12 November 2024, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/govt-must-stop-giving-key-posts-al-loyalists-3750766 (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

সরকারের মেয়াদ; অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ; অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশ ও কার্যক্রমের বৈধতা; রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা; প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টা পদে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ইত্যাদি।[৭]

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা। এর মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যা আন্দোলন বা বর্তমান সংস্কার প্রক্রিয়ার অন্যতম ভিত্তি। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার প্রত্যাশাকে সংক্ষেপে নিচে উপস্থাপন করা যায়:

- আইনের শাসন - আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার, ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন, সহায়তা ও পুনর্বাসন;
- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা - মূল্যস্ফীতি হ্রাস, বাজার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রিজার্ভ বৃদ্ধি, পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা;
- দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন;
- রাষ্ট্র, রাজনীতি ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার - সংবিধান, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী ব্যবস্থা;
- খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংস্কার - সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, ইত্যাদি), বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আর্থিক খাত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহন, পরিবেশ;
- নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর - দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন; এবং
- তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান।

দায়িত্ব গ্রহণের পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করা। এই সরকার আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে এবং দেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে কাজ করবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে এবং দেশের জনগণের কল্যাণে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[৮] তবে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে দেওয়া তাঁর ভাষণে (২৫ আগস্ট ও ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪) অন্তর্বর্তী সরকারের লক্ষ্য, সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কী কী করা হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। প্রথম ভাষণে তিনি জানান নির্বাচন কবে হবে তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। দেশবাসীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কখন তারা এই সরকারকে বিদায় দেবে। দেশের সংকটকালে ছাত্রদের আহ্বানে তাঁরা দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সরকার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করবে। তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদী সরকারপ্রধান দেশ ত্যাগ করার পর তাঁরা এমন একটি দেশ গড়তে চান যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকবে। তাঁদের লক্ষ্য উদার, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়া।[৯] দ্বিতীয় ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানান, যার মধ্যে ছয়টি খাতে সংস্কার কমিশন গঠন, আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানো, লুটপাট বন্ধের পরিকল্পনা, শিক্ষা খাতের উন্নয়ন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বৈদেশিক সহায়তা নিশ্চিত করা উল্লেখযোগ্য।[১০]

সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে দেওয়া উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতিগুলো হচ্ছে[১১]:

১. প্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা খাত এবং তথ্য প্রবাহে প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পূর্ণ করে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন করা;
২. বিচার বিভাগকে দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করা - একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা;
৩. জুলাই-আগস্ট মাসে গণ-অভ্যুত্থানে বল প্রয়োগ ও হতাহতের ঘটনার স্বচ্ছ তদন্ত করা;
৪. ফ্যাসিবাদী সরকারের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, খুন, অপহরণ এবং আয়না ঘরের মতো অপকর্মের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা;
৫. জনমুখী ও দলীয় প্রভাবমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে পুলিশ কমিশন গঠন করা;

[৭] *প্রথম আলো*, 'আইনি কাঠামো পাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার, অধ্যাদেশ চূড়ান্ত', শহীদুল ইসলাম, ০৬ নভেম্বর ২০২৪, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpsnosmsxoe3 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।
[৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://en.wikipedia.org/wiki/Yunus_ministry (৫ নভেম্বর ২০২৪)।
[৯] *প্রথম আলো*, 'দেশবাসীকে ঠিক করতে হবে, কখন আমাদের ছেড়ে দেবেন', ২৬ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/vyppd4vm82 (২৭ আগস্ট ২০২৪)।
[১০] *প্রথম আলো*, জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা: সংস্কারের মাধ্যমে নতুন যাত্রা শুরু করতে চাই, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8zze0a54g0 (১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।
[১১] *প্রথম আলো*, 'জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা: সংস্কারের মাধ্যমে নতুন যাত্রা শুরু করতে চাই', ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8zze0a54g0 (১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

৬. দেশরক্ষা বাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য সব বাহিনীর মধ্যে যারা হত্যাকাণ্ড, গুম, খুন বা শারীরিক, মানসিক অত্যাচারে সরাসরি জড়িত তাদের চিহ্নিত করে বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৭. গণ-অভ্যুত্থানে সকল শহীদের পরিবার পুনর্বাসন; সকল আহত শিক্ষার্থী ও জনতার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করা;
৮. অন্তর্বর্তী সরকারের সব উপদেষ্টার দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পদের বিবরণ প্রকাশ; পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও নিয়মিত এবং বাধ্যতামূলক করা;
৯. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ন্যায়পাল নিয়োগে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা;
১০. আর্থিক খাতে সার্বিক পরিস্থিতি এবং সংস্কার বিষয়ে একটি রূপকল্প তৈরি; নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ; ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘ মেয়াদি সংস্কারের জন্য ব্যাংক কমিশন গঠন; শেয়ারবাজার, পরিবহন খাতসহ যেসব ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে তা নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
১১. তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত করে এমন সব আইন বাতিল বা আইনের নিপীড়নমূলক ধারা সংশোধন করা;
১২. শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার; শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল, নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা; পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করা;
১৩. জনগণের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এ খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা; এবং
১৪. পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নদী দূষণ বন্ধ করা, দখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করা।

তবে সময়ের ধারাবাহিকতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য দাঁড়ায় তিনটি -

- ন্যায়বিচার - বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার;
- সংস্কার - রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো; বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান; এবং
- নির্বাচন - দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন।

২০২৫ সালের ৬ জুন প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণে বলেন, "পতিত স্বৈরাচার বাংলাদেশকে যেভাবে ধ্বংসস্তূপ বানিয়েছে, সেখান থেকে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হলে ন্যূনতম তিনটি আবশ্যিক কাজ সম্পন্ন করতে হবে। প্রথমটি হলো, বিচার ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দৃশ্যমান করে তোলা। দ্বিতীয়টি, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংস্কার সাধনে প্রয়োজনীয় ঐকমত্য ও পথনকশা তৈরি করা। এবং সর্বশেষ একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করে ক্ষমতা হস্তান্তরের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। সে লক্ষ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত নির্বাচনব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে সংস্কার করা।" তিনি বলেন, "এই তিনটি ম্যান্ডেট হচ্ছে দেশবাসীর সঙ্গে আমাদের চুক্তি।"[১২]

অন্তর্বর্তী সরকারকে দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে দুর্বল অর্থনীতি, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ, অকার্যকর ও দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সব খাত ও প্রতিষ্ঠানে পতিত সরকারের সমর্থক ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অসহযোগিতা, দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা ব্যবস্থা, সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর প্রভাব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অরাজকতা, পতিত সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম, এবং উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ উল্লেখযোগ্য।

গবেষণার যৌক্তিকতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রধান লক্ষ্য গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করা। এ সংক্রান্ত গবেষণা ও অধিপরামর্শ টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ। ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেছে টিআইবি। দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি'র পক্ষ থেকে সুপারিশমালা উত্থাপন করা হয় ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট। পরবর্তী সময়ে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন ও প্রকাশ, বিভিন্ন খসড়া আইনের ওপর পর্যালোচনা, বিভিন্ন টাস্কফোর্স ও কমিটির নিকট সুপারিশ উপস্থাপন, এবং উপদেষ্টাসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে মতবিনিময় কার্যক্রম টিআইবির পক্ষ থেকে অব্যাহত রয়েছে।

রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। টিআইবি কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে ২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর।[১৩] এর ধারাবাহিকতায় কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এক বছরের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

[১২] *প্রথম আলো*, 'প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ: এপ্রিলের প্রথমার্ধে নির্বাচন', ৭ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=76a5b03bb3 (৭ জুন ২০২৫)।

[১৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *টিআইবি*, " 'নতুন বাংলাদেশ': কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ", https://ti-bangladesh.org/articles/research/7128।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এক বছরের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, সরকারি কার্যক্রম, দুর্নীতি প্রতিরোধ, এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;
২. বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা; এবং
৩. অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সীমাদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে চিহ্নিত করা।

গবেষণার পরিধি

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে -

১. বিচার - বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার;
২. সংস্কার - রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো; বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান;
৩. নির্বাচন - সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৪. রাষ্ট্রীয়/সরকারি কার্যক্রম - বিভিন্ন খাতে নিয়মিত কার্যক্রম (আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক);
৫. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ; এবং
৬. বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা - রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনী।

গবেষণাপদ্ধতি ও সময়

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

- **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি:** বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে।
- **তথ্যের উৎস:** সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া / চূড়ান্ত); সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত ও বিশ্লেষণ; রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; সরকারি ও অন্যান্য ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **গবেষণার সময়:** ৫ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।[১৪] গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের সময়কাল ছিল এক বছর (০৫ আগস্ট ২০২৪ - ০৪ আগস্ট ২০২৫)।

প্রতিবেদনের কাঠামো

এই গবেষণা প্রতিবেদন সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণাপদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো, বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান সংস্কার পর্যালোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বিভিন্ন খাতে সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনের - রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনী - ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবশেষ অধ্যায়ে সুশাসনের ঘাটতির ধরন বিশ্লেষণ ও সার্বিক পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

[১৪] উল্লেখ্য, প্রয়োজনসাপেক্ষে কোনো কোনো তথ্য ১৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই: বিচার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই অধ্যায়ে এ বিষয়ে সরকারের এক বছরের অগগ্রতি ও ঘাটতি আলোচনা করা হয়েছে।

জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের (ওএইচসিএইচআর) ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং প্রতিবেদন ১২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। 'বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত বিক্ষোভের সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপব্যবহার' নামক প্রতিবেদনে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য বিগত সরকার ও শাসক দল আওয়ামী লীগকে সরাসরি দায়ী করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাক্তন আওয়ামী লীগ সরকার, এর নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা এবং আওয়ামী লীগের দলীয় সহিংস সন্ত্রাসমূহ পদ্ধতিগতভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত ছিল - যার মধ্যে রয়েছে শত শত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, বিক্ষোভকারীকে গুরুতর আহত-নির্যাতন, নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটকসহ নানা ধরনের নিপীড়ন। বিক্ষোভ চলাকালে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)-এর গণমাধ্যমগুলোকে সঠিক প্রতিবেদন করতে বাধা দেওয়ার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সেনাবাহিনীও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে - গুলি চালাতে অনিচ্ছুক থাকলেও তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে শারীরিক সুরক্ষা আবরণ (physical protective cover) দেয়।[১৫]

বিবিসি আইয়ের একটি অনুসন্ধানে উঠে এসেছে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ঢাকার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের নির্বিচার গুলিতে কমপক্ষে ৫২ জন নিহত হন। ওইদিন বিকেলে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ৩০ মিনিটের বেশি সময় ধরে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল বলে বাংলাদেশ পুলিশের একজন মুখপাত্র বিবিসির কাছে স্বীকার করেন। এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে আরও জানা যায়, বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতার ওপর 'প্রাণঘাতী অস্ত্র (লেথাল উইপন)' ব্যবহারের নির্দেশনা শেখ হাসিনা নিজেই দিয়েছিলেন। বিক্ষোভের সময়কার সম্প্রতি ফাঁস হওয়া একটি অডিও বিবিসি আই অডিও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যাচাই করে, তারা নিশ্চিত হয় কণ্ঠটি পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছিল।[১৬] অডিও-তে তাকে বলতে শোনা যায়, "তাঁরা (এসব বাহিনীর সদস্যরা) যেখানেই তাঁদের (আন্দোলনকারী) পাবেন, গুলি করবেন।"

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় (১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত) সারা দেশে দায়ের করা ৭৫২টি হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে।[১৭] জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হতাহতের ঘটনায় ৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার ওপর হামলাকারী, হত্যার ইন্ধনদাতা ও নির্দেশদাতাদের বিরুদ্ধে সারাদেশে ১ হাজার ৭৩০টি মামলার দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে হত্যা মামলা আছে ৭৩১টি।[১৮] ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলায় ৭০ শতাংশ মামলার তদন্তে 'সন্তোষজনক অগ্রগতি' হয়েছে দাবি করছেন মামলার তদন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এসব মামলা তদারকে সারা দেশে ১০টি 'মেন্টরিং অ্যান্ড মনিটরিং' দল গঠন করেছে পুলিশ সদর দপ্তর। পুলিশ মহাপরিদর্শক প্রতিটি মনিটরিং দল নিয়ে বৈঠকে বসে মামলাগুলো বিশ্লেষণ করছেন। উল্লেখ্য, ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৬০ থেকে ৭০টি হত্যা মামলার তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল।[১৯] এছাড়া ৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত আটটি হত্যা মামলাসহ ১৯টি মামলার চার্জশিট এখন পর্যন্ত আদালতে দাখিল করা হয়েছে।[২০]

---

[১৫] জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়ের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রতিবেদন: বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত বিক্ষোভের সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপব্যবহার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2025-05/hr-reoprt-bangla-v3.pdf (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১৬] ক্রিস্টোফার জাইলস, ঋদ্ধি ঝা, রাফিদ হোসেইন, তারেকুজ্জামান শিমুল, 'বিবিসির অনুসন্ধানে ৫ই অগাস্ট ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে পুলিশি হত্যাকাণ্ডের যে চিত্র উঠে এসেছে', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ০৯ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/ce9x120d74yo (১৭ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'জুলাইয়ে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন শেখ হাসিনা নিজেই দিয়েছিলেন', ০৯ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ze4wyae5qu (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[১৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://images.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2024-11-10/brx47wyc/zehzgzel.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা ও মব সন্ত্রাস: আইন উপদেষ্টা', ৩১ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/b7rrj8dlck (৬ আগস্ট ২০২৫)।

[১৮] *বাসস*, 'জুলাই অভ্যুত্থানে ৭৩১ হত্যাসহ ১৭৩০ মামলা, সুষ্ঠু তদন্তে কাজ করছে পুলিশ: আইজিপি', ৬ আগস্ট ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/national/222294 (৬ আগস্ট ২০২৫); প্রতিবেদন প্রকাশের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

[১৯] *প্রথম আলো*, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মামলার তদন্তে চার চ্যালেঞ্জ', ১২ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/z0wpkunwj5 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[২০] *বাসস*, 'ট্রাইব্যুনালে ৩০ মামলায় আসামি ২০৯, গুম-খুনের ৪৫০ অভিযোগ', ৬ আগস্ট ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/national/222560 (৬ আগস্ট ২০২৫); প্রতিবেদন প্রকাশের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

গ্রেপ্তারকৃত মন্ত্রীদের মধ্যে কেবল সাবের হোসেন চৌধুরী ও এম এ মান্নান জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। অন্যরা সবাই কারাগারে আছেন। পাশাপাশি গ্রেপ্তার হয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ. রহমানসহ ৩ জন উপদেষ্টা। এর বাইরে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক আমলা।[২১] ২০২৫ সালের ২২ জুন পর্যন্ত পতিত সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ১১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[২২]

এছাড়া গণ-অভ্যুত্থানে হত্যায় জড়িত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে। পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সরকার পতন-পরবর্তী ১১ মাসে সারা দেশে পুলিশের বিরুদ্ধে ৭৬১টি মামলায় আসামির তালিকায় রয়েছেন পুলিশের ১ হাজার ১৬৮ সদস্য। এসব মামলার আসামিদের মধ্যে ৭ জন সাবেক আইজিপি, ৪১ অতিরিক্ত আইজিপি, ১২ সাবেক ডিআইজি, ১১ জন বর্তমান ডিআইজি, ৪৯ জন অতিরিক্ত ডিআইজি, ৬৬ জন পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন পদের আরও ৯৮২ জন পুলিশ সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ আল-মামুন, এ কে এম শহীদুল হক, সাবেক ডিআইজি মোল্লা নজরুল ইসলাম, এডিশনাল এসপি আব্দুল্লাহিল কাফীসহ ৬১ জন পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে ১১ মাস পরেও কোনো মামলার তদন্ত শেষ হয়নি। এক্ষেত্রে পুলিশ সদর দপ্তরের দাবি, স্পর্শকাতর এসব মামলায় পুলিশের সদস্যরা আসামি থাকায় তদন্ত নির্ভুল করতেই সময় নেওয়া হচ্ছে।[২৩] কিছু কিছু বিভাগীয় পদক্ষেপের বাইরে বাস্তবে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর জবাবদিহির অগ্রগতি হয়নি। পুলিশের বিরুদ্ধে করা এখনো কোনো মামলার তদন্ত শেষ না হওয়ার পেছনে পুলিশের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে না পারা সরকারের সদিচ্ছা ও সক্ষমতার ঘাটতির পরিচায়ক।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ তিন বার সংশোধন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্টে সরকার পতনের পর বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।[২৪] আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) ২০১০ সালে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপ্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ ছিল বলে সুষ্ঠু বিচার ও নিরপেক্ষ বিচারিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে এ সংক্রান্ত আইন সংশোধনের আহ্বান জানায়।[২৫] এর প্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রণালয় ৮ দফা সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ ঢাকায় একটি মতবিনিময় সভা করে, যেখানে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে পাঁচটি ধারা-উপধারা সংযোজন এবং তিনটি ধারা সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।[২৬] কিন্তু সংস্কার করার আগেই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ট্রাইব্যুনাল বিচারের প্রাথমিক কাজ শুরু করে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিগত সরকারের কর্তাব্যক্তিদের এবং সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ দাখিল করা হয়। যদিও সরকারের মতে ট্রাইব্যুনালের প্রাথমিক কাজ শুরু এবং আইন সংশোধনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।[২৭]

পরবর্তীতে ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সংশোধিত আইনের খসড়া অনুমোদন এবং অধ্যাদেশ জারির সিদ্ধান্ত হয়। ২৪ নভেম্বর জারিকৃত অধ্যাদেশে দেখা যায় আইনে ১১টি ধারা সংশোধন, ২টি ধারা প্রতিস্থাপন ও ৪টি ধারা সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর ফলে ট্রাইব্যুনালে দেশের বাইরে সংঘটিত অপরাধ, এবং দেশের অভ্যন্তরে কোনো বিদেশির করা অপরাধের বিচার করা যাবে। এছাড়া মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞায় জোরপূর্বক গুমসহ বিভিন্ন অপরাধ যুক্ত করা, বিদেশি পর্যবেক্ষককে অনুমতি প্রদান, অডিও ও ভিডিওর মাধ্যমে বিচারকাজ ধারণ ও সম্প্রচার, বিদেশি কাউন্সেলের বিধান, বিচারকালে অভিযুক্তের অধিকার, অন্তর্বর্তীকালীন আপিলসহ আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন বিধান যুক্ত করা হয়েছে।[২৮]

---

[২১] *প্রথম আলো*, 'গণ-অভ্যুত্থানের ৬ মাস: সাবেক ৩৬ মন্ত্রী, ৪৩ এমপি গ্রেপ্তার', ৮ ফেব্রুয়ারি, https://www.prothomalo.com/bangladesh/hvkmmh6md4 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[২২] *আজকের পত্রিকা*, 'কারাগারে ১০৫ মন্ত্রী-এমপি', ২২ জুন ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpcydxpd6szb (৬ আগস্ট ২০২৫)।

[২৩] *ইন্ডিপেনডেন্ট*, '১১ মাসে গ্রেপ্তার ৬১ পুলিশ সদস্য, শেষ হয়নি কোনো মামলার তদন্ত', ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.itvbd.com/226549 (২০ জুলাই ২০২৫)।

[২৪] সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিকের মতে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে যুদ্ধাপরাধের বিচার করার কথা বলা হয়েছে। এই আইন সংস্কার না করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হলে বিতর্ক উঠতে পারে। সূত্র: কাদির কল্লোল, 'আওয়ামী লীগের তৈরি আইনেই এগোচ্ছে ট্রাইব্যুনাল', *প্রথম আলো*, ১৮ অক্টোবর ২০২৪।

[২৫] *প্রথম আলো*, 'সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিতের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনের আহ্বান এইচআরডব্লিউর', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/o4we8aws64 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৬] *প্রথম আলো*, 'দল নিষিদ্ধের প্রস্তাব সংশোধনীর খসড়ায়', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/v7c20gzdi7 (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[২৭] *প্রথম আলো*, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারকাজ শুরু', ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/unx670n4gj (১৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৮] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'সংশোধনে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন 'আন্তর্জাতিক মানের' হয়েছে: প্রসিকিউটর', ২৫ নভেম্বর ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/1b331165f9ef (২০ জুলাই ২০২৫)।

এরপর ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি উক্ত আইনের দ্বিতীয় সংশোধনী হয়। দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার জন্য এই আইনে আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় ছয় (৬) সপ্তাহ থেকে কমিয়ে তিন (৩) সপ্তাহ করা হয়। পাশাপাশি, বিচার ত্বরান্বিত করতে তল্লাশি ও জব্দের জন্য তদন্ত কর্মকর্তার ট্রাইব্যুনাল থেকে অনুমতি নেওয়ার বিধান বাতিলসহ বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়।[২৯]

সর্বশেষ ১০ মে ২০২৫ তারিখে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের নেতাদের একাংশ কর্তৃক গঠিত দল জাতীয় নাগরিক পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দলের আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবির মুখে উপদেষ্টা পরিষদের জরুরি বৈঠকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন আরেক দফা সংশোধনের সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে, কোনো সংগঠন যেমন রাজনৈতিক দল বা তার সহযোগী কোনো সত্তার উক্ত আইনের আওতাভুক্ত কোনো অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণসাপেক্ষে ট্রাইব্যুনাল ওই সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত বা নিষিদ্ধ করা, নিবন্ধন বা লাইসেন্স বাতিল এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা পায়।[৩০] একই সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার ট্রাইব্যুনালে আওয়ামী লীগ এবং দলটির নেতাদের বিচার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দলটির যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে।[৩১]

আইন সংশোধনের পাশপাশি ৮ মে ২০২৫ তারিখে সাবেক বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের আরেকটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। মূলত দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি এবং অভিযোগ-অভিযুক্তের সংখ্যা, কাজের চাপ ইত্যাদি বিবেচনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করা হয়। এর প্রেক্ষিতে বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের পূর্বে গঠিত ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৩২]

জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় জড়িতদের বিচারপ্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকের শাসনামলে গুম-খুন-নির্যাতনের ঘটনায় ৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ও চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে অভিযোগ এসেছে ৪৫০টি। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমা[৩৩], বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমদের[৩৪] গুমের অভিযোগও এর ভেতর রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩০টি মামলা হয়েছে, তার মধ্যে ২৬টি বিবিধ মামলা বা মিস কেস। আর চারটি (৪) মিস কেস নিয়মিত মামলায় রূপ নিয়েছে। এই-চারটি (৪) মামলার দুইটি মামলায় এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।[৩৫] এর ভেতর গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা একটি মামলাও রয়েছে, আর বাকি দুটি হল রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় ছয়জনকে গুলি করে হত্যার মামলা এবং রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যার মামলা। এসব মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২০৯ জনকে আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৮৪ জনকে। এখনো পলাতক ১২৫ জন। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, সাবেক উপদেষ্টা, সাবেক মেয়র ও সাবেক সংসদ সদস্য আছেন।[৩৬]

জুলাই-আগস্টের মানবতাবিরোধী অপরাধের আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়েছে। নিয়মিত তিনটি মামলার ভেতর দুইটি মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ১০ জুলাই ২০২৫, গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিনজনকে অভিযুক্ত করে বিচার শুরুর আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। এই মামলায় বাকি দুই আসামি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, বর্তমানে ভারতে পলাতক ও অন্য আসামি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। অভিযোগ গঠনের শুনানিতে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার দায় স্বীকার করে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন 'অ্যাপ্রুভার' বা রাজসাক্ষী হয়েছেন। বর্তমানে তিনিসহ এ মামলায় সাক্ষী হিসেবে জাতীয় দৈনিকের একজন সম্পাদক, সরকারের দুই উপদেষ্টাসহ ৮১ জনকে রাখা হয়েছে। দেড় হাজারের বেশি মানুষকে হত্যার উস্কানি, প্ররোচনা ও নির্দেশ, 'সুপিরিয়র কমান্ড রেসপন্সিবিলিটি' এবং 'জয়েন্ট

[২৯] *প্রথম আলো*, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে সংশোধন: আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় কমল', ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1rnztg9133 (২০ জুলাই ২০২৫)।

[৩০] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'ট্রাইব্যুনালে দোষী সাব্যস্ত হলে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বিধান', ১১ মে ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/politics/2f9a00e7c185 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩১] International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Ordinance, 2025, ১০ মে ২০২৫, https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/57491_59258.pdf (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩২] *প্রথম আলো*, 'বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন', ৮ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/0rv4wq7rbn (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩৩] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মাইকেল চাকমার অভিযোগ', ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-637336 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩৪] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ দিলেন বিএনপির সালাহউদ্দিন', ৩ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kqck4teg69 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩৫] *বাসস*, 'জুলাই অভ্যুত্থানে ৭৩১ হত্যাসহ ১৭৩০ মামলা, সুষ্ঠু তদন্তে কাজ করছে পুলিশ: আইজিপি', ৬ আগস্ট ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/national/222294 (৬ আগস্ট ২০২৫); প্রতিবেদন প্রকাশের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

[৩৬] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনাসহ আসামি ২০৬, গ্রেপ্তার ৭৩ জন', ১ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1tpzt1euff (২৮ জুলাই ২০২৫); *বাসস*, 'জুলাই অভ্যুত্থানে ৭৩১ হত্যাসহ ১৭৩০ মামলা, সুষ্ঠু তদন্তে কাজ করছে পুলিশ: আইজিপি', ৬ আগস্ট ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/national/222294 (৬ আগস্ট ২০২৫)।

ক্রিমিনাল এন্টারপ্রাইজের' মোট ৫টি অভিযোগ আনা হয়েছে উপরোক্ত তিন আসামির বিরুদ্ধে। এসব ঘটনায় আসামিরা জ্ঞাতসারে এ ধরনের অপরাধ সংঘটনের নির্দেশ, প্ররোচনা, উস্কানি, সহায়তা, সম্পৃক্ততা এবং ষড়যন্ত্রসহ অন্যান্য অমানবিক আচরণ করার মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করেছে বলে শুনানিতে জানা যায়।[৩৭] এরপর, ১৪ জুলাই ২০২৫ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যা মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠিত হয়। এ মামলার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মো. হাসিবুর রশীদসহ মোট ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর শরিফুল ইসলাম, পুলিশের সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আমির হোসেন, সাবেক কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায় ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ নেতা ইমরান চৌধুরী ওরফে আকাশসহ ৬ জন এখন কারাগারে। বাকি ২৪ আসামিকে আত্মসমর্পণ করতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য গত ১১ জুলাই আদেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল-২।[৩৮] সর্বশেষ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালের মানবতাবিরোধী অপরাধের ৭ মামলায় ২০ জুলাই ৩৫ জনের বেশি আসামিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে।[৩৯] তবে ট্রাইব্যুনালের বিচারকাজে ধীরগতি নিয়ে শহীদ পরিবারগুলো অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে মোট চারটি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ২ জুলাই আদালত অবমাননার একটি মামলায় তাঁকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এটিই প্রথম কোনো মামলা, যেখানে শেখ হাসিনার কারাদণ্ড হয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ঘৃণা, বিদ্বেষ ও উসকানিমূলক (হেইট স্পিচ) সব ধরনের বক্তব্য ও বিবৃতি প্রচার ও প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। অভ্যুত্থান-পরবর্তী বিভিন্ন সময় শেখ হাসিনার প্রকাশিত অডিও আন্দোলনে নিহতদের পরিবারের সদস্য ও আহতদের মনে ভীতি সঞ্চার করবে এই অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।[৪০] আওয়ামী লীগের শাসনামলে গুম-খুন ও নির্যাতনের ঘটনায় শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের আরেকটি মামলা রয়েছে। আগামী ২৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়া মতিঝিলের শাপলা চত্বরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের হত্যা-নির্যাতনের অভিযোগে করা মামলাতেও শেখ হাসিনাকে আসামি করা হয়েছে। এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার কথা ২০২৫ সালের ১২ আগস্ট।[৪১]

এছাড়া হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার সরকারের মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ এনে একজন আইনজীবী অভিযোগ করেছেন। লন্ডনের একজন আইনজীবী আসরাফুল আরাফিন ২৮ অক্টোবর রোম সংবিধির ১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে গণ-অভ্যুত্থানের সময় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গোপন আটক কেন্দ্রে নির্যাতন, এবং অন্যান্য নৃশংসতার অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।[৪২]

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করতে রেড অ্যালার্ট জারির জন্য আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়। তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠনের অভিযোগে অভিযুক্ত এবং বাংলাদেশের জুরিসডিকশনের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক পুলিশিং সংস্থা হিসেবে ইন্টারপোল যাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা নেয় এবং তাঁর ব্যাপারে অন্তত রেড অ্যালার্ট জারি করে, সেই ব্যাপারে অনুরোধ পাঠনো হয়।[৪৩] গত ১০ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদেসহ মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে 'রেড নোটিশ' জারির জন্য ইন্টারপোলের কাছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিঠির প্রেক্ষিতে আবেদন করেছে বাংলাদেশ পুলিশের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি)।[৪৪] যদিও এর ভেতর শুধু বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি।[৪৫]

---

[৩৭] *সমকাল*, 'মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার শুরু', ১১ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/304823 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩৮] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলায় 'রাজসাক্ষী' সাবেক আইজিপি', ১১ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fft12ry4gx (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩৯] *প্রথম আলো*, '৭ মামলায় ৩৫ জনের বেশি আসামি ট্রাইব্যুনালে', ২০ জুলাই, ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/98t1y1mq4o (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪০] *ইত্তেফাক*, 'শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার-প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা', ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ https://epaper.ittefaq.com.bd/m/366781/6751d8e5b8af3 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪১] https://www.prothomalo.com/bangladesh/1tpzt1euff (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪২] *Daily Star*, 'Lawyer files complaint against Hasina at The Hague', 3 November 2024, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/lawyer-files-complaint-against-hasina-the-hague-3742856 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[৪৩] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারে ইন্টারপোলকে রেড অ্যালার্ট জারির অনুরোধ', ১২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4v8s77bfj7 (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[৪৪] *প্রথম আলো*, 'ইন্টারপোলে আবেদন: হাসিনা, কাদের, বেনজীরসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে 'রেড নোটিশ' জারির চিঠি', ১৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/n5wliglzaj (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৫] *প্রথম আলো*, 'সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের 'রেড নোটিশ' জারি', ২২ এপ্রিল ২০২৫,

হাইকোর্টের মামলার তদন্তে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন এবং তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৪৬] এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এসব শাস্তির মধ্যে রয়েছে সাময়িক বহিষ্কার, ক্লাস ও পরীক্ষা থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বিরত রাখা।[৪৭]

জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় জড়িতদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হলেও এই প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিযুক্তের গোপনে দেশত্যাগের অভিযোগ রয়েছে।[৪৮] দেশত্যাগে সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা সংস্থা ও স্থানীয় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সহায়তার অভিযোগ রয়েছে। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের অন্তত ১৫ জন কেন্দ্রীয় নেতা, সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা দেশ ছেড়েছেন বলে জানা যায়, যদিও অবৈধ পথে দেশ ছাড়ায় ইমিগ্রেশন বিভাগের নথিতে তাঁদের দেশত্যাগের তথ্য নেই। এর বাইরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ এবং অন্যান্য সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান নেতাদের মধ্যে অন্তত ২৭ জনের দেশ ছাড়ার খবর জানা যায়। তবে দেশ ছেড়ে পালানো ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা কয়েক শ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ছাড়া পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ৫ আগস্ট ২০২৪-এর কিছুদিন আগে বিদেশে পাড়ি জমিয়ে আর দেশে ফেরেননি আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তত ১৩ নেতা।[৪৯] পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১০ কর্মকর্তা 'ওয়ারেন্ট' এবং 'ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা' সত্ত্বেও বিদেশে পালিয়ে গেছেন।[৫০] উল্লেখ্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিগত সরকার-সংশ্লিষ্ট যে ৬২৬ জনকে বিভিন্ন সেনানিবাসে আশ্রয় দিয়েছিল তার তালিকা প্রকাশ করে ২২ মে ২০২৫। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)-এর প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি হতে জানা যায়, ৬১৫ জন নিজ উদ্যোগে সেনানিবাস ত্যাগ করেছেন, অভিযোগ বা মামলার ভিত্তিতে ৪ জনকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সাতজন এখনো সেনানিবাসে অবস্থান করছেন। ৬২৬ জন আশ্রিতদের মধ্যে ২৪ জন রাজনৈতিক ব্যক্তি, ৫ জন বিচারক, ১৯ জন বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা, ২৮ জন পুলিশ কর্মকর্তা ও ৪৮৭ জন পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যসহ বিবিধ ১২ জন এবং ৫১ জন পরিবার পরিজন ছিলেন।[৫১] এখানে লক্ষণীয়, প্রকাশিত তালিকার অনেকে আসামি হিসেবে পরবর্তীতে বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত, তৎকালীন পুলিশের আতিরিক্ত আইজিপি প্রধান মনিরুল ইসলাম, সাবেক মন্ত্রী শিরিন শারমিন চৌধুরীসহ অনেকে এখনো আত্মগোপনে আছেন। এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে জবাবদিহি করা হয়নি বা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। পাশাপাশি ৫ আগস্ট গুলি চালানোর ঘটনায় সেনাবাহিনী বা সরকারের তরফ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

পতিত সরকারের পতনের পরপর এ সময়ে ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করা হয় এবং মামলায় ঢালাওভাবে আসামী হিসেবে নাম দেওয়া হয়। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের মাসিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত সরকার-সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলোয় জুন ২০২৫ পর্যন্ত অভিযুক্ত আসামি প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার এবং গ্রেপ্তার হয়েছেন ৪ হাজার ১৫০ জন।[৫২] এখানে উল্লেখ্য একই মামলায় অনেকে অনেকক্ষেত্রে শত শত অভিযুক্ত। এছাড়া পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ২৯ জুলাই পর্যন্ত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অন্তত ৩৫১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যদিও এর মধ্যে এখন পর্যন্ত কতটি হত্যা মামলা তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। এছাড়া, তার চার নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে ৮৪টি মামলা হয়েছে, পাশাপাশি

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/rm4jmlhu22 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৬] *প্রথম আলো*, 'তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ', ১ অক্টোবর ২০২৪।

[৪৭] *প্রথম আলো*, 'ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদকসহ ২৮ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার', ০৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/9h5727kxph (৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের ২০ নেতা-কর্মীকে শাস্তি দিল কর্তৃপক্ষ', ০২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/rog3sd6shn (৩ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদকসহ ১৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি', ০২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ol0cb2h39a (২ অক্টোবর ২০২৪); *শিক্ষা* বার্তা, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ১২৮ জন বহিষ্কার' ২০ জুলাই ২০২৫, https://shikshabarta.com/224212/ (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৮] *মানবজমিন*, 'আনোয়ারুজ্জামানের দেশত্যাগ নিয়ে সিলেটের রাজনীতিতে নিঃশব্দ উত্তেজনা', ২৭ মার্চ, ২০২৫, https://m.mzamin.com/news.php?news=154232 (২৮ জুলাই ২০২৫); *নেত্র নিউজ*, 'এনএসআই ও ডিজিএফআই-এর অনাপত্তিতে আবদুল হামিদের বিদেশযাত্রা: নথি', ৯ মে ২০২৫, https://netra.news/2025/nsi-dgfi-cleared-abdul-hamid-passage/(২৮ জুলাই ২০২৫); *যুগান্তর*, ' শিরীন শারমিন কোথায়, ঘরে বসে আঙুলের ছাপ দেওয়ার অভিযোগ' ২৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics/907848 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৯] মাহমুদুল হাসান, 'দেশ ছেড়েছেন আওয়ামী লীগের অনেকেই', *প্রথম আলো*, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/uvtv0pg64r (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৫০] *নেত্র নিউজ,* '10 Bangladesh army officers "fled abroad despite warrants and travel bans", ১৫ জুলাই ২০২৫ https://netra.news/2025/10-bangladesh-army-officers-fled-abroad-despite-warrants-and-travel-bans/ (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৫১] *ইত্তেফাক*, 'সেনানিবাসে আশ্রয় দেওয়া ৬২৬ জনের তালিকা প্রকাশ', ২২ মে ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/733123 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৫২] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের মাসিক প্রতিবেদন, https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php (২৫ জুলাই ২০২৫)।

সাবেক ৩২৮ জন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।[৫৩] উল্লেখ্য, ২৯ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত আনুমানিক ২১৪টি হত্যা মামলা ছিল শেখ হাসিনার নামে।[৫৪]

এসব মামলার ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে, যেখানে পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা এবং চাঁদাবাজি ও হয়রানি করতে অনেককে আসামি করা হয়েছে, আবার অব্যাহতি দেওয়ার নামে চাঁদাবাজি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসামী কে বা কারা তা বাদী জানেন না।[৫৫] চাপের মুখে তদন্ত না করে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হলেও এবং কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও ঢালাও মামলা, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের ধরন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট মামলা না দেওয়ার ফলে মামলার ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। তবে ঢালাও বা হয়রানিমূলক আসামি করার বিষয়ে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করতে প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সরকারি কৌঁসুলির (পিপি) সমন্বয়ে এবং মহানগরের ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার ও বিভাগীয় কমিশনারের সমন্বয়ে কমিটি করা হয়েছে।[৫৬]

এসকল মামলার প্রতিবেদন তৈরিতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন তদন্ত কর্মকর্তারা। পদ্ধতিগত জটিলতা ও ঘটনার পরিষ্কার চিত্র না থাকায় ৩০ শতাংশ মামলার অগ্রগতি হয়নি। এসব মামলার প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানত চার ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে পুলিশের - বেশির ভাগ শহীদের ময়নাতদন্ত না হওয়ায় লাশ উত্তোলন করা, মেডিকেল প্রতিবেদনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার কথা উল্লেখ না থাকা বা মৃত্যুর সঠিক কারণ লেখা না থাকা, এজাহারে ঘটনাস্থলের ভুল বর্ণনা এবং মামলায় অনেক ঢালাও আসামি থাকা। এর বাইরে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ভিডিওর ফরেনসিক প্রতিবেদন তৈরিতে বিলম্ব, নাম-পরিচয়হীন বেওয়ারিশ লাশ সংশ্লিষ্ট মামলা ও তদন্ত অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এজন্য কোথাও বিকল্প উপায়ে ঘটনার প্রমাণ সংগ্রহ বা যেসব ক্ষেত্রে তদন্তসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোর জন্যও অপেক্ষা করা হচ্ছে।[৫৭]

এছাড়া গত সরকারের বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি পরিলক্ষিত হয়েছে - একেকজনকে একাধিকবার একেক জায়গা থেকে গ্রেপ্তারের সংবাদ দেওয়া হয়।[৫৮] আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের পুরনো ধারা বিদ্যমান বলে লক্ষ করা যায়।[৫৯] বিচারপ্রক্রিয়া পরিচালনার সময় কয়েকটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে - এর মধ্যে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী আদালতে আক্রমণের শিকার হওয়া, পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রলীগ নেত্রী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সামনে লাঞ্ছিত হওয়া, সাবেক বিচারপতির ওপর আক্রমণ, এবং আসামী পক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্য।[৬০]

---

[৫৩] *প্রথম আলো*, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মামলার তদন্তে চার চ্যালেঞ্জ', ১২ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/z0wpkunwj5 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৫৪] আসাদুজ্জামান, 'শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা ২৫০ ছাড়িয়েছে, হত্যা মামলা ২১৩টি', *প্রথম আলো*, ১৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/plxttx2uc2 (১৮ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'গাজীপুরে শেখ হাসিনাসহ ৪২ জনের বিরুদ্ধে আরও একটি হত্যা মামলা', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=297bf5d93ee&eid (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৫৫] দেখুন নজরুল ইসলাম, 'আগে ছিল 'গায়েবি' মামলা, এখন 'ইচ্ছেমতো' আসামি', *প্রথম আলো*, ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/485gbnaxwd (১৬ অক্টোবর ২০২৪); রাজিউল ইসলাম, 'দিনাজপুরে হত্যা মামলা থেকে নাম কাটাতে চলছে 'হলফনামা-বাণিজ্য'', *প্রথম আলো*, ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fdliwdtyzi (১৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'মামলায় এত আসামি কে দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন বাদীর', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1gu32klr5s (২২ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জেড আই খান পান্নার নাম বাদ দিতে এবার বাদীর আবেদন', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kwn9b0te6h (২২ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জীবিত স্বামীকে গণ-অভ্যুত্থানে 'মৃত' দেখিয়ে শেখ হাসিনাসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা', ১২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qaiisxltqi (১৩ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'সাবেক এমপির বিরুদ্ধে মামলা: বাদী বিএনপি কর্মী বললেন, 'ভুল বুঝিয়ে করানো হয়েছে'', ০১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qvkdmde093 (৬ নভেম্বর ২০২৪); *সমকাল*,'তিন লাখ ৫৯ হাজার গ্রেপ্তার', ১ জুন, ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-06-01/1/49 (২৫ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'প্রমাণ ছাড়া এসব গ্রেপ্তার থামাতেই হবে', ৫ জুন, ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/k2omhe2ggb (২৫ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'এসব মামলায় ক্ষুণ্ন হচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানের ভাবমূর্তি', ২২ জুলাই, ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/2c8cpdfe65 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৫৬] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনাসহ আসামি ২০৬, গ্রেপ্তার ৭৩ জন', ১ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1tpzt1euff (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৫৭] *প্রথম আলো*, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মামলার তদন্তে চার চ্যালেঞ্জ', ১২ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/z0wpkunwj5 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৫৮] *খবরের কাগজ*, 'অপরাধী মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারে লুকোচুরি কেন, প্রশ্ন রিজভীর', ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://khaborerkagoj.com/politics/833340 (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৯] *প্রথম আলো*, 'সালমান, দীপু মনি, ইনু, মেননসহ ছয়জন আবার বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে', ০৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3nhsn7mfq8 (৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[৬০] *প্রথম আলো*, 'পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রলীগ নেত্রীকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সামনেই লাঞ্ছিত করলেন মহিলা দলের নেত্রীরা', ২৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qmqwjcdmx8 (২৮ অক্টোবর ২০২৪); রাফিউল ইসলাম, এমরুল হাসান বাপ্পী, 'আদালত প্রাঙ্গণে আসামি-আইনজীবীদের ওপর হামলা চলছেই', *ডেইলি স্টার*, ২ নভেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-626621 (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধন না করে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারক ও কৌঁসুলিদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক/ সমালোচনা হয়েছে, এবং ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারকদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ট্রাইব্যুনালে আসামীপক্ষের আইনজীবী রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হওয়ায় স্বার্থের সংঘাত হবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।[৬১]

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে সারা দেশে বিভিন্ন থানায় হামলা হয়। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়।[৬২] কিন্তু ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় যারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ১৫ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য কোনো মামলা, গ্রেপ্তার বা হয়রানি না করার নির্দেশ দেওয়া হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায়।[৬৩] পরবর্তীতে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারে উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ ধরনের দায়মুক্তি নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা উঠেছে। অন্যদিকে ঢালাওভাবে প্রতিশোধপ্রবণ আটক করা হয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রে জামিন না-মঞ্জুর করা হয়েছে।

গুম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মানবাধিকার নিশ্চিতে গুম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম শুরু করেছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে ২০০৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে কৈফিয়তহীন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ২ হাজার ৯৫৪ জন।[৬৪] অন্তর্বর্তী সরকার গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনে (ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অব অল পারসনস ফ্রম এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স - আইসিপিপিইডি) স্বাক্ষর করে ২৯ আগস্ট ২০২৪।[৬৫] এ বিষয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অগ্রাধিকারমূলক বিষয়গুলোর অন্যতম। উল্লেখ্য, আইসিপিপিইডি জাতিসংঘের আওতাধীন একমাত্র আন্তর্জাতিক কনভেনশন যা জোরপূর্বক অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে গৃহীত হয়, যার লক্ষ্য জোরপূর্বক অন্তর্ধান বা গুম প্রতিরোধ করা, ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, এবং গুরুতর এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুমের ঘটনা তদন্তে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ২৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখে কমিশন গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনসার ব্যাটালিয়ন, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), প্রতিরক্ষা বাহিনী, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই), কোস্টগার্ডসহ দেশের আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী কোনো সংস্থার কোনো সদস্য কর্তৃক জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানের নিমিত্তে এই তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনকে তদন্ত করে ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়।[৬৬]

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ এর জুলাই পর্যন্ত চারজনকে গুম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতনের পরদিন ৬ আগস্ট প্রায় আট বছর পর গোপন বন্দিশালা থেকে মুক্ত হন সাবেক সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (বরখাস্ত) আবদুল্লাহিল আমান আযমী ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আহমাদ বিন কাসেম (আরমান)। একই দিনে পাঁচ বছরের বেশি সময় পর গোপন বন্দিশালা থেকে মুক্ত হন পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) নেতা মাইকেল চাকমা।[৬৭]

---

[৬১] ডেভিড বার্গম্যান, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার ও বিচারক নিয়ে কিছু প্রশ্ন', *প্রথম আলো*, ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/opinion/column/zan427qihs (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬২] *প্রথম আলো*, 'জুলাই-আগস্টে নিহত পুলিশ সদস্যদের তালিকা প্রকাশ', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/zqhqbxhiij (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬৩] *বিবিসি বাংলা*, 'মামলা-গ্রেফতার থেকে দায়মুক্তির প্রশ্ন আসছে কেন, কারা পাবে?', ১৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/c4g9ynqdzglo (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬৪] পার্থ শঙ্কর সাহা, 'দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে ২০ বছরে নিহত ২,৯৫৪', *প্রথম আলো*, ০৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/jj8t0ayonm (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬৫] *প্রথম আলো*, 'গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ', ২৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/xyxurugc66 (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬৬] https://cabinet.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/notices/de2c9b0a_6b66_477a_84cf_14a6b1ed84e4/55808_69193.pdf (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬৭] *প্রথম আলো*, 'গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিশন', ২৮ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/haveesb5ix (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।

পরবর্তীতে ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ ঢাকার ধামরাই থেকে ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো (পুশ-ইন) রহমতউল্লাহ-কে উদ্ধার হয়। তাকে ২০২৩ সালের ২৯ আগস্ট বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।[৬৮]

গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন এ পর্যন্ত দুইটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। গত ১৪ ডিসেম্বর 'আনফোল্ডিং দ্য ট্রুথ' (সত্য উন্মোচন) শীর্ষক প্রথম অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেয় গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন। সেখানে গত ১৫ বছরে সংঘটিত বিভিন্ন গুমের ঘটনায় নির্দেশদাতা হিসেবে শেখ হাসিনার সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়ার কথা জানায় কমিশন।[৬৯] পরবর্তীতে ৪ জুন প্রধান উপদেষ্টার কাছে দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন জমা দেয়। কমিশনের কাছে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৮৫০টি অভিযোগ এসেছে। প্রাথমিক পর্যালোচনার পর এর মধ্যে ১ হাজার ৭৭২টি অভিযোগকে কমিশনের তথ্যভান্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে ১ হাজার ৩৫০টি অভিযোগ যাচাই-বাছাই শেষ হয়েছে। এই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে কমিশন দেখেছে, ১ হাজার ৪২৭ জন (৮১ শতাংশ) নিখোঁজ ব্যক্তি পরে জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছেন এবং ৩৪৫ জন (১৯ শতাংশ) এখনো নিখোঁজ। তবে অভিযোগের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে কমিশন ধারণা করছে।[৭০]

'আনফোল্ডিং দ্য ট্রুথ: আ স্ট্রাকচারাল ডায়াগনসিস অব এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এই প্রতিবেদনে গুমের শিকার ২৫৩ জনের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১০১ জন নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিএনপির ৩৭ জন, এরপর ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৩১ জন, জামায়াতে ইসলামীর ২৫ জন রয়েছেন। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের দুজন, হেফাজতে ইসলামের দুজন, আওয়ামী লীগের দুজন এবং খেলাফত মজলিস ও তাবলিগ জামাতের একজন করে রয়েছেন। এছাড়া প্রতিবেদন মতে, ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৬টিতেই গুমের ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি ৫১ জন গুমের শিকার হয়েছেন ২০১৭ সালে। পাশাপাশি যাদের তুলে নেয়া হয়েছে তাঁদের বেশির ভাগের বয়স ১৯ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে কমপক্ষে ১০ জন অপহরণের সময় ১৮ বছরের কম বয়সী ছিলেন। ভুক্তভোগীদের এক দিন থেকে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন মেয়াদে আটকে রাখা হয়েছিল। বিশ্লেষিত ঘটনার মধ্যে বেশিরভাগ গুমই সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো, বিশেষ করে পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি ও সিটিটিসি ৬৭ শতাংশের বেশি ঘটনার জন্য দায়ী। আবার অনেক ঘটনা একাধিক সংস্থার যৌথ অভিযানের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন ডিজিএফআই ও এনএসআই প্রায়ই মূল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। পাশপাশি গুমের ঘটনায় জড়িত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সরকারি পুরস্কার, পদক ও পদায়নের জন্য এসব করতেন বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।[৭১]

গুমের শিকার হয়ে এখনো নিখোঁজ থাকা ব্যক্তির পরিবারকে 'নিখোঁজ সনদ' বা 'ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স সার্টিফিকেট' দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই সনদের মাধ্যমে পরিবারগুলো নিখোঁজ স্বজনদের ব্যাংক হিসাব, সম্পত্তি ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা পাবে।[৭২]

গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে অন্তর্বর্তী সরকার এ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ৪২ জন কর্মকর্তার পাসপোর্ট বাতিল করেছে। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)-এর ১১ জন, র‍্যাবের ১৫ জন, পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) এবং গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)-এর ছয় জন, এবং সেনাবাহিনীর ১০ জন কর্মকর্তার ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।[৭৩] এছাড়া গত ৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গুমে জড়িত ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। তাঁদের মধ্যে ৫ জন ডিজিএফআইয়ের (প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর) সাবেক মহাপরিচালক এবং একজন সাবেক পরিচালক।[৭৪] কিন্তু ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর ১০ কর্মকর্তা পলাতক বলে জানিয়েছে গুম কমিশন।

---

[৬৮] *যুগান্তর*, 'গুম হওয়া' যুবককে দেড় বছর পর উদ্ধার', ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.jugantor.com/country-news/894002 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৬৯] আহমদুল হাসান, 'গুম করা হতো তিনটি ধাপে', *প্রথম আলো*, ১৫ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/xpsdh2pi9v (২৯ জুলাই ২০২৫)

[৭০] মাহমুদুল হাসান, '৩৬ জেলায় গুমের ঘটনার তথ্য পেয়েছে কমিশন', *প্রথম আলো*, ০৪ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/02f5789a4d (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭১] *প্রথম আলো*, '৩৬ জেলায় গুমের ঘটনার তথ্য পেয়েছে কমিশন', ৫ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/02f5789a4d (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭২] ইসমাঈল হোসাইন, 'গুমের শিকারদের জন্য 'নিখোঁজ সনদ' দেবে সরকার: তদন্ত কমিশনের আশ্বাস', *জনকণ্ঠ*, ১০ জুলাই ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/831090 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৩] মারজিয়া হাশমি মোমো, `10 Bangladesh army officers "fled abroad despite warrants and travel bans', *নেত্র নিউজ*, ১৫ জুলাই ২০২৫, https://netra.news/2025/10-bangladesh-army-officers-fled-abroad-despite-warrants-and-travel-bans/ (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৪] আহমদুল হাসান, 'গুম করা হতো তিনটি ধাপে', *প্রথম আলো*, ১৫ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/xpsdh2pi9v (২৯ জুলাই ২০২৫)।

অন্তর্বর্তী সরকার মানবাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনারের কার্যালয় করা নিয়ে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।[৭৫] তবে ২৯ জুন ২০২৫ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারের ঢাকা কার্যালয় তিন বছরের জন্য চালু করতে খসড়া সমঝোতায় নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।[৭৬] এরপর ১৯ জুলাই মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারের কার্যালয় স্থাপনে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। তবে মিশন স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করছে হেফাজতে ইসলাম, খেলাফতে মজলিসসহ বিভিন্ন ইসলামপন্থী দল। হেফাজত ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হক বলেন, 'আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জন্য দরজা খুলে দেওয়া মানে অপরাধীদের দায়মুক্তি ও জনগণের প্রতি অবিচার। এই খাল কেটে কুমির আনার অধিকার সরকারকে কেউ দেয়নি'।[৭৭]

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আয়নাঘরের অস্তিত্ব, গুম ও খুনের দায় স্বীকার করে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন র‍্যাব মহাপরিচালক একেএম শহিদুর রহমান ২০২৪ এর ১২ ডিসেম্বর। বিভিন্ন সময়ে র‍্যাবের বিরুদ্ধে গুম খুনের যেসব অভিযোগ উঠেছে, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার বিচারের প্রত্যাশা জানিয়ে ভুক্তভোগীদের পরিবারের কাছে ক্ষমা চান তিনি।[৭৮] অপরদিকে গুম ও খুনের দায়ের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা না থাকার দাবি করা হয়। ৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে সামরিক কর্মসূচি নির্দেশকের কর্নেল মোঃ শফিকুল বলপ্রয়োগে গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনা সংশ্লিষ্ট সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান। এখন পর্যন্ত তা তদন্তাধীন রয়েছে।[৭৯] গুমের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান অস্পষ্ট।

২০২৫ এর জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) প্রধান উপদেষ্টার কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করে যেখানে উল্লেখ করা হয়, শেখ হাসিনা সরাসরি গুম ও খুনের নির্দেশ দিত। এছাড়া, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিলুপ্ত করার সুপারিশ তুলে ধরে এইচআরডব্লিউ বলেছে, গুম ও হত্যার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের অপরাধের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত।[৮০] পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিচালিত গুমের ঘটনা তদন্তে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের গুমবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স (ডব্লিউজিইআইডি) এক যুগ ধরে বাংলাদেশে আসতে চাইলেও প্রথমবার ১৫ জুন ২০২৫-এ জাতিসংঘের গুম কমিটির দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসেন, এবং গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেন। এসময় তারা সহযোগিতার আশ্বাসের পাশাপাশি গুমের তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।[৮১]

এছাড়া ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ প্রকাশিত ওএইচসিএইচআর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং প্রতিবেদনে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা; গুমের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে নিরপেক্ষ, যথাযথ বিচার করা; গুম কমিশনে আসা গুমের ঘটনাগুলো প্রকাশ; গোয়েন্দা, আইনশৃঙ্খলা ও সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন গোপন আটকের স্থানের তথ্য প্রকাশ এবং সেগুলো বন্ধ করা; র‍্যাব বিলুপ্ত করা; ডিজিএফআইয়ের কার্যক্রম সামরিক গোয়েন্দা তৎপরতার মধ্যে সীমিত করা ও সে অনুযায়ী আইনি ক্ষমতা সীমিত করার সুপারিশ করা হয়।[৮২] তথাপি কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থা যেমন ডিজিএফআই, ডিবি, এনএসআই, এনটিএমসি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে লক্ষ করা যায় এবং র‍্যাব বিলুপ্তির সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের অবস্থান অস্পষ্ট।

---

[৭৫] *প্রথম আলো*, 'ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় হবে: উপদেষ্টা শারমিন মুরশিদ', ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ihr2lml3z4 (১৮ নভেম্বর ২০২৪); রাহীদ এজাজ, 'জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের দপ্তর ঢাকায় এখনই হচ্ছে না', *প্রথম আলো*, ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/q7cpo3lkrv (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭৬] *মানবজমিন*, 'তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় হচ্ছে ঢাকায়', ৩০ জুন ২০২৫, https://mzamin.com/news.php?news=168300 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৭] *সমকাল*, 'ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর খোলার সমঝোতা স্মারক সই', ১৯ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/306130 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৮] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'র‍্যাবের আয়নাঘর, গুম-খুন স্বীকার করলেন মহাপরিচালক, চাইলেন ক্ষমা', ১২ ডিসেম্বর ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/5d8cf409b18d (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৯] *The daily star,* 'Forced disappearance: Army to take legal action if any member found complicit', 4 July 2025, Forced disappearance: Army to take legal action if any member found complicit | The Daily Star (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮০] *প্রথম আলো*, 'গুম ও হত্যার নির্দেশ দিতেন শেখ হাসিনা', ২৮ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/cn1jxi7k58 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৮১] *প্রথম আলো*, 'গুমের বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত চায় জাতিসংঘ, ঢাকায় তদন্ত কমিশনের সঙ্গে বৈঠক', ১৭ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kil7k0fe2x (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৮২] জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়ের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রতিবেদন: বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত বিক্ষোভের সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপব্যবহার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2025-05/hr-reoprt-bangla-v3.pdf (২৮ জুলাই ২০২৫)।

'আয়নাঘর' থেকে কয়েকজনকে উদ্ধার করা হলেও নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার বিরুদ্ধে আলামত নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। আয়নাঘরের বিভিন্ন আলামত নষ্ট করা হয়েছে জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে গুম কমিশনের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন বলেন, "সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স তারা নষ্ট করে দিয়েছে ওয়ালে পেইন্ট করে।"[৮৩] এছাড়া গণমাধ্যম ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস 'আয়নাঘর' নামে পরিচিত গোপন বন্দিশালা পরিদর্শন করতে চাইলেও সেনাবাহিনীর বাধার মুখে প্রথমে তা স্থগিত হয়।[৮৪] পরবর্তীতে ১২ ফেব্রুয়ারি কিছু গণমাধ্যম ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকার আগারগাঁও, কচুক্ষেত ও উত্তরায় অবস্থিত তিনটি গোপন বন্দিশালা পরিদর্শন করেন প্রধান উপদেষ্টা। 'আয়নাঘর' পরিদর্শনের সময় সরকারের বেশ কয়েকজন উপদেষ্টাও ছিলেন অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে। তাদের মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া নিজেরা যেসব 'আয়নাঘরে' বন্দি ছিলেন, সেগুলো চিহ্নিত করেন। তবে পরিদর্শনের ব্যাপারে অনেক ভুক্তভোগী জানতেন না, ডাক না পাওয়ায় কেউ কেউ হতাশ হয়েছেন।[৮৫] এছাড়া প্রত্যক্ষ পরিদর্শনকারীরা অনেক কিছুতে পরিবর্তন দেখতে পান যা আলামত নষ্টের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ পর্যন্ত গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানের জন্য সারা দেশে মোট ১৬টি গোপন বন্দিশালা পরিদর্শন করা হয়েছে বলে গুমসংক্রান্ত কমিশন জানায়। গুমসংক্রান্ত অভিযোগগুলোর মধ্য থেকে ১৩১টির বিষয়ে আইন মোতাবেক এফআইআর বা জিডি রেকর্ড করে ভুক্তভোগীদের সন্ধান-উদ্ধারে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুলিশের মহাপরিদর্শকের কাছে পাঠানো হয়।[৮৬] দেখা যায়, গুমের বিচারে ধীরগতি রয়েছে এবং আলামত নষ্টের ক্ষেত্রে জবাবদিহির ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

উপসংহার

জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় জড়িতদের বিচারপ্রক্রিয়া চলমান। তবে ট্রাইব্যুনালের বিচারকাজে ধীরগতি নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। কিছু কিছু বিভাগীয় পদক্ষেপের বাইরে বাস্তবে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর জবাবদিহির অগ্রগতি নেই, যা সরকারের সদিচ্ছা ও সক্ষমতার ঘাটতির প্রতিফলন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারক ও কৌঁসুলিদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা রয়েছে - তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হলেও এবং কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও ঢালাও মামলা, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের ধরন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট মামলা না দেওয়ার ফলে মামলার ভিত্তি দুর্বল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এর ফলে মামলার প্রতিবেদন তৈরিতে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, যেখানে পদ্ধতিগত জটিলতা ও ঘটনার পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় না। এছাড়া আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের পুরনো ধারা বিদ্যমান রয়েছে। একদিকে নির্বিচার দায়মুক্তি, আর অন্যদিকে ঢালাওভাবে প্রতিশোধপ্রবণ আটক ও জামিন না-মঞ্জুর বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

---

[৮৩] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'নষ্ট করা হয়েছে 'আয়নাঘরের' আলামত: গুম সংক্রান্ত কমিশন', ৩ অক্টোবর ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/8b8c1dff64fd (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৮৪] *নেত্র নিউজ*, 'No access: Survivors and journalists barred from visiting Aynaghar and TFI', ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://netra.news/2025/no-access-survivors-and-journalists-barred-from-visiting-aynaghar-and-tfi (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৮৫] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'আয়নাঘর' পরিদর্শনে না ডাকায় ভুক্তভোগীদের অনেকের ক্ষোভ', ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cx2pzl5wpyzo (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৮৬] *প্রথম আলো*, 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের সম্ভাব্য চার ধরনের পরিণতি হয়েছিল', ১৯ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/n95lhylgdd (২৯ জুলাই ২০২৫)।

অধ্যায় তিন: সংস্কার

রাষ্ট্র সংস্কার নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েক ধরনের উদ্যোগ চিহ্নিত করা যায়। এই অধ্যায়ে সংস্কারের অংশ হিসেবে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা, আইনি সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা

সংস্কার কমিশন গঠন ও সংস্কার প্রস্তাব

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দুই দফায় খাতভিত্তিক ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচনব্যবস্থা, সংবিধান, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, নারীবিষয়ক, শ্রম, এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংস্কার কমিশন। প্রথম পর্যায়ে ২০২৪ এর অক্টোবরে ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়। পরবর্তীতে আরও পাঁচটি কমিশন গঠন করা হয় ২০২৪ সালের নভেম্বরে। প্রথম ধাপের পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদন ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়।[৮৭] পরবর্তীতে মে ২০২৫-এর মধ্যে আরও পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।[৮৮]

সংস্কার কমিশনগুলো তাদের কাজ পরিচালনার জন্য সুসংগঠিত ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। প্রতিটি কমিশন সংশ্লিষ্ট খাতের বর্তমান অবস্থা, আইনি কাঠামো, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও জনঅভিযোগ বিশ্লেষণ করে। কমিশনগুলো নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন, রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণ করে। এই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে গণশুনানি, কর্মশালা ও পরামর্শ সভা আয়োজন করা হয়। কোনো কোনো কমিশন দেশব্যাপী জরিপ পরিচালনাও করে। এছাড়া কমিশনগুলো সংশ্লিষ্ট খাতের প্রচলিত আইন, বিধিমালা ও প্রশাসনিক নির্দেশনা পর্যালোচনা করে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে। এসব কমিশন স্ব স্ব খাতের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশমালা তৈরি করে। এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। সবশেষে কমিশনগুলোর প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় যাতে জনগণ, গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলগুলো তা পর্যালোচনা করতে পারে এবং জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্ধারণ করা যায়।[৮৯] এই ১১টি কমিশনের মোট প্রধান সুপারিশের সংখ্যা ১,৭০০ এর বেশি (দেখুন সারণি ১)।

সারণি ১: সংস্কার কমিশনগুলোর গঠন, প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ, সুপারিশের সংখ্যা ও প্রধান সুপারিশ

সংস্কার কমিশন	গঠনের তারিখ	প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	সুপারিশের সংখ্যা	প্রধান সুপারিশ
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন	৩ অক্টোবর ২০২৪	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	২০৮	মেধাভিত্তিক পদোন্নতি, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসন, নাগরিক সেবায় ডিজিটাল রূপান্তর
দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন	৩ অক্টোবর ২০২৪	১৫ জানুয়ারি ২০২৫	৪৭	দুদকের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, সম্পদের হিসাব বাধ্যতামূলক
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন	৩ অক্টোবর ২০২৪	০৩ জানুয়ারি ২০২৫	১৬৩	স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন, ইভিএম বাতিল, কাগজভিত্তিক ব্যালট পুনঃপ্রবর্তন, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন কঠোরকরণ
পুলিশ সংস্কার কমিশন	৩ অক্টোবর ২০২৪	১৫ জানুয়ারি ২০২৫	১০৮	পুলিশি নির্যাতন বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা, কমিউনিটি পুলিশিং জোরদার, নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা
বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	৩ অক্টোবর ২০২৪	৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	৩১১	বিচারকদের নিয়োগে স্বচ্ছতা, বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

[৮৭] *যুগান্তর*, '৬ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ', ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/914355 (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[৮৮] *বিডিনিউজ ২৪. কম*, 'স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার হাতে', ৫ মে ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/health/27d079585fc1 (৫ মে ২০২৫)।

[৮৯] সংস্কার কমিশনগুলোর প্রতিবেদনের জন্য দেখুন https://cao.gov.bd/site/files/7dcbcf43-344b-4aa3-8c95-dde73b542cde/ (২৮ জুলাই ২০২৫)।

সংস্কার কমিশন	গঠনের তারিখ	প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	সুপারিশের সংখ্যা	প্রধান সুপারিশ
সংবিধান সংস্কার কমিশন	৭ অক্টোবর ২০২৪	১৫ জানুয়ারি ২০২৫	৬৮	সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নির্বাহী ক্ষমতার ভারসাম্য, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে সংবিধানে সংশোধনী
স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন	১৭ নভেম্বর ২০২৪	৫ মে ২০২৫	৯৯	স্বাস্থ্যে জাতীয় বাজেটের ১৫% বরাদ্দ, নিম্ন আয়ের মানুষকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা, সংবিধানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে আইনি অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি, স্বতন্ত্র 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস' গঠন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা বিভাগ পৃথককরণ, জনবল নিয়োগ ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, দালাল দমন
নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন	১৮ নভেম্বর ২০২৪	১৯ এপ্রিল ২০২৫	৪৩৩	বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে ফৌজদারি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা; নারীবিদ্বেষী বয়ান, বক্তব্য ও ছবি পরিবেশন থেকে বিরত থাকা; যৌনকর্মীদের মর্যাদা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা; অভিন্ন পারিবারিক আইনের মাধ্যমে সব ধর্মের নারীদের জন্য বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণে সমান অধিকার নিশ্চিত করা
শ্রম সংস্কার কমিশন	১৮ নভেম্বর ২০২৪	২১ এপ্রিল ২০২৫	২৫*	বিভিন্ন খাতের শ্রমিকের মজুরি তিন বছর পরপর মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মজুরি না দিলে শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন করার শর্ত শিথিল, নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস, স্থায়ী শ্রম কমিশন প্রতিষ্ঠা
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন	১৮ নভেম্বর ২০২৪	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	২১০	সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মেয়র এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে না করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রতীক ব্যবহার না করা, জেলা পরিষদের সদস্যদের জনগণের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন	১৮ নভেম্বর ২০২৪	২২ মার্চ ২০২৫	১১৪	সাংবাদিকদের নিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল, তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করা
মোট			**১,৭৮৬**	

** শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে মূল বিষয়ের সংখ্যা। তবে এসব বিষয়ের অধীনে মোট সুপারিশের সংখ্যা ৪০০-এর বেশি।*

কয়েকটি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশে উপসচিব পদে প্রশাসন ক্যাডারের কোটা ৭৫% থেকে কমিয়ে ৫০% করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এতে বিসিএস ৩০ থেকে ৪১ ব্যাচের কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ হন এবং বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদ জানান। নবীন কর্মকর্তারা এই সিদ্ধান্তকে "অবিচার" বলে অভিহিত করেন এবং ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশনে একত্রিত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে কমিউনিটি পুলিশিং ও নির্যাতনবিরোধী ব্যবস্থা সুপারিশ করা হলেও, পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরে কিছু সদস্য এই সুপারিশকে "অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ" হিসেবে দেখেন। কিছু পুলিশ কর্মকর্তা মনে করেন, এতে পুলিশের কার্যক্ষমতা ও

কর্তৃত্ব হ্রাস পাবে। এছাড়া পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ না করার অভিযোগ ওঠে। যেমন, পুলিশ সংস্কার কমিশনের খসড়া প্রতিবেদনে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের প্রস্তাব থাকলেও চূড়ান্ত প্রতিবেদনে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই বিষয়ে সমালোচকরা মনে করেন, এটি একটি বড় ধরনের পিছু হটা এবং পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হারানো।[৯০]

দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশে রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব ছিল। কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতারা এই সুপারিশকে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলে দাবি করেন। তারা অভিযোগ করেন, এটি নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার কৌশল হতে পারে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন এবং জেলা প্রশাসককে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ নিয়ে আইনজীবী মহলে বিভক্ত মত দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে পারে এবং প্রশাসনের হাতে বিচারিক ক্ষমতা চলে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে ইভিএম বাতিল ও কাগজভিত্তিক ব্যালট পুনঃপ্রবর্তনের সুপারিশে কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে যারা ইভিএম ব্যবস্থাকে সমর্থন করে, তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারা দাবি করেন, ইভিএম প্রযুক্তি আধুনিক ও স্বচ্ছ, এবং এর পরিবর্তন পিছিয়ে যাওয়ার লক্ষণ।[৯১]

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন ঘিরে বাংলাদেশে বেশ কিছু তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, বিশেষ করে ধর্মীয় ও রক্ষণশীল মহলের পক্ষ থেকে। প্রধান যেসব সুপারিশ বিতর্ক সৃষ্টি করে তার মধ্যে বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা, মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাতিলের প্রস্তাব, সকল ধর্মের জন্য অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন, যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, সংসদে ৩০০ আসন নারীর জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব, বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, এবং সিডও (CEDAW) সনদের সংরক্ষণ প্রত্যাহারের সুপারিশ উল্লেখযোগ্য। ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় সংগঠনগুলো এই সুপারিশগুলোকে "পবিত্র কুরআনের বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক" বলে অভিহিত করেছে। তারা অভিযোগ করেন, এটি ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের ওপর সুপরিকল্পিত আঘাত এবং ধর্মীয় ভারসাম্য ও পারিবারিক কাঠামো ধ্বংসের ষড়যন্ত্র। এছাড়া অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তনের প্রস্তাবকে তারা ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে দাবি করেন।[৯২] কমিশনের এসব সুপারিশে আপত্তি জানিয়ে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন বাতিল করা এবং তাদের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করার দাবি জানায় কয়েকটি ইসলামী দল।[৯৩] এমনকি নারী সংগঠনের ভেতরেও বিভক্তি দেখা যায়। কিছু রক্ষণশীল নারী সংগঠন মনে করে, সমান উত্তরাধিকার বা বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া পারিবারিক সম্পর্ককে জটিল করে তুলবে। অন্যদিকে প্রগতিশীল নারী সংগঠনগুলো এই সুপারিশগুলোকে "ঐতিহাসিক ও সাহসী পদক্ষেপ" হিসেবে দেখেছে। কিছু রাজনৈতিক দল এই কমিশনের সুপারিশকে "রাজনৈতিকভাবে বিভাজন সৃষ্টিকারী" বলে অভিহিত করেছে। তারা দাবি করেন, এই ধরনের সংস্কার জনমত উপেক্ষা করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

২০২৫ সালের ১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বাছাই করা আশু বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, পুলিশ, জনপ্রশাসন ও বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের ১২১টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট ১৪টি মন্ত্রণায়ল/বিভাগে পাঠানো হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের মতে এই প্রস্তাব বা সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে ৩০ পৃষ্ঠার একটি নথি তৈরি করার কথা সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়। মন্ত্রণালয়গুলো তাদের মতো করে এগুলো বাস্তবায়ন করবে। এর অংশ হিসেবে ১৯ মার্চ থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোতে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা ও প্রস্তাবগুলো পাঠানো শুরু করে। সংস্কার কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে কত সময় প্রয়োজন এবং এসব বাস্তবায়নে টাকা খরচ হবে কি না, হলে তা কত, সেই তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তরগুলোকে জানাতে বলা হয়।[৯৪]

প্রতিবেদন দাখিলের দীর্ঘদিন পর যে পাঁচটি সংস্কার কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য মোট ১২১টি প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাছাই করা হয়েছিল সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের নয়টি, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের ৩৮টি, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের ৪৩টি, পুলিশ সংস্কার কমিশনের ১৩টি এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ১৮টি সংস্কার প্রস্তাব আশু বাস্তবায়নযোগ্য হিসেবে বাছাই করা হয়। এই ১৮ প্রস্তাবের মধ্যে ৮টি অপেক্ষাকৃত সহজে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এগুলো হলো (১) মহাসড়কের

[৯০] বিস্তারিত দেখুন হারুন উর রশীদ স্বপন, 'স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনে বাধা কোথায়?', *ডয়েচে ভেলে*, ১৭ জুলাই ২০২৫, https://www.dw.com/bn/a-73300984 (২৯ জুলাই ২০২৫)।
[৯১] *ইনকিলাব*, '৬ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ', ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://dailyinqilab.com/national/article/730955 (২৮ জুলাই ২০২৫)।
[৯২] *কালবেলা*, 'নারী কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করে কমিশন পুনর্গঠনের দাবি', ০৭ মে ২০২৫, https://www.kalbela.com/national/185675 (২৮ জুলাই ২০২৫)।
[৯৩] *ইত্তেফাক*, 'নারী সংস্কার কমিশনের যেসব সুপারিশে আপত্তি', ০৪ মে ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/730194 (০৪ মে ২০২৫)।
[৯৪] *প্রথম আলো*, 'সংস্কারের বেশ কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ', ২৫ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/xpqsocjfwn (২৬ মার্চ ২০২৫)।

পেট্রোল-পাম্পগুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট সংক্রান্ত, (২) মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটকে ডায়নামিক করা, (৩) কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠন, (৪) কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা, (৫) গণশুনানি, (৬) তথ্য অধিকার আইন, (৭) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পুনর্গঠন এবং (৮) ডিজিটাল রূপান্তর এবং ই-সেবা।[৯৫] এছাড়া একটি তথ্য অনুযায়ী প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু সংস্কারের উদ্যোগ - মোট ৫৪টি মন্ত্রণালয়ে ১ হাজার ৬১টি সংস্কার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপ - নিয়েছে বলে জানা যায়।[৯৬]

সম্প্রতি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক থেকে জানা যায়, ১২১টি সুপারিশের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৬টি বাস্তবায়িত হয়েছে, ৮৫টি সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রক্রিয়াধীন, ১০টির আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে, আর ১০টি বাস্তবায়ন করা যাবে কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। বাস্তবায়িত ১৬টি সুপারিশ হলো - আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও গণমাধ্যম নীতিমালা তৈরি, পাসপোর্ট পাওয়া নাগরিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করে পুলিশ ভেরিফিকেশন (যাচাই) বাদ দেওয়া, সব সরকারি দপ্তরে নির্দিষ্ট বিরতিতে গণশুনানি নিশ্চিত করা, দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) তদন্তপূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধান-ব্যবস্থা বিলোপ, দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ, উচ্চমাত্রার দুর্নীতি তদন্তে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে আলাদা টাস্কফোর্স গঠন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন, 'ইনফরমেশন ডেস্ক' স্থাপন, নারী ও শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান, অনলাইনে সরকারি সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ, আইনজীবীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় অপর পক্ষে অন্য আইনজীবীর নিয়োগে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের বিষয়ে সার্কুলার জারি, আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সঙ্গে মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে সংযুক্ত করা, দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করা এবং ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করা।[৯৭]

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চাকরির ১৫ বছরেই স্বেচ্ছায় অবসরে যেতে পারবেন - জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের এই সুপারিশ বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কর্তৃত্ববাদী সরকারের গত ১৫ বছরে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা জেলা প্রশাসক (ডিসি), জেলার পুলিশ সুপারসহ (এসপি) নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য যেসব কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর হয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগকেই বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। যাঁদের চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর হয়নি, তাঁদের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। এ ধরনের কর্মকর্তাদের অবসরে পাঠাতেই মূলত এই সুপারিশ বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৯৮]

রাষ্ট্র সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম দফায় গঠিত ছয়টি কমিশনের বাইরে অন্য কমিশনগুলো গঠন করার ক্ষেত্র নির্বাচনের যৌক্তিকতা পরিষ্কার নয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কমিশন গঠন করা হয়নি। সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টি কমিশনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকা, নারীর সংখ্যা কম থাকা, সাবেক আমলার আধিক্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।[৯৯] জনপ্রশাসন সংস্কারে গঠিত কমিশনের সদস্যদের প্রত্যাখ্যান করেন প্রশাসন ক্যাডার ছাড়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা।[১০০] এছাড়া সংস্কার কমিশনের ব্যয় নিয়েও সমালোচনা রয়েছে।[১০১]

কোনো কোনো সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় (যেমন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন)। কমিশনগুলোর প্রতিবেদন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্য/ বিরোধপূর্ণ অবস্থান লক্ষ করা

---

[৯৫] *প্রথম আলো*, 'সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত, ১৮টি প্রস্তাব বাছাই', ২১ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=216c6233f8e (২২ জুন ২০২৫)।

[৯৬] *যুগান্তর*, 'জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত,' ২০ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/national-others/967911 (২২ জুন ২০২৫)।

[৯৭] *প্রথম আলো*, 'সরকারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধান কাজ সুষ্ঠু নির্বাচন', ০৮ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=882fed4fab (০৮ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৮] উবায়দুল্লাহ বাদল, 'সরকারি চাকুরেদের ১৫ বছরেই স্বেচ্ছা অবসর', *কালের কণ্ঠ*, ২৭ জুন, ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/06/27/1537842 (২৮ জুন ২০২৫)।

[৯৯] *প্রথম আলো*, 'ছয় সংস্কার কমিশনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নেই, নারী কম', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/7gdqmv1vu9 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)। উল্লেখ্য, প্রথমে ঘোষিত ছয়টি কমিশনের মোট সদস্য ৫০ জন, এর মধ্যে সাবেক আমলা ১৫, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ২, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ৮, বিচারপতি ও বিচারক ৫, আইনজীবী ৬, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ৬ এবং অন্যান্য পেশার (এনজিও, মানবাধিকারকর্মী, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি) ৮ জন। এসব পেশাজীবীর মধ্যে নারী পাঁচজন। কমিশনের প্রধান পদে নারী মাত্র একজন। সার্বিকভাবে সংস্কার কমিশনগুলোতে আমলাদের প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষকদের প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে (৮ জন শিক্ষকের মধ্যে পাঁচজন)।"

[১০০] *প্রথম আলো*, 'জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্যদের প্রত্যাখ্যান করল ২৫টি ক্যাডারের জোট', ০৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/0ovvuuchn9 (৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[১০১] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'কত খরচ সংস্কার কমিশনে?', ২৫ জুলাই, ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2025/07/25/1140071 (২৬ জুলাই ২০২৫)।

যায়। এছাড়া কোনো কোনো সংস্কার কমিশনের (যেমন স্বাস্থ্য, জনপ্রশাসন, পুলিশ, নারী) সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ ও দিক-নির্দেশনার ঘাটতি লক্ষণীয়। জাতীয় ঐকমত্যের জন্য পাঁচটি কমিশনের ১৬৬টি সুপারিশ কিসের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে সেটি পরিষ্কার হয়নি। আশু করণীয় যেসব বিষয় অন্তর্বর্তী সরকারের দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন কোনো আলোচনা হয়নি, বা সেগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি কতটুকু তা প্রকাশ করা হয়নি। তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশনের সংস্কারের ব্যাপারে সরকারের কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। এছাড়া কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যেমন ডিজিএফআই, ডিবি, এনএসআই, এনটিএমসি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হয়। তবে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে একটি সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠিত হয়।[১০২] এই কমিশনের সভাপতি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, এবং সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ। কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা সাতজন, যাঁরা প্রত্যেকে বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের প্রধান - জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রধান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান বিচারপতি এমদাদুল হক এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে এ কমিশন কাজ শুরু করে। কমিশনের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ছয়মাস (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে শুরু করে আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত)। কমিশন আগামী নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করবে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্দেশ্য আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা, এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবগুলির উপর একটি জাতীয় অবস্থান তৈরি করা যা জুলাই সনদ তৈরির সাথে সম্পর্কিত।[১০৩]

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ

প্রথম পর্বের আলোচনা: জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ছয়টি প্রতিবেদনের প্রিন্ট কপি ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠায়। পরবর্তীতে ২০২৫ সালের ০৫ মার্চ পাঁচটি কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন থেকে গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ নিয়ে স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে তাদের মতামত প্রদানের জন্য পাঠায়। এই ১৬৬টি সুপারিশের মধ্যে সংবিধান সংস্কারসংক্রান্ত সুপারিশ ছিল ৭০টি, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে ২৭টি, বিচার বিভাগ সংস্কার সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সুপারিশ ২০টি। উল্লেখ্য, সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্ভব এবং এর জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন না হওয়ার কারণে পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো স্প্রেডশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বলে ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

স্প্রেডশিটে মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল/ জোটের কাছ থেকে মতামত পাওয়া যায়। কোনো কোনো দল স্প্রেডশিটে মতামত দেওয়ার পাশাপাশি কমিশনগুলোর প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশের বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য ও বিশ্লেষণ জমা দেয়। দলগুলোর মতামত দেওয়ার পাশাপাশি ২০ মার্চ ২০২৫ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩৩টি রাজনৈতিক দল জোটের সঙ্গে ৪৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১০৪]

প্রথম দফায় ৬২টি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন; উভয় কক্ষে ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন; রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া; সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা; নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান; সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে এই মর্মে বিধান যুক্ত করা যে, “বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।” এছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সংবিধানে যুক্ত করা; সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন; সুপ্রিম কোর্টের অধীন স্বাধীন স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা যার উপর বিচার বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন, অধস্তন আদালতের বিচারকের পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে; সুপ্রিম কোর্ট জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন; স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠন; আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে

[১০২] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'ড. ইউনূসের নেতৃত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন, প্রজ্ঞাপন জারি', ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/national/2025/02/13/1084876 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১০৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/56878_37313.pdf (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১০৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://reform.gov.bd/#/view-notice/104 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপ; স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সংশোধন এবং Official Secrets Act, 1923-এর সংশোধন, তিনটি পাবলিক সার্ভিস গঠন এবং দুটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা; দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন; বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করা; নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা; দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা; আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯-এর সংশোধন বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়।[১০৫]

প্রথম পর্যায়ে গঠিত ৬টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ব্যতীত বাকি পাঁচটি কমিশন তাদের মোট ১৬৫টি সুপারিশকে আশু বাস্তবয়নযোগ্য চিহ্নিত করে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করে। এর মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত ১৪টি, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত ৫০টি, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত ৫১টি, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত ৩২টি এবং পুলিশ সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত ১৮টি সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কমিশন মনে করে যে এই সব সুপারিশ নির্বাহী সিদ্ধান্ত, বিধি প্রণয়ন অথবা অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব। উল্লেখ্য যে, এই সুপারিশগুলো বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে আছে এবং এগুলো রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের কাছে পাঠানো ১৬৬টি সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। সরকার এর মধ্যে ১৮টি সুপারিশ পূর্ণাঙ্গরূপে এবং ১২টি সুপারিশ আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করছেন বলে ঐকমত্য কমিশনকে জানিয়েছে। এছাড়া ৯২টি সুপারিশ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা: প্রথম পর্বে ঐকমত্য হয়নি এমন ২০টি মৌলিক কাঠামোগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে - (১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন; (২) সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচন; (৩) নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ; (৪) রাষ্ট্রপতির ক্ষমা সম্পর্কিত বিধান; (৫) বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ- (ক) সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ, (খ) উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ; (৬) জরুরী অবস্থা ঘোষণা; (৭) প্রধান বিচারপতি নিয়োগ; (৮) সংবিধান সংশোধন; (৯) প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান; (১০) 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' বা 'এনসিসি' [যা পরে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বাছাই কমিটি নামে উপস্থাপিত এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন গঠন, (১১) সরকারি কর্ম কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত আলাদা প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত]; (১২) প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল; (১৩) পুলিশ কমিশন গঠন ; (১৪) সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব (সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি); (১৫) উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এখতিয়ার ইত্যাদি; ১৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি, ইলেকটোরাল কলেজ ইত্যাদি; (১৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকার; (১৮) নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব; (১৯) রাষ্ট্রের মূলনীতি; (২০) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]। সেগুলোর বিষয়ে ৩০টি দলকে একসঙ্গে নিয়ে ২০২৫ সালের ৩ জুন থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের আওতায় দুই দফায় ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত মোট ২৩টি সংলাপ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় ১১টি বিষয়ে কোনো ধরনের ভিন্নমত বা নোট অব ডিসেন্ট ছিলো না, বাকি ৯টি বিষয়ে নোট অব ডিসেন্টসহ সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভিন্নমত ছাড়া (Without Note of Dissent) যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় সেগুলো হচ্ছে - (১) সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি; (২) নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ; (৩) রাষ্ট্রপতির ক্ষমা সম্পর্কিত বিধান; (৪) বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ-(ক) সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ, (খ) উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ; (৫) জরুরী অবস্থা ঘোষণা; (৬) প্রধান বিচারপতি নিয়োগ; (৭) সংবিধান সংশোধন; (৮) প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল; (৯) নির্বাচন কমিশন গঠন; (১০) পুলিশ কমিশন গঠন; এবং (১১) নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব।

ভিন্নমতসহ (With Note of Dissent) যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় সেগুলো হচ্ছে - (১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন; (২) প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান; (৩) সরকারি কর্ম কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত [ইতিপূর্বে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বাছাই কমিটি নামে প্রস্তাবিত ছিল (যা পূর্বে 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' বা 'এনসিসি' নামে প্রস্তাবিত ছিল)]; (৪) সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব (সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি); (৫) দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট (উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এখতিয়ার ইত্যাদি); (৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি; (৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকার; (৮) রাষ্ট্রের মূলনীতি; এবং (৯) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)] । নিচে সংক্ষেপে এই ২০টি প্রস্তাব ও সেগুলোর সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হলো।

১. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন: ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল, অর্থবিল ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে সংসদে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা পাবেন সংসদ সদস্যরা। দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে এ

[১০৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন *বাংলা ট্রিবিউন*, 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন: প্রথম ধাপে ৬২ প্রস্তাবে একমত রাজনৈতিক দলগুলো,' ৩১ জুলাই ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/909356/ (০১ আগস্ট ২০২৫)।

বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে, অর্থবিল ও আস্থা ভোট ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে সংসদে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা (এমপি) পূর্ণ ক্ষমতা পাবেন বা স্বাধীন থাকবেন।[১০৬]

সারণি ২: গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আলোচনায় ঐকমত্যের সারাংশ

বিষয়	ঐকমত্যের অবস্থা	মন্তব্য	সর্বশেষ আপডেট
১. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন	ভিন্নমতসহ গৃহীত	অর্থবিল ও আস্থা ভোট ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে সংসদে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা (এমপি) পূর্ণ ক্ষমতা পাবেন বা স্বাধীন থাকবেন	১৭ জুন
২. সংসদীয় কমিটির সভাপতিত্ব নির্ধারণ	ভিন্নমত ছাড়া গৃহীত	সরকারি হিসাব, অনুমিত হিসাব, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ অধিকার-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি–এই চারটিসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদ আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে দেওয়া হবে	১৭ জুন
৩. নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ	ভিন্নমত ছাড়া গৃহীত	আশু ব্যবস্থা হিসেবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন (যদি ইতিমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে) করা এবং সেই কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা	৩ জুলাই
৪. রাষ্ট্রপতির ক্ষমা-সম্পর্কিত বিধান	ভিন্নমত ছাড়া গৃহীত	সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ সব নির্বাহী ক্ষমার ক্ষমতা প্রয়োগের সুপারিশ করার জন্য আইনি ব্যবস্থার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ঐকমত্য	৩ জুলাই
৫. বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ	ভিন্নমত ছাড়া গৃহীত	ঢাকার বাইরে প্রতিটি বিভাগেও হাইকোর্টের এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করার জন্য সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হবে; অধস্তন আদালত পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয় বিবেচনা করা	৭ জুলাই
৬. জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা	ভিন্নমত ছাড়া গৃহীত	বিদ্যমান সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের (ক), (খ), (গ)-এর ক্ষেত্রে সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার ব্যাপারে দলগুলো একমত	১৩ জুলাই
৭. প্রধান বিচারপতি নিয়োগ	ভিন্নমত ছাড়া গৃহীত	অন্যদিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয়েছে–আপিল বিভাগের কর্মে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। তবে কোনো দল যদি নির্বাচনী ইশতেহারে যুক্ত করে যে জ্যেষ্ঠতম দুজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে, তারা ক্ষমতায় গেলে সে অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করতে পারবে	১৩ জুলাই
৮. প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান	ভিন্নমতসহ গৃহীত	প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা ব্যক্তি একই সঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে থাকবেন না, এ বিষয়ে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দল একমত; এ বিষয়ে যেসব দল ও জোটের আপত্তি - তারা জাতীয় সনদে 'নোট অব ডিসেন্ট' (ভিন্নমত) দিতে পারবে	২৩ জুলাই
৯. নির্বাচন কমিশন গঠন	ভিন্নমত ছাড়া গৃহীত	নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠন বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের পদ্ধতি নিয়ে ভিন্নমত ছাড়া ঐকমত্য	২৩ জুলাই
১০. সরকারি কর্ম কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও	ভিন্নমত সহ গৃহীত	পিএসসি, দুদক, সিএজি ও ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সংবিধানে যুক্ত করা হবে। একটি বাছাই কমিটি এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছাই করবে।	৩১ জুলাই

[১০৬] রিয়াদুল করিম, 'আলোচনার পর আলোচনা, ঐকমত্য কত দূর', *প্রথম আলো*, ২৪ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/8h6x4b2ppf (২৫ জুন ২০২৫)।

বিষয়	ঐকমত্যের অবস্থা	মন্তব্য	সর্বশেষ আপডেট
নিয়ন্ত্রক ও ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান		ওই ব্যক্তিদের নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। তবে বিএনপিসহ পাঁচটি দল ও জোটের এ বিষয়ে আপত্তি	
১১. প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ (এক ব্যক্তি জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন)	ভিন্নমত ছাড়া গৃহীত	রাজনৈতিক দলগুলো সব বিবেচনা পাশে রেখে একমত হয়েছে যে একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যতবারই হোক, সর্বোচ্চ ১০ বছর থাকতে পারবেন; এ জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা হবে	২৭ জুলাই
১২. 'স্বাধীন পুলিশ কমিশন' গঠন	ভিন্নমত ছাড়া গৃহীত	পুলিশ কমিশন গঠনের তিনটি উদ্দেশ্য - ১. পুলিশ যাতে আইনানুগভাবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়, তা নিশ্চিত করা; ২. পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা; ৩. নাগরিকদের পক্ষ থেকে পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্য/ সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা	২৭ জুলাই
১৩. সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব	ভিন্নমতসহ গৃহীত	সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে বিদ্যমান ৫০টি সংরক্ষিত আসন বহাল রাখা; জুলাই সনদ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান ৩০০ সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার আহ্বান	৩০ জুলাই
১৪. সংসদে উচ্চকক্ষ গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি ও উচ্চকক্ষের এখতিয়ার	ভিন্নমতসহ গৃহীত	জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ হবে ১০০ আসনের সদস্যরা মনোনীত হবেন সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে (পিআর)	৩১ জুলাই
১৫. রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি	ভিন্নমতসহ গৃহীত	সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের গোপন ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হবে; একটি দলের এ বিষয়ে ভিন্নমত	৩১ জুলাই
১৬. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]	ভিন্নমতসহ গৃহীত	তিন বাহিনীর (সেনা, নৌ ও বিমান) প্রধানসহ ১২টি প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে নিয়োগ দিতে পারবেন; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, আইন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ইউজিসি, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে নিয়োগে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে হবে না; গভর্নর ও এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে নিয়োগের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভিন্নমত বিএনপিসহ কয়েকটি দলের	৩১ জুলাই
১৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকার	ভিন্নমতসহ গৃহীত	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে একমত হলেও এর প্রক্রিয়া নিয়ে দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান - প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কীভাবে করা হবে, সাবেক প্রধান বিচারপতি বা বিচারপতিদের প্রধান উপদেষ্টা করা হবে কি না, জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার নির্বাচনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন হবে কি না	২১ জুলাই
১৮. নাগরিকের মৌলিক অধিকার	ভিন্নমত ছাড়া গৃহীত	কী কী মৌলিক অধিকার থাকবে, তা সনদে উল্লেখ করা হবে না; এটি ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে উল্লেখ থাকবে	৩১ জুলাই
১৯. সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি	ভিন্নমত ছাড়া গৃহীত	শেষ পর্যন্ত সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট না হলে বা উচ্চকক্ষ গঠিত হওয়ার আগপর্যন্ত সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি কী হবে, তা নিয়ে দলগুলো একমত	১৭ জুলাই
২০. রাষ্ট্রের মূলনীতি	ভিন্নমতসহ গৃহীত	মোটাদাগে বামপন্থী দলগুলো একদিকে আর ধর্মভিত্তিক দলগুলো আরেক দিকে, ফলে এখন পর্যন্ত কোনো ঐকমত্য তৈরি হয়নি। তবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, গণতন্ত্র, সামাজিক সুবিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি এবং পক্ষপাতহীনতা–এই পাঁচ বিষয় উল্লেখ করার পক্ষে অধিকাংশ দলের সম্মতি	২৭ জুলাই

২. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিত্ব নির্ধারণ: সংবিধান সংস্কার কমিশনের আরেকটি প্রস্তাব ছিল, সবগুলো সংসদীয় কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে করা হবে। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, সরকারি হিসাব, অনুমিত হিসাব, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ অধিকার-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি–এই চারটিসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদ আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ বিরোধী দলগুলো সংসদে যে কটি আসন পাবে, তার অনুপাতে সংসদীয় কমিটির সভাপতি পদ পাবে।[১০৭]

৩. নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ: নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে আশু এবং দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন (যদি ইতিমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে) করা এবং সেই কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা।[১০৮]

৪. রাষ্ট্রপতির ক্ষমা-সম্পর্কিত বিধান: রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন নিয়ে একটি আইন করা হবে। এই আইনে রাষ্ট্রপতি কাউকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবেন। সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ সব নির্বাহী ক্ষমার ক্ষমতা প্রয়োগের সুপারিশ করার জন্য আইনি ব্যবস্থার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এই আইন ও বিধান অনুসরণ করেই ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য প্রেরণের আগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারের মতামত গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।[১০৯]

৫. উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ: বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দলগুলোর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঢাকার বাইরে প্রতিটি বিভাগেও হাইকোর্টের এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হবে। এ জন্য সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হবে। সেখানে বলা হবে, 'রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে। তবে রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নির্ধারিত হাইকোর্ট বিভাগের এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে।'[১১০]

অধস্তন আদালত পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয় বিবেচনা করতে বলা হয়েছে - ১. জেলা সদরে অবস্থিত সদর উপজেলা আদালত জেলা জজকোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত করা। ২. বিদ্যমান চৌকি আদালত ও উপজেলা আদালত প্রয়োজনীয় সংস্কার ও অবকাঠামো নির্মাণ করা। ৩. জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলায় নতুন আদালত স্থাপন না করা ও প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা করা। ৪. অবশিষ্ট উপজেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, যাতায়াতব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও মামলার সংখ্যা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা। ৫. অধস্তন আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা। ৬. আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা। সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের তথ্য অনুসারে, দেশের ২৩টি জেলার ৪৩টি উপজেলায় ৭১টি চৌকি আদালত রয়েছে।[১১১]

৬. জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা: জরুরি অবস্থা জারির বিধান নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে–মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করবেন। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতা বা তাঁর অনুপস্থিতিতে উপনেতা অংশ নেবেন। কোন অবস্থায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যাবে, তাও নির্ধারণ করা হয়েছে। জরুরি অবস্থার মধ্যেও কিছু মৌলিক অধিকার স্থগিত করা যাবে না বলে ঐকমত্য হয়েছে।[১১২]

৮. প্রধান বিচারপতি নিয়োগ: প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আপিল বিভাগের কর্মে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। তবে কোনো দল যদি নির্বাচনী ইশতেহারে যুক্ত করে যে জ্যেষ্ঠতম দুজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে, তারা ক্ষমতায় গেলে সে অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করতে পারবে।[১১৩]

---

[১০৭] *প্রাগুক্ত*।

[১০৮] *প্রথম আলো*, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারে একমত, রূপরেখা নিয়ে মতভিন্নতা', ৩ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=37b48cbc54&eid=1&imageview=0&epedate=03/07/2025&sedId=1 (৩ জুলাই ২০২৫)।

[১০৯] *প্রথম আলো*, 'বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনে ঐকমত্য', ৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=4753e77a49 (৫ জুলাই ২০২৫)।

[১১০] *প্রাগুক্ত।*

[১১১] *প্রথম আলো*,'পর্যায়ক্রমে উপজেলায় আদালত সম্প্রসারণে একমত দলগুলো', ৮ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=872ff13d60 (৮ জুলাই ২০২৫)।

[১১২] *প্রথম আলো*, 'জরুরি অবস্থা জারি ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগে ঐকমত্য', ১৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1471178b353&eid=1&imageview=0&epedate=14/07/2025&sedId=1 (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[১১৩] *প্রাগুক্ত।*

৯. নির্বাচন কমিশন গঠন: নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠন বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে। সিইসি ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সংবিধানে সংসদের সরকারি দল, বিরোধী দল ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে পাঁচ সদস্যের একটি বাছাই কমিটির বিধান থাকবে। এ কমিটির সর্বসম্মতিতে বাছাই করা ব্যক্তিদের ইসিতে নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। সিইসি ও কমিশনারদের জবাবদিহির জন্য আইন ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে। তবে সিইসি ও অন্য কমিশনার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কমিটির সবাই একমত না হলে কী হবে, প্রস্তাবে তার উল্লেখ করা হয়নি। দলগুলোর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের প্রস্তাবে কিছুটা সংশোধনী আনে ঐকমত্য কমিশন।[১১৪]

১০. সরকারি কর্ম কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত: বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগও কার্যত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে। এ কারণে সাংবিধানিক পদে নিয়োগের জন্য নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনসভা–এই তিন অঙ্গের সমন্বয়ে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল সংবিধান সংস্কার কমিশন। পরবর্তীতে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয় ঐকমত্য কমিশন। তাতেও ঐকমত্য না হওয়ায় নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি), দুদক, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) ও ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সংবিধানে যুক্ত করার প্রস্তাব দেয় ঐকমত্য কমিশন। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের বিষয়ে ঐকমত্য হয়। বাকি চারটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিএনপিসহ কয়েকটি দলের জোরালো আপত্তি ছিল। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিএসসি, দুদক, সিএজি ও ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সংবিধানে যুক্ত করা হবে। একটি বাছাই কমিটি এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছাই করবে। ওই ব্যক্তিদের নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। তবে বিএনপিসহ পাঁচটি দল ও জোটের এ বিষয়ে আপত্তি আছে।

১১. প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান সংস্কার: প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয়েছে, একই ব্যক্তি একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান থাকতে পারবেন না, এ প্রস্তাবে তিন-চতুর্থাংশ দল একমত। বিএনপিসহ যারা একমত হয়নি, তারা জাতীয় সনদে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিতে পারবে।[১১৫]

১২. প্রধানমন্ত্রী পদে ১০ বছরের বেশি নয়: রাজনৈতিক দলগুলো সব বিবেচনা পাশে রেখে একমত হয়েছে যে একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যতবারই হোক, সর্বোচ্চ ১০ বছর থাকতে পারবেন। এ জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা হবে।[১১৬]

১৩. স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন: পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং পুলিশি সেবাকে জনবান্ধব করার লক্ষ্যে একটি 'স্বাধীন পুলিশ কমিশন' গঠনের প্রস্তাবে ঐকমত্য হয়েছে। প্রস্তাবে পুলিশ কমিশন গঠনের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে - ১. পুলিশ যাতে আইনানুগভাবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়, তা নিশ্চিত করা। ২. পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা। ৩. নাগরিকদের পক্ষ থেকে পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্য-সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা। পুলিশ কমিশনের কাজ কী হবে, সেটাও প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কোনো পুলিশ সদস্যের অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া; পুলিশের কাজে বেআইনি প্রভাব বা হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা প্রদানে নির্দেশনা দেওয়া; পুলিশের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ আমলে নিয়ে যথাযথ তদন্তের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া ইত্যাদি।[১১৭]

১৪. সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব: সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ আসনে উন্নীত করার বিষয়ে প্রায় সব দল একমত হয়েছে। কিছু দল সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ১০০ আসনে উন্নীত করার পক্ষে, আবার কিছু দল সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত নারী

---

[১১৪] *প্রথম আলো*, 'ইসি গঠনের পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য', ২৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2473d4e0c74&eid=1&imageview=0&epedate=24/07/2025&sedId=1 (২৪ জুলাই ২০২৫)।

[১১৫] *প্রথম আলো*, 'জুলাই সনদের খসড়া প্রস্তুত, পুলিশ কমিশনে ঐকমত্য', ২৮ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=28712f56913&eid=1&imageview=0&epedate=28/07/2025&sedId=1 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১১৬] *প্রথম আলো*, '১২ মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2979bc3a499&eid=1&imageview=0&epedate=29/07/2025&sedId=1 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[১১৭] *প্রথম আলো*, 'জুলাই সনদের খসড়া প্রস্তুত, পুলিশ কমিশনে ঐকমত্য', ২৮ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=28712f56913&eid=1&imageview=0&epedate=28/07/2025&sedId=1 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

আসনে নির্বাচনের পক্ষে। এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়, সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে বিদ্যমান ৫০টি সংরক্ষিত আসন বহাল রাখা হবে। জুলাই সনদ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান ৩০০ সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে। পরবর্তী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো ন্যূনতম ১০ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেবে, যা সংবিধানে যুক্ত হবে। ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনে ন্যূনতম ৫ শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত থাকবে, যা সংবিধানে যুক্ত হবে। সংরক্ষিত নারী আসন ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়।[১১৮]

১৫. সংসদে উচ্চকক্ষ গঠন: জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ হবে ১০০ আসনের। সদস্যরা মনোনীত হবেন সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে (Proportional Representation-PR), অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনে দলগুলো যে ভোট পাবে, তার ভিত্তিতে দলগুলোর মধ্যে এসব আসন বণ্টন করা হবে। তবে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়নি বিএনপি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, ১২-দলীয় জোট, এনডিএম ও এলডিপি। উচ্চকক্ষের সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন না। তারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (proportional representation) পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী, নিম্নকক্ষের (জাতীয় সংসদ) নির্বাচনে কোনো দল বা জোটের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের আসন বন্টন করা হবে। উচ্চকক্ষের জন্য কোনো সংরক্ষিত আসন থাকবে না।

উচ্চকক্ষের আইন প্রস্তাব করার ক্ষমতা থাকবে না। তবে, নিম্নকক্ষে পাস হওয়া অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য সব বিল অবশ্যই উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ উভয় কক্ষেই উপস্থাপন করতে হবে। উচ্চকক্ষের কোনো বিলকে স্থায়ীভাবে আটকে রাখার ক্ষমতা থাকবে না। যদি উচ্চকক্ষ এক মাসের বেশি সময় ধরে কোনো বিল আটকে রাখে, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে বিলটি উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উচ্চকক্ষের মূল কাজ হবে নিম্নকক্ষ থেকে পাঠানো বিল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা। উচ্চকক্ষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিলটি অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল প্রত্যাখ্যান করে, তবে তারা সংশোধনের সুপারিশসহ বিলটি নিম্নকক্ষে ফেরত পাঠাতে পারে। নিম্নকক্ষ সেই সুপারিশ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যদিও বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে, তবে বিএনপি এবং তাদের সমমনা কিছু দল এই সিদ্ধান্তের কয়েকটি অংশে ভিন্নমত প্রকাশ করেছে। তারা চেয়েছিল যে উচ্চকক্ষের আসন বন্টন নিম্নকক্ষে দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে হোক, এবং উচ্চকক্ষের ক্ষমতা আরও বেশি হোক।[১১৯]

১৬. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]: রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এবং নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে কিছু দল ভিন্নমত পোষণ করেছে। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে হয়। ঐকমত্য কমিশন ১২টি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করে। ১২টি প্রতিষ্ঠান হলো অ্যাটর্নি জেনারেল, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান ও সদস্য, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান ও সদস্য, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) ও জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দার (এনএসআই) মহাপরিচালক নিয়োগ। দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শেষে ঐকমত্য হয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, আইন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ইউজিসি, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে নিয়োগে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে হবে না। তবে গভর্নর ও এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে নিয়োগের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভিন্নমত দেয় বিএনপিসহ কয়েকটি দল।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের গোপন ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হবে। অবশ্য একটি দলের এ বিষয়ে ভিন্নমত আছে।[১২০]

১৭. নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব: সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, রক্ষা ও বাস্তবায়নে দলগুলো একমত হয়েছে। কী কী মৌলিক অধিকার থাকবে, তা সনদে উল্লেখ করা হবে না। এটি ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে উল্লেখ থাকবে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে কিছু দলের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা গেছে।

---

[১১৮] *প্রথম আলো*, 'মৌলিক সংস্কারের সব বিষয়ে মতৈক্য হয়নি,' ৩১ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3170c151952&eid=1&imageview=0&epedate=31/07/2025&sedId=1 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[১১৯] Mohiuddin Alamgir, Md Abbas, 'Nat'l consensus commission: Accord reached, dissent noted,' *Daily Star*, 01 August 2025, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/natl-consensus-commission-accord-reached-dissent-noted-3952831 (01 August 2025).

[১২০] *প্রাগুক্ত।*

১৮. রাষ্ট্রের মূলনীতি: সংবিধানের মূলনীতি প্রসঙ্গে কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হচ্ছে, সংবিধানে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতির কথা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির অংশ হিসেবে উল্লেখ থাকবে।' তবে সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন নিয়ে কিছু দলের আপত্তি আছে।

১৯. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ পদ্ধতি: ঐকমত্য কমিশন নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়োগের জন্য একটি পাঁচ সদস্যের নির্বাচন প্যানেলের মাধ্যমে প্রস্তাব করে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী, সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার (বিরোধী দল থেকে), এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে এই প্যানেল গঠিত হবে। এই সংস্থাটি ১২ জন মনোনীত ব্যক্তির তালিকা থেকে একজন প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন করবে, যারা ক্ষমতাসীন দল, প্রধান বিরোধী দল এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল কর্তৃক জমা দেওয়া হবে। যদি কমিটি ১২০ ঘন্টার মধ্যে একজন প্রধান উপদেষ্টা চূড়ান্ত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ক্ষমতাসীন দল তিনটি নাম, প্রধান বিরোধী দল তিনটি এবং তৃতীয় বৃহত্তম দল দুটি নাম প্রস্তাব করবে। যদি এই প্রক্রিয়াও ব্যর্থ হয়, তবে ক্ষমতাসীন দল এবং প্রধান বিরোধী দল প্রত্যেকেই তিনজন করে যোগ্য প্রার্থী প্রস্তাব করবে, এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অন্যান্য দল আরও দুটি নাম প্রস্তাব করবে। ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী ব্লক উভয়ই একে অপরের তালিকা থেকে একজন করে প্রার্থী নির্বাচন করবে। তারা ছোট দলগুলোর তালিকা থেকেও একজন মনোনীত ব্যক্তিকে বেছে নেবে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত মনোনীত ব্যক্তিকেই প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু দল একমত হতে পারেনি।[১২১]

২০. সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি: জাতীয় ঐকমত্য কমিশন দ্বিতীয় দফার আলোচনার শেষ দিনে ৩১শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো চূড়ান্ত করে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মতে, সংবিধানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংশোধন করতে হলে কেবল সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যথেষ্ট হবে না। এই বিষয়গুলো সংশোধনের জন্য দুটি ধাপে অনুমোদন প্রয়োজন হবে:
১. সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা: প্রথম ধাপে, সংশোধনী প্রস্তাবটি সংসদে অবশ্যই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হতে হবে।
২. গণভোট (Referendum): দ্বিতীয় ধাপে, সংসদের অনুমোদনের পর সংশোধনী প্রস্তাবটি জনগণের মতামতের জন্য গণভোটে পেশ করতে হবে। গণভোটে যদি প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন পায়, তবেই এটি কার্যকর হবে।

এই দুই ধাপের পদ্ধতি কেবল কিছু নির্দিষ্ট মৌলিক বিষয় সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত যেকোনো সংশোধনী।
- সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble): সংবিধানের প্রস্তাবনার যেকোনো পরিবর্তন।
- অনুচ্ছেদ ৮: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ৮।
- অনুচ্ছেদ ৪৮: রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ও ক্ষমতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৪৮।
- অনুচ্ছেদ ৫৬: প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৫৬।
- অনুচ্ছেদ ১৪২: সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ১৪২।

যদিও বেশিরভাগ দল এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হয়েছে, তবে কয়েকটি দল এতে ভিন্নমত পোষণ করেছে। বিএনপি এবং তাদের সমমনা কয়েকটি দল একটি 'নোট অব ডিসেন্ট' জমা দিয়ে জানিয়েছে যে, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে অর্থবিল ও আস্থা ভোটের পাশাপাশি সংবিধান সংশোধন এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক (যেমন যুদ্ধ পরিস্থিতি) বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হোক।[১২২]

তবে জাতীয় সংসদে নারী আসন নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নারী অধিকারকর্মীরা। কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা অভিযোগ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের কোনো সুপারিশ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গ্রহণ করেনি। নারী অধিকারকর্মীদের দেওয়া প্রস্তাবও উপেক্ষা করা হয়েছে। ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় নারী অধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে সবচেয়ে কম।[১২৩]

---

[১২১] *প্রাগুক্ত।*

[১২২] *প্রথম আলো*, 'জুলাই জাতীয় সনদ: মৌলিক ১২টি সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য,' ২৯ জুলাই, ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2979bc3a499&eid=1&imageview=0&epedate=29/07/2025&sedId=1 (২৯ জুলাই ২০২৫); Mohiuddin Alamgir, Md Abbas, 'Nat'l consensus commission: Accord reached, dissent noted,' *Daily Star*, 01 August 2025, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/natl-consensus-commission-accord-reached-dissent-noted-3952831 (01 August 2025).

[১২৩] *প্রথম আলো*, 'নারী আসন নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ,' ৩ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=38496e8376&eid=1&imageview=0&epedate=03/08/2025&sedId=1 (০৩ আগস্ট ২০২৫)।

"জুলাই সনদ"

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা শেষ হওয়ার পর 'জুলাই সনদ' চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার আনতে ছয়টি সংস্কার কমিশনের যেসব প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হবে, সেগুলো নিয়ে তৈরি হবে জাতীয় সনদ। তবে কোন কোন বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, খসড়ায় তা উল্লেখ করা হয়নি। দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর বিষয়গুলো সনদে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেখানে সনদ প্রণয়নের পটভূমি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন গঠন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন ও কমিশনের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষ্য ছিল ২০২৫ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সনদটি চূড়ান্ত ও প্রকাশ করা। রাজনৈতিক দলগুলোকে সনদে স্বাক্ষর করতে আমন্ত্রণ জানানো হবে, যাতে তারা ক্ষমতায় এলে এই সংস্কারগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। ইতিমধ্যে 'জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫'-এর একটি খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোকে দিয়েছে কমিশন। তাতে বলা হয়েছে, এই সনদের অন্তর্ভুক্ত সংস্কার প্রস্তাবগুলো আগামী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে অঙ্গীকার করবে রাজনৈতিক দলগুলো।[১২৪]

জুলাই জাতীয় সনদের একটি খসড়া ২৯ জুলাই ২০২৫ প্রকাশিত হয়। এই খসড়ায় সাতটি বিষয়ে অঙ্গীকার[১২৫] করার কথা বলা হয়েছে -

১. হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগতিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

২. জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ দেশের শাসনব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচনব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমনব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

৩. যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪. এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ আছে, সেগুলো পরবর্তী দুই বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

৫. সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপকে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চিয়তা বিধান করব।

৬. সনদ বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

৭. ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব।

উল্লেখ্য, দলগুলোর সঙ্গে দুই পর্বের আলোচনার মাধ্যমে আসা ঐকমত্য ও সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদ। জুলাই মাসের মধ্যে এই সনদ তৈরি করার লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের। তবে এ সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ হলেও সনদের খসড়া এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এছাড়া জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা চলমান।

"জুলাই ঘোষণাপত্র"

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'জুলাই ঘোষণাপত্র' তৈরির উদ্যোগ নেয়। যদিও অন্তর্বর্তী সরকারের আশ্বাসে ঘোষণাপত্র প্রকাশের অবস্থান থেকে ছাত্ররা সরে আসেন। তখন জুলাই ঘোষণাপত্রের বিষয়টি রাজনীতিতে ব্যাপক আলোচনায় আসে। সে সময় সরকারের পক্ষ থেকে জুলাই ঘোষণাপত্রের একটি খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছিল। ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বিএনপি এ বিষয়ে তাদের প্রস্তাব সরকারের কাছে জমা দেয়। এরপর প্রায় পাঁচ মাস সরকারের দিক থেকে কোনো উদ্যোগ বা তৎপরতা দেখা যায়নি। পরে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) কয়েকটি দলের আন্দোলনের মুখে গত ১০ মে উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ সভায় ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে জুলাই ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। দুই দফায় (২০২৫ সালের জানুয়ারি ও জুন) প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরকার জুলাই ঘোষণাপত্র দিতে পারেনি। অবশেষে বিএনপিসহ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নিয়ে জুলাই

[১২৪] https://www.thedailystar.net/opinion/news/the-clock-ticking-the-july-charter-3929086; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/386885/we-want-to-finalize-the-national-charter-by-july (২৪ জুলাই ২০২৫)

[১২৫] *প্রথম আলো*, '১২ মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2979bc3a499&eid=1&imageview=0&epedate=29/07/2025&sedId=1 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ ঘোষণাপত্রের রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো সম্মত হয়েছে।[১২৬]

জুলাই ঘোষণাপত্রের খসড়ায় ২৬টি দফা রয়েছে। প্রথম ২১ দফায় মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের মানুষের অতীতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম থেকে শুরু করে জুলাই অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। পরের পাঁচটি দফায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা, আওয়ামী লীগ শাসনামলে গুম-খুন, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও সব ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লুণ্ঠনের অপরাধের দ্রুত উপযুক্ত বিচার, আইনের শাসন ও মানবাধিকার, দুর্নীতি, শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। খসড়া ঘোষণাপত্রে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের প্রতিষ্ঠিত বাকশাল বা একদলীয় শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর দেশে সিপাহি জনতার ঐক্যবদ্ধ বিপ্লব সংঘটিত হয় বলে ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের কথা যেমন এতে উল্লেখ রয়েছে, পাশাপাশি এক-এগারোর 'ষড়যন্ত্রমূলক বন্দোবস্তের' কড়া সমালোচনাও ঘোষণাপত্রে আছে।

'জুলাই ঘোষণাপত্র' নিয়ে বিএনপিসহ গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো একমত হয়েছে। এর মধ্যে বিএনপি জুলাই ঘোষণাপত্রের রাষ্ট্রীয় ও সংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়ে সম্মত হয়েছে।[১২৭]

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও এর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কোন কোন প্রস্তাব আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তার কোনো ব্যাখ্যা না থাকা, কিসের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দলকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তার মানদণ্ড পরিষ্কার না থাকা, কতগুলো দল কোনো বিষয়ে একমত হলে সেটা ঐকমত্য হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এছাড়া সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া সংস্কার বিষয়ক আলোচনায় কয়েকটি প্রধান দলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু দলের অনড় অবস্থান লক্ষণীয়। একই বিষয়ে বারবার আলোচনা করে দীর্ঘায়িত করার অভিযোগ তুলেছে বেশ কয়েকটি দল। এছাড়া কোনো কোনো অংশীজনের সাথে আলোচনা না করা বা আলোচনায় কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তা নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। সংলাপের আওতার বাইরে থাকা অনেক সুপারিশ প্রস্তাবের ভবিষ্যত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়শ্চয়তা বিদ্যমান। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাবে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়ে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের ফলে রাষ্ট্র সংস্কারের মূল অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সংসদে নারী আসন নিয়ে যে ঐকমত্য হয়েছে তার ফলে নারীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্বের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আইনি সংস্কার

দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের অংশ হিসেবে বেশ কিছু অধ্যাদেশ জারি করে, যার কোনো কোনোটি বিদ্যমান আইনের সংশোধন। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট খাতে বিভিন্ন বিধিমালা ও নির্দেশনা জারি করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ৫০টি অধ্যাদেশ (২০২৪ সালে ১৭টি ও ২০২৫ সালে জুলাই পর্যন্ত ৩৩টি) প্রণয়ন করা হয়েছে বলে দেখা যায়।[১২৮] এসব অধ্যাদেশ ও বিধি প্রধানত প্রশাসনিক, মানবতাবিরোধী অপরাধ, আইন-শৃঙ্খলা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং বিভিন্ন খাতভিত্তিক। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আইন, বিধি ও নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রশাসনিক খাতে আইনি সংস্কার

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ২০২৫ সালের ২২ মে 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮' সংশোধন করে 'সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া অনুমোদনের পর ২৫ মে অধ্যাদেশ জারি করা হয়, যেখানে চারটি বিষয়কে অপরাধের আওতাভুক্ত করা হয়।[১২৯] এসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে দোষী কর্মচারীকে নিম্নপদ বা নিম্ন বেতন গ্রেডে নামিয়ে দেওয়া, চাকরি থেকে অপসারণ বা চাকরি থেকে বরখাস্ত করার দণ্ড দেওয়ার বিধান রাখা হয়। এছাড়া অভিযোগ গঠনের সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া, আর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে তাঁকে কেন দণ্ড আরোপ করা হবে না, সে বিষয়ে আরও সাত কর্মদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার কথা ছিল, যার ভিত্তিতে দণ্ড আরোপ করা যাবে। এই অধ্যাদেশ প্রণয়নের পর সরকারী কর্মচারীরা ব্যাপক আন্দোলন করেন যার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংশোধন করে 'সরকারি চাকরি (দ্বিতীয়

---

[১২৬] উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ৫ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে জাতির সামনে জুলাই ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

[১২৭] *প্রথম আলো*, 'জুলাই ঘোষণাপত্র প্রস্তুত, ঘোষণা ৫ আগস্ট,' ৩ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=388ba579f3&eid=1&imageview=0&epedate=03/08/2025&sedId=1 (০৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১২৮] প্রণীত অধ্যাদেশগুলোর জন্য দেখুন http://bdlaws.minlaw.gov.bd/laws-of-bangladesh-chronological-index.html

[১২৯] সেগুলো হলো সরকারি কর্মচারী যদি এমন কোনো কাজে লিপ্ত হন, যা অনানুগত্যের শামিল বা যা অন্য যেকোনো সরকারি কর্মচারীর মধ্যে অনানুগত্য সৃষ্টি করে বা শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে বা কর্তব্য সম্পাদনে বাধার সৃষ্টি করে; অন্যান্য কর্মচারীর সঙ্গে সমবেতভাবে বা এককভাবে ছুটি ছাড়া বা কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া নিজ কর্ম থেকে অনুপস্থিত থাকেন বা বিরত থাকেন বা কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হন; অন্য যেকোনো কর্মচারীকে তাঁর কর্ম থেকে অনুপস্থিত থাকতে বা বিরত থাকতে বা তাঁর কর্তব্য পালন না করার জন্য উসকানি দেন বা প্ররোচিত করেন এবং যেকোনো সরকারি কর্মচারীকে তাঁর কর্মে উপস্থিত হতে বা কর্তব্য সম্পাদনে বাধাগ্রস্ত করেন, তাহলে তিনি অসদাচরণের দায়ে দণ্ডিত হবেন।

সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫'-এর গেজেট প্রকাশ করা হয় ২০২৫ সালের ২৪ জুলাই। নতুন সংশোধিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোন সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে গেলে, অর্থাৎ নিজে নিয়ম লঙ্ঘন করে একজন সরকারি কর্মচারী আরেকজন সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা দিলে বা তাকে তার কাজ থেকে বিরত রাখলে, তাকে বাধ্যতামূলক অবসরসহ চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে।[১৩০]

সরকারি চাকরি (প্রার্থীর প্রাক-পরিচয় যাচাই) বিধিমালা, ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয় ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, যেখানে কোন কোন পরিস্থিতিতে একজন প্রার্থীকে সরকারি চাকরির জন্য অনুপযুক্ত ঘোষণা করা যাবে, অনুপযুক্ত প্রার্থীকে কেন অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে তা প্রার্থীকে অবগত করার প্রস্তাব করা হয়।[১৩১]

প্রায় ৪০০টি সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আচরণ সংহিতা (কোড অব কনডাক্ট) তৈরি করা হয়, যা অ-আর্থিক সংস্থাগুলোর জন্য প্রযোজ্য।[১৩২] এই আচরণ সংহিতা অনুযায়ী কোনো সংস্থায় কর্মরত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের জন্য সরাসরি বা পরোক্ষভাবে লাভজনক হতে পারে, এমন কোনো কর্মকাণ্ডে তাঁরা যুক্ত হতে পারবেন না। সেবা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে অস্বাভাবিক কোনো সুবিধাও গ্রহণ করতে পারবেন না তাঁরা। এ ছাড়া সংস্থার অনুমোদন ছাড়া সেবা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে কেউ কোনো উপহার বা মূল্যবান বস্তু গ্রহণ করতে পারবেন না। কোন পরিস্থিতিতে কী উপহার ও সুবিধা গ্রহণ করা যাবে, তার তালিকা করাসহ রেকর্ড সংরক্ষণ করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বলা হয়েছে; আচরণ সংহিতা লঙ্ঘন করলে কী হবে–এ বিষয়ে কিছু বলা না থাকলেও সরকার চাইলে ব্যবস্থা নিতে পারবে।[১৩৩]

এছাড়া আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের জন্য 'নীতিমালা-২০২৫' জারি করা হয়। নীতিমালায় পাঁচটি সাধারণ সেবা ও তিনটি বিশেষ সেবার জন্য মাসিক সেবামূল্য বাড়ানো হয়েছে। সেবাকর্মীদের জন্য বৈশাখী প্রণোদনা হিসেবে এক মাসের সেবামূল্যের অর্ধেক (৫০%) হারে দুটি এবং এক পঞ্চমাংশ (২০%) হারে একটি প্রণোদনা দেওয়া হবে। এছাড়া সেবাকর্মীরা বছরে ১৫ দিন ছুটি পাবেন এবং মৌলিক কাজের বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকবে। প্রতি বছর প্রতিটি সেবাকর্মীকে দুটি নতুন ইউনিফর্মও সরবরাহ করা হবে। নারী সেবাকর্মীরা ৪৫ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আওতায় সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকছে, যাতে ভবিষ্যতে তারা পেনশন সুবিধা উপভোগ করতে পারেন।[১৩৪]

২০২৪ সালের ২২ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নামকরণের বিষয়ে একটি নীতিমালা করা হবে। সরকারি অর্থে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার নামকরণের বিষয়ে আইনি কাঠামো ঠিক করতে ২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর একটি উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। এ কমিটির কাজ ছিল সরকারি অর্থে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার নামকরণের বিষয়ে আইনি কাঠামো প্রণয়ন করে সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ৮০৮টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ ছাড়া আরও ১৬৯টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। তালিকা অনুযায়ী এরই মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম পরিবর্তন করা হয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার। এই মন্ত্রণালয়ের অধীন ২০৫টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এই তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। এই বিভাগের অধীন ১৮১টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া এই বিভাগের অধীন আরও ১৩৪টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮৪টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া নাম পরিবর্তনের তালিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ৫৯টি, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের অধীন ৪৯টি, স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ৩৯টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ রকমভাবে ৩৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করার তথ্য রয়েছে তালিকায়।[১৩৫]

---

[১৩০] https://media.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2025-07-23/11pc5ir9/gov__Gazette.pdf (*প্রথম আলো*, 'সরকারি চাকরি অধ্যাদেশের গেজেট প্রকাশ', ২৪ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/dakqmlz25z (২৪ জুলাই ২০২৫)।

[১৩১] *বণিক বার্তা*, 'সরকারি চাকরি বিধিমালা ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত', ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://bonikbarta.com/bangladesh/MKbL27MpZZULbSws (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১৩২] অ-আর্থিক সংস্থা বলতে বোঝানো হয়েছে, দেশের কোনো আইনের মাধ্যমে তৈরি বা পরিচালিত অথবা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো স্বায়ত্তশাসিত বা আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, কমিশন, কাউন্সিল, বোর্ড ইত্যাদি।

[১৩৩] *প্রথম আলো*, 'সেবার বিনিময়ে 'উপহার' নিতে পারবেন না সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা', ২২ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/v649g8ydbz (২৩ মার্চ ২০২৫।

[১৩৪] *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের জন্য 'নীতিমালা-২০২৫' জারি, বাড়লো সুবিধা ও সেবামূল্য', ১৫ এপ্রিল ২০২৫, https://thefinancialexpress.com.bd/bn/autsorsing-sebakrmeeder-jnz-neetimala-2025-jari-barlo-subidha-oo-sebamuulz#google_vignette (১৬ এপ্রিল ২০২৫)।

[১৩৫] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের নামে ৮০৮ প্রতিষ্ঠানের নাম বদল', ২৭ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=276c4db2448 (২৮ জুন ২০২৫); তালিকার জন্য দেখুন, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2025-06-26/ojhcl4o2/oeppll2h.pdf

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়' করার সুপারিশ করা হয়। নতুন নামকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ ও আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনার আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৩৬] এছাড়া 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার', 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার', 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক', 'শেখ রাসেল পদক', 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' ও 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' বাতিল; এবং 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' বাতিলের পরিকল্পনা করা হয়।[১৩৭] অন্যদিকে ২৩ মার্চ ২০২৫ অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় বন্ধের হাত থেকে রক্ষা উদ্দেশ্যে পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নেওয়া ২০টি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে শেখ পরিবার ও আওয়ামী লীগ নেতাদের নাম বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৩৮]

মানবতাবিরোধী অপরাধ সংক্রান্ত আইনি সংস্কার

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩ সংশোধন - সরকার পতনের পর বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।[১৩৯] আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) ২০১০ সালে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপ্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ ছিল বলে সুষ্ঠু বিচার ও নিরপেক্ষ বিচারিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে এ সংক্রান্ত আইন সংশোধনের আহ্বান জানায়।[১৪০] এর প্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রণালয় ৮ দফা সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় একটি মতবিনিময় সভা করে, যেখানে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে পাঁচটি ধারা-উপধারা সংযোজন এবং তিনটি ধারা সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।[১৪১] ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে এই আইনে নতুন সংশোধনী অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৪' অনুমোদন পায় এবং ২০২৫ সালে আরও দুটি অধ্যাদেশ (ফেব্রুয়ারি ও মে মাসে) প্রকাশিত হয়েছে।

সংশোধনীর মাধ্যমে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন ও পরিবর্তন করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিষয় হলো -

- **মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ:** মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞায় গুম, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন দাসত্ব, জোর করে যৌনকর্ম, জোর করে গর্ভধারণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা আগের আইনে ছিল না।
- **রাজনৈতিক দলের দায়বদ্ধতা:** কোনো রাজনৈতিক দল যদি এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ করে, তবে সেই দলকে ১০ বছর পর্যন্ত নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- **সামরিক বিচারকের পরিবর্তে বেসামরিক বিচারক নিয়োগ:** ট্রাইব্যুনালে সামরিক বিচারকের পরিবর্তে বেসামরিক বিচারক নিয়োগের বিধান আনা হয়েছে।
- **ট্রাইব্যুনালের স্বায়ত্তশাসন:** ট্রাইব্যুনালকে তার নিজস্ব বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।
- **সাক্ষ্য ও প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা:** সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা হয়েছে। অডিও এবং ভিডিওর মাধ্যমে বিচারকাজ ধারণ ও সম্প্রচারের বিধানও আনা হয়েছে।
- **তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা:** তল্লাশি ও জব্দ করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তার ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নেওয়ার বিধানটি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে এখন তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রয়োজনে যেকোনো কিছু জব্দ ও তল্লাশি করতে পারবেন।
- **আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের সময়সীমা:** আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নির্ধারিত সময় ছয় সপ্তাহ থেকে কমিয়ে তিন সপ্তাহ করা হয়েছে।
- **বিচারকালে অভিযুক্তের অধিকার, অন্তর্বর্তীকালীন আপিল, পর্যবেক্ষক, সাক্ষী ও ভুক্তভোগীর সুরক্ষা:** এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত বিধান সংযোজন করা হয়েছে।
- **আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যতা:** আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধি এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রচলিত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে আইনটির বিভিন্ন সংশোধন নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং আইনি মহলে কিছু সমালোচনা রয়েছে।

---

[১৩৬] *প্রথম আলো*, 'মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনের সুপারিশ', ০৫ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/sp2ise4c3p (০৬ মে ২০২৫)।

[১৩৭] শফিকুল ইসলাম, 'বাতিল হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক', আতঙ্কে পদকপ্রাপ্তরা', *বাংলা ট্রিবিউন*, ০১ এপ্রিল ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/892468/ (০৫ এপ্রিল ২০২৫)।

[১৩৮] হামিদ-উজ-জামান, 'বাদ যাচ্ছে শেখ হাসিনার পরিবার ও আওয়ামী লীগ নেতা', *যুগান্তর*, ০৩ মে ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/948997 (০৪ মে ২০২৫)।

[১৩৯] সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিকের মতে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে যুদ্ধাপরাধের বিচার করার কথা বলা হয়েছে। এই আইন সংস্কার না করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হলে বিতর্ক উঠতে পারে। সূত্রঃ কাদির কল্লোল, 'আওয়ামী লীগের তৈরি আইনেই এগোচ্ছে ট্রাইব্যুনাল', *প্রথম আলো*, ১৮ অক্টোবর ২০২৪।

[১৪০] *প্রথম আলো*, 'সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিতের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনের আহ্বান এইচআরডব্লিউর', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/o4we8aws64 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৪১] *প্রথম আলো*, 'দল নিষিদ্ধের প্রস্তাব সংশোধনীর খসড়ায়', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/v7c20gzdi7 (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

- **দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া ও ন্যায়বিচারের প্রশ্ন:** আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় কমানো এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার তল্লাশি ও জব্দ করার ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দ্রুত বিচার নিশ্চিত হলেও, এটি অভিযুক্তের ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকারকে সীমিত করতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।
- **আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যহীনতা:** যদিও আইন সংশোধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও কিছু সমালোচক মনে করেন যে, কিছু ক্ষেত্রে এখনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ঘাটতি রয়ে গেছে, বিশেষ করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া (due process) এবং ন্যায়বিচার প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।
- **রাজনৈতিক দলের নিষিদ্ধকরণ বিতর্ক:** মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, অন্য আইনে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার সুযোগ থাকলেও এই আইনে এমন বিধান যুক্ত করা হলে তা নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে।
- **নিরপেক্ষতার প্রশ্ন:** কিছু সমালোচনা নিরপেক্ষ ছিল না বলে দাবি করা হয়, তবে বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

সার্বিক বিচারে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩ - এর সংশোধনগুলি যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়াকে সময়োপযোগী এবং কার্যকর করার লক্ষ্য নিয়ে করা হলেও আইনটির প্রয়োগ এবং সংশোধনীগুলির কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক এবং পর্যালোচনা এখনো বিদ্যমান।

দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনি সংস্কার

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪ - এই নীতিমালাটি ২০২৪ সালের ১৫ অক্টোবর প্রণীত হয়। এই নীতিমালাটি মূলত স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে জনগণের কাছে সরকারের শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থান পরিষ্কার থাকে। নীতিমালার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

- **প্রকাশের বাধ্যবাধকতা:** অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের (স্বামী/স্ত্রী, নির্ভরশীল সন্তান) আয় ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা ।
- **সময়সীমা:** সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যে এই বিবরণী প্রকাশ করতে হবে।

প্রকাশের মাধ্যম: বিবরণীটি অন্তর্বর্তী সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ তা সহজেই দেখতে পারেন।

- **হালনাগাদ:** প্রতি বছর বিবরণীটি হালনাগাদ করতে হবে এবং মেয়াদ শেষেও আরেকটি চূড়ান্ত বিবরণী প্রকাশ করতে হবে।
- **নিরীক্ষণ:** এই নীতিমালা অনুযায়ী, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান একটি কমিটি গঠন করবেন, যারা জমা দেওয়া আয় ও সম্পদ বিবরণীর সত্যতা যাচাই-বাছাই করবে। কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[১৪২]

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫ - পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি পরিবর্তন, যা বাংলাদেশের সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। এই অধ্যাদেশটি ২০২৫ সালের ৪ মে তারিখে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং পরে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এটি Public Procurement Act, 2006-এর একটি সংশোধন। এই পরিবর্তনগুলো সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক, দক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত করতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। অধ্যাদেশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ -

- **টেন্ডার সিন্ডিকেট ভাঙা:** এই অধ্যাদেশের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো সরকারি কেনাকাটায় টেন্ডার সিন্ডিকেট ভেঙে ফেলা। এটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- **অনলাইনে বাধ্যতামূলক:** এই সংশোধনীতে ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (e-GP) পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা সরকারি কেনাকাটায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি করবে।
- **দাম নির্ধারণের সীমা বাতিল:** ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতিতে (OTM) জাতীয় কাজের জন্য দরপত্রে পূর্বনির্ধারিত ১০ শতাংশ মূল্যের সীমা বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে, দরদাতারা আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক দর দিতে পারবেন।
- **মালিকানার তথ্য প্রকাশ:** চুক্তিপ্রাপ্ত ঠিকাদার বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানার তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- **নতুন ক্রয় বিভাগ:** ভৌত সেবাগুলোকে একটি পৃথক ক্রয় বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **এনজিও'র অংশগ্রহণ:** এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে নিবন্ধিত এবং অনুমোদিত এনজিও-কে সরকারি প্রকল্পে বিড করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা পূর্বে ছিল না।

[১৪২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪', https://bangladesh.gov.bd/sites/default/files/files/bangladesh.gov.bd/order/0010077c_2901_4966_9615_7c0f16d5570d/2024-10-15-order-150.pdf (৩ আগস্ট ২০২৫)।

- **আন্তর্জাতিক নথি ব্যবহারের সুযোগ:** জটিল প্রকল্পের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত টেন্ডার নথি ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছে।[১৪৩]

সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব, সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা ও রিপোর্টদানের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণীত হয়েছে। এটি মূলত ১৯৭৪ সালের সরকারি হিসাব নিরীক্ষা আইনের একটি পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই অধ্যাদেশটি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ দ্বারা নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০২৫ সালের মে মাসে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই অধ্যাদেশের প্রধান লক্ষ্য সরকারি অর্থের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন করা। এর কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো:

- **মহা হিসাব-নিরীক্ষকের ক্ষমতা:** অধ্যাদেশটি মহা হিসাব-নিরীক্ষকের (CAG) ক্ষমতা ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করেছে, যাতে তিনি স্বাধীনভাবে সরকারি হিসাব নিরীক্ষা ও রিপোর্ট প্রদান করতে পারেন।
- **হিসাব নিরীক্ষার আওতা:** প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব, সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষার আওতাধীন করা হয়েছে।
- **ব্যয় ও পরিশোধ সংক্রান্ত নিরীক্ষা:** সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং পরিশোধ সঠিক হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করার বিধান রাখা হয়েছে।
- **রাজস্ব ও প্রাপ্তি সংক্রান্ত নিরীক্ষা:** সরকারি রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রাপ্তি সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষার বিধান রয়েছে, যাতে এই খাতে কোনো প্রকার অনিয়ম না হয়।
- **ভান্ডার ও মজুত সংক্রান্ত নিরীক্ষা:** সরকারি ভান্ডার ও মজুতের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য নিরীক্ষার বিধান রাখা হয়েছে।
- **সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত নিরীক্ষা:** সরকারি সম্পদ ও দায় সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করার বিধান রয়েছে।
- **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) নিরীক্ষা:** সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের চুক্তি, চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও এর মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পসমূহের সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অংশের হিসাব নিরীক্ষার ক্ষমতা মহা হিসাব-নিরীক্ষককে দেওয়া হয়েছে।
- **বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সরকারি অর্থের নিরীক্ষা:** বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রদত্ত সরকারি অর্থের বিষয়ে হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার বিধান রাখা হয়েছে, যাতে সরকারি অর্থের অপচয় না হয়।
- **মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং ফলপ্রসূতা নিরীক্ষা:** সরকারি অর্থের ব্যবহার কতটা মিতব্যয়ী, দক্ষ এবং ফলপ্রসূ হচ্ছে, তা নিরীক্ষা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- **বার্ষিক কর্মকৃতি প্রতিবেদন:** মহা হিসাব-নিরীক্ষক তার কার্যালয়ের কার্যক্রম, কর্মকৃতি, পেশাগত নৈতিক মূল্যবোধ, হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনাপূর্বক বার্ষিক কর্মকৃতি প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন।
- **বিশেষজ্ঞ নিয়োগ:** নিরীক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।[১৪৪]

'সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' বেশ কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও, এটি নিয়ে কিছু সীমাবদ্ধতা এবং সমালোচনা রয়েছে, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

- **রাজস্ব নিরূপণ ও আদায় নিরীক্ষা সিএজির এখতিয়ার বহির্ভূত রাখা:** সবচেয়ে বড় সমালোচনা হলো, অধ্যাদেশের ৭ ধারায় রাজস্ব 'নিরূপণ' ও 'আদায়' নিরীক্ষার সুযোগ না রাখা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সহ বিভিন্ন সংস্থা মনে করে যে, এর ফলে সরকারি রাজস্ব নিরূপণ ও আদায় সংক্রান্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে জবাবদিহির বাইরে থেকে যাবে, যা কর ফাঁকি ও দুর্নীতির সুযোগ করে দিতে পারে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মহা হিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা নিশ্চিত করা হলেও, এই অধ্যাদেশে তা উপেক্ষা করা হয়েছে।
- **সিএজির সাংবিধানিক মর্যাদা খর্ব:** অধ্যাদেশের ১৭ ধারায় সিএজিকে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি এবং ১৮ ধারায় বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে। সমালোচকরা মনে করেন, এটি মহা হিসাব-নিরীক্ষকের সাংবিধানিক মর্যাদাকে অবজ্ঞা করার শামিল, কারণ রাষ্ট্রের অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে সিএজি সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে তার কার্যসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা অনুভব করতে পারে।

---

[১৪৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫', http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1529.html, গেজেট (মে, ২০২৫): মে ২০২৫ এর বিশেষ গেজেট - মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, https://www.dpp.gov.bd/bgpress/index.php/document/get_extraordinary/57415 (৩ আগস্ট ২০২৫)।
[১৪৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1530.html (২ আগস্ট ২০২৫)।

- **স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাব:** টিআইবিসহ অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, অধ্যাদেশটির কিছু বিধান স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাবদুষ্ট হতে পারে, বিশেষ করে রাজস্ব বোর্ড ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বার্থান্বেষী মহলের দ্বারা সরকার প্রভাবিত হচ্ছে কিনা, এমন প্রশ্ন উঠেছে।
- **ত্রুটিপূর্ণ অধ্যাদেশ:** সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আপত্তি ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উপেক্ষা করে অধ্যাদেশটি যেভাবে পাস করা হয়েছে, তা অত্যন্ত হতাশাজনক ও নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। অনেকে এটি একটি "কর ফাঁকি ও দুর্নীতি সহায়ক আইন" হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন।
- **তদন্তের সময়সীমা এবং আপিলের সুযোগ:** সরকারি চাকরি আইন সংশোধনে একই ধরনের একটি অধ্যাদেশ (যা সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ থেকে ভিন্ন) জারির সময় সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনের মুখে পড়েছিল। যদিও সেই অধ্যাদেশে তদন্ত শেষ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং অভিযুক্তের আপিলের সুযোগ রাখা হয়েছিল, তবে রাষ্ট্রপতির আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ না থাকায় কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে। 'সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর ক্ষেত্রেও একই ধরনের সীমাবদ্ধতা দেখা যেতে পারে, যদি স্বচ্ছতা ও ন্যায্য প্রক্রিয়ার ওপর জোর না দেওয়া হয়।

সামগ্রিকভাবে, 'সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানোর একটি প্রচেষ্টা। তবে এর কিছু বিধান, বিশেষ করে রাজস্ব নিরীক্ষার আওতা সংকোচন এবং সিএজির স্বাধীনতা সীমিত করার বিষয়গুলো নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন ও সমালোচনা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করার জন্য অবিলম্বে অধ্যাদেশটির যথাযথ সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বিভিন্ন খাতভিত্তিক আইনি সংস্কার

বিভিন্ন খাতে বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫, 'বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা', এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫। আর্থিক খাতের জন্য ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫, এবং রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় সরকার খাতে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার জন্য আইন সংশোধন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪ প্রণীত হয়েছে।

বহুল সমালোচিত 'সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩' বাতিল করে অন্তর্বর্তী সরকার ২১ মে ২০২৫ তারিখে 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫' জারি করে। এতে আগের আইনের নয়টি ধারা বাদ দেওয়া হয়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনের বিভিন্ন বিতর্কিত ধারা এবং তার অপব্যবহারের কারণে আইনটি বাতিলের দাবি ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ধারা ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ও ৩৪ বাদ দেওয়া হয়েছে।[১৪৫] সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন হলেও জাতিসংঘের কিছু সুপারিশ মানা হয়নি। সংশ্লিষ্টদের মতে, এখনো সংশোধিত অধ্যাদেশের অনেক ধারায় অস্পষ্ট সংজ্ঞার মাধ্যমে মতপ্রকাশকে 'অপরাধ' হিসেবে রাখা হয়েছে, যা অপব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে কঠোর শাস্তির বিধান, যার ভয়ে অনেকে মতপ্রকাশে নিরুৎসাহিত হতে পারে। পাশাপাশি নির্বাহীদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত একটি শক্তিশালী ও কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামো রাখা হয়েছে, যার নজরদারিতে কোনো বিচারিক তত্ত্বাবধান বা কোনো জবাবদিহি ব্যবস্থা রাখা হয়নি।[১৪৬]

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত করা হয়নি, এবং কোনো কোনো আইন প্রণয়নের পর প্রবল বিরোধিতার মুখে সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা আইন প্রণয়নে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সম্ভাব্য ফলাফল পর্যালোচনার ঘাটতি নির্দেশ করে। এছাড়া শুধু নাম পরিবর্তনের জন্য অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে ১৩টি। আইন প্রণয়নের ফলে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) সাংবিধানিক মর্যাদা ও স্বাধীনতা খর্ব, এবং রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আলাদা করার ফলে রাজস্ব ব্যবস্থা নির্বাহী বিভাগের করায়ত্ত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

প্রশাসন

সংস্কারের অংশ হিসেবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তার পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দলীয়মুক্ত করার অংশ হিসেবে প্রশাসনিক রদবদল করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে পদোন্নতি, পদায়ন, বদলি, বাধ্যতামূলক অবসর, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা, চুক্তিতে নিয়োগ বাতিল ঘোষণা, এবং চুক্তিতে নিয়োগ। এ ধরনের রদবদল করা হয়েছে জনপ্রশাসন, পুলিশসহ অন্যান্য আইন-

---

[১৪৫] *প্রথম আলো*, 'সাইবার নিরাপত্তা আইন বাদ দিয়ে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ জারি', ২২ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7ehceuwnty (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[১৪৬] *প্রথম আলো*, 'জাতিসংঘের কিছু সুপারিশ মানা হয়নি সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে', ১৪ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/afusxvmk6r (১৫ জুলাই ২০২৫)।

শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। এই রদবদল অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো এক বছর জুড়েই করা হয়।

পদত্যাগ - কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তারা পদত্যাগ করেন। এসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিচার বিভাগ, আইন কমিশন, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন), বিশ্ববিদ্যালয় (উপাচার্য) ও কলেজ (অধ্যক্ষ), ব্যবসায় সমিতি, রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক (গভর্নর, উপদেষ্টা, বিএফআইইউ এর প্রধান), এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জ ও কমিশন, বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন/ সংস্থা ইত্যাদি। যেমন স্পিকার পদ থেকে শিরীন শারমিনের পদত্যাগ করেন ২ সেপ্টেম্বর। তিনি রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন।[১৪৭] বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন ও ১২ জন সদস্য পদত্যাগ করেন ৮ অক্টোবর।[১৪৮] প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন (ইসি) পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন ৫ সেপ্টেম্বর।[১৪৯] পরবর্তীতে পদত্যাগ করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ও কমিশনার (২৯ অক্টোবর), এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও পাঁচ সদস্য (৭ নভেম্বর)[১৫০]।

৮ আগস্ট থেকে শুরু করে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও প্রক্টর পদত্যাগ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৮ আগস্ট), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (৯ আগস্ট), হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০ আগস্ট), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১১ আগস্ট)। এছাড়া পদত্যাগ করেন মহা পরিচালক, বাংলা একাডেমী; চেয়ারম্যান, বিএসইসি (১১ আগস্ট); গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক (১০ আগস্ট); বাংলাদেশ ব্যাংকের উপদেষ্টা ও বিএফআইইউ এর প্রধান (৯ সেপ্টেম্বর); বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) চেয়ারম্যান (৫ সেপ্টেম্বর); ঢাকা ওয়াসার এমডি (১৫ আগস্ট)।

নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি - এই ব্যাপক পদত্যাগের পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দলীয়মুক্ত করার অংশ হিসেবে প্রশাসনিক রদবদল করা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানে এসব রদবদল করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা বাহিনী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার)। উল্লেখ্য, নিষিদ্ধ সংগঠনের কেউ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হতে পারবে না বলে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ জানান।[১৫১] যেসব প্রতিষ্ঠান ও পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর, পররাষ্ট্র সচিব, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান, পিএসসির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার এবং গ্রামীণ ও অগ্রণী ব্যাংকে নতুন চেয়ারম্যান। এছাড়া ঢাকা ওয়াসার সর্বজ্যেষ্ঠ ডেপুটি এমডিকে দায়িত্বরত এমডি হিসেবে নিয়োগ দিতে হাইকোর্ট নির্দেশ দেন।[১৫২] এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে রদবদল, বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো, বদলিও করা হয় (যেমন র‍্যাব ও ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের শীর্ষ পদে, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, দুদকের পরিচালক ইত্যাদি)।

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের দীর্ঘ কয়েক মাস গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন বিলম্বিত হয়। নতুন সরকার গঠনের ছয়মাস পর নয়টি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরে নতুন সচিব নিয়োগ দেওয়া হয় ২০২৫ এর ২৫ ফেব্রুয়ারিতে। এর মধ্যে সাতজনকে পদোন্নতি দিয়ে, আর দুজনকে বদলির মাধ্যমে পদায়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০ মার্চ ২০২৫ তারিখে যুগ্ম সচিব পদে ১৯৬ কর্মকর্তার পদোন্নতি দেওয়া হয়, যার মধ্যে ২১ জন জেলা প্রশাসক। উল্লেখ্য এই জেলা প্রশাসক পদায়নে দীর্ঘ সময় বিলম্ব হয়েছে। সাড়ে পাঁচ মাস

---

[১৪৭] *প্রথম আলো*, 'শিরীন শারমিনের পদত্যাগে স্পিকার পদে কি শূন্যতা তৈরি হলো', ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/wgkehft87n (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১৪৮] *ডেইলি স্টার*, 'পিএসসির চেয়ারম্যান সোহরাব ও ১২ সদস্যের পদত্যাগ, স্টার অনলাইন রিপোর্ট, অক্টোবর ৮, ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-620336 (৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৪৯] *প্রথম আলো*, 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' অধীন নির্বাচনের পরামর্শ দিয়ে পদত্যাগ করলেন হাবিবুল আউয়াল', ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/qa6f9dgg1w (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১৫০] *প্রথম আলো*, 'দুদক চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনারের পদত্যাগ', ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ilcb169gut (১২ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও ৫ সদস্যের পদত্যাগ', ০৭ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/hvtrvmy3n8 (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৫১] *প্রথম আলো*, 'নিষিদ্ধ সংগঠনের কেউ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হতে পারবে না: উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/48y34dw9vs (২৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৫২] *ডেইলি স্টার*, HC orders to appoint senior most DMD of Dhaka Wasa as acting MD, Sep 8, 2024, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/hc-orders-appoint-senior-most-dmd-dhaka-wasa-acting-md-3697741 (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

আগে শুরু হলেও জেলা প্রশাসক বা ডিসি নিয়োগের বাছাই প্রক্রিয়া শেষ করার ক্ষেত্রে পছন্দের কর্মকর্তা খুঁজতে ও ত্রিমুখী রাজনৈতিক চাপ সমন্বয় করতে গিয়ে ডিসি পদায়নে দেরি হয়েছে।[১৫৩]

দেশের ৪১ জেলায় নতুন সিভিল সার্জন নিয়োগ দেওয়া হয় ০৪ মার্চ ২০২৫। দেশের ৬৭টি সরকারি কলেজে নতুন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (৬৪টি প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ এবং তিনটি প্রতিষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ পদে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের মোট ৬৭ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় ০৫ মে ২০২৫।

সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এর বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সব উত্তরপত্র তৃতীয় পরীক্ষককে দেওয়া, মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া পরীক্ষার আবেদন ফি কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরকারি চাকরির বয়স ৩২-এর মধ্যে যতবারই ইচ্ছা ততবার বিসিএস দেওয়া যাবে বলেও জানানো হয়। বিসিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও ফলাফল চাকরিপ্রার্থীরা নিজের ইউনিক আইডিতে দেখতে পারবেন বলে পিএসসি এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়।[১৫৪] এছাড়া ৪৮তম বিশেষ বিসিএস-এ বিদ্যমান বিধিমালা সংশোধন করে আদেশ জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এই পরীক্ষায় মোট ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে, যার মধ্যে এমসিকিউ পদ্ধতিতে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের।[১৫৫]

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পরও ৪১তম বিসিএসের প্রজ্ঞাপন থেকে বাদ পড়েছিলেন ৬৭, ৪০তম থেকে ৩৪, ৩৮তম থেকে ৭৫, ৩৭তম থেকে ৬১ এবং ৩৬তম বিসিএস থেকে ৩৮ জন। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৪ আগস্ট পিএসসি থেকে নিয়োগের সুপারিশ পেয়েও প্রজ্ঞাপনে নাম না আসা ২৫৯ চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগ দেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, যারা ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পিএসসির সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পরও ৯৯ জন প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, ৪৩তম বিসিএস থেকে ২ হাজার ১৬৩ জনকে ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য ২০২৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর সুপারিশ করে পিএসসি। এর প্রায় ১০ মাস পর ১৫ অক্টোবর ৪৩তম বিসিএসের প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এতে নিয়োগ পেয়েছেন ২,০৬৪ জন। ভুক্তভোগী প্রার্থীদের অভিযোগ, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের মতো পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে অনেক প্রার্থীকে বাদ দিয়েছে। এতে বঞ্চিত হয়েছেন প্রকৃত মেধাবীরা।[১৫৬]

৪৩তম বিসিএসে নিয়োগের জন্য ১৫ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপন বাতিল করে ৩০ ডিসেম্বর নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করে পিএসসি। সব মিলিয়ে ৪৩তম বিসিএস থেকে বাদ যান মোট ২৬৭ জন। তবে ব্যাপক সমালোচনার পর বাদ পড়া ২২৭ জনের কেউ ফৌজদারি অপরাধে জড়িত না থাকলে সবাই নিয়োগ পাবেন বলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়। এছাড়া তৃতীয়বারের মতো ৪৩তম বিসিএসের গেজেট প্রকাশ করা হয় ২০ মে ২০২৫। তবে তৃতীয় গেজেটে ২২৭ জনের মধ্যে ১৬২ জনের গেজেট হলেও আবার বাদ পড়েন ৬৫ জন।[১৫৭] তিন হাজার চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পিএসসি।[১৫৮]

রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত মোট ৩৬৯ জন উপপরিদর্শককে (এসআই) শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বিতর্কিতভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এর আগে ২২ অক্টোবর প্রথম দফায় ২৫২ জন ও ২৫ অক্টোবর দ্বিতীয় দফায় ৫৯ জন প্রশিক্ষণার্থী এসআইকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ক্লাসে শৃঙ্খলার সঙ্গে না বসে হইচই করার অভিযোগে তাঁদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ৪০তম ব্যাচের আউটসাইডার ক্যাডেট হিসেবে মোট ৮০১ জন প্রশিক্ষণরত ছিলেন। ২০২৩

[১৫৩] উল্লেখ্য, ২০২৪ এর ৮ সেপ্টেম্বর ডিসি নিয়োগের তালিকা তৈরি করা হয়। এ তালিকায় বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২৪, ২৫ ও ২৭তম ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন ১০৬ জন। এর মধ্যে ৬৪ জনকে ডিসি করার পর বাকি ৪২ কর্মকর্তা অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকলেও তাদের নানা কারণে এখন গ্রহণযোগ্য মনে করছে না মন্ত্রণালয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এসব কর্মকর্তাকে ডিসি পদে পদায়ন না করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে চার মাস পর গত ১১ জানুয়ারি নতুন তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়। এখনো সেই সাক্ষাৎকার চলছে। এ অবস্থায় ২১ জন ডিসি তিন মাস আগে যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি পেলেও তাদের জেলা থেকে প্রত্যাহার করা হয়নি। সূত্র: দেলওয়ার হোসেন, 'নানামুখী চাপে আটকে আছে জেলা প্রশাসক পদায়ন', *সমকাল*, ৩০ জুন ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/303012/ (৩০ জুন ২০২৫)।

[১৫৪] *ইত্তেফাক*, 'চালু হচ্ছে ইউনিক আইডি, বিসিএসে প্রাপ্ত নম্বর দেখতে পারবেন প্রার্থী,' ২১ মে ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/732877/ (২২ মে ২০২৫)।

[১৫৫] *প্রথম আলো*, '৪৮তম বিসিএসে ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা,' ২৯ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2951b3d5731&eid=1&imageview=0&epedate=29/05/2025&sedId=1 (২৯ মে ২০২৫)।

[১৫৬] উল্লেখ্য, এর আগে এক সাক্ষাৎকারে আলী ইমাম মজুমদার বলেছিলেন, 'ফৌজদারি অপরাধ ছাড়া একজনকেও আটকে দেওয়া ঠিক নয়। এটি অন্যায়, এটি অনৈতিক চর্চা। এ সংস্কৃতি বন্ধ করা উচিত।' সূত্র: *আজকের পত্রিকা*, '৪৩তম বিসিএস: সুপারিশ পেয়েও বাদ রেকর্ড ৯৯ চাকরিপ্রার্থী', ১৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ajkerpatrika.com/363259/ (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৫৭] *প্রথম আলো*, 'এক বিসিএসের তিন গেজেট, এবারও বাদ ৬৫ জন,' ২৪ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/chakri/employment/4bmkih7jwf (২৬ মে ২০২৫)।

[১৫৮] *প্রথম আলো*, 'তিন হাজার চিকিৎসক নিয়োগে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ', ২৯ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/chakri/employment/4vasgq6pqh (৩১ মে ২০২৫)।

সালের ৪ নভেম্বর এই ক্যাডেট এসআইদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার কথা ছিল ৪ নভেম্বর।[১৫৯] তবে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে নয় বলে জানান।[১৬০]

পর্যাপ্ত জনবল না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষপদে নিয়োগ না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, সরকারের অন্তত ৩৮টি দপ্তরের শীর্ষপদ ফাঁকা (২৫টি বিভাগ ও অধিদপ্তর, ১০টি দপ্তরপ্রধান, তিনটি মন্ত্রণালয়ের সচিব - মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)। এসব পদে মূলত অতিরিক্ত সচিব পদ থেকে নিয়োগ করা হয়। প্রশাসনে বর্তমানে মঞ্জুরীকৃত পদ ২১২টি, প্রেষণ পদ ৩৮০টি-সহ ৫৯২ জন অতিরিক্ত সচিবের স্থলে বর্তমানে কর্মরত ৩৪৪ জন। অর্থাৎ, অতিরিক্ত সচিব নেই ২২৮ জন। ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ১৫০ জন অবসরে যাবেন। এক্ষেত্রে প্রশাসনে কর্মরত অতিরিক্ত সচিব থাকবেন ১৯৪ জন। প্রশাসনে যুগ্মসচিবের অনুমোদিত পদ ১ হাজার ১৫৫টি, কর্মরত আছেন ১ হাজার ৩৮ জন। অর্থাৎ, শূন্য রয়েছে ১১৭টি যুগ্মসচিবের পদ। উপসচিবের অনুমোদিত পদ ২ হাজার ৫০০টি, কর্মরত ১ হাজার ৫০০ জন। অর্থাৎ, শূন্য রয়েছে ১ হাজার পদ।[১৬১] নিয়োগ না দেওয়ার কারণ হিসেবে সরকারি দপ্তরের শীর্ষপদে নিয়োগে বিভিন্ন মহল থেকে তদবির, সুপারিশের পর আপত্তি, নিয়োগ বাতিল; জনপ্রশাসনে যুগ্ম সচিব থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বদলি, শৃঙ্খলা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ নিতে গিয়ে অনেক সময় চলে যাওয়া; এবং যোগ্য অতিরিক্ত সচিব না পাওয়াকে চিহ্নিত করা হয়।[১৬২]

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সংস্কারের অন্যতম অংশ ছিল জনপ্রশাসনে পদোন্নতি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এক বছরে (২০২৪ সালের ৮ আগস্ট থেকে বর্তমান পর্যন্ত) নিয়মিত ও ভূতাপেক্ষ মিলিয়ে ১,৫৪৯ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে উপসচিব পদে ১৪১ জন, যুগ্মসচিব পদে ৪২৪ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ১৪৯ জন, গ্রেড-১ পদে ২৬ জন এবং সচিব-সিনিয়র সচিব পদে ৪৫ জনসহ সর্বমোট ৭৮৫ জন কর্মকর্তাকে নিয়মিত পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে উপসচিব পদে চারজন, যুগ্মসচিব পদে ৭২ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ৫২৮ জন, গ্রেড-১ পদে ৪১ জন এবং সচিব পদে ১১৯ জনসহ সর্বমোট ৭৬৪ জন কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষভাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।[১৬৩]

তাদের মধ্যে প্রায় ৫৫০ জনকে অনুমোদিত পদের বাইরে অতিরিক্ত পদোন্নতি ('সুপারনিউমারারি পদোন্নতি')[১৬৪] দেওয়া হয়। উপসচিব, যুগ্ম সচিব এবং অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার অনেক কর্মকর্তাকে মন্ত্রণালয়ের বাইরেও প্রকল্প পরিচালক, দপ্তরের প্রধান বা অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে হয় - কিছু ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে পদোন্নতি দিতে হয় - বলে যুক্তি প্রদান করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে মাত্র দুটি অনুমোদিত পদের বিপরীতে আট জন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত আছেন; স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ক্ষেত্রেও মাত্র দুটি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১১ জন কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব পদে রয়েছেন। এই বিভাগের প্রশাসনিক শাখায় যুগ্ম সচিবের অনুমোদিত পদ না থাকলেও, এখন সাতজন কর্মকর্তা ওই শাখায় কর্মরত।

সারণি ৩: অতিরিক্ত পদে পদায়নের তথ্য (আগস্ট ২০২৪ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত)[১৬৫]

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	মন্তব্য
অতিরিক্ত সচিব	১২১	৩৮২	১৪২ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে গত ২৫ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে
যুগ্ম সচিব	২৭২	১,০৩৫	৪১৯ জন গত আট মাসে পদোন্নতিপ্রাপ্ত
উপসচিব	৩৫০	১,৪০৪	

[১৫৯] *প্রথম আলো*, 'সারদায় প্রশিক্ষণরত আরও ৫৮ এসআইকে অব্যাহতি', ০৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/f7vlgm586d (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৬০] *প্রথম আলো*, 'প্রশিক্ষণরত ২৫২ এসআইকে অব্যাহতি শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য, রাজনৈতিক কারণে নয়: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা', ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ilbcwqm5cs (২৩ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৬১] আমিরুল ইসলাম, 'পদোন্নতি ও পদায়ন নিয়ে বাড়ছে অসন্তোষ', *যুগান্তর*, ০৫ জুলাই ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/973979 (০৫ জুলাই ২০২৫)

[১৬২] আরিফুর রহমান, '৩৮ দপ্তরের শীর্ষপদ খালি, কেন নিয়োগ দিচ্ছে না সরকার', *প্রথম আলো*, ২৮ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4vihr45v0d (২৮ মে ২০২৫)।

[১৬৩] *ইত্তেফাক*, 'এক বছরে বাধ্যতামূলক অবসরে ২৯ কর্মকর্তা, পদোন্নতি ১ হাজার ৫৪৯ জনের,' ০৭ আগস্ট ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/745733/ (১০ আগস্ট ২০২৫)।

[১৬৪] সুপারনিউমারারি পদ হচ্ছে পদোন্নতি বা জনবল সমন্বয়ের সুবিধার্থে নিয়মিত কাঠামোর বাইরে তৈরি অস্থায়ী পদ।

[১৬৫] বাহরাম খান, 'শীর্ষ পদে অতিরিক্ত কর্মকর্তায় ভারাক্রান্ত প্রশাসন,' *ডেইলি স্টার*, ২৬ এপ্রিল ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-668881 (২৭ এপ্রিল ২০২৫)।

এছাড়া ২০২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর 'বঞ্চনা নিরসন কমিটি' গঠন করা হয়। নিজেকে বঞ্চিত দাবি করে ১ হাজার ৫৪৩ জন আবেদন করেন এই কমিটির কাছে। এসব আবেদন থেকে ৭৬৪ জনকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ আমলে অবসরে যাওয়া বঞ্চিত গণ্য ১১৯ কর্মকর্তাকে সচিব, ৪১ জনকে গ্রেড-১, ৫২৮ জনকে অতিরিক্ত সচিব, ৭২ জনকে যুগ্ম সচিব এবং চারজনকে উপসচিব পদে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দিয়ে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।[১৬৬]

তবে অবসরে যাওয়া কর্মকর্তাদের পদোন্নতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই সিদ্ধান্তের মূল সমালোচনা হচ্ছে - বঞ্চিত কর্মকর্তাদের ভূতাপেক্ষ পদোন্নতির জন্য বকেয়া বেতন ও ভাতাদি বাবদ সরকারের ৪২ কোটি টাকা খরচ হবে; তাঁদের পেনশন বাবদ বছরে অতিরিক্ত ৪ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে; একই ব্যাচ থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক পদোন্নতি; এক লাফে চার ধাপ পদোন্নতি; আমলাতন্ত্রের চাপে অথবা তাঁদের সহায়তা পেতে সরকার কাজটি করছে। আবার পদোন্নতিবঞ্চিত প্রশাসনের আরও ৭৭৬ জন কর্মকর্তার ভূতাপেক্ষ পদোন্নতির আবেদন পুনর্বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।[১৬৭]

এছাড়া বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার পদোন্নতি হবে না বলে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) ২০তম ব্যাচে ৩৭৮ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২০১৮ সালের রাতের ভোটের কারিগর হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী জেলা প্রশাসকরা (ডিসি), এবং যাদের বিরুদ্ধে অসদাচারণ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তাঁরা।[১৬৮]

অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে নারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখা যায়। ৬৪ জেলা প্রশাসকের মধ্যে ১৮ জন নারী ডিসি এবং ৮১ সচিবের মধ্যে ১৪ জন নারী সচিব; বর্তমানে সারা দেশে মোট ১৯ লাখ ১৬ হাজার ৫১৯ জন সরকারি চাকরিজীবীর মধ্যে ৪ লাখ ৪ হাজার ৫৯১ নারী; প্রথম শ্রেণিতে (এখন গ্রেড ভিত্তিতে চাকরি নির্ধারণ হলেও মুখে মুখে শ্রেণি বলা হয়) মোট ১ লাখ ৯৫ হাজার ৬৭৯ জন চাকরিজীবীর মধ্যে নারী ৩৯ হাজার ৭৮৭ জন; সব মিলে প্রশাসনে ১ হাজার ৫শত ৭৪ জন নারী কর্মকর্তা; উপজেলা নিবার্হী অফিসার পদে ১৭৭ জন নারী, ৪৯২ ইউএনওর মধ্যে ১৭৭ জন নারী, ভূমিসংক্রান্ত দফতর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ১৩৮ জন নারী।[১৬৯]

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ - অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পর বিভিন্ন পদে থাকা চুক্তিভিত্তিক সব নিয়োগ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি, এবং যেসব নিয়োগ নিয়ে বেশি বিতর্ক আছে, সেগুলো অনতিবিলম্বে বাতিল করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৭০] এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূতসহ বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের ২৪ কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিল করে অন্তর্বর্তী সরকার।[১৭১] ২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট এক দিনেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যানসহ ১১ জন সচিবের চুক্তি বাতিল করা হয়।[১৭২]

অন্যদিকে একই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে চুক্তিভিত্তিক সচিব নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যাদের গত ১০ বছরে প্রশাসনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না।[১৭৩] বর্তমান সরকারে সচিব, সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার ৮৪টি পদের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিবসহ সিনিয়র সচিব ও সচিব পদে ১৭ জনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।[১৭৪] প্রশাসনের শীর্ষ পদ

---

[১৬৬] শহীদুল ইসলাম, 'বঞ্চনা নিরসন কমিটির সদস্যসচিবও তালিকায়,' *আজকের পত্রিকা*, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpqebs1epwpa (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১৬৭] আমিরুল ইসলাম, 'পুনর্বিবেচনার তালিকায় আরও ৭৭৬ জন,' *যুগান্তর*, ১৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-city/942965 (১৯ এপ্রিল ২০২৫)। এ লক্ষ্যে সাবেক অর্থ সচিব ও বিশ্বব্যাংকের বিকল্প পরিচালক জাকির আহমেদ খানের নেতৃত্বে গঠিত ৫ সদস্যের রিভিউ কমিটির মেয়াদ ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এছাড়া রিভিউ কমিটির সুপারিশ থেকে বঞ্চিত অবসরে যাওয়া প্রশাসন ছাড়া অন্য ক্যাডার (আদার্স ক্যাডার) কর্মকর্তাদের আবেদন বিবেচনা করা হবে।

[১৬৮] *ইত্তেফাক*, ' যেসব সরকারি কর্মকর্তাদের পদোন্নতি হবে না,' ৩০ জুন ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/739033 (৩০ জুন ২০২৫)।

[১৬৯] পঞ্চায়েত হাবিব, 'প্রশাসনে নারীর জয়-জয়কার,' *ইনকিলাব*, ০৮ মার্চ ২০২৫, https://dailyinqilab.com/national/article/740023 (১০ মার্চ ২০২৫)।

[১৭০] *প্রথম আলো*, 'চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিলসহ ৮ সিদ্ধান্ত উপদেষ্টা পরিষদের', ১২ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4fx28wltlc (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৭১] এর মধ্যে রয়েছে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জব প্রকল্প, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, মৌজা প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প, এস্টাব্লিস্টমেন্ট অব ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি। সূত্র: *প্রথম আলো*, '২৪ কর্মকর্তার চুক্তি বাতিল', ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/rirn2uugca (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১৭২] *প্রথম আলো*, 'তিন দিনেই জননিরাপত্তার সচিব পদে পরিবর্তন, চুক্তিতে সচিব হলেন ৫ জন', ১৭ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/n6b1ma3ctk (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৭৩] আরিফুর রহমান, 'জনপ্রশাসনে এখনো অস্থিরতা,' *প্রথম আলো*, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/701kdxje2j (২৩ ডিসেম্বর ২০২৪)।

[১৭৪] তপন বিশ্বাস, 'প্রশাসনে রেকর্ড সংখ্যক কর্মকর্তা ওএসডি,' *জনকণ্ঠ*, ৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/789404 (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব থেকে শুরু করে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ ২২টি মন্ত্রণালয়-বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক সচিব বিদ্যমান।[১৭৫] এসব চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কারণে নিচের পর্যায়ের কর্মকর্তারা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৭৬]

সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার - সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ, বদলি ও পদায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রত্যাহারের বেশ কয়েকটি ঘটনা লক্ষ করা যায়। জেলা প্রশাসক, রাষ্ট্রদূত, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা পদে নিয়োগ করে প্রত্যাহার করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পরিচালক নিয়োগ দেওয়ার পর বদলি করা হয়।[১৭৭] সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) নতুন সদস্য হিসেবে ছয় ব্যক্তিকে ২ জানুয়ারি নিয়োগ দেওয়া হয়। সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের শপথ স্থগিত চেয়ে ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে চিঠি পাঠায় পিএসসি। পিএসসির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ছয় সদস্যের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান স্থগিত করেন সুপ্রিম কোর্ট। নতুন নিয়োগ পাওয়া কয়েকজন সদস্য বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠজন হওয়ায় সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে এই নিয়োগের আদেশ বাতিল করেন।[১৭৮]

জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৫, এই তিন মাসে শুধু প্রশাসন ক্যাডারের ৮০ কর্মকর্তার বদলির আদেশ বাতিল করা হয়। এসব কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব। তবে জনস্বার্থে বদলির কথা বলা হলেও কর্মকর্তারা তা না মেনে সরকারের নির্দেশ অমান্য করেছেন। এসব বদলির আদেশ বাতিল করার প্রধান কারণ অপছন্দের জায়গায় যেতে না চাওয়া, পছন্দের পদে / জায়গায় থাকতে চাওয়া, 'লোভনীয়' পদ ছাড়তে না চাওয়া, পছন্দের পদে যেতে তদবির। তবে তদবির করা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।[১৭৯] ৫৯ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার পর অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা ও প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে **১১** সেপ্টেম্বর ৯ কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিল এবং চারজনকে রদবদল করে পুনরায় প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।[১৮০] প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব (পিএস) নিয়োগ দিয়ে একদিনের মাথায় তা বাতিল করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং নৌপরিবহণ সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তিন দিনের মাথায় নিয়োগ বাতিল করা হয়।[১৮১] এছাড়া নিয়োগের দুই দিনের মাথায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মুহাম্মদ আবু আবিদের নিয়োগের আদেশ বাতিল করা হয়।[১৮২]

২০২৫ সালের **১৮** ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আবু সাঈদ মো. কামরুজ্জামানকে তিন মাস আট দিন পর অপসারণ করা হয় ২৬ মে ২০২৫। এর আগে ২০২৫ সালের এপ্রিলে একই দিনে পৃথক দুটি আদেশে ঢাকা উত্তর সিটির প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা মো. নুরুজ্জামান ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামানকে সরিয়ে দেওয়া হয়।[১৮৩]

বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান - বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান জনপ্রশাসনে সংস্কারের আরেকটি উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছে সচিব, সচিব পদমর্যাদার, সাবেক ডিসি, পুলিশের ডিজি, উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ইত্যাদি। যেসব কারণে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতির অভিযোগ, গত তিনটি নির্বাচনে দায়িত্ব পালন, জনস্বার্থে এবং অন্যান্য বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে। গত বছরের ৮ আগস্ট থেকে বর্তমান পর্যন্ত এক বছরে অতিরিক্ত সচিব পদের **১৯** জন, গ্রেড-**১** পদের একজন এবং সচিব-সিনিয়র সচিব পদের নয়জনসহ সর্বমোট ২৯

[১৭৫] ইউসুফ আরেফিন, 'আর চুক্তি চান না পদোন্নতিপ্রত্যাশীরা,' *কালবেলা*, ২২ এপ্রিল ২০২৫, https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/firstpage/181332 (২৩ এপ্রিল ২০২৫)।

[১৭৬] তপন বিশ্বাস, 'প্রশাসনে রেকর্ড সংখ্যক কর্মকর্তা ওএসডি,' *জনকণ্ঠ*, ৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/789404 (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

[১৭৭] *প্রথম আলো*, 'দুদক পরিচালক কাজী সায়েমুজ্জামানকে সরিয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে বদলি', ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/zx7kiupxfz (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১৭৮] মোছাব্বের হোসেন, 'পিএসসির নতুন সদস্য নিয়োগে এবার কেন সতর্ক সরকার', *প্রথম আলো*, ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/chakri/chakri-news/mh10i9u15p (০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১৭৯] আরিফুর রহমান, 'জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়: অপছন্দের জায়গায় যান না, পছন্দের পদ পেতে তদবির,' *প্রথম আলো*, ১৩ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/bafedl8czc (১৬ এপ্রিল ২০২৫)।

[১৮০] জাকির হোসেন লিটন, 'আমার টাকা-পয়সার প্রতি লোভ নেই, ৫ কোটি হলেই চলবে', *কালবেলা*, ০৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.kalbela.com/national/126659 (৩ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৮১] আমিরুল ইসলাম, 'অন্তর্বর্তী সরকারের পৌনে তিন মাস: এখনো গতিহীন কেন্দ্র থেকে মাঠ প্রশাসন', *যুগান্তর*, ২৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/870486 (২৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৮২] *প্রথম আলো*, 'জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের নিয়োগ বাতিল,' ১৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/z555k3qjxp (২০ এপ্রিল ২০২৫)।

[১৮৩] *প্রথম আলো*, 'ঢাকা উত্তর সিটির সিইওকে সরিয়ে দেওয়া হলো,' ২৭ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=275e3ef9c43&eid=1&imageview=0&epedate=27/05/2025&sedId=1 (২৭ মে ২০২৫)।

জন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে।[১৮৪] দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এনবিআরের দুই কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয় ১৭ এপ্রিল। বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুই উপদেষ্টার দুই ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয় ২১ এপ্রিল ২০২৫। চাকরির বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা প্রথমে ২২ জন সাবেক ডিসিকে, এবং পরবর্তীতে আরও ১৮ জন - মোট ৪০ জনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি।[১৮৫] পুলিশের বেশ কয়েকজন ডিআইজিকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয় ফেব্রুয়ারি এবং জুলাই মাসে।[১৮৬]

বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) - জনপ্রশাসনের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা একটি বহুল ব্যবহৃত উপায়। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মোট ওএসডি করা হয়েছে ৫১৬ জনকে (সিনিয়র সচিব ও সচিব পদে ১২ জন; দুজন গ্রেড-১ কর্মকর্তা, ৩৩ জন অতিরিক্ত সচিব, ৭৬ জন যুগ্মসচিব, ১৩৬ জন উপসচিব, ১৫৫ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ৯৪ জন সহকারী সচিব এবং আটজন সিনিয়র সহকারী প্রধান)। প্রশাসনিক কারণে ১২১ জন কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে, বাকি কর্মকর্তারা পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, ছুটি এবং প্রেষণের মতো কারণে ওএসডি।[১৮৭] বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কর্মরত মোট ৮৩ জন সিনিয়র সচিব ও সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্যে ১২ জন ওএসডি।[১৮৮]

আওয়ামী লীগের সময়ে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপারদের (এসপি) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এর অংশ হিসেবে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরে কর্মরত যুগ্ম সচিব ও সমপর্যায়ের পদে থাকা প্রশাসনের ৩৩ কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা হয়। একই কারণে এর আগে ১২ কর্মকর্তাসহ মোট ৪৫ জনকে ওএসডি করা হয়।[১৮৯] এছাড়া ২৯ জন সিভিল সার্জনকে ওএসডি করা হয়।[১৯০]

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা নির্ধারণ - চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করার পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ সেপ্টেম্বর চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর দাবির বিষয়টি পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠন করে সরকার। এই কমিটি সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা পুরুষের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৩৭ বছর করার সুপারিশ করে। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ করার সিদ্ধান্ত হয়। সভায় প্রথমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ পুনর্গঠন করে বিসিএস পরীক্ষায় একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিন বার অবতীর্ণ হতে পারবে-এমন বিধি সংযোজন করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। তবে প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগগুলো এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষেত্রে স্ব স্ব নিয়োগ বিধিমালা বহাল থাকবে।[১৯১] তবে এটি পরিবর্তন করে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ চার বার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। সংশ্লিষ্ট আন্দোলনকারীরা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করলেও এই সিদ্ধান্ত আর পরিবর্তন করা হবে না বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়।[১৯২] পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা ২০১৪'-এর সংশোধিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, একজন প্রার্থী তার বয়সসীমার মধ্যে যতবার খুশি ততবার বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী, সকল প্রার্থীর জন্য বিসিএস পরীক্ষায়

---

[১৮৪] *ইত্তেফাক*, 'এক বছরে বাধ্যতামূলক অবসরে ২৯ কর্মকর্তা, পদোন্নতি ১ হাজার ৫৪৯ জনের,' ০৭ আগস্ট ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/745733/ (১০ আগস্ট ২০২৫)।

[১৮৫] *প্রথম আলো*, 'বিগত তিন নির্বাচনে দায়িত্বে থাকা ডিসিদের ওএসডি, বাধ্যতামূলক অবসরের সিদ্ধান্ত,' ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/trn5undrf4 (20 February 2025); *কালবেলা*, 'গোয়েন্দা নজরদারিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ আমলা, প্রশাসনে আতঙ্ক,' ০৫ মার্চ ২০২৫, https://www.kalbela.com/national/169107 (০৬ মার্চ ২০২৫)।

[১৮৬] *সমকাল*, 'বাধ্যতামূলক অবসরে এবার ৪ ডিআইজি,' ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/282227/ (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫); ইত্তেফাক, 'পুলিশের ৪ ডিআইজিকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠালো সরকার,' ২৮ জুলাই ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/744037 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১৮৭] তপন বিশ্বাস, 'প্রশাসনে রেকর্ড সংখ্যক কর্মকর্তা ওএসডি,' *জনকণ্ঠ*, ৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/789404 (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

[১৮৮] *বণিক বার্তা*, 'সচিব নেই তিন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে, ওএসডি করে বসিয়ে রাখা হয়েছে ১২ কর্মকর্তাকে,' ২০ মে ২০২৫ https://www.bonikbarta.com/bangladesh/URAvtrmlcZoiHrJj (২১ মে ২০২৫)।

[১৮৯] *প্রাগুক্ত।*

[১৯০] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'সারা দেশের ২৯ সিভিল সার্জনকে ওএসডি,' ০৩ মার্চ ২০২৫, https://www.banglatribune.com/health/888416/ (৩ মার্চ ২০২৫)।

[১৯১] *প্রথম আলো*, 'বিসিএস পরীক্ষা দেওয়া যাবে সর্বোচ্চ তিন বার', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/chakri/chakri-news/m6yvdqv7ga (২৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৯২] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'চাকরির বয়স ৩২ ও বিসিএস সর্বোচ্চ তিনবার: 'ঘৃণাভরে' প্রত্যাখ্যান', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/national/869647/ (২৫ অক্টোবর ২০২৪); *ইত্তেফাক*, 'আন্দোলন হতেই পারে, তবে সিদ্ধান্ত আর পরিবর্তন হবে না: পরিবেশ উপদেষ্টা', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/704696 (২৭ অক্টোবর ২০২৪)।

অংশগ্রহণের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য বিশেষ গোষ্ঠীর প্রার্থীদের জন্য আগে যে অতিরিক্ত বয়সসীমা ছিল, সেটি এখন সবার ক্ষেত্রে ৩২ বছর করা হয়েছে।[১৯৩]

বিভিন্ন বিষয়ে কমিটি গঠন - অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কমিটি হচ্ছে - জনপ্রশাসন, পুলিশ ও পররাষ্ট্র ক্যাডারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বদলি, শৃঙ্খলা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি (১০ জানুয়ারি ২০২৫); বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, যুগ্ম সচিব ও তার উপরের পদের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি ও শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিতে ছয় সদস্যের 'জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি' (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫); সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ দেওয়ার জন্য এ-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন (এই কমিটি সরকারি কর্মচারীদের যৌক্তিক দাবিদাওয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত ও সুপারিশ দেবে) (২৬ মে ২০২৫); সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোটাপদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ দেওয়ার জন্য কমিটি (সরকারি চাকরিতে নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানের জন্য ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য ১ শতাংশ, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১ শতাংশ কোটার প্রয়োগপদ্ধতি পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রণয়নের দায়িত্ব) (২৫ মার্চ ২০২৫); তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতের (আইসিটি) বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম ও দুর্নীতি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত পরিচালনা ও শ্বেতপত্র প্রণয়নে টাস্কফোর্স (২৪ এপ্রিল ২০২৫); জনপ্রশাসন ও মাঠপ্রশাসনের নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিন্ন নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ দিতে কমিটি (০৪ মে ২০২৫); বিটিভি ও বেতারের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতে কমিটি (২৪ জুন ২০২৫) ইত্যাদি। তবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কমিটি ছাড়া অন্যান্য কমিটির কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায় না।

সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা - অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনার বেশিরভাগ প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, তথ্য প্রকাশ ও তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনার বর্ণনা দেওয়া হলো।

- **পদ সংরক্ষণ -** বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব এবং উপসচিব পর্যায়ে ক্যাডার বহির্ভূতদের (নন-ক্যাডার) জন্য মোট ৮১ পদ সংরক্ষিত থাকবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের জন্য সহকারী সচিবের (ক্যাডার বহির্ভূত) ৬৪টি পদ, সিনিয়র সহকারী সচিবের (ক্যাডার বহির্ভূত) ১১টি পদ এবং উপসচিবের (ক্যাডার বহির্ভূত) ৬টি পদ অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে; ক্যাডার বহির্ভূতদের জন্য পৃথক ক্যারিয়ার পাথ নির্ধারণ করা যেতে পারে।[১৯৪] এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিবের ছয়টি পদ সংরক্ষিত থাকবে বলে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।[১৯৫]
- **ওএসডি'র মেয়াদ -** কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে ১৫০ দিনের বেশি বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে রাখা যাবে না বলে হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন। এ বিষয়ে মন্ত্রিসভা এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে কমিটি গঠন করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিটিকে আদেশের কপি হাতে পাওয়ার পর থেকে ১৫০ দিনের বেশি ওএসডি আছেন - এমন কর্মকর্তাদের স্বপদে বহাল করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৯৬]
- **সম্পদ বিবরণী প্রদান -** ২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সব সরকারি কর্মচারীকে সম্পদের হিসাব দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। পরদিন সম্পদ বিবরণী দাখিলের ফরমেট তৈরির জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তৎকালীন সচিবকে সভাপতি করে ছয় সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। এর পর ২২ সেপ্টেম্বর সম্পদ বিবরণীর নতুন ফরমেটসহ ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত অর্জিত সম্পদ বিবরণী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে দাখিল করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, এবং পরে দুই দফায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়। ক্যাডার ও নন-ক্যাডার (নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেড) কর্মকর্তা তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়-বিভাগের সচিবের কাছে, এবং গেজেটেড, নন-গেজেটেড কর্মকর্তা-কর্মচারীরা (দশম থেকে ২০তম গ্রেড) নিজ নিজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন। এরপর সম্পদের হিসাব প্রতিটি মন্ত্রণালয়-বিভাগ ও দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

  তবে দেখা যায় নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর কতজন কর্মচারী সম্পদের হিসাব জমা দিয়েছেন তার সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে। কতজন কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পদের বিবরণী দাখিল করেছেন, সেই হিসাব করেনি অনেক মন্ত্রণালয়-

---

[১৯৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://bpsc.portal.gov.bd/ (২৭ জুলাই ২০২৫); *Dhaka Tribune*, 'Gazette published increasing the maximum age for the BCS exam to 32', 11 Dec 2024, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/367871/gazette-published-increasing-the-maximum-age-for (২৭ জুলাই ২০২৫)।
[১৯৪] *ইত্তেফাক*, 'সহকারী সচিব থেকে উপসচিব: নন-ক্যাডারদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে ৮১ পদ,' ২৪ মার্চ ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/724693 (২৫ মার্চ ২০২৫)।
[১৯৫] *যুগান্তর*, 'জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিবের ৬টি পদ সংরক্ষিত থাকবে, প্রজ্ঞাপন,' ১৩ মে ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/953272 (১৪ মে ২০২৫)।
[১৯৬] তপন বিশ্বাস, 'প্রশাসনে রেকর্ড সংখ্যক কর্মকর্তা ওএসডি', *জনকণ্ঠ*, ৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/789404 (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

বিভাগ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় শুধু প্রশাসন ক্যাডারের কত কর্মকর্তা হিসাব জমা দিয়েছেন, তা নিরূপণ করেছে। তাদের ছয় হাজার ৫৪৮ কর্মকর্তার মধ্যে ছয় হাজার ৫২৫ জন হিসাব জমা দিয়েছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, মন্ত্রণালয়টির অধীনে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা অন্তত ৬৭ হাজার ৯৩১ (ক্যাডার কর্মকর্তা ৬,৫৩৯, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ৫,৯৫১, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও করপোরেশনে ২,১৯০, এবং বিভাগীয় কমিশনার ও ডিসি অফিসে ৫৩,২৫১ জন)। অন্য মন্ত্রণালয়ে কোন ক্যাডারে কতজন হিসাব জমা দিয়েছেন, সে তথ্য সংশ্লিষ্টরা দিতে পারেননি। এছাড়া সরকারি চাকরিজীবীদের সম্পদের হিসাব পাঁচ মাস পরেও যাচাই করা শুরু হয়নি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দেশনা না থাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যেভাবে পাঠিয়েছেন, সেভাবেই সব বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে আলমারিতে ভরে রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, শুরুতে তথ্য দিতে চাননি চিকিৎসকরা। ফলে এখন পর্যন্ত অধিকাংশ চিকিৎসকদের সম্পদের হিসাব পায়নি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।[১৯৭]

- **ব্যক্তিগত তথ্য হালনাগাদ -** চাকরি-সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ না থাকায় পদোন্নতি এবং পদায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (জিইএমএস) আওতায় সহকারী সচিব থেকে সচিব/সিনিয়র সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের চাকরি-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৯৮] সরকারি কর্মচারী বাতায়নে (জিইএমএস) পিডিএস-এর ব্যক্তিগত তথ্য হালনাগাদকরণের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ছয় মাসের মধ্যে তোলা রঙিন ছবি সংযোজনসহ সব ব্যক্তিগত তথ্য নিজ দায়িত্বে জরুরিভিত্তিতে হালনাগাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। হালনাগাদ করতে ব্যর্থ হলে তাদের কেস পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবে না বলেও জানানো হয়।[১৯৯] এছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরি-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ না করলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে।
- **বিদেশ সফর -** মুখ্য উপদেষ্টার কার্যালয় (সিএও) উপদেষ্টাদের এবং সরকারের সচিবদের ব্যক্তিগত সচিব ও সহকারী ব্যক্তিগত সচিবদের বিদেশ সফরে তাঁদের সাথে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরিপত্রে কর্মকর্তাদের সারা বছরের সম্ভাব্য বিদেশ ভ্রমণগুলোর একটি তালিকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের জন্য একটি মন্ত্রী পর্যায়ের ডেটাবেস তৈরি করা হবে, যার কাঠামো সিএও তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে বলে জানানো হয়। এছাড়া সকল কর্মকর্তার সম্পূর্ণরূপে বিদেশ ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে বলা হয়।[২০০] পরবর্তীতে কর্মকর্তারা বিদেশে সরকারি সফরে স্ত্রী, স্বামী ও সন্তানদের নিতে পারবেন না বলে নির্দেশনা দেওয়া হয়। জরুরি কারণ ছাড়া সরকারের উপদেষ্টা, সিনিয়র সচিব ও সচিবেরা তাঁদের একান্ত সচিব (পিএস) ও সহকারী একান্ত সচিবদের (এপিএস) সহযাত্রী হিসেবে বিদেশ ভ্রমণে নিতে পারবেন না, এবং ঠিকাদার বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে অবশ্যই ভ্রমণ পরিহার করতে হবে বলে নির্দেশনা দেওয়া হয়।[২০১] এছাড়া সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণের সরকারি আদেশে (জিও) তাদের পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[২০২]
- **সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার -** হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া যে কোনো সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করাসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জন্য পাঁচটি নির্দেশনা দেওয়া হয়।[২০৩] সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা দেওয়া হয়, এবং সতর্ক না হলে প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা হানিকারক এবং সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার

---

[১৯৭] উবায়দুল্লাহ বাদল, 'শাস্তির প্রক্রিয়া চলছে সম্পদের হিসাব না দেওয়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে,' *কালের কণ্ঠ*, ০৬ মার্চ ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/online/national/2025/03/06/1488882 (৯ মার্চ ২০২৫); দেলওয়ার হোসেন, 'সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব আলমারিবন্দি', সমকাল, ২৫ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/307171/ (২৬ জুলাই ২০২৫)।

[১৯৮] *আজকের পত্রিকা*, 'সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরির তথ্য হালনাগাদের নির্দেশ', ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.ajkerpatrika.com/357418 (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১৯৯] *সমকাল*, 'রঙিন ছবি না দিলে পদোন্নতি দেওয়া হবে না: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়', ০৬ এপ্রিল ২০২৫) https://samakal.com/bangladesh-others/article/288841/ (৭ এপ্রিল ২০২৫)।

[২০০] *টিবিএস*, 'PS, APS of advisers, secretaries not to accompany them on foreign trips,' ২৭ মার্চ ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangladesh/ps-aps-advisers-secretaries-not-accompany-them-foreign-trips-1103001 (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

[২০১] *প্রথম আলো*, 'বিদেশে সরকারি সফরে স্ত্রী, স্বামী ও সন্তানদের নিতে পারবেন না কর্মকর্তারা,' ১৬ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/afbapqokdh (১৬ এপ্রিল ২০২৫)

[২০২] *যুগান্তর*, 'সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে বাধ্যতামূলক করা হলো যে বিষয়,' ২৮ জুলাই ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/983487 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২০৩] নির্দেশনা পাঁচটি হলো: ১. হোয়াটসঅ্যাপসহ অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সব কর্মকর্তাকে অধিকতর সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে, যেন অফিস অথবা অফিসের বাইরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশনা প্রতিপালন সহজতর হয় এবং দ্রুত সাড়া দেয়া যায়। ২. সব কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক মোবাইল নেটওয়ার্ক সচল রাখার লক্ষ্যে ব্রডব্যান্ড, ওয়াইফাই বা মোবাইল ডাটার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। ৩. নিয়মিত বিরতিতে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পরীক্ষা করতে হবে, যেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা বা পরামর্শ দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা যায়। ৪. হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদত্ত যে কোনো সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। ৫. হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা দেয়া হলে পরবর্তীতে তথ্য যাচাইয়ের সুবিধার্থে রেকর্ডে তা সংরক্ষণ করতে হবে। সূত্র: আতাউর রহমান রাইহান, 'সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষাসহ ৫ নির্দেশনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের', *সময় নিউজ*, ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.somoynews.tv/news/2024-10-22/uD78xPM2 (২৩ অক্টোবর ২০২৪)।

নির্দেশিকা, ২০১৯’ এর সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা দিয়ে এ ধরনের প্রতিটি ব্যত্যয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ এবং সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮ অনুসারে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।[২০৪]

- **সম্মানী গ্রহণ -** সরকার নির্ধারিত অফিস সময়সূচির মধ্যে কোনো সভায় যোগদানের জন্য কর্মকর্তাদের সম্মানী গ্রহণ করা পরিহার করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনাটি মূলত নিয়মিত সভার জন্য প্রযোজ্য এবং এই সময়কালে কোনো ধরনের সম্মানী গ্রহণ করা যাবে না। তবে যে প্রকল্প বা বিশেষ কাজগুলো রয়েছে, যেখানে সভায় সম্মানী গ্রহণের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র রয়েছে, সেখানে এই নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে না।[২০৫]
- **উপস্থিতি বিধি -** অফিস চলাকালীন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সভা বা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যথাসম্ভব নিজ কক্ষে অবস্থান করাসহ পাঁচটি অনুশাসন বা নির্দেশনা দেওয়া হয়।[২০৬] এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে সচিবসহ দফতর/ সংস্থার প্রধান এবং মাঠ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কোনো অনুষ্ঠানে যোগদানের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের আয়োজক, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যাচাই করারও নির্দেশ দেওয়া হয়।[২০৭] সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য কঠোর উপস্থিতি বিধি জারি করা হয়েছে। এই বিধি অনুযায়ী অফিস সময় শেষ হওয়ার আগে অর্থাৎ বিকাল ৫টার পূর্বে কেউই দপ্তর ত্যাগ করতে পারবেন না। অফিস চলাকালীন দাপ্তরিক বা জরুরি প্রয়োজনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বাইরে বের হতে নিজ অনুবিভাগের প্রধানের অনুমতি নিতে হবে। সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ এর তফসিল অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট দপ্তরে রক্ষিত অফিস ত্যাগের রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি করে অফিস ত্যাগ করতে হবে। ২৩ জুন ২০২৫ মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ (বিচার শাখা-৫) থেকে এ-সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়।[২০৮]

সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি - অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বে আসার পর থেকে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয় ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য একটি কমিটি কাজ শুরু করে। এ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা শুরু হলে সরকার পিছিয়ে যায়। পরে চলতি অর্থবছরের বাজেটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলেন অর্থ উপদেষ্টা।

মহার্ঘ ভাতার পরিবর্তে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য ‘বিশেষ সুবিধা’ ঘোষণা করে অন্তর্বর্তী সরকার, যা ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। এই সুবিধা অনুযায়ী জাতীয় বেতন স্কেল বা কাঠামোর ১ থেকে ৯ পর্যন্ত ধাপ বা গ্রেডে থাকা কর্মচারীরা মূল বেতনের ১০ শতাংশ এবং ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত গ্রেডে থাকা কর্মচারীরা ১৫ শতাংশ হারে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন। এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রতিবছরই ১ জুলাই থেকে এ হারে বিশেষ সুবিধা পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। এর জন্য আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকারের প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা বাড়তি ব্যয় হতে পারে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণায় সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮৪ হাজার ১১৪ কোটি টাকা। জাতীয় বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত সরকারি-বেসামরিক, স্বশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো, ব্যাংক, বিমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পুলিশ বাহিনীতে নিয়োজিত কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের (পুনঃস্থাপনকৃত) জন্য এই বিশেষ সুবিধা কার্যকর হবে।[২০৯] পরবর্তীতে বিশেষ সুবিধা বাড়িয়ে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় ২৩ জুন, যেখানে বিশেষ সুবিধা বাবদ চাকরিরত কর্মচারী-

---

[২০৪] *নয়া দিগন্ত*, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এক বছরেও প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফেরেনি,’ ২৭ জুলাই ২০২৫, https://dailynayadiganta.com/bangladesh/national/bu5L6bsOv2aU (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২০৫] শেয়ারনিউজ২৪ডটকম, ‘সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দুঃসংবাদ,’ ১৯ এপ্রিল ২০২৫, https://sharenews24.com/article/101272/index.html (২১ এপ্রিল ২০২৫)।

[২০৬] নির্দেশনা পাঁচটি হলো: ১. সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট কারণে কোনো কাজ অসম্পন্ন থাকলে তা পরবর্তী কর্মদিবসে আবশ্যিকভাবে সম্পাদন করতে হবে। ২. অফিস চলাকালীন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সভা বা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যথাসম্ভব নিজ কক্ষে অবস্থান করতে হবে। কোনো কারণে সচিবালয়ের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে আবশ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। ৩. সিটিজেন চার্টার অনুসরণ করে সেবা প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ে সব সেবাপ্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ৪. স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সংযত এবং বিনয়ের সঙ্গে আচরণ করতে হবে। ৫. ‘রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬’ অনুসরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সব কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হবে। সূত্র: *সমকাল*, ‘অফিস সময়ে কক্ষে থাকাসহ ৫ নির্দেশনা জনপ্রশাসন সচিবের’, ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://samakal.com/bangladesh/article/260758/ (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

[২০৭] *সময় নিউজ*, ‘সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৯ দফা নির্দেশনা’, https://www.somoynews.tv/news/2024-11-05/U0sADJNS (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[২০৮] *যুগান্তর*, ‘সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য কঠোর বিধি জারি’, ২৭ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/national-others/970955 (২৮ জুন ২০২৫)। বিধিমালায় বলা হয়, সরকারি অফিসে যে কাজ করা যাবে না তা হলো, বিনা অনুমতিতে কর্মে অনুপস্থিতি; বিনা অনুমতিতে অফিস ত্যাগ; বিলম্বে অফিসে উপস্থিতি থাকা যাবে না। সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কর্মদিবসে সকাল ৯টার মধ্যে নিজ নিজ দপ্তরে উপস্থিত থাকতে হবে। বর্ণিত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত, অফিস ত্যাগ, বিলম্বে অফিসে উপস্থিত হলে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারি অফিসে দেরিতে গেলে বেতন কাটা বা ছুটি বাতিল হতে পারে। এছাড়া একাধিকবার দেরি হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে।

[২০৯] *প্রথম আলো*, ‘প্রতিবছর বিশেষ সুবিধা ১০-১৫%’, ৪ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=46043b95cd&eid=1&imageview=0&epedate=04/06/2025&sedId=1 (৪ জুন ২০২৫)।

কর্মকর্তারা মাসে এক হাজার টাকার বদলে কমপক্ষে ১ হাজার ৫০০ টাকা এবং পেনশনভোগীরা ৫০০ টাকার বদলে কমপক্ষে ৭৫০ টাকা পাবেন বলে জানানো হয়।[২১০] এছাড়া সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্তরাও উচ্চতর গ্রেড পাবেন বলে আপিল বিভাগ থেকে রায় দেওয়া হয়।[২১১]

পরবর্তীতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো নির্ধারণের জন্য পে কমিশন গঠন করা হয়, এবং কমিশনকে ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়। বর্তমানে ২০১৫ সালের পে স্কেল অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা পান। বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ।[২১২]

সরকারি কর্মকর্তাদের বিতর্কিত কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ - কোনো কোনো কর্মকর্তার বিতর্কিত কার্যক্রম লক্ষ করা গেছে। এর মধ্যে বগুড়ার নতুন জেলা প্রশাসক যোগদানের পরদিন গাবতলী উপজেলার নশিপুর ইউনিয়নের বাগবাড়িতে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মভূমি ও তার বাড়ি পরিদর্শন,[২১৩] যশোরে একটি কারাতে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাচের সঙ্গে বাজানো গানে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নাম থাকায় জেলা প্রশাসকের নির্দেশে পাঁচজনকে আটক,[২১৪] লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার ও প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত,[২১৫] এবং পরবর্তীতে চূড়ান্তভাবে ২ জুলাই চাকরি থেকে বরখাস্ত;[২১৬] সরকারি অর্থে দেশ-বিদেশ সপরিবারে সফর, বিশেষ করে হজে যাওয়া,[২১৭] সরকারি খরচে ছুটির মধ্যে সরকারি কার্যক্রম দেখিয়ে পর্যটনকেন্দ্র ভ্রমণ,[২১৮] স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করার আহ্বান জানানোর কারণে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সচিব নমিতা দে'কে ওএসডি করা এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত,[২১৯] সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে পোস্ট দেওয়ার জেরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিরাজুম মুনীরা কায়ছানকে প্রত্যাহার,[২২০] প্রবাসী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের খানের ফেসবুকে দেওয়া একটি পোস্টে প্রতিক্রিয়া (রিঅ্যাক্ট) জানানো ও মন্তব্য করায় মৎস্য অধিদপ্তরের পাঁচ কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর জন্য পৃথক পাঁচটি নোটিশ জারি,[২২১] জুলাই গণ-অভুত্থানের অন্যতম সমন্বয়কের ফেসবুক পোস্টে কমেন্ট করে প্রথমে সাময়িক বরখাস্ত ও পরবর্তীতে চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করতে তাঁর বিরুদ্ধে গত ১৩ মার্চ বিভাগীয় মামলা রুজু,[২২২] এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করার প্রায় চার মাস পর কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী

[২১০] *প্রথম আলো*, 'সরকারি চাকরিজীবী, যৌথ বাহিনী ও বিচার বিভাগের কে কী হারে বিশেষ ভাতা পাবেন', ২৩ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/gf0rkm07yo (২৪ জুন ২০২৫)।

[২১১] *ইত্তেফাক*, 'সরকারি চাকরিজীবীদের টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্তরাও উচ্চতর গ্রেড পাবেন,' ৩০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/729664/ (২ মে ২০২৫)।

[২১২] *প্রথম আলো*, 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো নির্ধারণে পে কমিশন গঠন', ২৪ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/xh14uln1jz (২৪ জুলাই ২০২৫); অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, প্রজ্ঞাপন ০৭.০০.০০০০.০০০.১৬১.২২.০০০১.২৫.১১৪, তারিখ ২৭ জুলাই ২০২৫।

[২১৩] *কালবেলা*, 'বগুড়ায় যোগদান করেই জিয়াউর রহমানের বাড়ি পরিদর্শনে ডিসি', ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.kalbela.com/countRy-news/121171 (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[২১৪] *প্রথম আলো*, 'গানে শেখ হাসিনার নাম শুনে ক্ষুব্ধ ডিসি ৫ জনকে দেন পুলিশে', ২৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/cnytp1kl8z (২৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[২১৫] *প্রথম আলো*, 'লালমনিরহাটের সহকারী কমিশনার তাপসী তাবাসসুমকে এবার সাময়িক বরখাস্ত', ০৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/qfiqtclscj (৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[২১৬] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'বরখাস্ত হলেন সেই ম্যাজিস্ট্রেট তাবাসসুম উর্মি', ০২ জুলাই ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/905498/ (৩ জুলাই ২০২৫)।

[২১৭] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'সরকারি অর্থে হজে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মালি, চালক, গানম্যান ও পিয়ন', ১৫ জুন ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/national/2025/06/14/1126150 (১৫ জুন ২০২৫)।

[২১৮] *প্রথম আলো*, 'সরকারি ছুটিতে অতিরিক্ত সচিবের 'সরকারি সফর'', ১৫ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=15678d6be1c&eid=1&imageview=0&epedate=15/06/2025&sedId=1 (১৫ জুন ২০২৫)।

[২১৯] রায়হানুল ইসলাম আকন্দ, 'বঙ্গবন্ধুর জন্য দোয়া কামনা, সচিব ওএসডি,' *ঢাকা ট্রিবিউন*, ২৫ মার্চ ২০২৫, https://bangla.dhakatribune.com/94353 (২৬ মার্চ ২০২৫)।

[২২০] *প্রথম আলো*, 'শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে এসি ল্যান্ডের পোস্ট, তোপের মুখে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার,' ২৬ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/st36v6qnb8 (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

[২২১] *প্রথম আলো*, 'ফেসবুক পোস্টে প্রতিক্রিয়া, ৫ কর্মকর্তাকে নোটিশ,' ১৮ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=18511b98749&eid=1&imageview=0&epedate=18/05/2025&sedId=1 (১৮ মে ২০২৫)

[২২২] *আজকের পত্রিকা*, 'সারজিসের পোস্টে কমেন্ট করে বরখাস্ত মৎস্য মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী,' ১৮ মে ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajppixlhh0aww (১৯ মে ২০২৫)।

শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত[২২৩] উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের কোনো অনুষ্ঠানে যোগদানের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বলেও দেখা গেছে। অন্যদিকে অনুমতি ছাড়া নিজ জেলায় জমি কেনায় একজন সিনিয়র সহকারী সচিবকে শাস্তি দেওয়া হয়।[২২৪] আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর শরীয়তপুরের তৎকালীন জেলা প্রশাসককে (ডিসি) শরীয়তপুর থেকে প্রত্যাহার করে ওএসডি করা হয়।[২২৫]

দেখা যাচ্ছে যথাযথ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ভিন্ন মতামত প্রকাশের কারণে অনেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি সরকারের সাথে যুক্ত নন এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনার কারণেও কারও কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি সংক্রান্ত সংস্কার - অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ভুয়া সনদ ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরিপ্রাপ্তদের তালিকা প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।[২২৬] ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত করতে ১০ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) ও ১০ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড ও নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।[২২৭] সনদধারী ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের শনাক্তে তিন মাসে ২০ হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়ে।

বর্তমানে দেশের সনদধারী মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দুই লাখ ৮ হাজার। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) মতে, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা লাখেরও বেশি। ১৯৯৪ সালে বিএনপির আমলে করা তালিকায় ৮৬ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে মূল ভিত্তি ধরে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখ ২২ হাজার। তবে জামুকা সূত্রে জানা যায়, এখন পর্যন্ত দেশে ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দুই লাখ ৮ হাজার ৫০ জন। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, করপোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাড়ে ১৪ লাখের বেশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কর্মরত ৮৯ হাজার ২৩৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী। গেজেট বাতিল, মুক্তিযোদ্ধা বয়সসীমা নির্ধারণসহ প্রায় ১৪ ক্যাটাগরিতে মোট মামলার সংখ্যা ২ হাজার ৭১৯টি। ইতোমধ্যে নির্ধারিত বয়সের (১২ বছর ৬ মাস) কম হওয়ায় ২ হাজার ১১১ জন মুক্তিযোদ্ধার সনদ বাতিল করা হয়েছে। এ নিয়ে বিগত ১৫ বছরে তিন হাজার ৯২৬ মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল হয়।[২২৮] সর্বশেষ ৭ জুলাই মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত ৯০ হাজার ৫২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং ৭২ হাজার ৭৭ জনের (৮০ দশমিক ৭৩ শতাংশ) তথ্য যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। প্রক্রিয়াটি এখনো চলমান।[২২৯]

ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা শনাক্তে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করেছে জামুকা। প্রথম ধাপে ৩১ জনের শুনানি শুরু হয় ২ জুন ২০২৫। মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও মিথ্যা তথ্য দিয়ে সরকারের কাছ থেকে সনদ নিয়েছেন, এমন অন্তত ১২ ব্যক্তি সনদ ফিরিয়ে দিতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন।[২৩০]

এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন সংশোধন করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধার নতুন সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাঁরা দেশের ভেতরে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং যেসব ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস, তৎকালীন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং দালাল ও শান্তি কমিটির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, এরূপ সব বেসামরিক নাগরিক (ওই সময়ে যাঁদের বয়স সরকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন বয়সের মধ্যে ছিল) তাঁরা বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত

---

[২২৩] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'উপদেষ্টাকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, জুলাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষককে বরখাস্ত,' ১৭ মে ২০২৫, https://www.banglatribune.com/country/rangpur/898990/ (১৯ মে ২০২৫)।

[২২৪] *ঢাকা পোস্ট*, 'অনুমতি ছাড়া নিজ জেলায় জমি কিনে শাস্তি পেলেন সিনিয়র সহকারী সচিব,' ৭ এপ্রিল ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/355992 (৯ এপ্রিল ২০২৫)।

[২২৫] *প্রথম আলো*, 'শরীয়তপুরের ওএসডি হওয়া ডিসির বিষয়ে তদন্ত কমিটি,' ২২ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/zv9rl2ilud?utm_source=prothomalo&utm_medium=foryou&utm_campaign=widget_click (২৩ জুন ২০২৫)।

[২২৬] তাপসী রাবেয়া আঁখি, 'ভুয়া সনদে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি নেওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা হচ্ছে', *দেশ রূপান্তর*, ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.deshrupantor.com/547396/ (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[২২৭] রেজাউল করিম প্লাবন, 'ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা শনাক্তে আবেদনের পাহাড়,' *যুগান্তর*, ২৭ মার্চ ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/934329 (৫ এপ্রিল ২০২৫।

[২২৮] রেজাউল করিম প্লাবন, '১ লাখ ২২ হাজার মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে ভুয়া সনদ নেওয়ার অভিযোগ', *যুগান্তর*, ০২ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/961606 (০২ জুন ২০২৫)।

[২২৯] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য সংগ্রহ করেছে মন্ত্রণালয়', ০৭ জুলাই ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/906158/ (৯ জুলাই ২০২৫)।

[২৩০] *প্রথম আলো*, 'আমি লজ্জিত', মুক্তিযোদ্ধা সনদ ফেরতের আবেদন করেছেন ১২ জন,' ২৬ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8ei1gbo5sk (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

হবেন। এর পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), পুলিশ বাহিনী, মুক্তিবাহিনী, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) ও সেই সরকার স্বীকৃত অন্যান্য বাহিনী, নৌ কমান্ডো, কিলো ফোর্স, আনসার সদস্যরাও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। অধ্যাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের জন্য মোট পাঁচটি শ্রেণি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমত, যেসব বাংলাদেশি পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন এবং বাংলাদেশের যেসব নাগরিক বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, যেসব ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা দূত, মুজিবনগর সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) সঙ্গে সম্পৃক্ত সব এমএনএ বা এমপিএ, যাঁরা পরবর্তী সময়ে গণপরিষদের সদস্য হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। চতুর্থত, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সব শিল্পী ও কলাকুশলী এবং দেশ ও দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দায়িত্ব পালনকারী সব বাংলাদেশি সাংবাদিক। পঞ্চমত, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল।[২৩১]

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন - অন্তর্বর্তী সরকারের পুরোটা সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছেন। এসব আন্দোলনের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, সড়ক ইত্যাদি অবরোধ করেছেন, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনার বিরোধিতা করেছেন। নিচে এসব আন্দোলনের বর্ণনা দেওয়া হলো।

- **পদোন্নতি ও পদায়ন নিয়ে বিশৃঙ্খলা -** ২০২৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ৩৪ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগের দিন নিয়োগ দেওয়া হয় ২৫ জেলায়। দুদিনে ৫৯ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে 'বঞ্চিত' কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। ডিসি পদে নিয়োগপ্রত্যাশী উপসচিব পদমর্যাদার ক্ষুব্ধ কর্মকর্তারা ১০ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নিজেদের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। একইদিন মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সাথে বৈঠকে সচিবের আশ্বাসের পরেও পরদিন সচিবালয়ে হট্টগোল করেন কর্মকর্তারা।[২৩২]
- **সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ বাতিলের দাবিতে আন্দোলন -** ২৫ মে ২০২৫ থেকে সরকারি কর্মচারীরা 'সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের প্রধান দাবি ছিল, এই অধ্যাদেশটি সংবিধানবিরোধী কারণ এতে বিভাগীয় মামলা ছাড়াই শুধু কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে চাকরিচ্যুত করার বিধান রাখা হয়েছিল। এটি দমনমূলক এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে তাঁদের আশঙ্কা ছিল। এই আন্দোলনের ফলে সরকার একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে। আন্দোলনের মুখে সরকার অধ্যাদেশটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়।[২৩৩] নতুন সংশোধিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী, 'অনানুগত্যের শামিল' ধারাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে বলা হয়েছে, যদি কোনো সরকারি কর্মচারী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করেন বা অন্য কর্মচারীকে কাজে বাধা দেন, তবে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে। তাছাড়া, অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করার বিধানও রাখা হয়েছে। এই কমিটির সদস্যরা অভিযুক্ত কর্মচারীর জ্যেষ্ঠ হবেন এবং অভিযুক্ত নারী হলে কমিটিতে একজন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আন্দোলনের এই পর্যায়ে এসে আন্দোলনকারী কর্মচারী নেতাদের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। এই বিভাজনের কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বিভাজন, আধিপত্য বিস্তার এবং দখলের অভিযোগ উঠে আসে।[২৩৪]
- **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সংস্কার আন্দোলন -** অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক 'রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব বাস্তবায়ন' নামে দুটি নতুন বিভাগ তৈরির অধ্যাদেশের প্রতিবাদে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, এই প্রশাসনিক পরিবর্তন অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে অংশীজনদের মতামত নেওয়া হয়নি। আন্দোলনের মুখে সরকার প্রথমে অধ্যাদেশে সংশোধনীর আশ্বাস দেয় এবং বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল রাখার ঘোষণা দেয়। তবে পরবর্তীতে আন্দোলন অব্যাহত থাকলে সরকার এনবিআরের চাকরিকে অত্যাবশ্যক সেবা হিসেবে ঘোষণা করে এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয়। অবশেষে ব্যবসায়ী নেতাদের মধ্যস্থতায় আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলেও পরে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক অবসর, বরখাস্ত, বদলি ও দুর্নীতির তদন্তের মতো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।[২৩৫]

---

[২৩১] *প্রথম আলো*, 'বীর মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞায় পরিবর্তন', ৪ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=4666f8254d&eid=1&imageview=0&epedate=04/06/2025&sedId=1 (৪ জুন ২০২৫)।

[২৩২] মাসুদ রানা, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের মারপ্যাঁচে টালমাটাল প্রশাসন', *জাগো নিউজ*, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.jagonews24.com/m/national/news/968805 (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[২৩৩] *প্রথম আলো*, 'নমনীয় হচ্ছে সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ', ৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=475eab74ce (৫ জুলাই ২০২৫)।

[২৩৪] শফিকুল ইসলাম, 'সচিবালয়ে দখলের দ্বন্দ্ব : আন্দোলনের নেতৃত্বে বিভক্তি', *বাংলা ট্রিবিউন*, ০৪ জুলাই ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/905690/ (৫ জুলাই ২০২৫)।

[২৩৫] *প্রথম আলো*, 'কঠোর অবস্থানে সরকার', ৩০ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3063f4f10dd&eid=1&imageview=0&epedate=30/06/2025&sed

- **সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন -** দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা পুরো মে মাসজুড়ে বেতন গ্রেড উন্নয়নসহ অন্যান্য দাবিতে কর্মবিরতিসহ নানা ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গঠিত কনসালটেশন কমিটির বেতন গ্রেড নির্ধারণের প্রস্তাবনার পর নতুন করে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন তারা। পরবর্তীতে গ্রেডের বিষয়টি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি পেয়ে কাজে যোগ দিলেও সরকারের প্রতি তাদের মধ্যে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করলে আবারও ক্লাস ছেড়ে মাঠে নামতে পারেন তাঁরা।[২৩৬]
- **তথ্য আপা প্রকল্পের কর্মীদের আন্দোলন -** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য আপা প্রকল্পের কর্মীরা রাজস্ব খাতে চাকরি স্থানান্তর, বেতন ও ভাতা পরিশোধ, আত্তীকরণের রোডম্যাপ প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করার দাবিতে আন্দোলন করছেন। আন্দোলনে রাজধানীর পথঘাট অবরোধ, কর্মসূচির হুমকি দিয়েছেন।[২৩৭]
- **২৫ ক্যাডারের আন্দোলন -** প্রশাসন ক্যাডারের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে দুই দিন (২৭ ও ২৮ মে ২০২৫) অর্ধদিবস কলমবিরতি পালন করেছেন ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা। এছাড়া ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসর কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুতিসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছেন বৈষম্যবিরোধী কর্মচারী ঐক্য ফোরাম।[২৩৮]
- **পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন -** পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৮০টি শাখার ৪৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী আন্দোলনে অংশ নেন। তাদের ৭ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে - আরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একীভূতকরণ, অভিন্ন চাকরিবিধি বাস্তবায়ন, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী নিয়োগ ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মীরা। টানা ১৬ দিনের অবস্থান কর্মসূচি শেষে বিদ্যুৎ বিভাগের লিখিত আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।[২৩৯]

আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্ব - জনপ্রশাসনে আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ধরে চলমান একটি গুরুতর সমস্যা। সম্প্রতি এই দ্বন্দ্ব আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে, যার মূলে রয়েছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন-এর কিছু প্রস্তাবিত সুপারিশ। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত খসড়া সুপারিশগুলো প্রশাসন ক্যাডার এবং অন্য ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ তৈরি করেছে। প্রশাসন ক্যাডাররা উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত সকল পদে নিজেদের পদায়ন দাবি করেছেন। অন্যদিকে, অন্যান্য ক্যাডারগুলো তাদের ক্যাডারকে সংস্কার কমিশনের অন্তর্ভুক্ত না রাখার সুপারিশের প্রতিবাদ জানিয়েছে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশের প্রতিবাদে উভয় পক্ষই আন্দোলন শুরু করে। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা ‘কলম বিরতি’ এবং সংবাদ সম্মেলন করে কমিশনের প্রধানের অপসারণ দাবি করেন। অন্যদিকে, ২৫টি ক্যাডারের সমন্বয়ে গঠিত ‘আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ’ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরে। এই পরিস্থিতিতে সরকার কঠোর অবস্থান নেয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকারি আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয়। এমনকি ফেসবুকে লেখালেখির কারণে কয়েকজন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্তও করা হয়, যা আন্দোলনের আগুনে ঘি ঢালে।[২৪০]

প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা অন্যান্য ক্যাডার থেকে পদোন্নতি, পদ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বেশি অগ্রাধিকার পান বলে অভিযোগ রয়েছে। জনপ্রশাসনে গ্রেডভিত্তিক বৈষম্য, পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রতা এবং প্রশাসন ক্যাডারের পদ সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সরকারের অদক্ষ নেতৃত্ব এবং শীর্ষ পদে পছন্দের কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়াই এই সংকটের প্রধান কারণ। প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা সঠিক পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।[২৪১]

জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সরকারের অদক্ষ নেতৃত্ব এবং শীর্ষ পদে ভুল নিয়োগের কারণেই এই অরাজকতা বেড়েছে। তারা বলছেন, নতুন সরকার দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের পরিবর্তে নিজেদের পছন্দের লোক বসিয়ে সংকট আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা সঠিক পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাদের সিদ্ধান্তহীনতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনও বিতর্কিত পদক্ষেপের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়িয়েছে। সাবেক আমলারা বর্তমান

Id=1 (৩০ জুন ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'এনবিআরে অবসর, বরখাস্ত, বদলি ও তদন্ত-আতঙ্ক', ৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=4757578004 (৫ জুলাই ২০২৫); *বণিক বার্তা*, ‘এনবিআরের ২১ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত,’ ১৫ জুলাই ২০২৫, https://bonikbarta.com/economy/VQZHiXrb7vapoIbf (২০ জুলাই ২০২৫)।

[২৩৬] শফিকুল ইসলাম, ‘অন্তর্বর্তী সরকার ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা মুখোমুখি’, *বাংলা ট্রিবিউন*, ৩০ জুন ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/905197/ (৩ জুলাই ২০২৫)।

[২৩৭] *প্রাগুক্ত*।

[২৩৮] মাসুদ রানা, ‘যে কারণে ১০ মাসেও শৃঙ্খলা ফেরেনি প্রশাসনে’, *জাগো নিউজ*, ২৯ মে ২০২৫, https://www.jagonews24.com/m/national/news/1025542 (৩১ মে ২০২৫)।

[২৩৯] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ‘মন্ত্রণালয়ের আশ্বাসে পল্লী বিদ্যুৎ কর্মীদের আন্দোলন স্থগিত’, ০৬ জুন, ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/national/2025/06/06/1124337 (৯ জুন ২০২৫)।

[২৪০] মাসুদ রানা, ‘আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্ব, সরকারের কঠোরতায় নমনীয় দু’পক্ষ’, *জাগো নিউজ*, ০২ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.jagonews24.com/m/national/news/992137 (০৬ জানুয়ারি ২০২৫)।

[২৪১] আশরাফুল হক, ‘বৈষম্য কমেনি সচিবালয়ে’, দেশ রূপান্তর, ২৬ মার্চ ২০২৫, https://www.deshrupantor.com/582435 (২৭ মার্চ ২০২৫)।

সরকারের নিরপেক্ষ নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থতার সমালোচনা করেছেন এবং প্রশাসনকে দক্ষ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দিয়ে সাজানোর পরামর্শ দিয়েছেন।[২৪২]

২০২৪ সালের জুলাই মাসে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে যে গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এই আন্দোলনের মূল প্রতিশ্রুতি ছিল–ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে একটি নতুন, জনগণের বাংলাদেশ গঠন। কিন্তু এক বছর পরও প্রশাসনে সেই আন্দোলনের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ফ্যাসিবাদী ও গণহত্যায় জড়িত কর্মকর্তাদের অপসারণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। বরং এসব কর্মকর্তারা এখনো গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন, এমনকি পদোন্নতি ও বিদেশে নিয়োগ পাচ্ছেন। জুলাই মঞ্চ ৪৪ জন আমলার অপসারণ দাবি করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। একইভাবে ২৯তম বিসিএসের ভুয়া নিয়োগ ও দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, প্রশাসনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল ও ফ্যাসিবাদী সচিবদের অপসারণের দাবি জানানো হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। সচিব পদে নিয়োগে বিলম্ব, যোগ্য কর্মকর্তাদের পদোন্নতি না হওয়া এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব প্রশাসনিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনে ফ্যাসিবাদী প্রভাব রয়ে গেছে। কিছু কর্মকর্তাকে ওএসডি বা অবসর দেওয়া হলেও মূল কাঠামোতে পরিবর্তন আসেনি। সচিব পদে শূন্যতা, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং প্রশাসনিক অদক্ষতা সরকারের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।[২৪৩]

অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো সময়ে একের পর এক বিষয় নিয়ে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা লেগে ছিল। এর মধ্যে রয়েছে পদোন্নতি, পদায়ন, বদলি নিয়ে অসন্তুষ্টি, সাবেক সচিব, অতিরিক্ত সচিবদের গ্রেপ্তার ও মামলা, আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন ইত্যাদি, যা প্রশাসনকে অনেকটাই স্থবির করে দিয়েছে। প্রশাসনে জনপ্রশাসন ক্যাডারের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে, যেখানে গ্রেডভিত্তিক বৈষম্য, পদোন্নতিতে বৈষম্য বিদ্যমান। জনপ্রশাসনে পেশাদারিত্বের ঘাটতির ফলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের ধীরগতি এবং নাগরিকদের সঠিকভাবে সেবা প্রাপ্তি ব্যাহত হয়। দেখা গেছে নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের। নিয়মিত (রুটিন) কাজ ছাড়া নীতিনির্ধারণী বড় কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোতে পারেনি প্রশাসন। এক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আরেক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতা লক্ষণীয়।[২৪৪] প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং অনিয়ম ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। অনিয়ম-দুর্নীতি ও দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা চলমান, যা সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিবন্ধক। ফলে একটি দলের অনুসারীদের পরিবর্তে অন্য দল/ দলসমূহের প্রাধান্য/ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। একদিকে পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতার অভিযোগ রয়েছে, আর অন্যদিকে বঞ্চিত হওয়ার নামে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। আবার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে সরকারের নমনীয়তা প্রকাশ পেয়েছে।

বিচার বিভাগ

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের ধারাবাহিকতায় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিরা পদত্যাগ করেন। ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ও তার পরদিন দেশের ১৬তম অ্যাটর্নি জেনারেল পদত্যাগ করেন। ৬ আগস্ট থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত ৬৮ জন আইন কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন।[২৪৫] ১০ আগস্ট প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের সাত বিচারপতির পদত্যাগের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সামনে আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভের মুখে সাবেক প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি পদত্যাগ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা যায়। পরবর্তীতে তাঁরা পদত্যাগপত্র জমা দেন।[২৪৬]

বিচার বিভাগকে দলীয়করণমুক্ত করার অংশ হিসেবে বিচার বিভাগে প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ দেওয়া হয়। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে ১০ আগস্ট ২০২৪ তারিখে নিয়োগ দেওয়া হয় হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ রেফাত

---

[২৪২] মাসুদ রানা, 'যে কারণে ১০ মাসেও শৃঙ্খলা ফেরেনি প্রশাসনে,' *জাগো নিউজ*, ২৯ মে ২০২৫, https://www.jagonews24.com/m/national/news/1025542 (৩১ মে ২০২৫)।

[২৪৩] পঞ্চায়েত হাবিব, 'প্রশাসনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিফলন নেই ', *ইনকিলাব*, ০৩ জুলাই ২০২৫, https://dailyinqilab.com/national/article/779161 (০৫ জুলাই ২০২৫)।

[২৪৪] শফিকুল ইসলাম, 'প্রশাসনে অস্থিরতা কাটছেই না, বাড়ছে ক্ষোভ-অসন্তোষ,' *বাংলা ট্রিবিউন*, ২৮ এপ্রিল ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/896109/ (২৮ এপ্রিল ২০২৫)।

[২৪৫] *প্রথম আলো*, 'অতিরিক্ত ৩ অ্যাটর্নি জেনারেল ও ৯ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ', ১৩ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/pi9ayu7pom (১৪ আগস্ট ২০২৪)।

[২৪৬] প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য পাঁচ বিচারপতি হলেন এম ইনায়েতুর রহিম, মো. আবু জাফর সিদ্দিকী, জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. শাহিনুর ইসলাম ও কাশেফা হোসেন। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেলেন সৈয়দ রেফাত আহমেদ', ১০ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/iukkhpbtyf (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

আহমেদকে।[২৪৭] এর আগে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. আসাদুজ্জামানকে ৮ আগস্ট ১৭তম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩ আগস্ট অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের তিনজন আইনজীবী এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নয় জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়।[২৪৮] বিগত সরকারের আমলের নিয়োগ বাতিল করে সারা দেশে ৬৬ জন আইনজীবীকে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও ১৬১ জনকে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়।[২৪৯] এছাড়া ঢাকা জেলা ও ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে ৬৬৯ জন সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ দেওয়া হয়।[২৫০] অন্যদিকে বিডিআর বিদ্রোহ মামলায় ১৭ জন স্পেশাল পিপির নিয়োগ বাতিল করা হয়।[২৫১]

প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভা থেকে স্বাধীন রাখা জরুরি উল্লেখ করে বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। বিচার বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব, বিচারকের সংকট, বার ও বেঞ্চের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের জন্য বিচার বিভাগে সংস্কার প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।[২৫২]

হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চে আইনজীবীর সঙ্গে এক বিচারপতির কথোপকথন নিয়ে আদালতকক্ষে হইচই, হট্টগোলের ঘটনা নিয়ে প্রধান বিচারপতির কাছে ২৬ আইনজীবীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি দ্বৈত বেঞ্চটি পুনর্গঠন করে দেন।[২৫৩] এছাড়া প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের বেঞ্চ পুনর্গঠন করে দেন। হাইকোর্টের বিচারপতিদের থেকে ৮৩ জন বিচারপতিকে দিয়ে ২৯টি দ্বৈত (দুই বিচারপতির) বেঞ্চ ও ২৫টি একক (এক বিচারপতির) হাইকোর্ট বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে।[২৫৪]

উচ্চ আদালতের রায়ে বিচারপতি অপসারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করা হয়েছে এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০ অক্টোবর দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এক রায়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করা হয়, যার মধ্য দিয়ে বিচারপতিদের অপসারণের বিষয়টি জাতীয় সংসদের পরিবর্তে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে ফিরেছে। এই রায়ের ফলে কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে অসমর্থতা ও পেশাগত অসদাচরণের কোনো অভিযোগ উঠলে, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।[২৫৫] সংবিধানের এ-সংক্রান্ত ৯৬ অনুচ্ছেদ পুরোটাই পুনর্বহাল করেছেন আপিল বিভাগ। বিচারপতিদের অপসারণের এই ক্ষমতা জাতীয় সংসদের কাছে নিতে ১০ বছর আগে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী এনেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। ২০১৭ সালে রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। সেই আবেদন পর্যবেক্ষণসহ নিষ্পত্তি করে গত ২০ অক্টোবর ২০২৪ প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সংক্ষিপ্ত রায় প্রকাশ করে। রায়ে সংবিধানের এ-সংক্রান্ত ৯৬ অনুচ্ছেদের ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ উপ-অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা হয়। এই রায়ের ফলে কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ উঠলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে নিজের সই করা পত্র দিয়ে কোনো বিচারক চাইলে পদত্যাগ করতে পারবেন।[২৫৬] সর্বশেষ, সম্প্রতি ৫ জুন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা রেখেই সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনরুজ্জীবিত করে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।[২৫৭]

কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে নিয়োগকৃত হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত ৩০ বিচারপতিকে দুর্নীতিবাজ, দলকানা আখ্যা দিয়ে তাদের অবিলম্বে পদত্যাগ বা অপসারণ চান সুপ্রিমকোর্টের একদল আইনজীবী। ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর হাইকোর্ট বিভাগের এসব

---

[২৪৭] http://old.lawjusticediv.gov.bd/static/GeneralNews/2024/chief_justice_appointment_no_402_20240810.pdf (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

[২৪৮] *প্রথম আলো*, 'অতিরিক্ত ৩ অ্যাটর্নি জেনারেল ও ৯ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ', ১৩ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/pi9ayu7pom (১৪ আগস্ট ২০২৪)।

[২৪৯] রফিকুল ইসলাম সবুজ, 'জনপ্রশাসনে গতি ফেরাতে চুক্তি বাতিল, নতুন নিয়োগ', *সময়ের আলো*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=283992 (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[২৫০] *প্রথম আলো*, 'ঢাকার আদালতে ৬৬৯ জন সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ', ১৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1p47b1cmkx (১৫ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৫১] *প্রথম আলো*, 'বিডিআর বিদ্রোহ মামলা - ১৭ স্পেশাল পিপির নিয়োগ বাতিল', ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

[২৫২] *প্রথম আলো*, 'বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা থেকে পৃথক ও স্বাধীন করা সবচেয়ে জরুরি: প্রধান বিচারপতি', ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/jfaes32n4t (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[২৫৩] *প্রথম আলো*, 'বিচারপতির কথা নিয়ে আদালতকক্ষে হট্টগোল, বেঞ্চ পুনর্গঠন করে দিলেন প্রধান বিচারপতি', ১৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1w5ts0ohzl (১৬ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৫৪] *প্রথম আলো*, 'হাইকোর্টে ৫৪টি বেঞ্চ পুনর্গঠন করেছেন প্রধান বিচারপতি', ১৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/o9e8u1cejz (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৫৫] *প্রথম আলো*, 'বিচারপতি অপসারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/llhknqllx1 (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৫৬] *প্রথম আলো*, 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ফিরল', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3199a4pqg6 (২২ অক্টোবর ২০২৪)। উল্লেখ্য, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হয় প্রধান বিচারপতি ও পরবর্তী জ্যেষ্ঠ দুজন বিচারপতিকে নিয়ে।

[২৫৭] *ঢাকা টাইমস*, 'বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা এখন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে, রায় প্রকাশ', ৫ জুন ২০২৫, https://www.dhakatimes24.com/2025/06/05/387261 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

'দলবাজ' বিচারপতিকে ১৮ অক্টোবরের মধ্যে পদত্যাগ বা অপসারণ চেয়ে প্রধান বিচারপতি বরাবর তারা স্মারকলিপি দেন। অন্যদিকে ১৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে 'দলবাজ' ও 'দুর্নীতিবাজ' বিচারপতিদের পদত্যাগ অথবা তাদের অপসারণের দাবিতে হাইকোর্ট ঘেরাও এবং বিক্ষোভ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, বৈষম্যবিরোধী আইনজীবী সমাজ ও জাতীয় নাগরিক কমিটি-লিগ্যাল উইং। তাদের বিক্ষোভের মুখে হাইকোর্ট বিভাগের ১২ জন বিচারপতিকে আপাতত বেঞ্চ না দেওয়া, অর্থাৎ বিচারকাজ থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানায় সুপ্রিমকোর্ট প্রশাসন। ১৭ অক্টোবর ১২ জন বিচারপতিকে বাদ দিয়ে বেঞ্চ গঠন করা হয়।[২৫৮] উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৯ সালে দুর্নীতি ও গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে তিনজন বিচারপতিকে বিচারকাজ থেকে বিরত রাখা হয়। এই ১৫ জন বিচারপতির ভেতর সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে দুর্নীতি ও গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০২৪ সালের ১৯ নভেম্বর পদত্যাগ করেন হাইকোর্টের তিন বিচারপতি। পদত্যাগকারী বিচারকরা হলেন, বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী, বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হক। সংবিধানের ৯৬(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বরাবর তারা পদত্যাগপত্র পেশ করেন।[২৫৯] উক্ত ১২ বিচারপতির মধ্যে একজন পদত্যাগ করেন। দুইজন বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ পাননি এবং দুইজন বিচারপতি অবসর নিয়েছেন। এছাড়া চারজন বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং অপর তিনজন বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রাথমিক অনুসন্ধান চলমান রয়েছে।[২৬০]

কয়েক দফা সময় বাড়িয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন জমা দেয় বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। অংশীজন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে প্রায় চার মাস পর বিচার বিভাগের জন্য '৩০টি' সংস্কার প্রস্তাব করেছে কমিশন। প্রস্তাবিত সুপারিশে উপজেলা সদরে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসহ লিগ্যাল এইড কার্যক্রম সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের স্থায়ী সার্কিট বেঞ্চ গঠনেরও সুপারিশ করা হয়েছে। প্রচলিত ভ্রাম্যমাণ আদালতকে (মোবাইল কোর্ট) বিচার বিভাগের আওতায় আনার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন। এছাড়া, বিচারক নিয়োগে পৃথক কমিশন গঠন, পৃথক সচিবালয় গঠন, দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক নিয়োগ, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্থায়ী ও স্বতন্ত্র সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস, ফৌজদারী মামলার স্বতন্ত্র তদন্ত সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।[২৬১]

২০২৫ সালের ২১ জানুয়ারি স্বতন্ত্র কাউন্সিলের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের বিধান রেখে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল' নামক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্র এই কাউন্সিল যোগ্য ব্যক্তির নাম রাষ্ট্রপতি বরাবর সুপারিশ করবে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি কাউন্সিল থাকবে। কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে থাকবেন আপিল বিভাগের একজন প্রবীণতম বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগের দুজন প্রবীণতম বিচারক, আপিল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং একজন আইনের অধ্যাপক বা আইন বিশেষজ্ঞ। আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক এবং একজন আইনের অধ্যাপক বা আইনবিশেষজ্ঞকে মনোনীত করবেন কাউন্সিলের প্রধান। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এই কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম সংগ্রহ করবে। পাশাপাশি গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও আবেদন আহ্বান করবে। কাউন্সিল প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করার পর প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেবে। এরপর কাউন্সিলের সুপারিশ প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন। তাতে সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি এ বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। পরামর্শ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি সুপারিশ করা ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগ দেবেন।[২৬২]

বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠায় 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫' খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। এতে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং সচিব সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হবেন। সচিবালয়টি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একজন সচিব এবং অন্যনা কর্মকর্তা ও কর্মচরীগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে।[২৬৩]

খসড়াতে সচিবালয়ের কার্যাবলী বিষয়ে বলা হয়েছে, দেশের বিচার প্রশাসন পরিচালনায় সুপ্রিম কোর্টকে সহায়তা প্রদান করার নিমিত্ত অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন, সংসদ কর্তৃক

---

[২৫৮] আলমগীর মিয়া, '১৫ বিচারপতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত জুডিশিয়াল কাউন্সিলে', *যুগান্তর*, ৩১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/872282 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[২৫৯] *ইত্তেফাক*, 'দুর্নীতি ও গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হাইকোর্টের তিন বিচারপতির পদত্যাগ', ২০ নভেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/359353/673cbf02ef2f9(২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৬০] *বাংলানিউজ*, 'সেই ১২ বিচারপতির সবশেষ তথ্য জানালো সুপ্রিম কোর্ট ', ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://banglanews24.com/law-court/news/bd/1466311.details (৪ আগস্ট ২০২৫)।

[২৬১] *সমকাল*, 'বিচার বিভাগের অধীনে থাকবে মোবাইল কোর্ট', ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/279097/ (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৬২] *প্রথম আলো*, 'সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ হবে কাউন্সিলের মাধ্যমে', ২১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/qqvgfa17bq (২৮ জুলাই ২০২৫);

[২৬৩] দিদারুল আলম, 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়া প্রস্তুত', *বাসস*, ০২ এপ্রিল ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/188566 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

প্রণীত আইন সাপেক্ষে রাজস্ব আদালতসমূহ ব্যতীত হাইকোর্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রাণাধীন দেশের সকল অধস্তন দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা, এখতিয়ার, ক্ষমতা ও গঠন নির্ধারণ, হাইকোর্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রাণাধীন সকল আদালত বা ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী নির্ধারণ করবে এই সচিবালয়। এছাড়া, বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত কমিটি বিষয়ে খসড়ায় বলা হয়েছে, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রধান বিচারপতি বিচার বিভাগীয় নীতি নির্ধারণ, কর্মকৌশল উদ্ভাবন এবং দেশের বিচার প্রশাসনকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতির সমন্বয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখপূর্বক বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত এক বা একাধিক কমিটি গঠন করতে পারবেন। পাশাপাশি, বিচার সেবার মানোন্নয়ন ও বিচার বিভাগের সংস্কারে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা বা অন্যান্য দেশের বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্মতি স্মারক সম্পাদন ও সহযোগিতা প্রদান করতে পারবে সচিবালয়টি।[২৬৪]

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে এপ্রিল ২০২৫-এ আয়োজিত আঞ্চলিক সেমিনারে প্রধান বিচারপতি বিচার বিভাগের আধুনিকায়ন ও নিরপেক্ষতায় অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানান। বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত তৈরির জন্য প্রাথমিক কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি। এই অধ্যাদেশটি ২০২৫ এর শেষদিকে জারি হবে বলে জানা যাচ্ছে।[২৬৫] এছাড়া কক্সবাজারে সুপ্রিম কোর্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট দ্রুত চালু করার বিষয়ে দুটি বিশেষ কমিটি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান তিনি।[২৬৬]

২৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগে পদায়ন বিধিমালা জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়। এই বিধিমালায় সহকারী সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত নিয়োগের পদ্ধতি ও যোগ্যতা কী হবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬৭] ২০২৪ সালের ৩ নভেম্বর হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে পালনের জন্য অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি-পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ (খসড়া) প্রস্তুত করা হয় এবং মতামত চাওয়া হয়।[২৬৮] এছাড়া পুরনো দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনসহ বেশকিছু আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভুয়া মামলা দায়ের এবং মামলায় নিরপরাধ ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত করার চেষ্টা রোধে ফৌজদারি কার্যবিধিতে নতুন বিধি সংযোজিত হয়েছে। এর ফলে ম্যাজিস্ট্রেট তার বিবেচনাবলে নিরপরাধ ও যার বিরুদ্ধে অপরাধের কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই, তাদের প্রি ট্রায়াল বা বিচার পূর্ববর্তী ধাপেই মামলা থেকে রেহাই দিতে পারবেন। এছাড়া ভুয়া মামলা, মামলা বাণিজ্য ঠেকাতে পুলিশ কমিশনার, এসপি বা এসপি পদমর্যাদার কোনো পুলিশ কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীন কোনো মামলার বিষয়ে তিনি যৌক্তিক মনে করলে তদন্ত কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর সেই মামলার তদন্তের ব্যাপারে প্রাথমিক বা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারবেন।[২৬৯] এছাড়া দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার্য বিষয়, এজলাসের ধরন ও সাক্ষীর প্রকৃতি ভিন্ন রকমের। দুই ধরনের আদালতের বিচারকদের পদও পৃথক আইনের মাধ্যমে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরও অধস্তন আদালতের বিচারকদের একসঙ্গে উভয় ধরনের আদালতে দায়িত্ব পালন করার কারণে মামলাজট সৃষ্টি হয়। এ কারণে মামলার নিষ্পত্তি বাড়াতে পৃথক আদালত স্থাপন ও পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট।[২৭০] এছাড়া বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের (স্বামী/স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা) দেশে এবং বিদেশে অবস্থিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের হিসাব বিবরণী ২৪ আগস্ট ২০২৪ এর মধ্যে দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[২৭১] দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে আইন প্রণয়নের আগেই আইন কর্মকর্তা ও বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিচারক ও আইন কর্মকর্তাদের নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগ পাওয়া যায়।[২৭২] এছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়,

---

[২৬৪] *প্রাগুক্ত*।

[২৬৫] রিফর্ম বাই দ্য ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট, https://cao.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cao.portal.gov.bd/npfblock/deef250b_7ed5_46ca_b76b_8d3b539734b7/Reforms%20by%20Interim%20Government_June%2015%2C%202025.pdf

[২৬৬] *বাংলানিউজ২৪ডটকম*, 'বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত তৈরির প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন', ১২ এপ্রিল ২০২৫, https://www.banglanews24.com/law-court/news/bd/1498337.details (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৬৭] আইন ও বিচার বিভাগে পদায়ন বিধিমালা, ২৮ জুলাই ২০২৫, https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/58220_27632.pdf, (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৬৮] https://www.supremecourt.gov.bd/resources/contents/notice_20241103_9638.pdf (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৬৯] *সমকাল*, 'ভুয়া মামলার হয়রানি রোধে ফৌজদারি কার্যবিধিতে নতুন বিধি সংযোজন হয়েছে: আইন উপদেষ্টা', ২৯ জুন ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/302919 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৭০] *আজকের পত্রিকা*, 'পৃথক হচ্ছেন দেওয়ানি আর ফৌজদারি মামলার বিচারক', ১৫ জুন ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpu0g3mx3pn0 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৭১] *প্রথম আলো*, 'বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের ১০ কর্মদিবসের মধ্যে সম্পদের হিসাব দিতে হবে: আইন উপদেষ্টা', ১৪ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ri3bo667td (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৭২] *যুগান্তর* 'বগুড়ায় বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত ১০৭ আইন কর্মকর্তা নিয়োগ', ২২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.jugantor.com/country-news/868623 (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'জামায়াতের সভায় ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো দলের প্রার্থী হিসেবে ', ২৬ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/app6xt91ef (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সিলেটে ১০৩ সরকারি কৌঁসুলির তালিকা প্রকাশ, বিএনপি ও জামায়াতের প্রত্যাখান', ১৭ অক্টোবর ২০২৪,

ফলে মামলা নিষ্পন্ন প্রক্রিয়ায় বিশেষকরে দেওয়ানি মামলা নিষ্পন্ন হতে দীর্ঘসূত্রতা দেখা যাচ্ছে। পৃথক সচিবালয়ের খসড়া চূড়ান্ত হলেও এখন পর্যন্ত সচিবালয় গঠন হয়নি। বিচার বিভাগে প্রত্যাশিত সংস্কার না হওয়ায় রায় প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলীয়করণের প্রবণতা চলমান রয়েছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সংস্কার

২০২৪ সালে সংঘটিত ছাত্র-জনতার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম ধাপের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয় ২০২৪ সালের ২১ ডিসেম্বর।[২৭৩] মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গণ-অভ্যুত্থানে আহত-নিহতদের গেজেটভুক্ত করে। প্রথম ধাপে ৮৩৪ জন শহীদ ও ১২ হাজার ৪৩ জন আহত গেজেটভুক্ত হন।[২৭৪] উল্লেখ্য, এই তালিকা থেকে এ পর্যন্ত ৩৯ জন ভুয়া আহত ও ৪ জন নিহত ব্যক্তি চিহ্নিত হন।[২৭৫] পরবর্তীতে আরও ১০ জন শহীদ[২৭৬] এবং ১৭৫৭ জন আহত গেজেটভুক্ত হন।[২৭৭] পরবর্তীতে ৩ আগস্ট শহীদের তালিকা হতে ৮ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে এখন গেজেটভুক্ত মোট শহীদ ৮৩৬ জন[২৭৮], আহত ১৩ হাজার ৭৯৮ জন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে সহায়তা ও পরিবীক্ষণ করার জন্য উপদেষ্টা পর্যায়ে প্রথম কমিটি গঠন করা হয় ৯ অক্টোবর ২০২৪।[২৭৯] তবে সরকারের দিক থেকে প্রথম ব্যবস্থা নেওয়া হয় ২০২৪ সালের ১৮ আগস্ট। জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে থাকা গুরুতর আহতদের উন্নত চিকিৎসা দিতে জরুরি ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসার জন্য উপজেলা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকার বহন করবে বলেও জানানো হয়।[২৮০] পরে ২৯ সেপ্টেম্বরের এক নির্দেশনায়, আহত ও স্থায়ীভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে মেডিকেল বোর্ড গঠন ও 'সার্বক্ষণিক সমন্বয় সেল' গঠনের কথা বলা হয়।[২৮১]

বিভিন্ন সময় সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও শহীদ পরিবার ও আহতদের সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা আসে প্রায় এক বছরের মাথায়। ১৭ জুন ২০২৫ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনসহ অভ্যুত্থানের আদর্শ ও ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা হয়। এর আওতায় নবগঠিত জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তরের কার্যক্রম নির্ধারিত হয়, এবং আহত-নিহতদের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নকল্পে পূর্বগঠিত 'গণঅভ্যুত্থানসংক্রান্ত বিশেষ সেল' বিলুপ্ত হয়। অধ্যাদেশে গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ এবং আহত ব্যক্তিদের যথাক্রমে 'জুলাই শহীদ' এবং 'জুলাই যোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আহতদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে: অতি গুরুতর আহত বা যারা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন, মানসিক বিকারগ্রস্ত বা গুরতর অঙ্গহানির শিকার, অর্থাৎ যারা অন্যের সাহায্য ছাড়া জীবনযাপনে অক্ষম এরকম ৬০২ জনকে শ্রেণি 'ক'তে রাখা হয়েছে, শ্রেণি 'খ'তে ১ হাজার ১১৮ জন গুরুতর আহত বা আংশিক অক্ষমরা আছেন এবং শ্রেণি 'গ'তে আছেন সেসব আহতরা যারা এখন চিকিৎসা নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন, এদের সংখ্যা ১২ হাজার ৭৮ জন। এর আওতায় সরকার জুলাই যোদ্ধাদের দেশের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং নির্ধারিত বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করবে, পাশাপাশি মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে বিদেশে পাঠাবে এবং যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করবে বলে জানানো হয়।[২৮২]

---

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/gytm3wsz8y (৩১ জুলাই ২০২৫); *সমকাল*, 'শেরপুরে পিপি-জিপিসহ ৩১ আইন কর্মকর্তা নিয়োগ', ১৯ নভেম্বর ২০২৪, https://samakal.com/whole-country/article/266022/ (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[২৭৩] গত বছরের ২১ ডিসেম্বর প্রকাশিত গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেলের এই তালিকা অনুযায়ী, আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন ৮৫৮ জন ও আহত হয়েছেন ১১ হাজার ৫৫১ জন। যদিও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের (এমআইএস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গণ-অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছেন ৮৩৪ জন, আহত ১৩ হাজার ৮১১ জন।

[২৭৪] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/57794_47463.pdf (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৭৫] *প্রথম আলো*, 'সহায়তার টাকা না পেয়ে জুলাই ফাউন্ডেশনের অফিসে ভাঙচুর আহতদের', ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7tjw7sdyqk (১৫ জুন ২০২৫)।

[২৭৬] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/57959_32103.pdf (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৭৭] https://molwa.gov.bd/site/page/4ef76c73-4227-4357-8a54-d7035cc63a93/ (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৭৮] *সমকাল*, ' শহীদের তালিকা থেকে ৮ জনের নাম বাদ', ৪ আগস্ট ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/308816 (৪ আগস্ট ২০২৫)

[২৭৯] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/55943_84023.pdf (১৬ জুলাই ২০২৫)।

[২৮০] https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/notices/3e2a4ce3_940d_4c8c_81b0_73f7f64c9e31/1952.pdf (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৮১] https://hsd.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/notices/6dff69d3_8b79_4f6c_b116_d36f9dd8bf0c/Govtm-1%20294.pdf (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৮২] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/57794_47463.pdf (৩০ জুলাই ২০২৫); https://molwa.gov.bd/site/page/4ef76c73-4227-4357-8a54-d7035cc63a93/ (৩০ জুলাই ২০২৫)।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিক্ষোভ দমাতে ব্যাপকভাবে ছররা গুলি ব্যবহার করে। এতে বিশাল সংখ্যক মানুষ চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন। জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১ হাজার ৮৭ জন চোখে গুরুতর আঘাত পেয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল শাখার তথ্য বলছে, ৪৫০ জন এক চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন, দুই চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন ২০ জন। এছাড়া ২৩৬ জনের এক চোখ এবং ২১ জনের দুই চোখ গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, উন্নত চিকিৎসার জন্য এ পর্যন্ত ৭৮ জনকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে। তাদেরকে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, তুরস্ক ও রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছে। আর এ পর্যন্ত বিদেশে চিকিৎসায় সরকারের খরচ হয়েছে ১০০ কোটি টাকা।[২৮৩] আহত ব্যক্তিদের বিদেশে পাঠানোর পাশাপাশি নানা দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদেরও সরকার দেশে এনেছে। এর মধ্যে চীন, নেপাল, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সিঙ্গাপুরের চিকিৎসক দল বাংলাদেশে ঘুরে গেছে। বিদেশি চিকিৎসকেরা মূলত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল, চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও সিএমএইচে ভর্তি রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি এ দেশের চিকিৎসকদের নানা পরামর্শ দিয়েছেন।[২৮৪]

আহতদের দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য কার্ড চালু করেছে, এর মাধ্যমে তারা যেকোনো সময় সারাদেশের সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে বা বিশেষ ছাড়ে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারবে, বর্তমানে প্রাথমিকভাবে ৩৬ জেলার আহত ৪ হাজার ৫৫১ জন জুলাই যোদ্ধাকে এই কার্ড দেওয়া হচ্ছে।[২৮৫] অন্তর্বর্তী সরকারের ২৭ মে ২০২৫ এর হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২৭ মে ২০২৫ পর্যন্ত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ১৫ হাজার ৩৯৩ জন আহত সরকারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে ৩৩৮ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।[২৮৬] যদিও চিকিৎসাধীন আহতদের সংখ্যা সঠিক নয় বলে প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনের বরাতে জানা যায়।[২৮৭]

জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের অর্থ সহায়তা দেওয়া শুরু হয়েছে। আন্দোলনে শহীদ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থান, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবার জন্য ২০২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠিত হয়। ২০২৫ সালের ১৭ জুনে প্রকাশিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী, শহীদ পরিবার ও তিন শ্রেণির আহতদের এককালীন ও মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। পাশাপাশি তারা যোগ্যতাভিত্তিক কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, আবাসন সুবিধা ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে ঋণ পাবেন। শহীদ পরিবারকে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে এককালীন ৩০ লাখ এবং চেকের মাধ্যমে অতি গুরুতর আহতদের ৫ লাখ, গুরুতর আহতদের ৩ লাখ ও আহতদের ২ লাখ টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রথম ধাপে ৭৭৫টি শহীদ পরিবার ১০ লাখ টাকা পেয়েছেন, চলতি অর্থবছরে বাকি ২০ লাখ পাবেন; ৮৩৬ পরিবারের মধ্যে বাকি ৬১ পরিবারের পারিবারিক ও ওয়ারিশগত জটিলটা নিরসনে কাজ চলছে। আর প্রথম বার গেজেটভুক্ত জুলাই আহতরা শ্রেণি ক, খ, গ অনুসারে যথাক্রমে ২ লাখ, ১ লাখ ও ১ লাখ টাকা করে পেয়েছেন। এককালীন অর্থের বাকিটা চলতি অর্থবছরের জুলাইতে পাবেন বলে জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা। মাসিক ভাতাও এই জুলাই মাস থেকে চালু হবে। অনলাইনে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে হতাহতদের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরির কাজ চলছে। প্রত্যেক শহীদ পরিবারকে মাসিক ২০ হাজার টাকা এবং শ্রেণি 'ক' এর আহতদের ২০ হাজার, শ্রেণি 'খ' এর ১৫ হাজার ও শ্রেণি 'গ' এর আহতদের ১০ হাজার করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কর্মক্ষম আহতরা সরকারি, আধা-সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার পাবেন বলেও জানানো হয়।[২৮৮] ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সহায়তা বাবদ ৪০৫ কোটি ২০ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেন অর্থ উপদেষ্টা। শহীদ পরিবার ও গুরুতর আহতদের একটি করে ফ্ল্যাট দেয়ার কথাও সরকার ভাবছে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি আহতদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এ বছরের জানুয়ারি থেকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও চলছে।[২৮৯] এখানে উল্লেখ্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সহায়তা বাবদ বরাদ্দ ছিল ২৩২কোটি ৬০ লাখ টাকা।

---

[২৮৩] শিশির মোড়ল, '১৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত', *প্রথম আলো*, ১৯ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7pv8470o6d (২৪ জুলাই ২০২৫); *বাংলা ট্রিবিউন*,'৭৮ জুলাইযোদ্ধার বিদেশে চিকিৎসায় ব্যয় হয়েছে ১০০ কোটি টাকা', ৫ আগস্ট ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/910082 (৫ আগস্ট ২০২৫)।

[২৮৪] https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/217466 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৮৫] মোশতাক আহমদ, 'স্বাস্থ্য কার্ড পাচ্ছেন ৩৬ জেলার ৪,৫৫১ জুলাই যোদ্ধা', *বাসস*, ৩ জুন ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/national/205237 (২৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৮৬] *বাসস*, 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত ১৫,৩৯৩ জন চিকিৎসা সেবা পেয়েছেন', ২৭ মে ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/203059 (২৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৮৭] শিশির মোড়ল, '১৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত', *প্রথম আলো*, ২৪ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7pv8470o6d (২৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৮৮] *বাসস*, 'জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন অব্যাহত থাকবে : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা', ২১ জুলাই ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/217466 (৩০ জুলাই ২০২৫); মোশতাক আহমদ, 'আহত জুলাই যোদ্ধারা আগামী মাস থেকে ভাতা পাবেন : উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম', *বাসস*, ১০ জুলাই ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/interview/210060 (২৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৮৯] 'জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতদের জন্য বরাদ্দ ৪০৫ কোটি টাকা', *প্রথম আলো*, ০৩ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/22hk03botv (১৬ জুলাই ২০২৫)।

সর্বোপরি অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শহীদ পরিবার ও আহতদের এককালীন অর্থ প্রদান ও বিদেশে চিকিৎসাবাবদ মোট ২৫৯ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪ হাজার ২১২ টাকা ব্যয় করেছে।[২৯০] অন্যদিকে, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে এ বছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত শহীদ পরিবার ও আহত মিলিয়ে মোট ৭,৪৯৭ জনকে ১১১ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এখনো সহায়তা না পাওয়া শহীদ পরিবারের জন্য ৫ লাখ টাকা করে রেখে দেওয়া হয়েছে।[২৯১]

সারণি ৪: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হতাহতদের অর্থ সহায়তা

ধরন	এককালীন বরাদ্দ	প্রদত্ত অর্থ	মাসিক ভাতা
শহীদ পরিবার	৩০ লাখ	১০ লাখ	২০ হাজার
আহত			
শ্রেণি 'ক'	৫ লাখ	২ লাখ	২০ হাজার
শ্রেণি 'খ'	৩ লাখ	১ লাখ	১৫ হাজার
শ্রেণি 'গ'	১ লাখ	১ লাখ	১০ হাজার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতদের সরকারি চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোটা সুবিধা চালু করা হলেও পরবর্তীতে বিতর্কের সৃষ্টি হলে তা বাতিল করা হয়।[২৯২] যদিও এখনো চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষা ও চাকরিতে অগ্রাধিকার প্রদান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চেতনার পরিপন্থী।

এছাড়া বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর ৫ আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। দিনটিতে সাধারণ ছুটি থাকবে। আরেক প্রজ্ঞাপনে, প্রতিবছর ১৬ জুলাই 'শহীদ আবু সাঈদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ৮ আগস্ট 'নতুন বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে ঘোষিত হলেও পরে ছাত্রজনতার আপত্তির মুখে এটি বাতিল করা হয়।[২৯৩]

আন্দোলনে হতাহতের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশে বিলম্ব করা এবং এখন পর্যন্ত তালিকা চূড়ান্ত করা হয়নি, এবং সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যার তারতম্য লক্ষ করা যায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলম ছাত্র আন্দোলনে শহীদের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি বলে দাবি করেন।[২৯৪]

সারণি ৫: সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যার তারতম্য

প্রতিষ্ঠান	নিহত	আহত
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (এমআইএস)	৮৩৪	১৩,৮১১
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল)	৮৫৮	১১,৫৫১
মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় (গেজেটভুক্ত)	৮৪৪	১৩, ৭৯৮
জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর	১৪০০	১১,৭০০
হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি	১০১৩	৩০ হাজারের বেশি
মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন	৮৮১	৭,৮৭৩
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটি	১,৫৮১	৩১ হাজারের বেশি

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর এর আলোচিত প্রতিবেদন অনুযায়ী গণ-অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছে ১ হাজার ৪০০ মানুষ আর আহত হয়েছেন ১১ হাজার ৭০০ জন। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) এর হিসাব অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ১০১৩ জন ও আহত ৩০ হাজারের বেশি[২৯৫], অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক

---

[২৯০] *বাসস*, 'জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন অব্যাহত থাকবে : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা', ২১ জুলাই ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/217466 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৯১] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'তহবিল সংকটে পড়া জুলাই ফাউন্ডেশন কতদূর যাবে?', ৩১ জুলাই ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/5378dcfe2321 (৪ আগস্ট ২০২৫)।

[২৯২] *জাগো নিউজ*, 'জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের জন্য সরকারি চাকরিতে কোটা থাকছে না', ২১ জুলাই ২০২৫, https://www.jagonews24.com/national/news/1037909 (৩০ জুলাই ২০২৫); এস এম আব্বাস, 'জুলাই অভ্যুত্থানে আহত-নিহতদের পরিবারের জন্য কোটা নাকি 'বিশেষ সুবিধা'?', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৩০ মে ২০২৫, https://www.banglatribune.com/901006 (৩০ জুলাই ২০২৫); *ইত্তেফাক*, 'কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের জন্যই নতুন করে চালু হচ্ছে কোটা?', ১ জুলাই ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/739169 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৯৩] *প্রথম আলো*, '৫ আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস', সাধারণ ছুটি ঘোষণা', ২ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/9uts7m3w00 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[২৯৪] *প্রথম আলো*, 'ছাত্র আন্দোলনে শহীদের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি: সারজিস আলম', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/rvey3ui9jg (২২ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৯৫] https://hrssbd.org/report_details/41 (১৬ জুলাই ২০২৫)।

উপকমিটির হিসাব অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ১,৫৮১ এবং আহত ৩১ হাজারের বেশি।[২৯৬] এদিকে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের হিসাব অনুযায়ী, ৮৮১ জন অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছেন এবং আহত ৭ হাজার ৮৭৩ জন।[২৯৭] অভ্যুত্থানে হতাহতদের প্রকৃত তালিকা এখনো চূড়ান্ত করতে না পারা সরকারের ব্যর্থতার পরিচায়ক।

গণ-অভ্যুত্থানে শহীদের পরিবার ও আহতদের পুনর্বাসন এবং চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা পর্যাপ্ত না হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। চিকিৎসার অপর্যাপ্ততা ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়া নিয়ে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের এক পর্যায়ে ২০২৪ সালের নভেম্বরে আহত ব্যক্তিদের কাছে ক্ষমা চান আইন উপদেষ্টাসহ ৪ জন উপদেষ্টা, এবং আন্দোলনকারীদের রূপরেখা বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।[২৯৮] কিন্তু এরপরও দাবিগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নেই বলে আহতদের বিক্ষোভ-মানববন্ধন থামেনি। তাঁরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে একাধিকবার বিক্ষোভ করেছেন, সচিবালয়ের সামনে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। এ ছাড়া স্বাস্থ্য উপদেষ্টার গাড়ি আটকে অবরোধ করার চেষ্টা করেছেন। শাহবাগ ও আগারগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করেছেন।[২৯৯] পাশপাশি হাসপাতালগুলোতেও চিকিৎসাধীন আহত আর কর্মচারীদের মাঝে পারস্পরিক ক্ষোভ দানা বেঁধেছে, এবং তা সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। গত ১০ মার্চ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আহত ও কর্মচারীদের মাঝে মারামারির ঘটনা ঘটে।[৩০০] ২০২৫ এর ২৮ মে জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালে দুই পক্ষের মারামারিতে দিনভর উত্তেজনা বিরাজ করে, পরিচালকের কার্যালয় ভাঙচুর হয়। আহতরা তাদের চোখের অবস্থা দিনদিন আরও খারাপ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।[৩০১]

এছাড়া ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২১৭ জন জুলাই যোদ্ধার উপর চালানো এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৮২.৫ শতাংশ আহত বিষণ্নতায় আক্রান্ত, আর ৬৪.১ শতাংশ পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডারে (পিটিএসডি) ভুগছেন। এছাড়া শহরের চেয়ে গ্রামের আহতদের বিষণ্নতা, পিটিএসডি বেশি বলে জরিপে উঠে এসেছে।[৩০২]

সহায়তা কার্যক্রম দ্রুততর করার লক্ষ্যে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলমকে দায়িত্ব নিলেও কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা কাটেনি, পরবর্তীতে তিন মাসের মাথায় ২০২৫ এর ২৩ জানুয়ারিতে পদত্যাগ করেন এই ছাত্রনেতা[৩০৩] এবং ৮ মে ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) পদ থেকে মীর মাহবুবুর রহমান (স্নিগ্ধ) পদত্যাগ করেন। নতুন সিইও হিসেবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কামাল আকবর যোগদান করেন।[৩০৪] এর প্রতিক্রিয়ায় শহীদ পরিবারের সদস্যদের মাঝে ক্ষোভ দেখা যায়, নতুন সিইও ও কোষাধ্যক্ষ কেউ শহীদ পরিবারের না হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এর কিছুদিন পর নতুন সিইও অপসারণের দাবিতে তারা মানববন্ধন করেন।[৩০৫]

---

[২৯৬] *বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তালিকায় ১৫৮১ মৃত্যু', ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/f6a018ac5373 (১৬ জুলাই ২০২৫)।

[২৯৭] https://www.msf.org.bd/SHR_Report%202024.php

[২৯৮] *দেশ রূপান্তর*, 'ক্ষমা চাইলেন আসিফ নজরুল, ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.deshrupantor.com/551265 (১৪ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'গভীর রাতে ছুটে গেলেন চার উপদেষ্টা, হাসপাতালে ফিরলেন আহতরা', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/enftk67hg6 (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।

[২৯৯] শিশির মোড়ল, '১৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত', *প্রথম আলো*, ২৪ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7pv8470o6d (২৪ জুলাই ২০২৫); *সমকাল*, 'দ্রুত বিচার, নিরাপত্তাসহ আর্থিক সহযোগিতার দাবি', ২৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-01-24/6/7097 (১৬ জুলাই ২০২৫); *ঢাকা পোস্ট*, 'জুলাই বিপ্লবে আহতদের শাহবাগ অবরোধ', ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/344595 (১৬ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ক্রাচ হাতে, হুইলচেয়ারে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের মানববন্ধন', ২৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/s4a0kbncni (২৫ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'দাবি পূরণের আশ্বাসে গভীর রাতে যমুনা থেকে সরলেন আহতরা', ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7trhekqn5a (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩০০] *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'জুলাই আন্দোলনে আহতদের সঙ্গে কর্মচারীদের মারামারি: ৭ ঘণ্টা পর পঙ্গু হাসপাতালে জরুরি সেবা চালু', ১০ মার্চ ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-320086 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩০১] *প্রথম আলো*, 'চক্ষুবিজ্ঞান হাসপাতালে মারামারি-বিক্ষোভ, দিনভর স্বাস্থ্যসেবা বন্ধ', ২৮ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/03f8zx5cfc (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩০২] নাজনীন আখতার, 'জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের বেশির ভাগ বিষণ্নতা ও মানসিক সমস্যায় ভুগছেন', *প্রথম আলো*, ৩০ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8fhyk3int1 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩০৩] *সমকাল*, 'জুলাই ফাউন্ডেশন থেকে সারজিসের পদত্যাগ', ২৩ জানুয়ারি ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-01-23/16/6765 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৩০৪] *প্রথম আলো*, 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইওর দায়িত্ব ছাড়লেন মীর স্নিগ্ধ', ০৮ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/bis3njje86 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩০৫] *প্রথম আলো*, 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইও এবং কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি শহীদ পরিবারের সদস্যদের', ১২ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/bjt72r1l1h (২৫ জুলাই ২০২৫)।

অন্তর্বর্তী সরকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনকে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে' রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। এই জাদুঘর নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য প্রায় ১১১ কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক (ইএম) কাজের জন্য ৪০ কোটি ৮৩ লাখ টাকা এবং পূর্ত কাজের জন্য ৭০ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ধরা হয়েছে। সবচেয়ে বড় বিতর্ক হলো, এই বিশাল অঙ্কের কাজটি কোনো টেন্ডার বা দরপত্র ছাড়াই সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে। এই ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সংস্থা। টিআইবির মতে, এটি স্বাভাবিক ক্রয় প্রক্রিয়ার লঙ্ঘন এবং এর মাধ্যমে আর্থিক অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হলেও, কেন আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি ছিল না, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।[৩০৬]

শহীদ পরিবার ও আহতদের এককালীন অর্থের দ্বিতীয় ধাপের টাকা জুলাইতে দেওয়ার কথা থাকলেও এখনো সবাইকে দেওয়া হয়নি, মাসিক ভাতাও চালু হয়নি এ মাসে। সর্বশেষ ১২ জুলাই, এককালীন অর্থের দ্বিতীয় ধাপের টাকা না পাওয়ায় জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের অফিস ভাঙচুর করেন আহতরা। আহতদের মধ্যে যাদের ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সাথে সখ্যতা আছে, তারা আগে টাকা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৩০৭] এছাড়া শহীদ পরিবারের স্থায়ী আবাসনে বিনামূল্যে রাজধানীর মিরপুরে ৮০৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগ থাকলেও বিভিন্ন খাতে অস্বাভাবিক ব্যয় ধরার কারণে প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন পায়নি।[৩০৮] ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। "জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর" নির্মাণে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণে ঘাটতি রয়েছে। বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা এড়িয়ে সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে কাজ দেওয়া রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের ওপর বেশ গুরুত্ব দিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রথম পর্যায়ে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠনের পর জাতীয় ঐকমত্য তৈরিতে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে সরকার, এবং ২০২৫ সালের জুলাই মাসের শেষে সংস্কারের মূল বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পেরেছে, যা জুলাই সনদে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার কথা। তবে এই প্রক্রিয়ায় সরকারের দিক থেকে বেশ কিছু ঘাটতিও লক্ষ করা যায়, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের কর্মপদ্ধতি ও ফলাফল নিয়ে সন্দেহ তৈরি করেছে।

এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের দিক থেকে বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। প্রশাসনকে রাজনীতিমুক্ত করার প্রচেষ্টায় সরকারের উদ্যোগ প্রধানত প্রশাসনিক রদবদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ফলে কাঠামোগত ও মৌলিক কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বেশ কিছু উদ্যোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না।

---

[৩০৬] *প্রথম আলো*, 'জুলাই স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ ও সংস্কারের ক্রয়পদ্ধতি নিয়ে টিআইবির উদ্বেগ', ১৬ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/rigrw48bsf (৩১ জুলাই ২০২৫); প্রথম আলো, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের কাজের দরপত্র ডাকা হবে না,' ১৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/ex1i8d3bk8 (৩১ জুলাই ২০২৫); *আজকের পত্রিকা*, 'গণভবনকে 'জুলাই অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর' বানাবে অন্তর্বর্তী সরকার,' ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajp4wrvv4bzpd (৩১ জুলাই ২০২৫); *টিআইবি*, 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর: প্রশ্নবিদ্ধ ক্রয়প্রক্রিয়া; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মানদণ্ডের অগ্রহণযোগ্য লঙ্ঘন: টিআইবি,' https://www.ti-bangladesh.org/articles/press-release/7282 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৩০৭] *প্রথম আলো*, 'সহায়তার টাকা না পেয়ে জুলাই ফাউন্ডেশনের অফিসে ভাঙচুর আহতদের', ০৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7tjw7sdzqk (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩০৮] *সমকাল*, 'আপাতত হচ্ছে না জুলাই শহীদ পরিবারের আবাসন প্রকল্প', ২৭ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/307578 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

অধ্যায় চার: নির্বাচন

অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করা। এই লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ ও অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। এই অধ্যায়ে এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলো।

নির্বাচনের সময় নির্ধারণ

অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় প্রয়োজনীয় সব সংস্কার শেষে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।[৩০৯] সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ১৮ মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার কথা বলেন।[৩১০] আর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২০২৪ এর ২৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন, সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্য এবং ভোটার তালিকা প্রস্তুত হলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। তবে বিএনপির নেতৃত্ব অন্তর্বর্তী সরকারকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিলেও সরকার যাতে একটি রোডম্যাপ দিয়ে দ্রুত নির্বাচনমুখী হয়, সে তাগিদও অব্যাহত রাখবে বলে জানায়। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ এবং নির্বাচনের সময় নিয়ে অস্পষ্টতা থাকার কথা বারবার এই দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলনসহ আরও কিছু দলের শীর্ষ নেতারা সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে 'প্রয়োজনীয়' সময় দেওয়ার কথা বলেছেন।[৩১১] এমনকি নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের কথাও জানান ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ (জয়)।[৩১২]

পরবর্তীতে নির্বাচনের সময় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে হবে বলে জানান। কোনো দলের সাথে আলোচনা না করে নির্বাচনের সময় নির্ধারণের সমালোচনা হয়। এরপর রাজনৈতিক দলগুলো যদি 'সংক্ষিপ্ত সংস্কার প্যাকেজ' নিয়ে একমত হয়, তবে নির্বাচন ডিসেম্বরেই হতে পারে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টা। তবে তারা যদি 'বৃহৎ সংস্কার প্যাকেজ' গ্রহণ করে, তাহলে নির্বাচন আগামী বছরের জুনে অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ৬ জুন ঈদুল আজহার আগের দিন জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধান উপদেষ্টা। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার তিনটি প্রধান বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে–সংস্কার, খুনিদের বিচার ও সাধারণ নির্বাচন আয়োজন। নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে সরকারপ্রধানের এই ঘোষণা বিএনপি মেনে নিতে পারেনি। এ নিয়ে দলটির নেতারা প্রকাশ্যেই অসন্তুষ্টির কথা জানান।

২০২৫ সালের ১৩ জুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান) তারেক রহমানের বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা আসে, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা গেলে আগামী বছরের রমজান মাসের আগে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হতে পারে।[৩১৩] বিএনপি'র চাপের মুখে ও লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টার সাথে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাক্ষাতের পর সব প্রস্তুতিসাপেক্ষে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মনোমালিন্য লক্ষ করা যায় - কোনো কোনো দল ঐকমত্য কমিশনের আলোচনাও বর্জন করে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[৩১৪] জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চায় এবং স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার পক্ষ থেকেও আগে স্থানীয় নির্বাচনের আগ্রহ প্রকাশ পায়। কিন্তু বিএনপি ও তার মিত্ররা মনে করে, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে, যা পরবর্তীতে জাতীয় নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে। তারা প্রথমে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের জন্য রোডম্যাপ চায়। বিএনপি অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চায় না। অন্যদিকে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

---

[৩০৯] *প্রথম আলো*, 'সংস্কার শেষে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন: নাহিদ ইসলাম', ০৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/kq5y2sekmy (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩১০] *প্রথম আলো*, '১৮ মাসের মধ্যে যাতে নির্বাচন হয়, সে জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থনের অঙ্গীকার সেনাপ্রধানের', ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/afq5qiwhmk (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৩১১] সেলিম জাহিদ, 'বিএনপি সংস্কার চায়, তবে লম্বা সময়ে আপত্তি', *প্রথম আলো*, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/75vg8dzn6s (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৩১২] *প্রথম আলো*, 'সংস্কার ও নির্বাচনে আওয়ামী লীগকেও চান সজীব ওয়াজেদ', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/nahh5g1ezz (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৩১৩] প্রথম আলো, 'ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোট, একমত ইউনূস ও তারেক', ১৪ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=14693547cc7&eid=1&imageview=0&epedate=14/06/2025&sedId=1 (১৪ জুন ২০২৫)।

[৩১৪] *আজকের পত্রিকা*, 'বিদেশিদের নজর নির্বাচনের দিকে', ২৪ জুন ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpmuxeaobm2d (২৭ জুলাই ২০২৫)।

এবং গণ অধিকার পরিষদের মতো কিছু দল জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে। তাদের মতে, এটি জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনবে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরিতে সহায়ক হবে। এই বিষয়ে সরকার এখনো কোনো চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়নি, তবে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন সব নির্বাচন একসঙ্গে করার প্রস্তাব দিয়েছে।[৩১৫]

নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বাংলাদেশের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল এবং তার নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন ২০২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেন। তৎকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়। এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে গত অক্টোবর মাসে (২০২৪) আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি (সার্চ কমিটি) গঠিত হয়। এই কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নাম সুপারিশ করার দায়িত্ব পায়।

অনুসন্ধান কমিটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন এবং অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে মতামত নেয়। এই বৈঠকে বিভিন্ন দল এবং অংশীজন তাদের প্রস্তাবিত নামের তালিকা কমিটির কাছে জমা দেয়। কমিটি এসব প্রস্তাব পর্যালোচনা করে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে।

২৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদের জন্য ১০ জনের একটি নামের তালিকা সরকারের কাছে জমা দেয়। এই সুপারিশের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকার ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক সচিব এ এম এম নাসির উদ্দীনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অন্য চারজন নির্বাচন কমিশনার হলেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ আবদুর রহমান, সাবেক যুগ্ম সচিব তহমিদা আহ্মেদ এবং সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।[৩১৬]

নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই কমিশনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে। কমিশনের সদস্যদের নিয়োগে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়। প্রধান উপদেষ্টাও নতুন কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা রাখার আহ্বান জানান।

নির্বাচন কমিশনের গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রম

নবগঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে নিবন্ধিত দল ৫০টি।[৩১৭] অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন প্রদান করে নির্বাচন কমিশন। এই দলগুলো হচ্ছে - গণ অধিকার পরিষদ, নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) এবং বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)।[৩১৮]

নির্বাচন কমিশন ২০২৫ সালের ১০ মার্চ নতুন দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন চেয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে; আবেদনের শেষ সময় ছিল ২০ এপ্রিল ২০২৫। তবে ওই দিন পর্যন্ত আবেদন জমা দেয় ৬৫টি রাজনৈতিক দল, যাদের বেশির ভাগ নামসর্বস্ব। আরও ৪৬টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আবেদন করতে সময় চেয়ে আবেদন করে। জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) কয়েকটি দলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনের সময় বাড়ায় কমিশন। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী ২২ জুন ২০২৫ পর্যন্ত নিবন্ধনের জন্য আবেদনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। ২২ জুন ২০২৫ পর্যন্ত নিবন্ধন পেতে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে ১৪৪টি রাজনৈতিক দল। শেষ দিনে যারা আবেদন জমা দিয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি দল হচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), জনতার পার্টি বাংলাদেশ (জেপিপি), গণদল, বাংলাদেশ জনজোট পার্টি (বাজপা), বাংলাদেশ রিপাবলিক পার্টি (বিআরপি), বাংলাদেশ সমতা

[৩১৫] *প্রথম আলো*, 'ভোটের সময়সীমা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোতে স্বস্তি-সংশয় দুটোই আছে', ১০ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/nyu4knf1lt (২ আগস্ট ২০২৫); প্রথম আলো, 'স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে করার দাবি আবার কেন সামনে আনা হচ্ছে', ২৮ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/rxe0digtr5 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৩১৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://www.dpp.gov.bd/bgpress/

[৩১৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://www.ecs.gov.bd/page/political-parties

[৩১৮] দেখুন নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট, https://www.ecs.gov.bd/page/political-parties (১০ নভেম্বর ২০২৪)।

পার্টি, বাংলাদেশ ফরায়েজী আন্দোলন, বাংলাদেশ সিটিজেন পার্ট, নতুন বাংলাদেশ পার্টি (এনবিপি), বাংলাদেশ জাগ্রত জনতা পার্টি, বাংলাদেশ গণ বিপ্লবী পার্টি, জাতীয় ন্যায়বিচার পার্টি ও আম জনগণ পার্টি।[৩১৯]

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরের অন্যতম একটি রাজনৈতিক ঘটনা রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে বৈধ ঘোষণা করা। এই দলকে ১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সাবেক সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তবে ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তী সরকার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে।[৩২০] গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে দলটির সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর আগে উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ৪ জুন ২০২৫ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন।[৩২১]

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চাপের মুখে অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ২৩ অক্টোবর ২০২৪। একই সঙ্গে এই ছাত্রসংগঠনকে নিষিদ্ধ সত্ত্বা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে বিগত ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হত্যা, নির্যাতন, গণরুমকেন্দ্রিক নিপীড়ন, ছাত্রাবাসে সিট বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়নসহ নানাবিধ জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং এ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য দেশের সব প্রধান গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, এবং কিছু সন্ত্রাসী ঘটনায় সংগঠনটির নেতা-কর্মীদের অপরাধ আদালতেও প্রমাণিত হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয় ১৫ জুলাই ২০২৪ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনগণকে উন্মত্ত ও বেপরোয়া সশস্ত্র আক্রমণ করে শত শত নিরপরাধ শিক্ষার্থী ও ব্যক্তিদের হত্যা করেছেন এবং আরও অসংখ্য মানুষের জীবন বিপন্ন করেছেন। এ ছাড়া, গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক, ধ্বংসাত্মক ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে সরকারের কাছে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ রয়েছে উল্লেখ করা হয়। 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯' এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং এই আইনের তফসিল-২ এ 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ' নামের ছাত্রসংগঠনকে নিষিদ্ধ সত্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হল বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।[৩২২] তবে অন্তর্বর্তী সরকার ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ জানায়।[৩২৩] ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার পর ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করা হয়।[৩২৪]

পরবর্তীতে ২০২৫ সালের ১০ মে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর সকল অঙ্গ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আওয়ামী লীগ ও এর নেতাদের বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হিসেবে "দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জুলাই আন্দোলনের নেতাকর্মীদের নিরাপত্তা এবং অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বাদী ও সাক্ষীদের সুরক্ষার" কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করা হয়, যাতে ট্রাইব্যুনাল কোনো রাজনৈতিক দল, এর অঙ্গসংগঠন বা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে শাস্তির আওতায় আনতে পারে। এর পরদিনই, ২০২৫ সালের ১২ মে, নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত করে।

সম্প্রতি আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের কর্মীদের বিরুদ্ধে গোপন বৈঠক করার অভিযোগে পুলিশ ২২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়া, একজন মেজর পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে এ ঘটনায় হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাগুলো নিষিদ্ধ দলটির কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর নজরদারির প্রমাণ মেলে।

---

[৩১৯] *প্রথম আলো*, 'নিবন্ধন পেতে এনসিপিসহ ১৪৭ দলের আবেদন', ২৩ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=236b00d3f9c&eid=1&imageview=0&epedate=23/06/2025&sedId=1 (২৩ জুন ২০২৫)।

[৩২০] *Al-Jazeera*, Bangladesh's interim government lifts ban on Jamaat-e-Islami party, https://www.aljazeera.com/news/2024/8/28/bangladeshs-interim-government-lifts-ban-on-jamaat-e-islami-party (৭ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩২১] *প্রথম আলো*, 'দাঁড়িপাল্লা প্রতীকসহ নিবন্ধন ফিরে পেল জামায়াত', ২৫ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=256cd7d2a73&eid=1&imageview=0&epedate=25/06/2025&sedId=1 (২৫ জুন ২০২৫)।

[৩২২] *প্রথম আলো*, 'ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছে সরকার', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/v6259g1jb1 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩২৩] *ইত্তেফাক*, 'ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/704701/ (২৬ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩২৪] *প্রথম আলো*, 'ছাত্রলীগ নিষিদ্ধে যেসব কারণ উল্লেখ করেছে সরকার', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/d8tfsiih49 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত তিনটি (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত) জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে ওঠা অভিযোগ তদন্তে একটি কমিটি গঠন করেছে সরকার। এই কমিটিকে ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সুপারিশ করারও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২৮ জুন ২০২৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এই কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়। কমিটিকে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। এর আগে ১৭ জুন বিতর্কিত এ তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে জড়িত নির্বাচন কমিশনের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার ও সচিবালয়ের সচিবদের ভূমিকা তদন্তে অবিলম্বে কমিটি গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন প্রধান উপদেষ্টা।[৩২৫]

প্রহসনের নির্বাচন করার অভিযোগে সাবেক তিন সিইসিসহ ২৪ জনের নাম উল্লেখ করে ২২ জুন রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন বিএনপি নেতা সালাহ উদ্দিন খান। মামলায় ২০১৪ সালের নির্বাচনের সময় দায়িত্বে থাকা তৎকালীন সিইসি কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ, ২০১৮ সালের নির্বাচনে তৎকালীন সিইসি এ কে এম নূরুল হুদা এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনের তৎকালীন সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালকে আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে মামলা করার দিন কে এম নূরুল হুদাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই মামলায় নূরুল হুদার চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এরপর সাবেক সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয় ও রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।[৩২৬]

নির্বাচনী প্রস্তুতি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বা এপ্রিলে–যখনই হোক ভোটের জন্য নিজেদের প্রস্তুত থাকতে হবে বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন, এবং এ জন্য ভোটের প্রস্তুতিকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ, নতুন দলের নিবন্ধনসহ প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে ইসি।[৩২৭] প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের বৈঠকে নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রকমের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে ১৭ হাজার নতুন নিয়োগ দেওয়া, সেনাবাহিনী স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকা, সিসি ক্যামেরা থাকা ইত্যাদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ডিসি-এসপি রদবদল লটারির মাধ্যমে করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৩২৮]

২০২৫-২৬ অর্থবছরে নির্বাচন কমিশনের জন্য মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ হাজার ৯৫৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা পরিচালন ব্যয় বাবদ বরাদ্দ আর ২২৯ কোটি টাকা উন্নয়ন বরাদ্দ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় আগামী অর্থবছরে নির্বাচন কমিশনের বরাদ্দ বেড়েছে ১ হাজার ৮১৪ কোটি টাকা বা ১৫৯ শতাংশ।[৩২৯] আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের সহায়তায় ১৮.৫৩ মিলিয়ন ডলারের ঘোষণা দিয়েছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি।[৩৩০] এছাড়া অবাধ, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন করতে নির্বাচন কমিশনকে ৪৮ লাখ মার্কিন ডলার সহায়তা দেওয়ার কথা বলেছে জাপান। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় ইসির নেওয়া 'ব্যালট' প্রকল্পের আওতায় এ সহায়তা দেবে দেশটি। ১৮ জুন ব্যালট প্রকল্পে ২০ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয় অস্ট্রেলিয়া।[৩৩১]

আইনি সংস্কার

'জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫'-এর খসড়ায় নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয়, সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে এ পর্যন্ত দেড় হাজারের মতো আবেদন কমিশন পেয়েছে। এর মধ্যে ৪২টি আসনে ছোট-বড় সংশোধন, সমন্বয়ের প্রস্তাব কারিগরি কমিটি করেছে। ইতিমধ্যে সংসদীয় আসনের

---

[৩২৫] *প্রথম আলো*, 'বিতর্কিত তিন নির্বাচনের অভিযোগ তদন্তে কমিটি করল সরকার', ২৭ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=27626e22c85 (২৮ জুন ২০২৫)।

[৩২৬] *প্রাগুক্ত*।

[৩২৭] *প্রথম আলো*, 'যখনই নির্বাচন হোক প্রস্তুত থাকবে নির্বাচন কমিশন', ১৬ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=16661e5ae2b&eid=1&imageview=0&epedate=16/06/2025&sedId=1 (১৬ জুন ২০২৫)।

[৩২৮] *প্রথম আলো*, 'ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ', ১০ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=107d189b5cb&eid=1&imageview=0&epedate=10/07/2025&sedId=1 (১০ জুলাই ২০২৫)।

[৩২৯] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের বরাদ্দ বাড়ল ২ হাজার কোটি টাকা', ৫ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/98m761pktk (৯ জুন ২০২৫)।

[৩৩০] *Daily Star*, 'UNDP pledges $18.5m to support fair election', Jun 19, 2025, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/undp-pledges-185m-support-fair-election-3920451 (২২ জুন ২০২৫)

[৩৩১] *প্রথম আলো*, ' ব্যালট প্রকল্পে ইসিকে ৪৮ লাখ ডলারের সহায়তা দেবে জাপান', ৩ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=37ea8d88c7&eid=1&imageview=0&epedate=03/07/2025&sedId=1 (৩ জুলাই ২০২৫)।

সীমানা নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। সীমানা নির্ধারণে গঠিত বিশেষায়িত কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন ও নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনের পর প্রস্তাবের বিষয়টি জানানো হয়েছে। বিশেষায়িত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোনো জেলার মোট ভোটার ও জনসংখ্যা বিশ্লেষণ করে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সারা দেশের ৩৯ থেকে ৪২টি আসনের সীমানায় ছোটখাটো পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আড়াই শতাধিক আসনের সীমানা বহাল থাকছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) আরও বলেন, ৬৪ জেলার গড় ভোটার নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ লাখ ২০ হাজার ৫০০ জন করে।[৩৩২]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষতিকর কনটেন্ট প্রচার করা হলে সাইবার সুরক্ষা আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান যুক্ত করে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধির খসড়া সংশোধনী প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। খসড়ার উপর ১০ জুলাইয়ের মধ্যে মতামত চেয়েছিল কমিশন। খসড়া সংশোধনীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের সুযোগ রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্বাচনপূর্ব সময়ে অর্থাৎ তফসিল ঘোষণা থেকে ফলাফলের গেজেট প্রকাশ পর্যন্ত ক্ষতিকর কনটেন্ট যেমন- ঘৃণামূলক বক্তব্য, নির্বাচনসংক্রান্ত বানোয়াট তথ্য, নির্বাচনি স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতির অপব্যবহার করা হলে সাইবার সুরক্ষা আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোনো ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রচারণা শুরুর আগে রিটার্নিং কর্মকর্তাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নাম, অ্যাকাউন্ট আইডি, ই-মেইলসহ অন্যান্য শনাক্তকরণ তথ্যাদি জমা দিতে হবে। প্রস্তাবিত আচরণবিধিতে ভোটের প্রচারে পোস্টার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন, হ্যান্ডবিল ও বিলবোর্ড কিভাবে ব্যবহার করা যাবে, কী করা যাবে না - তাও তুলে ধরা হয়েছে। নির্বাচনি প্রচারণায় অপচনশীল দ্রব্য যেমন রেক্সিন বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি প্রচারসামগ্রী ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এতে অন্তর্বর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাকে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে তাদের অংশগ্রহণের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। নির্বাচনে মাইকের ব্যবহারের শব্দের মান ৬০ ডেসিবেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এ আচরণবিধি মানতে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর অঙ্গীকার দেওয়ার ঘোষণা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘনে জরিমানার পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। আচরণবিধির ধারা-উপধারা লঙ্ঘন করলে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর দেড় লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের ক্ষেত্রে সাজা আগের মতো ছয় মাসই রয়েছে।[৩৩৩]

এছাড়া জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত রাখার জন্য জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৪০ নম্বর আইন) বাতিল করা হয়। 'জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া অনুমোদন করা হয়।

সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান বাতিল করে নতুন অধ্যাদেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন দলীয় প্রতীক বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। ২০১৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় প্রতীকে করার সিদ্ধান্ত হয়। চারটি খসড়া অধ্যাদেশের সারসংক্ষেপে বলা হয়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে সঠিকভাবে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্বাচনে সব পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে চারটি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা বাতিল করা প্রয়োজন।[৩৩৪] ২৪ জুলাই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ-সংক্রান্ত চারটি আইনের সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।[৩৩৫]

এছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।[৩৩৬]

উপসংহার

বিচার, সংস্কার, নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো সুস্পষ্ট রোডম্যাপ না থাকার কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ তৈরি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে কোনো কোনো দলের সমালোচনা ছিল, বিশেষ করে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কাজ শেষ হওয়ার আগেই নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন সমালোচিত হয়। শিক্ষার্থীদের চাপে পড়ে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া

---

[৩৩২] *প্রথম আলো*, 'গাজীপুরে একটি আসন বাড়বে, বাগেরহাটে একটি কমবে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব,' ৩১ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=317beb36b1d&eid=1&imageview=0&epedate=31/07/2025&sedId=1 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৩৩৩] *যুগান্তর*, 'বিধি লঙ্ঘন করে অনলাইনে প্রচারণা চালালে ব্যবস্থা', ৩০ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/971878 (৩০ জুন ২০২৫)।

[৩৩৪] আরিফুর রহমান, 'স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাতিল হচ্ছে', *প্রথম আলো*, ৮ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=8768c2115c (৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩৩৫] *প্রথম আলো*, 'গ্রেপ্তারের ১২ ঘণ্টার মধ্যে পরিবারকে জানাতে হবে', ২৫ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2570bc82216 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩৩৬] *সমকাল*, 'স্থানীয় নির্বাচনেও ইভিএম বাদ, ভোটকেন্দ্র নীতিমালা জারি', ৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-07-04/5/1074 (২৭ জুলাই ২০২৫)।

অনুসরণ না করে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা সরকারের দুর্বলতার পরিচায়ক। এছাড়া সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক দল ('কিংস পার্টি') গঠনের অভিযোগ তোলে মূল ধারার কয়েকটি রাজনৈতিক দল। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় নিয়ে বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবি তুললেও সরকারের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে বক্তব্য দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বিএনপি'র চাপের মুখে ও লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টার সাথে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাক্ষাতের পর সব প্রস্তুতিসাপেক্ষে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মনোমালিন্য লক্ষ করা যায় - কোনো কোনো দল ঐকমত্য কমিশনের আলোচনাও বর্জন করে। নির্বাচনপদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণ না করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ফলে সংকট তৈরির ঝুঁকি বিদ্যমান। এছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে।

অধ্যায় পাঁচ: সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম

অন্তর্বর্তী সরকারের মূল তিনটি লক্ষ্যের বাইরে সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাও গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন খাতে সরকারের কার্যক্রমে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব খাতের মধ্যে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

আইন-শৃঙ্খলা

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পুলিশের ভেতর থেকে বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর দাবি ওঠে। পুলিশকে রাজনীতিমুক্ত করাসহ ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন করেন পুলিশ সদস্যরা। এরই মধ্যে পুলিশ বাহিনী সংস্কারে কমিশন গঠন করে সরকার। আবার পুলিশের ভেতর থেকে বেশ কয়েকটি কমিটি করা হয়। সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন ২০২৪ এর ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। তবে পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা এবং কিছু দরকারি সুপারিশ না থাকায় পুলিশ সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। মূলত গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের নির্বিচার গুলি ও পরবর্তী সহিংসতার প্রেক্ষাপটে পুলিশকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার দাবি ওঠে, কিন্তু প্রতিবেদনে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়নি, বরং এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার-বিশ্লেষণের কথা বলা হয়। এছাড়া পুলিশ সদস্যদের অপরাধ তদন্তে স্বতন্ত্র অভিযোগ কমিশন গঠনের সুপারিশ না থাকা এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে সংস্কারের বিষয়টি না রাখাসহ কিছু বিষয় নিয়ে বাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ আছে বলে জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে ২০২৫ এর ১৭ মার্চ বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তার সাথে বিশেষ বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা।[৩৩৭]

পুলিশকে সক্রিয় করা ও দলীয়করণমুক্তির প্রচেষ্টা হিসেবে পুলিশে ব্যাপক রদবদল করা হয়। সরকার পতনের প্রথম তিন মাসে সারাদেশে পোশাকধারী দুই লাখ দুই হাজার পুলিশের বিপরীতে রদবদল করা হয় ৪৫ হাজার ৪২ সদস্যকে। ৫ আগস্টের পর ১৮ অতিরিক্ত আইজিপিকে বদল করা হয়েছে। রদবদলের তালিকায় আছেন ডিআইজি ১২৪, অতিরিক্ত ডিআইজি ১৬১, পুলিশ সুপার ২৪৪, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ৪০০, সহকারী পুলিশ সুপার ২২৭ জন। এ ছাড়া নন-ক্যাডার পদে রদবদল হয়েছে পরিদর্শক (নিরস্ত্র) ২ হাজার ১১২, পরিদর্শক (সশস্ত্র) ৪৩, পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন) ২৯৪, উপপরিদর্শক (এসআই) ৪ হাজার ১১৬, সার্জেন্ট ১৮৮, টিএসআই ২৭, এসআই (নিরস্ত্র) ৭৮, এএসআই ৪ হাজার ৬৬৮, এটিএসআই ৫৭, এএসআই (সশস্ত্র) ২৪৫ এবং নায়েক ৬১৫। আর তিন মাসে কনস্টেবল রদবদল করা হয় ৩১ হাজার ৪২৪ জনকে।[৩৩৮] তবে রদবদলের এ ধারা এখনো অব্যাহত আছে। বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত বদলি, পদায়ন চলছে।

পুলিশ বাহিনীতে মৌলিক সংস্কারের পরিবর্তে কেবল পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে সরকার পতনের পর থেকে। একটি বড় অংশের বিরুদ্ধে পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ক্ষেত্রে পুলিশের সাবেক ও বর্তমান সাত-আটজন কর্মকর্তার একটি গ্রুপ অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রুপ বিগত সময়ে 'বঞ্চিত' কর্মকর্তাদের তালিকা করছে কে কোন থানার ওসি হবেন, কে কোন জেলার পুলিশ সুপার হবেন, রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) পদে কারা যাবেন তা ঠিক করার জন্য। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় পদোন্নতি পেয়েছেন, ঢাকায় চাকরি করছেন-এমন কর্মকর্তারাও 'বঞ্চিত' দাবি করেছেন। আবার বিগত সরকারের সময়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে শাস্তি পেয়েছেন এমন কর্মকর্তারাও একই দাবি করে সুবিধা নিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও উঠেছে। একপর্যায়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘুষ লেনদেন না করার এবং প্রতারক চক্র থেকে সতর্ক থাকার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানাতে বাধ্য হয় পুলিশ সদর দপ্তর।[৩৩৯]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি মোকাবিলা করার জন্য ২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পুলিশের সহায়ক হিসেবে রাজধানীসহ সারা দেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুই মাসের জন্য বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে নৌ ও বিমান

---

[৩৩৭] মাহমুদুল হাসান, 'সুপারিশ নিয়ে পুলিশে ক্ষোভ, বলবেন প্রধান উপদেষ্টাকে', *প্রথম আলো*, ১৬ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/am7xwk2juj (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৩৮] সাহাদাত হোসেন পরশ, '৪৫ হাজার পুলিশের চেয়ার বদল', *সমকাল*, ১৩ নভেম্বর ২০২৪, https://samakal.com/bangladesh/article/264943/ (১৪ নভেম্বর ২০২৪)। উল্লেখ্য, বর্তমানে পুলিশে কর্মরত সদস্য ২ লাখ ১৩ হাজার, যার মধ্যে সিভিল সদস্য প্রায় ১১ হাজার, আর পোশাকধারী পুলিশ সদস্য ২ লাখ ২ হাজার। তাদের মধ্যে ক্যাডার পদের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার; বাকিরা নন-ক্যাডার। পুলিশ বাহিনীর ক্যাডার সদস্যদের মধ্যে অতিরিক্ত আইজিপির পদ ২২, ডিআইজি পদ ৮৭, পুলিশ সুপার ৫৮৬। পুলিশ সদস্যের মধ্যে কনস্টেবল প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার।

[৩৩৯] নুরুল আমিন, 'বদলি-পদোন্নতি নিয়েই ব্যস্ত পুলিশ কর্মকর্তারা', *প্রথম আলো*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/5y0tf3mk60 (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪); মাহমুদুল হাসান, 'পদোন্নতি-পদায়ন নিয়ে পুলিশে অস্থিরতা', *প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/vjdbk73f5b (২১ আগস্ট ২০২৪)।

বাহিনীকেও একই ক্ষমতা দেওয়া হয়।[৩৪০] এরপর থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দুই মাস করে বাড়িয়েছে সরকার। সর্বশেষ ১৩ জুলাই ২ মাসের জন্য এই ক্ষমতা পুনরায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৩৪১]

কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠনের কর্মী কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাদের অপরাধমূলক তৎপরতায় জড়িত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে[৩৪২], আবার ইতোমধ্যে অনেক সন্ত্রাসী দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন।[৩৪৩] ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ১২ জন শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং অন্তত দশটি সংগঠনের সদস্য মিলিয়ে মোট ৩৪৬ জন জামিনে মুক্ত হয়েছেন। এছাড়া এপ্রিল পর্যন্ত জঙ্গি মামলায় অভিযুক্ত নিষিদ্ধ সংগঠন জেএমবির ১৪৮ জন জামিনে মুক্ত হয়েছেন।[৩৪৪] জামিনে মুক্ত হওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মধ্যে আছেন 'কিলার আব্বাস' হিসেবে পরিচিত মিরপুরের আব্বাস আলী, শেখ মোহাম্মদ আসলাম ওরফে সুইডেন আসলাম, মোহাম্মদপুরের ইমামুল হাসান হেলাল ওরফে পিচ্চি হেলাল, হাজারীবাগ এলাকার সানজিদুল ইসলাম ওরফে ইমন, ফ্রিডম রাইসুসহ আরও বেশ কয়েকজন। এ ছাড়া দেশের ভেতর আত্মগোপনে থাকা শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনসহ কেউ কেউ প্রকাশ্যে এসেছেন, কেউ আবার বিদেশ থেকে ফিরেছেন। তবে বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলে তদবির করে শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজেদুল ইসলাম ইমন ও কিলার আব্বাস ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। ইমন এখন মালয়েশিয়ায়, আর কিলার আব্বাস দুবাই অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।

সরকার পতনের পর শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মুক্তি ও তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ২০২৫ এর ২৭ মে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশেষ অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়া থেকে সুব্রত বাইন ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোল্লা মাসুদ এবং মোহাম্মদপুর থেকে এক্সেল বাবু ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে, তাদের তথ্যের ভিত্তিতে আরও কয়েকজন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৩৪৫] এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেন, 'যারা ছাড়া পেয়েছে প্রত্যেকে নজরদারিতে আছে। তাদের ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থা এবং রাষ্ট্র খুবই স্পর্শকাতর। তারা কিছু করলেই সরকার ব্যবস্থা নেবে।'[৩৪৬] পাশাপাশি 'মব', নারীকেন্দ্রিক সহিংসতাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিভিন্ন আলোচিত ঘটনার পরপরই পুলিশকে অপরাধীদের আটক করতে দেখা গেছে। পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), যৌথ বাহিনী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার নিয়মিত অভিযানে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ও অন্যান্য সংস্থার অভিযানে গ্রেপ্তারের কিছু তথ্য নিম্নরূপ -

- জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে ২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত সারাদেশে ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৭৯৮ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে গ্রেপ্তার হয়েছে ১ লাখ ৪৬ হাজার ১০৯ জন, এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত পাঁচ মাসে গ্রেপ্তার হয়েছে ২ লাখ ১৩ হাজার ৬৮৯ জন।[৩৪৭]
- ২০২৫ এর ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু হয়। এসময় ২১ দিনে সারাদেশে ৩২ হাজার ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর মধ্যে ডেভিল হান্ট অভিযানে গ্রেপ্তার হয়

[৩৪০] *প্রথম আলো*, 'নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পেল সেনাবাহিনী', ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/i745aWzvRy (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পেল নৌ ও বিমানবাহিনীও', ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/oyr1gqz0xx (১ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা আরও ২ মাস বাড়ল', ১৬ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ko251rwzyd (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩৪১] *প্রথম আলো*, 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা আরও দুই মাস বাড়ল', ১৩ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/abdopw3juw (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৪২] *দি ডেইলি স্টার*, 'জামিনে মুক্ত জসীম উদ্দিন রাহমানী, আগস্ট ২৬, ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-608906 (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪); গাজী ফিরোজ, 'অস্ত্র উঁচিয়ে চাঁদা দাবি, ছোড়েন গুলি', *প্রথম আলো*, ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/27lqqv32fx (২১ অক্টোবর ২০২৪); সাখাওয়াত কাওসার, 'সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছেই', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১২ অক্টোবর, ২০২৪, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2024/10/12/1037522 (১৩ অক্টোবর ২০২৪); মাহমুদুল হাসান, 'প্রকাশ্যে এসেই তৎপর সুব্রত বাইন, 'পিচ্চি হেলাল', 'কিলার আব্বাস'সহ শীর্ষ সন্ত্রাসীরা', *প্রথম আলো*, ১১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/21kg05owgf (১৩ অক্টোবর ২০২৪)।।

[৩৪৩] *দেশ রূপান্তর*, 'দেশ ছাড়ছে জামিনে মুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীরা', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.deshrupantor.com/574098 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৪৪] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'জঙ্গি মামলায় অভিযুক্তদের তিন শতাধিক জামিনে মুক্ত, উদ্বেগ কোথায়?', ১১ এপ্রিল ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3v95kkvq2no (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৪৫] *বাসস*, 'সেনাবাহিনীর অভিযানে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন ও মোল্লা মাসুদসহ গ্রেফতার ৪', ২৭ মে ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/national/203053 (২৯ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযানে 'এক্সেল বাবু'সহ গ্রেপ্তার ৪', ২৭ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/cz2rtetevn (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৪৬] আবুল কালাম আজাদ, 'জঙ্গিবাদে অভিযুক্তদের জামিনে মুক্তি, 'অনেকে ভুল বুঝতে পেরে তওবা করেছে'- রাহমানী', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১১ এপ্রিল ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3v95kkvq2no (২৯ জুলাই ২০২৫)

[৩৪৭] সাহাদাত হোসেন পরশ ও ইন্দ্রজিৎ সরকার, 'তিন লাখ ৫৯ হাজার গ্রেপ্তার', *সমকাল*, ১ জুন ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/298473 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

১২ হাজার ৫০০ জন। অন্যান্য বাহিনীর অভিযানে ১৯ হাজার ৫৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গড়ে প্রতিদিন গ্রেপ্তার হয় ১ হাজার ৫২৫ জন।[৩৪৮]

- ২০২৪ এর ৫ আগস্ট থেকে ২০২৫ এর ৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ১৫ হাজার ৬৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী, যাদের মধ্যে কিশোর গ্যাং, তালিকাভুক্ত অপরাধী, ডাকাতসহ অন্যান্য অপরাধী রয়েছেন।[৩৪৯]
- একই সময়ে মোট ৯ হাজার ৬৯২টি অবৈধ অস্ত্র ও ২ লাখ ৮৬ হাজার ৮৫৪ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে।[৩৫০]
- এবং মাদকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫ হাজার ৫২১ জনকে সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করেছে।[৩৫১]

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নেতিবাচক ভূমিকার কারণে পুলিশের ভাবমূর্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে সারা দেশে বিভিন্ন থানায় হামলা হয়। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়।[৩৫২] বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ও প্রাণহানি হয়। ৬ থেকে ৮ আগস্ট (শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে-পরে) থানা, ফাঁড়িসহ পুলিশের বেশ কিছু স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর সারা দেশে পুলিশি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সদস্যরা থানায় আসতে সাহস পাননি। স্থাপনা পাহারা দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়।[৩৫৩] ১৫ আগস্টের মধ্যে দেশের সর্বমোট ৬৩৯টি থানা এবং রেলওয়ে পুলিশের ২৪টি থানার সবগুলোর অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয় বলে জানায় পুলিশ সদর দপ্তর।[৩৫৪] তবে থানা চালু হলেও পুলিশি কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করার ক্ষেত্রে ধীরগতি লক্ষ করা গেছে সে সময়।[৩৫৫] পরের মাসেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না শোনার মত ঘটনা লক্ষ করা গেছে।[৩৫৬]

সরকার পতনের অব্যবহিত পরের কয়েকদিন সারা দেশে পুলিশি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ছিল, যে কারণে অনেক থানার অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট হয়েছে।[৩৫৭] পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যমতে, ৫ আগস্টের পর দেশের ৪৬০ থানা ও ১১৪টি ফাঁড়িতে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট হয়। এসময় থানা ও ফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে পিস্তল, রিভলভার, শটগানসহ ১১ ধরনের ৫ হাজার ৭৫৩টি অস্ত্র ও ৬ লাখ ৫১ হাজার ৮৩২টি গোলাবারুদ লুট করে হামলাকারীরা। এর ভেতর এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ৩৮৩টি অস্ত্র ও ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৮৭টি গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ১ হাজার ৩৬৬টি অস্ত্র এবং ২ লাখ ৫৭ হাজার ৮৪৫টি গোলাবারুদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।[৩৫৮] এছাড়া, ২০২৪ এর ৫ আগস্ট স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) ৩২টি অত্যাধুনিক অস্ত্রও লুট হয়। যার মধ্যে এসএমজি টি-৫৬, অত্যাধুনিক অ্যাসল্ট রাইফেল, স্নাইপার রাইফেল, ফ্ল্যাশ ব্যাং গ্রেনেড, অ্যান্টি ড্রোন গান, অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম ও বেতার যোগাযোগের ডিভাইসও ছিল। এখনো সেসব অস্ত্র উদ্ধারের তথ্য মেলেনি।[৩৫৯] উল্লেখ্য, সম্প্রতি ৩ জুলাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, এ পর্যন্ত ৮০ শতাংশ লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ২০ শতাংশ অস্ত্র আসন্ন নির্বাচনের আগে জব্দ করা হবে বলে আশা প্রকাশ করে।[৩৬০]

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশের ১৮৭ জন সদস্য কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এর বাইরেও অনেক পুলিশ সদস্য নানা কৌশলে বা কারণ দেখিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ ছিল।[৩৬১] তবে ১৩ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ৮১ জন পুলিশ কর্মকর্তা আত্মগোপনে আছেন বলে জানা যাচ্ছে। বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত এসব পুলিশের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর লিখিতভাবে জানানো হয়। এর প্রেক্ষিতে পলাতক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে, এবং এক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। সর্বশেষ, ১৩ জুলাই

[৩৪৮] *প্রাগুক্ত*।

[৩৪৯] *জাগো নিউজ* ২৪, '১৪ দিনে সেনাবাহিনীর অভিযানে ৫৬২ জন গ্রেফতার: সেনাসদর', ০৩ জুলাই ২০২৫, (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩৫০] প্রাগুক্ত

[৩৫১] প্রাগুক্ত

[৩৫২] *প্রথম আলো*, 'জুলাই-আগস্টে নিহত পুলিশ সদস্যদের তালিকা প্রকাশ', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/zqhqbxhiij (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩৫৩] *প্রথম আলো*, '৩ দিন বন্ধ থাকার পর দেশের অর্ধেকের বেশি থানার কাজ শুরু', ১০ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/m9afiw2ajz (২৪ অক্টোবর ২০২৪)

[৩৫৪] *দেশ রূপান্তর*, 'দেশের সব থানার কার্যক্রম শুরু', ১৫ আগস্ট ২০২৪, https://www.deshrupantor.com/529100 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৫৫] *প্রথম আলো*, 'থানা চালু হলেও কাজ শুরু হয়নি পুরোদমে', ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

[৩৫৬] মাহমুদুল হাসান, 'পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বললেন 'অ্যাকশনে' যেতে, বাহিনীর সদস্যরা নির্বিকার', *প্রথম আলো*, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/3ve5uxvyus (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৩৫৭] *প্রথম আলো*, 'এখনো পুরোদমে শুরু হয়নি পুলিশি কার্যক্রম', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

[৩৫৮] ফজলুর রহমান, 'এখনো উদ্ধার হয়নি লুট হওয়া ১৩৬৬টি অস্ত্র', *জনকণ্ঠ*, ১০ জুলাই ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/831005 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৫৯] ওমর ফারুক ও মোবারক আজাদ, 'দেশব্যাপী অপরাধ বাড়ছেই', *কালের কণ্ঠ*, ৩০ জুন ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/06/30/1539424 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৬০] *জনকণ্ঠ*, '৮০ শতাংশ অস্ত্র উদ্ধার, বাকি অস্ত্র নির্বাচনের আগে জব্দ করা হবে: সেনাসদর', ৩ জুলাই ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/828373 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৬১] *প্রথম আলো*, 'পুলিশের ১৮৭ সদস্য এখনো কর্মস্থলে অনুপস্থিত', ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/tvcwrrg0yb (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

২০২৫-এ বিগত সরকারের আমলে পুলিশের প্রতাপশালী ২৪ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার কারণে বরখাস্ত করা হচ্ছে বলে জানা যায়। এ তালিকায় ঢাকা রেঞ্জের সাবেক উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) সৈয়দ নুরুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সাবেক প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদও রয়েছেন।[৩৬২] এছাড়া, কমপক্ষে ৪০ জন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমানে ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি ও এসপিসহ পুলিশে ১১৯ জন নিষ্ক্রিয় সদস্য আছেন, শীর্ষ ও মধ্যম স্তরের এসব কর্মকর্তাকে কোনো সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ছাড়াই বিভিন্ন ইউনিটে সংযুক্ত করা হয়েছে।[৩৬৩]

জুলাই অভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সারা দেশে ৭৬১টি মামলায় আসামির তালিকায় রয়েছেন পুলিশের ১ হাজার ১৬৮ সদস্য। তবে প্রায় ১২ মাস পার হলেও এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনো মামলার তদন্ত শেষ হয়নি। এসব মামলার আসামিদের মধ্যে ৭ জন সাবেক আইজিপি, ৪১ অতিরিক্ত আইজিপি, ১২ সাবেক ডিআইজি, ১১ জন বর্তমান ডিআইজি, ৪৯ জন অতিরিক্ত ডিআইজি, ৬৬ পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন পদের আরও ৯৮২ জন পুলিশ সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ আল-মামুন, এ কে এম শহীদুল হক, সাবেক ডিআইজি মোল্লা নজরুল ইসলাম, এডিশনাল এসপি আব্দুল্লাহিল কাফীসহ এ পর্যন্ত ৬১ পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশ সদর দপ্তরের দাবি, স্পর্শকাতর এসব মামলায় পুলিশের সদস্যরা আসামি থাকায় তদন্ত নির্ভুল করতেই সময় নেওয়া হচ্ছে।[৩৬৪] উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে বিক্ষোভ চলাকালে গুলি চালানোসহ বিভিন্ন অপরাধে ১ হাজার ৭১৭ জন পুলিশ সদস্য ও ১১০ জন নির্দেশদাতাকে চিহ্নিত করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সেসময় সারা দেশে ৫৭ হাজার ৬১৩ রাউন্ড বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের গুলি ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা যায়।[৩৬৫]

পুলিশের অনুপস্থিতি, এবং পরবর্তীতে নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহের কারণে সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।[৩৬৬] পুলিশের নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহ পেশাদারিত্বের ঘাটতি নির্দেশ করে যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান।[৩৬৭] কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে মানবাধিকার পরিস্থিতির কিছু বিষয়ে উন্নতি ঘটলেও সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির কিছু ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে। আধিপত্য বিস্তারকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সহিংসতা, গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা, রাজনৈতিক মামলা ও গ্রেপ্তার, সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ, শ্রমিক হত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা, কারা হেফাজতে মৃত্যু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশি নির্যাতন ও হত্যা এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত ছিল। এছাড়া সারা দেশে আধিপত্য বিস্তার ও রাজনৈতিক সহিংসতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মৃত্যু হয়েছে, এবং ঘরবাড়ি, যানবাহন ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত দেশে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে খুনের ঘটনা। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যানুযায়ী, আগস্ট ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ৩ হাজার ৮৬৬টি খুনের মামলা হয়েছে। এছাড়া গত ছয় মাসে ডাকাতি, দস্যুতা, ধর্ষণ ও পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার মতো ঘটনায় মামলা কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে, যদিও অন্যান্য বছরের তুলনায় বড় ধরনের সহিংস অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়েনি বলে অভিমত প্রেস উইংয়ের।[৩৬৮]

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের মাসিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে এ বছরের জুন পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সহিংসতায় মোট ৭৯ জন নিহত হয়েছে, এবং আহত হয়েছে ৪৪৮ জন।[৩৬৯] আরেক মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাবে উল্লিখিত সময়ে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি। গত ১১ মাসে তাদের মতে রাজনৈতিক সহিংসতায় মারা গেছেন ১২১ জন, এবং এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচ হাজার ১৮৯ জন।[৩৭০] অপরদিকে

[৩৬২] আয়নাল হোসেন, 'চাকরি হারাচ্ছেন পুলিশের দুই ডজন কর্মকর্তা', *আজকের পত্রিকা*, ১৩ জুলাই ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajp55gogchtnl (২৯ জুলাই ২০২৫)।
[৩৬৩] জামিউল আহসান সিপু, 'পুলিশে ৪২৪ পদ শূন্য, কার্যত নিষ্ক্রিয় ১১৯ কর্মকর্তা', *ইত্তেফাক*, ০৩ জুলাই ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/739514 (২৯ জুলাই ২০২৫)।
[৩৬৪] খালেদ রায়হান, '১১ মাসে গ্রেপ্তার ৬১ পুলিশ সদস্য, শেষ হয়নি কোনো মামলার তদন্ত', *ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন*, ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.itvbd.com/226549 (২৯ জুলাই ২০২৫)।
[৩৬৫] সরোয়ার আলম, '১৭১৭ পুলিশ চিহ্নিত', *দেশ রূপান্তর*, ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.deshrupantor.com/551231 (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।
[৩৬৬] *প্রথম আলো*, 'সেপ্টেম্বরে গণপিটুনির ৩৬ ঘটনায় ২৮ মৃত্যু', ০৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ocsv2u3djq (৬ অক্টোবর ২০২৪)।
[৩৬৭] *প্রথম আলো*, 'বিশেষ সাক্ষাৎকার: আসিফ নজরুল,' ৫ আগস্ট ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7dz018hft8 (৫ আগস্ট ২০২৫)।
[৩৬৮] *প্রথম আলো*, 'ছয় মাসে খুন বেড়েছে', ১৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/v6gmncxxtw (২৯ জুলাই ২০২৫); ওমর ফারুক ও মোবারক আজাদ, 'দেশব্যাপী অপরাধ বাড়ছেই', *কালের কণ্ঠ*, ৩০ জুন ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/06/30/1539424 (২৯ জুলাই ২০২৫)।
[৩৬৯] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের আগস্ট ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত সময়ের মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php
[৩৭০] আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়ের মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQnKnoh1g8aK6dlsyIeshfpmGwYWZOMBIJjLi5qvxP7vtJfneGF_i2r8ADySYqHVA/pubhtml;

হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি ২০২৫ সালের প্রথম ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত ছয় মাসে কমপক্ষে ৫২৯টি 'রাজনৈতিক সহিংসতার' ঘটনায় অন্তত ৭৯ জন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত চার হাজার ১২৪ জন। আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক প্রতিশোধপরায়ণতা, কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধ, চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন স্থাপনা দখলকেন্দ্রিক অধিকাংশ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

এই এক বছরে 'মব' সহিংসতার জেরে গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা আশংকাজনক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন এর মতে গত ১১ মাসে সর্বমোট ১৬০ জন এ সংক্রান্ত ঘটনায় প্রাণ হারান।[৩৭১] আইন ও সালিশ কেন্দ্র এর মতে এই সংখ্যাটি ১৮৫।[৩৭২] অন্যদিকে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় মাসে অন্তত ১৪১টি মবের ঘটনায় ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।[৩৭৩] মব সহিংসতা হিসেবে আলোচিত কিছু ঘটনা নিম্নরূপ:

- শেখ হাসিনার বক্তব্যের রেশ ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িসহ বিভিন্ন আওয়ামী নেতার স্থাপনায় ভাঙচুর-লুটপাট।[৩৭৪]
- গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে সারাদেশে কেএফসি, বাটাসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুরের পর গ্রেপ্তার ৭২, মামলা ১০।[৩৭৫]
- ভুল চিকিৎসায় শিক্ষার্থী মৃত্যুর জের ধরে রাজধানীর কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মারামারি, এর প্রেক্ষিতে সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ,ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজসহ আশেপাশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর-লুটপাট।[৩৭৬]
- সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদাকে জুতার মালা পরিয়ে হেনস্তার পর পুলিশে সোপর্দ।[৩৭৭]
- কুমিল্লার মুরাদনগরে মাদক বেচাকেনার অভিযোগে এক নারী ও তাঁর দুই ছেলে-মেয়েকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার পর আট জন গ্রেপ্তার।[৩৭৮]

একের পর এক মব সহিংসতা অন্তর্বর্তী সরকারকে ঘিরে জনপরিসরে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মবকে ক্ষুব্ধ মানুষের 'পেশার গ্রুপ' বলে আখ্যায়িত করেন, আওয়ামী লীগের আমলের নির্যাতিতদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি এসব ঘটনাকে দেখেন, যা মবকে উৎসাহিত করে। কিন্তু কোনো কোনো রাজনীতিক মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকার তাদের ১১ মাসের শাসনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এ সময়ে আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা ('মব জাস্টিস') বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩৭৯]

এছাড়া শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা দেখা গেছে সারা বছরজুড়ে। বিভিন্ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কমপক্ষে ৯০ জন শ্রমিক নিহত হন।[৩৮০] গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের প্রথম তিন দিনে অন্তত ৬৭টি শিল্পকারখানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।[৩৮১] সেসময় তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নসহ ১৮টি দফা বাস্তবায়নের

---

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSyH4hSQJcdC4vF7rle3YBe3dQfgfyLPro5QS9JpBn3ERLvG-caYbfuJCIm7eZKfg/pubhtml

[৩৭১] https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php

[৩৭২] https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQnKnoh1g8aK6dlsyIeshfpmGwYWZOMBIJjLi5qvxP7vtJfneGF_i2r8ADySYqHVA/pubhtml; https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSyH4hSQJcdC4vF7rle3YBe3dQfgfyLPro5QS9JpBn3ERLvG-caYbfuJCIm7eZKfg/pubhtml

[৩৭৩] *প্রথম আলো*, 'ছয় মাসে ৫২৯ 'রাজনৈতিক সহিংসতায়' ৭৯ জন নিহত', ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8bgli28ls1 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৭৪] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'যেসব আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি ও স্থাপনায় হামলা হয়েছে', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c4gx05d7wyvo (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৭৫] *টিবিএস নিউজ*, 'বিক্ষোভ থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর: মোট গ্রেপ্তার ৭২, মামলা ১০', ৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-329586 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৭৬] *প্রথম আলো*, 'ন্যাশনাল মেডিকেল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর', ২৫ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/5qg8iz2o23 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৭৭] *প্রথম আলো*, ''মব' তৈরি করে সাবেক সিইসিকে হেনস্তার পর পুলিশে সোপর্দ', ২৩ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/mqzld0s88p (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৭৮] *ডেইলি স্টার*, 'মুরাদনগরে ৩ জনকে পিটিয়ে হত্যা: গ্রেপ্তার ৮ জন কারাগারে', ৬ জুলাই ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-684436 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৭৯] কাদির কল্লোল, 'মব ভায়োলেন্স থামানো যাচ্ছে না কেন', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১১ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3d1m77zgzvo (2৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৮০] সাখাওয়াত কাওসার, 'সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছেই', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১২ অক্টোবর, ২০২৪, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2024/10/12/1037522 (১৩ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩৮১] *প্রথম আলো*, '৬৭ শিল্পকারখানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা', ০৭ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/industRy/7chce8qnmg (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

মালিকপক্ষের সম্মতির পর আবার বেশিরভাগ কারখানা চালু হলেও[৩৮২] এখন পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় কোনো কোনো কারখানার শ্রমিকেরা আন্দোলন করছেন। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে বকেয়া বেতন পরিশোধ ও ঈদ বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভরত বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে অন্তত ৭৫ জন শ্রমিক আহত হন। এবং ২০২৫ সালের ছয় মাসে ১১২টি শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৫৯ জন এবং আহত হন কমপক্ষে ৭২০ জন।[৩৮৩] এছাড়া এ বছরের মার্চ পর্যন্ত গাজীপুরে অন্তত ৮৩ বার মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শ্রমিকেরা। গাজীপুরে সবচেয়ে বেশি আন্দোলন করেছেন নগরের সারাবো এলাকার বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা।[৩৮৪] একই সময়ে গাজীপুর, সাভার, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীর ৯৫টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ায় প্রায় ৬২ হাজার-কর্মচারী শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন।[৩৮৫]

এছাড়া বকেয়া বেতন পরিশোধসহ বিভিন্ন দাবিতে এ বছরের ঈদুল ফিতরের আগে ২৩ মার্চ বিভিন্ন কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিক রাজধানীর শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নেন। এর একদিন পর এক শ্রমিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে পরের দিন শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে গেলে সেখানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। শ্রম সচিবসহ অন্য কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধও করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সমঝোতা বৈঠকে সরকার-মালিকের পক্ষ থেকে টাকা পরিশোধের আশ্বাস দেয়া হয়। কিন্তু ঈদুল আজহার আগেও তা পরিশোধ না হওয়ায় গত ১১ মে থেকে আবারও শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নেন শ্রমিকরা। তারপর ২০ মে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে যেতে চাইলে কাকরাইল মোড়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। সর্বশেষ ঈদুল আজহার দুই দিন আগে ৫ জুন মালিকপক্ষ ও প্রশাসনের আশ্বাসে আন্দোলন সাময়িক স্থগিত করেন টিএনজেড গ্রুপ ও স্টাইল ক্রাফট লিমিটেডের কর্মীরা।[৩৮৬]

কারা কর্তৃপক্ষ থেকে জানা যায়, ৫ আগস্টে সরকার পতনের পর সারাদেশের আটটি কারাগারে কয়েদি ও হাজতিরা বিদ্রোহ করেন। তখন বিভিন্ন কারাগার থেকে পালিয়ে যান প্রায় দুই হাজার ২০০ আসামি। এর মধ্যে গ্রেপ্তার ও আত্মসমর্পণ করেন প্রায় এক হাজার ৫০০ জন, বাকিরা এখনো পলাতক। পলাতকদের মধ্যে আছেন ৮৪ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি এবং ৯ জন জঙ্গি।[৩৮৭]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর অভিযানে অনেক অপরাধী ধরা পড়লেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছেন, কারা হেফাজতেও অনেকের মৃত্যু ঘটছে। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতে গত আগস্ট থেকে এই জুন পর্যন্ত বিভিন্ন বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ২৭ জন, আর কারা হেফাজতে মারা গেছেন ৫৯ জন।[৩৮৮] তবে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের তথ্য মোতাবেক, এই সংখ্যা কিছুটা বেশি। তাদের মতে একই সময়ে ৪৩ জন বিচারবহির্ভূতভাবে ও ৭৭ জন কারা হেফাজতে মারা গেছেন।[৩৮৯]

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে বাঙালি-আদিবাসীদের সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ছয়জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি সদরে মো. মামুন নামে এক যুবককে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পরে মামুনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আদিবাসী-বাঙালি সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯ সেপ্টেম্বর দীঘিনালা ও খাগড়াছড়ি সদরে দোকানপাটে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ করা হয়। ২০ সেপ্টেম্বর এ ঘটনার জের ধরে রাঙামাটিতে সংঘর্ষ হয়, দোকানপাট ও বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়। পরে ২০ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এসব ঘটনায় দুই জেলায় সেসময় পাঁচটি মামলা হয়। ১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের অভিযোগে খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল

---

[৩৮২] *প্রথম আলো*, 'দাবি মেনে নেওয়ায় শ্রমিকেরা খুশি, গাজীপুরে কারখানার পরিস্থিতি স্বাভাবিক', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/if6ap0qexh (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৩৮৩] *প্রথম আলো*, 'ছয় মাসে ৫২৯ "রাজনৈতিক সহিংসতায়" ৭৯ জন নিহত', ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8bgli28ls1 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৮৪] *প্রথম আলো*, 'গাজীপুরে ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকদের ৮৩ বার মহাসড়ক অবরোধ', ১৭ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ue6roftxhv (2৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৮৫] *প্রথম আলো*, 'তিন শিল্প এলাকায় সাত মাসে বন্ধ ৯৫ কারখানা', ৫ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/industry/15qa733bxi (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৮৬] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'কী আছে শ্রমিকদের ভাগ্যে, কোন পথে আন্দোলন?', ১৫ জুন ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/902860 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৮৭] *জাগো নিউজ*, 'মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জঙ্গিসহ জেল পালানো ৭০০ বন্দির খোঁজ নেই', ১০ মে ২০২৫, https://www.jagonews24.com/national/news/1020707 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৮৮] https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQnKnoh1g8aK6dlsyIeshfpmGwYWZOMBIJjLi5qvxP7vtJfneGF_i2r8ADySYqHVA/pubhtml; https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSyH4hSQJcdC4vF7rle3YBe3dQfgfyLPro5QS9JpBn3ERLvG-caYbfuJCIm7eZKfg/pubhtml

[৩৮৯] https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php

স্কুল অ্যান্ড কলেজের আবুল হাসনাত মুহাম্মদ সোহেল রানা নামের শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যার পর আদিবাসী ও বাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন।[৩৯০]

৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর হিন্দু সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। কোথাও বাড়িঘরে, কোথাও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে, কোথাও উপাসনালয়ে হামলা-ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। আবার এসব হামলাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ভারতীয় মূলধারার কিছু গণমাধ্যমে অনেক অপতথ্যও ছড়ানো হয়েছে। ৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে চালানো অনুসন্ধানে প্রথম আলোর তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে এসব হামলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২ জন নিহত, অন্তত ১ হাজার ৬৮টি ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও ২২টি উপাসনালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং ১ হাজার ৬৮টি স্থাপনার মধ্যে অন্তত ৫০৬টির মালিক আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হিন্দুধর্মাবলম্বী ছাড়া এসময় হামলা হয়েছে খ্রিষ্টান ও আহমদিয়া সম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপর। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান কাপেং ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁওয়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপর অন্তত ১০টি হামলায় অন্তত ১৮টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর অথবা অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। আহমদিয়া সম্প্রদায় জানিয়েছে, পঞ্চগড়, রংপুর, রাজশাহী, নীলফামারী, ঢাকার মাদারটেক, শেরপুর ও ময়মনসিংহে হামলায় তাঁদের ১৩৭টি বাড়িঘর ও ৬টি আহমদিয়া মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৩৯১]

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মাসিক প্রতিবেদনমতে, আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ সময়ে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১৩৫টি। এসব ঘটনায় ৬৮৯টি ঘরবাড়ি, উপাসনালয়, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাংচুর-লুট করা হয়েছে। আর নিহত হয়েছেন ৪ জন। আর মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের মতে একই সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর ২৭২টি হামলা হয়েছে।[৩৯২] এসব পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বেশিরভাগ হামলাই মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হয়েছে। সম্প্রতি ১০ জুলাই ২০২৫, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সরকার পতন-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অবস্থা তুলে ধরে। ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট থেকে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩৩০ দিনে সারাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর ২ হাজার ৪৪২টি সহিংসতার ঘটেছে। এর মধ্যে গত ৪ আগস্ট ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট সংঘটিত সহিংসতার ঘটনা ২ হাজার ১৮৪টি। আর ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মোট সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ২৫৮টি। অর্থাৎ ২০২৫ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এর ঘটনা ঘটেছে ১২৫টি এবং উপাসনালয়ে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এর ঘটনা ১২৩টি। এছাড়া ২১ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৫০ জন সংখ্যালঘু হত্যার শিকার ও ২৯ জন সংখ্যালঘু নারী ও কিশোরী ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৫০ জনের মধ্যে ২৭ জন গত ৬ মাসে নিহত হয়েছেন।[৩৯৩] তবে এর কিছুদিন পর ১৫ জুলাই, পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এর প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। ঐক্য পরিষদ এ বছর ২৭ জনের মৃত্যুর কথা জানালেও এর কোনটিই সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িকতার কারণে হয়নি বলে পুলিশের তদন্তে পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ পুলিশ আরও জানায়, ২৭ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় ২২টি হত্যা মামলা এবং ৫টি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। এসব মামলায় দেখা যায়, জমিজমা সংক্রান্ত পারিবারিক বিরোধে ২ জন, মাদক কেনাবেচা সংক্রান্ত বিরোধ, ডাকাতির ঘটনায় ৭ জন, আত্মহত্যার ফলে ৩ জনসহ নানা ঘটনায় ২৭ জন মৃত্যুবরণ করেন। এসব হত্যায় মোট ৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া ঐক্য পরিষদের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত যে ১ হাজার ৭৬৯টি সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হয়েছে, পুলিশ তা যাচাই করে ১ হাজার ৪৫৭টি ঘটনার সত্যতা পেয়েছে। পাশাপাশি এর ভেতর ১ হাজার ২৩৪টি ঘটনা রাজনৈতিক বিরোধসংক্রান্ত, ১৬১টি ঘটনা অসত্য। এবং এসবের মোট ৬২টি ঘটনায় মোট ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[৩৯৪]

দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি ও উপাসনালয়ে হামলার ঘটনা তদন্তে 'সংখ্যালঘু কমিশন' গঠনের দাবি জানিয়েছে 'সংখ্যালঘু অধিকার আন্দোলন' নামের একটি সংগঠন। তবে এসব সংগঠন যেসব দাবি করছে সেগুলোর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এই কয়টি ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হামলা হয়েছে, আর কতটা সরকার ঘনিষ্টদের ওপর ক্ষোভের অংশ হিসেবে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। অনেকক্ষেত্রে হামলার গুজবও ছড়ানো

[৩৯০] *প্রথম আলো*, 'খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যার পর উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা', ০১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4o2rfk9tnz (২ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩৯১] *প্রথম আলো*, '৫-২০ আগস্ট: হামলার শিকার সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৬৮', ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/6bm2lfn7bz (১৩ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩৯২] https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php; https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQnKnoh1g8aK6dlsyIeshfpmGwYWZOMBIJjLi5qvxP7vtJfneGF_i2r8ADySYqHVA/pubhtml; https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSyH4hSQJcdC4vF7rle3YBe3dQfgfyLPro5QS9JpBn3ERLvG-caYbfuJCIm7eZKfg/pubhtml

[৩৯৩] https://www.bhbcop.org/publications/press-releases (১০ জুলাই ২০২৫ এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি)

[৩৯৪] *প্রথম আলো*, 'হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিল পুলিশ সদর দপ্তর', নিজস্ব প্রতিবেদক, ১৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/qzbuejic99 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

হয়েছে।[৩৯৫] তবে পুরো বছরজুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়কে ঘিরে বেশকিছু ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়। ২০২৪ সালের চট্টগ্রামে ইসকন নিয়ে একটি ফেসবুক পোস্ট ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় করা মামলায় যৌথ বাহিনী মোট ৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য, হাজারী লেনের এক ব্যবসায়ীর দেওয়া ইসকনবিরোধী (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ) ফেসবুক পোস্ট ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।[৩৯৬] ২৬ নভেম্বর ২০২৪ সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন নামঞ্জুর করার ঘটনায় চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে চিন্ময়ের অনুসারী ও পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়, আহত হয় অন্তত ২০ জন। উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের লালদীঘির মাঠে ২০২৪ সালের ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের আয়োজিত মহাসমাবেশে জাতীয় পতাকা অবমাননার এক রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলাকারী বিএনপি নেতা ফিরোজ খানকে পরে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।[৩৯৭] সম্প্রতি লালমনিরহাটে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে ‘মব’ তৈরি করে নরসুন্দর বাবা ও ছেলেকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে উত্তেজিত জনতা। ঘটনার পর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরনবী অভিযুক্তদের নামে যাবজ্জীবন বা ফাঁসি হয় এমন কঠিন মামলা দেওয়ার কথা বলে জনতাকে আশ্বস্ত করেন। সামাজিক মাধ্যমে এটি ব্যপক সমালোচিত হয়।[৩৯৮] অতি সম্প্রতি রংপুরের গঙ্গাচড়ায় ফেসবুকে এক হিন্দু কিশোরের মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অবমাননার অভিযোগে ১৫টি বাড়ি ভাংচুর-লুটপাট করে এলাকাবাসী। এ ঘটনার দুইদিন পরে একটি মামলা হয়, এবং প্রশাসনের উদ্যোগে ভাঙচুরকৃত ঘরবাড়ি মেরামত করে দেওয়া হয়।[৩৯৯]

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলার অভিযোগ এনে এর প্রতিবাদে দুই মাস ধরে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা। তবে এসব দাবি বাস্তবায়নে সরকার থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪০০] পাশাপাশি সংখ্যালঘু কমিশন না করা, বিদ্যমান সংস্কার কমিশনগুলোয় সংখ্যালঘু প্রতিনিধি ও তাদের দাবিদাওয়ার অনুপস্থিতির অভিযোগ উঠেছে।[৪০১]

এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় মিলিয়ে ৫০টির বেশি মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, যেসব ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এর মতে বাংলাদেশে এই প্রথম ঘোষণা দিয়ে মাজারে আক্রমণ করা হয়েছে। অনেক জায়গায় একাধিকবার আক্রমণ হয়েছে, বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাজারের স্থাপনা, যা ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি অবমাননাকর আঘাত। পরবর্তীতে ১৮ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, দেশে গত ৪ আগস্ট থেকে পরবর্তী সাড়ে ৫ মাসে ৪০টি মাজার, সুফি সমাধিস্থল ও দরগাহে ৪৪টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ৪৪টি হামলার ঘটনাতেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৩ জনকে। অন্তর্বর্তী সরকার মাজারে যেকোনো হামলার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স (শূন্য সহনশীলতা) নীতি গ্রহণ করেছে। যদিও অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে দেশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থাপনা এবং সুফি মাজারে হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার কথা জানানো হয়েছিল।[৪০২] একই সময়ে বিশ্ব সুফি সংস্থা নামের একটি সংগঠন দেশে মাজার ও দরবারে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বলে দাবি করে।[৪০৩] সর্বশেষ ১২ জুলাই বিডি ডাইজেস্টের অনুসন্ধানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ১০৪টি মাজারে হামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া ৭টি মাজার ও দরগায় বাৎসরিক ওরস বন্ধের তথ্যও পাওয়া গেছে।[৪০৪]

---

[৩৯৫] আকবর হোসেন, ‘বাংলাদেশে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘিরে হিন্দুদের বারবার শঙ্কায় পড়তে হয় কেন?’, *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ২৭ অগাস্ট ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/c0mnlx711kmo (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩৯৬] *প্রথম আলো*, ‘চট্টগ্রামের হাজারী লেনে সংঘর্ষের ঘটনায় ৫৩ জন কারাগারে, ০৭ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/dsqvo7dfk7 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩৯৭] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ‘চট্টগ্রামে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন ঘিরে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, আইনজীবীর মৃত্যু’, ২৬ নভেম্বর ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/ce8yr1gnp3ro (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৯৮] *প্রথম আলো*, ‘লালমনিরহাটে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বাবা-ছেলেকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ, ওসির বক্তব্য ঘিরে সমালোচনা’, ২৪ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/mqhxhchwne (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩৯৯] *প্রথম আলো*, ‘হামলার দুদিন পর মামলা, প্রশাসনের উদ্যোগে ভাঙা বসতবাড়ি মেরামত’, ৩০ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=30724dfd82e&eid=1&imageview=0&epedate=30/07/2025&sedId=1 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৪০০] তাফসীর বাবু, ‘আওয়ামী ভোটব্যাংক’ কিংবা ‘ভারতপন্থী তকমা’ থেকে বের হতে চান হিন্দু নেতারা’, *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/cvg34zQz94mo (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[৪০১] https://www.bhbcop.org/publications/press-releases (১০ জুলাই ২০২৫ এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি)

[৪০২] *প্রথম আলো*, ‘সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ’, ০১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et (২ অক্টোবর ২০২৪)।

[৪০৩] *প্রথম আলো*, ‘ছয় মাসে ৮০ মাজারে হামলা, বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি’, নিজস্ব প্রতিবেদক, ২৩ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/lharp6v3y6 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪০৪] *বিডি ডাইজেস্ট*, ‘পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে’, ১১ জুলাই ২০২৫, https://bddigest.com/news/28094/ (২৯ জুলাই ২০২৫)।

দেশে নারীদের প্রকাশ্যে হেনস্তা করা, ধর্ষণ-নিপীড়নের ঘটনাও বাড়ছে। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির তথ্যানুসারে, এ বছরের প্রথম ছয় মাসে কমপক্ষে ১ হাজার ৪২ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হন কমপক্ষে ৪৭৬ জন, যাঁদের মধ্যে ২৯২ (৬০ ভাগ) জন ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে ১১০ (২২ শতাংশ) জন নারী ও কন্যাশিশু দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হন এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ১৪ জনকে। যে ২৫৩ জন নারী ও কন্যাশিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শিশু ১৪৩ জন।[৪০৫] এছাড়া মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের মাসিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সরকার পতন-পরবর্তী ১১ মাসে ৭৮৩ জন নারী ও শিশু ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময় মব তৈরি করে নারীদের প্রকাশ্যে হয়রানির শিকার হতে দেখা গেছে। এক্ষেত্রে রংপুরের তারাগঞ্জে ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের নেতৃত্বে নারীদের ফুটবল খেলা বন্ধ করা[৪০৬], হেফাজতে ইসলামের আলটিমেটামের পর নারী অধিকারকর্মী ও কলেজের সহকারী অধ্যাপক নাদিরা ইয়াসমিনকে সাতক্ষীরা সরকারি কলেজে বদলি করা[৪০৭], নারী তারকাদের শোরুম উদ্বোধনে বাধা[৪০৮], ধূমপানের কারণে রাজধানীর লালমাটিয়ায় দুই তরুণীকে রাস্তায় শারীরিক লাঞ্ছনা[৪০৯], মিরপুরে তরুণীকে হেনস্তার[৪১০] ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তবে এসবের কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের আটক করা হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে হয়নি।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দেশের ২২টি জায়গায় শিল্পকলা একাডেমিতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে; প্রতিবাদের মুখে শিল্পকলায় নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করতে হয়েছে।[৪১১] এছাড়া মেলা আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। একজন অভিনেত্রীর একটি বিপণিবিতান উদ্বোধনে বাধা দেওয়া হয়েছে।[৪১২] টাঙ্গাইলে ওলামা পরিষদের দাবীর মুখে 'তাণ্ডব সিনেমা প্রদর্শনি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[৪১৩]

আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর সচিবালয় ও জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠী/ শ্রেণি-পেশার নানা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে দেখা গেছে। এর মধ্যে সচিবালয় ঘেরাও করে আনসার সদস্যদের বিক্ষোভ[৪১৪], এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন, এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াদের পাস করিয়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন[৪১৫], কয়েকজন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও আরও কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দেশব্যাপী 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি[৪১৬], চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের

---

[৪০৫] *প্রথম আলো*, 'ছয় মাসে ৫২৯ 'রাজনৈতিক সহিংসতায়' ৭৯ জন নিহত', ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8bgli28ls1 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪০৬] *প্রথম আলো*, 'তারাগঞ্জে নারীদের ফুটবল ম্যাচ বন্ধের ডাকের পর প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারি', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/61i85942lz (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪০৭] *প্রথম আলো*, 'হেফাজতের আলটিমেটামের পর কলেজশিক্ষক নাদিরা ইয়াসমিনকে নরসিংদী থেকে সাতক্ষীরায় বদলি', ২৬ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/gmq8hklzgn (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪০৮] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'অনুষ্ঠানে যেতে কেন বারবার বাধার মুখে নারী তারকারা?', ৩১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c9839dp2lx0o (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪০৯] *প্রথম আলো*, 'লালমাটিয়ায় দুই তরুণীকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে রিংকুকে হেফাজতে নিল পুলিশ', ১০ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ahj1s7u8cr (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪১০] বাংলা ট্রিবিউন, 'মিরপুরে জুতা কিনতে গিয়ে হেনস্তার শিকার তরুণী, অভিযুক্ত আটক', ২৬ মার্চ ২০২৫, https://www.banglatribune.com/891831 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪১১] *প্রথম আলো*, 'শিল্পকলায় বিক্ষোভের মুখে নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ', ০৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/f1698mkfim (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'শঙ্কা হয়েছিল শিল্পকলা একাডেমিও 'আক্রান্ত হতে পারে', ০৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/entertainment/drama/65kake4j5j (৬ নভেম্বর ২০২৪);

[৪১২] *প্রথম আলো*, 'ব্যবসায়ী ও তৌহিদি জনতা'র বাধা, শোরুম উদ্বোধন করতে পারেননি মেহজাবীন', ০৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/entertainment/tv/8mmearhm6o (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৪১৩] *প্রথম আলো*, 'টাঙ্গাইলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ, হুমকি ও নিরাপত্তাহীনতার কথা জানালেন আয়োজকেরা', ১১ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/btn3z17xs4 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪১৪] 'রেস্ট প্রথা' বাতিল করে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে গত ২৫ আগস্ট সারাদিন সচিবালয় অবরোধ করে রেখেছিলেন আধা-সামরিক বাহিনীর প্রায় ১০ হাজার আনসার সদস্য। আলোচনার মাধ্যমে বিকালে সরকারের পক্ষ থেকে 'রেস্ট প্রথা' বাতিল ঘোষণা করা হলেও আন্দোলন না থামিয়ে তারা সচিবালয়ের ঋণেরে ঢুকে পড়েন। পরে ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর তারা পালাতে বাধ্য হন। এ সময় অবরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতার সাড়ে তিনশ'রও বেশি আনসার সদস্যকে গ্রেফতার দেখিয়ে পরবর্তী সময়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

[৪১৫] এসএসসির সব বিষয় 'ম্যাপিং' করে 'বৈষম্যহীনভাবে' এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দাবিতে একদল শিক্ষার্থীর বিক্ষোভ-অবরোধের মুখে পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার। এ বছরের এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ৩০ জুন। সাতটি পরীক্ষা হওয়ার পর সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে কয়েক দফায় পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। তখন পর্যন্ত ছয়টি বিষয়ের পরীক্ষা বাকি ছিল। বাকি ছিল ব্যবহারিক পরীক্ষাও। একপর্যায়ে স্থগিত পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে গত ২০ আগস্ট সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ করেন পরীক্ষার্থীরা। তখন স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিল করতে বাধ্য হয় শিক্ষা বিভাগ। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগের ঘোষণা ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fthflkb3je (২১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৪১৬] কয়েকজন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও আরো কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচিতে যায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস)। দেশের অর্ধেকের বেশি জেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা বন্ধ করে দেয় তারা। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি রয়েছে। গতকাল দেশের প্রায় ৬০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়ার সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ যেহেতু জরুবি সেবা এবং এ সংক্রান্ত স্থাপনাগুলো কি পয়েন্ট ইন্সটলেশনের (কেপিআই) আওতায় পড়ে, তাই এভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়াটা

চার দফা দাবিতে কর্মবিরতি[৪১৭], ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের প্রতিবাদে অবরোধ[৪১৮], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি থেকে অব্যাহতির দাবিতে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবিতে আন্দোলন[৪১৯], নিয়োগ বিধিমালা প্রত্যাহারে সচিবালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন[৪২০], এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আন্দোলন[৪২১] উল্লেখযোগ্য। এসব আন্দোলনের কারণে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে।[৪২২]

দেখা যাচ্ছে, সরকার গঠনের এক বছরে বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত আছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও সচিবালয়ের আশপাশে সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে পুলিশ। সে সঙ্গে প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, বিচারপতি ভবন, হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ ও মৎস্যভবন সংলগ্ন এলাকায়ও সভা-সমাবেশ না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।[৪২৩] তবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এসব স্থানে নানা দাবিতে আন্দোলন হয়েছে।[৪২৪]

সশস্ত্র বাহিনীর ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা বাড়ানোর পরও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে প্রায়ই হিমশিম খাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিশেষ করে কিছু ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বেশ অবনতি হয়। অবনতির উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা বিবৃত করা হল:

- ছাত্রনেতাদের গঠিত নতুন দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দেশব্যাপী পদযাত্রার অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জ জেলায় সমাবেশ করে। এ সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সমাবেশ স্থলে হামলা চালালে পুলিশ ও এনসিপি সমর্থকদের সাথে তাদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে ৪ জন নিহত, শতাধিক আহত হয়। পাশাপাশি ১৬ জুলাই রাত থেকে কারফিউ ও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এ ঘটনায় জেলা সদর, কাশিয়ানী, টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া থানায় মোট ১১টি মামলা করে পুলিশ। এসব মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৬৮৭ জন এবং অজ্ঞাতনামা ৯ হাজার ৫০০ জনকে আসামি করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৩৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।[425] তবে গোপালগঞ্জের ঘটনায় গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলে মনে করে আইন ও সালিশ কেন্দ্র। পাশাপাশি এনসিপির সমাবেশে হামলার ঘটনায় নাগরিকের সভা-সমাবেশের অধিকারও ক্ষুণ্ন হয়েছে। সংস্থাটির অনুসন্ধানী দল সরেজমিনে তদন্ত করে বলেছে, ৪ নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই কবর দেয়ার তাগিদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, ১৪৪ ধারা চলাকালে ১৬ জুলাই রাতে নির্বিচার নাগরিকদের আটক ও গ্রেপ্তার করার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি আটকের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়ের মতো অভিযোগও উঠেছে। নিরপরাধ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।[426]

- ২০২৫ সালের ২১ জুলাই দুপুর বেলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দোতলা ভবনে বিধ্বস্ত হয় এবং তাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এ ঘটনায় এখন

আইনবিরুদ্ধ বলে জানান খাত সংশ্লিষ্টরা। সূত্র: *বিবিসি*, 'ভোগান্তি তৈরি করে পল্লী বিদ্যুতের শাটডাউন কেন, যা জানা গেল', ১৮ অক্টোবর, ২০২৪, https://www.kalerkantho.com/online/national/2024/10/18/1436535 (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

[৪১৭] ৩১ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগে কর্মরত দুজন চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষার্থীরা চার দফা দাবিতে ১ সেপ্টেম্বর থেকে কর্মবিরতিতে যায়। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'সেনা বিজিবি মোতায়েন, বহির্বিভাগ চালু', ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৪১৮] ডেইলি স্টার, 'মহাখালী, আগারগাঁও, মাজার রোডে ব্যাটারি-রিকশা চালকদের অবরোধ', ২১ নভেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-630961 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪১৯] *প্রথম আলো*, 'সাত কলেজ ও ঢাবি শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ ছড়িয়েছে নিউ মার্কেট এলাকায়', ২৭ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/76ic6g5xon (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪২০] *ইত্তেফাক*, 'সচিবালয়ের ভেতরে-বাইরে বিক্ষোভ', ২৮ মে ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/444613/6835ed48bff0e (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪২১] *ইত্তেফাক*, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করার দাবি', ১৯ মে ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/440230/6829ff49533de (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪২২] *প্রথম আলো*, 'কারিগরি শিক্ষার্থীদের আন্দোলন: সাতরাস্তায় ৬ ঘন্টা অবরোধ, ভোগান্তি', ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪; *প্রথম আলো*, 'চাকরির বয়সসীমা ৩৫ করার দাবি - চাকরিপ্রত্যাশীদের সাড়ে আট ঘন্টা শাহবাগ মোড় অবরোধ', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪; 'শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা: যৌথ বাহিনীর অভিযানে গাজীপুর ও সাভারে আটক ১৪ জন', *প্রথম আলো*, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

[৪২৩] রফিকুল ইসলাম সবুজ, 'জনপ্রশাসনে গতি ফেরাতে চুক্তি বাতিল, নতুন নিয়োগ', *সময়ের আলো*, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=283992 (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৪২৪] আরমান ভূঁইয়া, 'নিষেধাজ্ঞার পরও যমুনা-কেন্দ্রিক আন্দোলন: আইন প্রয়োগে ব্যর্থতা নাকি কৌশলী ভূমিকা?', *বাংলা ট্রিবিউন*, ২২ মে ২০২৫, https://www.banglatribune.com/899783 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪২৫] *প্রথম আলো*, 'গোপালগঞ্জে সহিংসতার ঘটনায় নতুন আরও একটি মামলা, আসামি ৩৩৭ জন', ২৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/cxih019w7z (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪২৬] *প্রথম আলো*, 'গোপালগঞ্জে সহিংসতার ঘটনায় 'গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে'', ২৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/9vkn2nuebd (২৯ জুলাই ২০২৫)।

পর্যন্ত ৩৫ জন নিহত ও আহত ৪৮ জন।[427] উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ওপর সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিচার্জ করার অভিযোগ আসে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা পরদিন স্কুলে অন্তবর্তী সরকারের প্রেস সচিব, শিক্ষা উপদেষ্টা ও আইন উপদেষ্টাকে ৯ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। আহতদের যখন হাসপাতালে নেওয়ার সময়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের দলবল নিয়ে হাসপাতালে ভীড় করা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। দুর্ঘটনার পরদিন এইচএসসি পরীক্ষা থাকলেও সেটি স্থগিতের সিদ্ধান্ত আসে রাত ৩টায়। ফলে জনপরিসরে ব্যপক সমালোচনা শুরু হয়, শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা সচিবের পদত্যাগ দাবি করা হয়। পরে শিক্ষাসচিবকে প্রত্যাহার করে অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়। পরদিন এইচএসসি শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে সচিবালয় ঘেরাও করে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়। পাশাপাশি, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিমান প্রশিক্ষণের চর্চা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।[428] এই মর্মান্তিক ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার সমন্বয়হীনতা ও ব্যর্থতার নজির স্থাপন করেছে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন।

২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট সময়ে গণহত্যায় জড়িত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে বলে দেখা যায়। তবে পুলিশের নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহ লক্ষ করা গেছে যা তাদের পেশাদারিত্বের ঘাটতিকে নির্দেশ করে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রান্তিক ও ভিন্নমতের জনগোষ্ঠীর আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়ীদের চিহ্নিত করা, তদন্ত করা ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এছাড়া শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কারাগার থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সামরিক বাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করলেও জবাবদিহি কার কাছে তা পরিষ্কার করা হয়নি। বিভিন্ন বাহিনীর অভিযানে বিচারবহির্ভূত হত্যা[৪২৯] এবং বিতর্কিত কার্যক্রম[৪৩০] চলমান রয়েছে বলেও দেখা যায়। এছাড়া মব সহিংসতা বৃদ্ধি ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মব থেকে দাবি আদায়ে সাফল্য, ঢালাওভাবে মামলায় আসামী হিসেবে নাম দেওয়া, গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ, রাজনৈতিক চাপ বাড়লে গ্রেপ্তার বৃদ্ধির অভিযোগ, আন্দোলন দমন করতে পুলিশের কার্যক্রমে বৈষম্য, কোনো পক্ষের প্রতি নমনীয় মনোভাব, কোনো পক্ষের ওপর নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আন্দোলন দমাতে পুলিশের নির্যাতন ও সামাজিক অসহনশীলতা রোধে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।[৪৩১]

বিচারিক সেবা

প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব গ্রহণের পর সহজভাবে জনগণকে সেবা দেওয়া এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে কর্মরত সহকারী রেজিস্ট্রার হতে তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ১৮ সেপ্টেম্বর ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান

---

[৪২৭] *প্রথম আলো*, 'দুই ঘণ্টার ব্যবধানে শিশুসহ মারা গেল দুজন, নিহত বেড়ে ৩৫', ২৬ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ljim7bgvjv (২৯ জুলাই ২০২৫); সারাবাংলা, 'মাইলস্টোনে বিমান বিধ্বস্তে নিহত বেড়ে ৩৪, চিকিৎসাধীন ৪৮', ২৭ জুলাই ২০২৫, https://sarabangla.net/news/post-1036316 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪২৮] কাদির কল্লোল, 'বিমান বিধ্বস্তের পর পরিস্থিতি সামলাতে সরকারের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ২৪ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cp3le0l82eko (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪২৯] সেপ্টেম্বরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে বা হেফাজতে ৯ জন নিহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'সেপ্টেম্বরে গণপিটুনির ৩৬ ঘটনায় ২৮ মৃত্যু', ০৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ocsv2u3djq (৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'খুলনায় 'গণপিটুনিতে' সাবেক শ্রম প্রতিমন্ত্রীর ভাগনে নিহত', ০৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/8nluljdhmq (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'গণপিটুনির কোনো ঘটনার কথা জানেন না এলাকার মানুষ', ০৫ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ldgb0qwy4h (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, ময়মনসিংহে যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক যুবদল নেতার মৃত্যু, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/q3jt97aej5 (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)

[৪৩০] *প্রথম আলো*, 'অস্ত্র উদ্ধার ও আসামি গ্রেপ্তারে দস্তগীরের বাসায় অভিযান: ডিবি', ২৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/0rfqkf3rh6 (২৮ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিল সাইফুলকে: আইএসপিআর, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/us40hgjoic (১ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'শাহজালাল বিমানবন্দরে এপিবিএনের অফিস দখলের অভিযোগ, থানায় জিডি, ০১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/4ko3eys0f6 (৬ নভেম্বর ২০২৪); *বাংলা ট্রিবিউন*, 'নাশকতার পরিকল্পনা, গোয়েন্দা তথ্যে বাড়ি ঘিরে আ.লীগ নেতাকে আটক', ০২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/countRy/dhaka/871071/ (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৪৩১] *প্রথম আলো*, 'পেশাদার পুলিশ চাইলে এখনই সংস্কার জরুরি', ০৩ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/0h8khctq01 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

করেন।[৪৩২] এছাড়া দেশের আট বিভাগের অধস্তন আদালত মনিটরিংয়ে ১৩টি মনিটরিং কমিটি গঠন করে দেন প্রধান বিচারপতি, যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের ১৩ জন বিচারপতিকে।[৪৩৩]

হাইকোর্টের মামলার তদন্তে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন এবং তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৪৩৪] দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন কয়েকটি মামলার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। যেমন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৪৩৫] তবে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) পক্ষ থেকে তদন্ত প্রতিবেদন এখনো জমা পড়েনি।[৪৩৬] সাগর-রুনি হত্যা মামলা, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র তনুর হত্যাকাণ্ড, এবং সিলেটের শিশু রাজনসহ আরও বেশ কিছু আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার এখনো ঝুলে আছে। এসব মামলার ক্ষেত্রেও তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং দুর্বল অভিযোগপত্রের কারণে বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে।

বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও নানা কারণে রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও নিরীহ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সুপারিশের লক্ষ্যে জেলা ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন করা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সভাপতি করে জেলা পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। সদস্যরা হলেন পুলিশ সুপার, মহানগর এলাকার জন্য পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি), পাবলিক প্রসিকিউটর, মহানগর এলাকার মামলাগুলোর জন্য মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে সভাপতি করে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা), যুগ্ম-সচিব (আইন), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যিনি যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের নিচে নয়), উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সহকারী সচিব, আইন-১ শাখা, জননিরাপত্তা বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি থাকবেন এই কমিটিতে। জেলা কমিটির কাছ থেকে সুপারিশ প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কমিটি সুপারিশগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এবং প্রত্যাহারযোগ্য মামলা চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত ও মামলা প্রত্যাহারের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।[৪৩৭] তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিসির নেতৃত্বাধীন কমিটি মামলা প্রত্যাহার কার্যক্রমে বেশ ধীরগতিতে চলছে। হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের জন্য জেলা কমিটির সভাপতির কাছে আবেদনের শেষ সময় ছিল গত ৩১ ডিসেম্বর, কিন্তু এসময়ের মধ্যে কোনো কমিটি মন্ত্রণালয়ে তালিকা পাঠাতে পারেনি। পরবর্তীতে তালিকা পাঠানোর সময় বৃদ্ধি করা হয়। বেশির ভাগ ডিসি মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব না পাঠানোর কারণে আইন মন্ত্রণালয় সলিসিটরের মাধ্যমে প্রত্যাহারযোগ্য মামলার তালিকা সংগ্রহ শুরু করেন। পাশপাশি আইন মন্ত্রণালয় জেলা ও মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটরদের (পিপি) সরাসরি মামলা প্রত্যাহারে সুপারিশ করার দায়িত্ব দেয়।

২১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ডিসি ও পিপিরা গত সাড়ে ৯ মাসে ১৬ হাজার ৯৪০টি রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন পাঠিয়েছেন। পরে আইন মন্ত্রণালয় ২১টি সভা করে ১৫ হাজার ৬০০টি মামলা প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করে। এর মধ্যে ডিসিদের পাঠানো মামলার সংখ্যা প্রায় এক হাজার। বাকি ১৪ হাজার ৬০০টি মামলা পিপি ও রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে তথ্য

---

[৪৩২] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'প্রধান বিচারপতির ১২ দফা নির্দেশনা', ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, http://www.bd-pratidin.com/first-page/2024/09/26/1032164 (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪)। নির্দেশনাগুলো হলো - ১. দায়িত্ব পালনে কোড অব কন্ডাক্ট যথাযথভাবে পালন করতে হবে; ২. দায়িত্ব পালনকালে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে; ৩. সেবাগ্রহীতাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে সেবা নিশ্চিত করতে হবে; ৪. সেবা প্রদানের সময় কোনো বিলম্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য করতে হবে; ৫. সেবাগ্রহীতাদের কোনো প্রকার হয়রানি করা যাবে না; ৬. সুপ্রিম কোর্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে; ৭. প্রতিটি শাখায় প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন সম্পন্ন করতে হবে এবং কোনো কাজ পেন্ডিং রাখা যাবে না; ৮. প্রত্যেক শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রারদেরকে তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখাসমূহে প্রতিদিন সরেজমিনে মনিটর করতে হবে; ৯. প্রত্যেক শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রারগণ তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে স্ব স্ব অতিরিক্ত রেজিস্ট্রারদেরকে (শেখ মো. আমিনুল ইসলাম, আপিল বিভাগ, মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন এবং আলমগীর মুহাম্মদ ফারুকী, হাই কোর্ট বিভাগ) নিয়মিত অবহিত করতে হবে; ১০. এই মনিটরিং কার্যক্রম ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু; ১১. প্রতি চার সপ্তাহ পর পর অতিরিক্ত রেজিস্ট্রারগণ মনিটরিং কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল আপিল বিভাগ ও হাই কোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রারের নিকট রিপোর্ট করবেন; ১২. যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী আচরণবিধি এবং উপরিউল্লিখিত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো সেবাগ্রহীতাকে হয়রানি করেন বা আর্থিক লেনদেন করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

[৪৩৩] দ্যা সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ (হাইকোর্ট ডিভিশন রুলস), ১৯৭৩ অনুযায়ী 'মনিটরিং কমিটি ফর সাবঅর্ডিনেট কোর্টস' গঠন করা হয়। সূত্র: *সময় নিউজ*, 'নিম্ন আদালত মনিটরিংয়ের দায়িত্বে হাইকোর্টের ১৩ বিচারপতি', ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.somoynews.tv/news/2024-09-07/QWNAvDs5 (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৪৩৪] *প্রথম আলো*, 'তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ', ১ অক্টোবর ২০২৪।

[৪৩৫] *প্রথম আলো*, 'সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তে টাস্কফোর্স গঠন', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/y6b79fo1ym (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[৪৩৬] *প্রথম আলো*, 'সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ পেছাল ১১৯ বার', ০৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/80lwl2yvy1 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৩৭] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারে কমিটি', ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/others/864369/ (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)। উল্লেখ্য, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর আওতাধীন মামলাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলাগুলো 'দ্য ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট', ১৯৫৮-এর ১০(৪) ধারার বিধানমতে কমিশনের লিখিত আদেশ ব্যতীত প্রত্যাহার করা যায় না। যে কারণে এ ধরনের মামলা চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করতে হবে। এসব মামলার বিষয়ে করণীয় পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে।

পেয়ে প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করা হয়। এসব মামলার মধ্যে ১৭তম সভা পর্যন্ত জিও জারি করা হয়েছে ১১ হাজার ১৫৫টি। তবে মামলাগুলো মাঠ পর্যায়ে যথাযথ যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন বলে স্থানীয় পুলিশ, প্রশাসকরা জানাচ্ছেন।[৪৩৮]

সাবেক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যেমন মানহানির মামলা থেকে বিএনপির চেয়ারপারসন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মহাসচিব, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, স্থায়ী কমিটির সদস্যদের খালাস দেওয়া হয়েছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে,[৪৩৯] নাশকতার মামলা থেকে খালাস,[৪৪০] এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দণ্ড মওকুফ[৪৪১] করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়াকে দেওয়া সাজার রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেন আপিল বিভাগ। পৃথক রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার করা পৃথক লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) মঞ্জুর করেন সর্বোচ্চ আদালত, ফলে রায়ের বিরুদ্ধে এখন খালেদা জিয়া আপিল করার অনুমতি পেলেন।[৪৪২] ইতিমধ্যে বিগত আমলে দায়েরকৃত সব মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।[৪৪৩] এছাড়া আলোচিত ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার দণ্ডিতদের দণ্ড মওকুফ ও হ্রাস[৪৪৪], ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার সাজার রায় বাতিল[৪৪৫], তারকা তিন্নি হত্যায় আসামী সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক অভি খালাস[৪৪৬], মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়েত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামকে বেকসুর খালাস[৪৪৭] পেয়েছেন। সাবেক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে অব্যাহতি এবং দণ্ড মওকুফের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। একদিকে পুরনো মামলা নিষ্পন্নে ব্যর্থতা, অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে বিচার সম্পন্ন করা হয়েছে। মামলা নিষ্পন্ন নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করেছে। এছাড়া আদালত প্রাঙ্গনে বিচারক, আইনজীবী, বাদি-বিবাদীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। বিভিন্ন সময় তাদের ওপর হামলা হয় এবং আদালত প্রাঙ্গনে বিশৃংখলা তৈরি হয়।[৪৪৮] ২০২৪ সালের ২৬ নভেম্বর হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ-পরবর্তী সহিংসতায় চট্টগ্রামের আদালতে হাইকোর্টের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ নিহত হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জুন ২০২৫ সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সব আদালত চত্বরে নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষ বাহিনী গঠনে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট।[৪৪৯]

আর্থিক খাত

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর অর্থনীতির ভগ্নাবস্থা পুনরুদ্ধারে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে একটি শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।[৪৫০] এই কমিটি ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর প্রতিবেদন দাখিল

[৪৩৮] দেলওয়ার হোসেন, 'রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারে ধীরে চলছে জেলা কমিটি', *সমকাল*, ২১ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/politics/article/306470 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৩৯] *প্রথম আলো*, 'মানহানির মামলা থেকে খালাস পেলেন তারেক, ফখরুল, খসরু, গয়েশ্বর ও রিজভী', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ngrb9j8ya4 (২১ অক্টোবর ২০২৪)। মানহানির একই মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। ৩ সেপ্টেম্বর জননেত্রী পরিষদের সভাপতি এ বি সিদ্দিকের দায়ের করা মানহানিসংক্রান্ত পৃথক চারটি মামলা থেকে খালাস পান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ২২ সেপ্টেম্বর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে শাহবাগ থানায় করা মামলা থেকে অব্যাহতি পান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

[৪৪০] *প্রথম আলো*, 'বাস পোড়ানোর মামলায় খালাস পেলেন বিএনপি নেতা হাবিব উন নবী খান সোহেলসহ ১৮ জন', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/z0embmqycm (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[৪৪১] জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় আট বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় দুটি ধারায় বাবরকে ৫ বছর ও ৩ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর রায় দেওয়া হয়েছিল। সাজার রায়ের বিরুদ্ধে একই বছর আপিল করেন বাবর। এই আপিলের ওপর শুনানি শেষে রায় দেওয়া হয়। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'আট বছরের সাজা থেকে খালাস পেলেন বাবর', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/udl9bigfww (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[৪৪২] *প্রথম আলো*, 'জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলা: খালেদা জিয়ার ৫ বছর বহাল ও ১০ বছর বাড়ানো সাজার রায় স্থগিত', ১১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/2o5gh95jyd (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[৪৪৩] *ইত্তেফাক*, 'সব মামলায় খালাস পেলেন তারেক রহমান', ২০ মার্চ ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/724069 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৪৪] *প্রথম আলো*, '১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় বাবরসহ ৬ জন খালাস, পরেশ বড়ুয়ার যাবজ্জীবন', ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/t39bp1tic4 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৪৫] *ইত্তেফাক*, 'তারেক রহমানসহ সব আসামি খালাস', *ইত্তেফাক*, ০২ ডিসেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/364847/674c8d0adf86c (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪৪৬] *প্রথম আলো*, 'মডেল তিন্নি হত্যা মামলায় খালাস পেলেন সাবেক সংসদ সদস্য অভি', ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/id7pgxp3gr (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৪৭] সমকাল, 'রায় বাতিল, খালাস পেলেন জামায়াত নেতা আজহার', ২৮ মে ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/297772 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪৪৮] *ইত্তেফাক*, 'আদালত প্রাঙ্গণে আসামিদের হেনস্থা নিয়ে প্রশ্ন', ২৪ আগস্ট ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/697602 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৪৯] *কালের কণ্ঠ*, 'আদালত চত্বরের নিরাপত্তায় বিশেষ বাহিনী গঠন করতে রুল', ৩০ জুন ২০২৫ https://www.kalerkantho.com/online/Court/2025/06/30/1539663 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৪৫০] *প্রথম আলো*, 'দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠিত', ২৮ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/qxc8m4nZzz (২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

করে।[৪৫১] শ্বেতপত্রে বিদ্যমান অর্থনৈতিক চিত্র, সরকারের কৌশলগত পদক্ষেপ, এসডিজি বাস্তবায়ন এবং এলডিসি থেকে উত্তরণে করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। এছাড়া আর্থিক খাতে সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কমিটি ও টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।[৪৫২] ন্যায্য, টেকসই ও গতিশীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরিতে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়, যার উদ্দেশ্য বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের (রি-স্ট্র্যাটেজাইজিং দ্য ইকোনমি অ্যান্ড মোবাইলাইজিং রিসোর্স ফর ইকুইটেবল অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট) প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং একটি ন্যায্য, টেকসই ও গতিশীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি। 'বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ' শীর্ষক টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনটি ২০২৫ সালের ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার কাছে দাখিল করা হয়।

ব্যাংক খাত সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনর্গঠন - অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ ও পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। একইসঙ্গে ব্যাংক খাত সংস্কারের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়, যার মূল দায়িত্ব ছিলো দুর্বল ব্যবস্থাপনার উৎস চিহ্নিত করা এবং বাস্তবভিত্তিক নীতিপরামর্শ প্রদান।

রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ - আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিতের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দুই দফায় মোট ১৪টি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে নতুনভাবে গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।[৪৫৩] তবে প্রথম দফায় পর্ষদ ভাঙার পর আমানত উত্তোলনের চাপ বেড়ে যাওয়ায় কিছুদিন বিরতি নিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হওয়ায় আবারও এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এসব ব্যাংকের অনেক পরিচালক ও চেয়ারম্যান দেশত্যাগ করেছেন বা পলাতক রয়েছেন। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ব্যাংক খাতে সুশাসন ও আস্থা ফিরিয়ে আনতে চায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যদিও এটি কিছু ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ হিসেবেও সমালোচিত হয়েছে।

খেলাপি ঋণের চিত্র উদঘাটন - জুন ২০২৫ শেষে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা, যা বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ২৭.০৯ শতাংশ। এটি বিগত একবছরে বেড়েছে ৩ লাখ ১৯ হাজার ৩৭ কোটি টাকা।[৪৫৪] বিশেষ করে বিদায়ী সরকারের সময় বিতরণকৃত রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ঋণ এবং আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের নিয়মিত ঋণ খেলাপি হওয়ার ফলে এই পরিস্থিতি আরও ঘনীভূত হয়েছে। অতীতে ঋণ শ্রেণিকরণের সংজ্ঞা শিথিল এবং নিয়মিতকরণের সুযোগ থাকায় প্রকৃত চিত্রটি আড়াল ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে ঋণ শ্রেণিকরণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করায় খেলাপি ঋণের বাস্তবচিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক একীভূতকরণ - বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হলো কিছু ইসলামি ব্যাংকের দুর্বল আর্থিক কাঠামো। পাঁচটি ইসলামি ব্যাংক মিলিয়ে প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ ধরা পড়েছে, যা তাদের মোট ঋণের প্রায় ৭৭ শতাংশ।[৪৫৫] এসব ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৭৪ হাজার ৫০১ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক একিউআর (Asset Quality Review) এর মাধ্যমে এই তথ্য উদঘাটন করে বর্তমানে সংকটে থাকা ইসলামী ব্যাংকগুলোকে একটি বড় ইসলামী ব্যাংকে একীভূত করার উদ্যোগ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।[৪৫৬]

এছাড়া সরকার ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন:

- অর্থঋণ আদালত সক্রিয়করণ এবং উচ্চ আদালতের রিট নিষ্পত্তির উদ্যোগ[৪৫৭]
- বন্ড ছাড়ের মাধ্যমে পাঁচটি ব্যাংকের পুঁজিবাজার থেকে ২ হাজার কোটি টাকা উত্তোলনের অনুমোদন[৪৫৮]

---

[৪৫১] *TBS*, 'White Paper on economy submitted to CA Yunus', 1 December 2024, https://www.tbsnews.net/bangladesh/white-paper-economy-be-submitted-ca-yunus-today-1006731 (২৮ আগস্ট ২০২৪)।

[৪৫২] *বণিক বার্তা অনলাইন*, 'অর্থনীতির ভিত্তি তৈরিতে টাস্কফোর্স গঠন করল সরকার', ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://bonikbarta.net/home/news_description/398838/ (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৪৫৩] *সমকাল*, 'ব্যাংক খাত সংস্কারে টাস্কফোর্স', ১২ মার্চ ২০২৫, https://samakal.com/economics/article/285151/ (২৮ জুলাই ২০২৫)

[৪৫৪] *প্রথম আলো*, 'এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ কোটি টাকার বেশি', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/bank/q9gi9wj7hk (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৪৫৫] ওবাইদুল্লাহ রনি, 'পাওয়া গেছে ৮৫০০০ কোটি টাকার বাড়তি খেলাপি ঋণ', *সমকাল*, ১৫ জুন ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-06-15/12/2460 (১৬ জুন ২০২৫)

[৪৫৬] জেবুন নেসা আলো, 'সংকটে পড়া ইসলামী ব্যাংকগুলোকে একীভূত করতে কী কী প্রয়োজন হবে?', *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বাংলা*, ৩ জুলাই ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-360866 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৫৭] *ইত্তেফাক*, 'খেলাপি ঋণ আদায়ে আরো সক্রিয় করা হবে অর্থ ঋণ আদালত', ২০ নভেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/359345/673cbea34cddb (২১ নভেম্বর ২০২৪)

[৪৫৮] *ইত্তেফাক*, 'বন্ড ছেড়ে পাঁচ ব্যাংক তুলবে ২ হাজার কোটি টাকা', ২১ নভেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/359724/673dfe001ff24 (২২ নভেম্বর ২০২৪)।

- কৃষি খাতে ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখা, যদিও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে এ খাতে ঋণ বিতরণ আগের বছরের তুলনায় ৬.৬ শতাংশ কমেছে এবং বর্তমান সুদের হার ১৫-১৮ শতাংশ, যা কৃষকের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।[৪৫৯]

ব্যাংক খাত সংস্কারে সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ব্যাংকিং খাতের বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ, দীর্ঘদিন ধরে চলা আইনি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং সুশাসনের অভাবের কারনে ব্যাংকিং খাতের সংকট বা চাপ আরও কয়েক বছর অব্যাহত থাকার আশঙ্কা।[৪৬০]

সরকারি ঋণ ও ব্যাংক খাতের ভূমিকা - ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারের নিট ব্যাংক ঋণ ১৫,৭৫৯ কোটি টাকা। তবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরেরজন্য ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এক লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। [৪৬১] তবে ব্যাংক থেকে সরকারের এই বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ব্যাংক নোট পুনঃনকশা: বিতর্ক ও বাস্তবতা - ২০২৫ সালে নতুন ২০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি বাদ দিয়ে ঐতিহ্য, ধর্মীয় স্থাপনা ও 'জুলাই বিপ্লবের গ্রাফিতি' যুক্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক বার্তাবাহী বলেই প্রতীয়মান হয়।[৪৬২] এটা আর্থিক খাতের সংস্কারের সাথে সরাসরি যুক্ত না হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের প্রতিফলন বলেই প্রতীয়মান। নতুন নোট চাল সময়সাপেক্ষ হওয়ায় বাজারে অচল নোটের পরিমাণ বেড়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে ভোগান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের ব্যাংক খাত দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক প্রভাব ও স্বচ্ছতার অভাবে ভুগছে। পতিত সরকারের পলায়ন পরবর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক একাধিক কাঠামোগত সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও, এর বাস্তব কার্যকারিতা, জনগণের উপর প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি বর্তমানে অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয়। যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কিছুটা স্বস্তিদায়ক তথ্য এসেছে, তবুও উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাব মধ্যবিত্ত ও নিম্নআয়ের মানুষের জীবনে এখনো গভীর। জুন ২০২৫-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে ৮.৪৮ শতাংশে, যা আগস্ট ২০২৪-এ ছিল ১০.৪৯ শতাংশ।[৪৬৩] যদিও এটি কিছুটা উন্নতি নির্দেশ করে, বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার এখনো দুই অঙ্কেই রয়ে গেছে। এটি জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনমানের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে।

মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী ধারা - সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ১০ মাসের ব্যবধানে মূল্যস্ফীতির হার কমেছে ২.০১ শতাংশ। এই ইতিবাচক প্রবণতার পেছনে রয়েছে কয়েকটি সমন্বিত অর্থনৈতিক পদক্ষেপ[৪৬৪]:

- শীতকালীন মৌসুমে সবজি ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা,
- অতিরিক্ত সংকোচনমূলক (contractionary) মুদ্রানীতির প্রবর্তন করা,
- টাকার বিনিময় হারকে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রাখা,
- সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাইরেক্ট ফাইন্যান্সিং বন্ধ করা, এবং
- বাজারে ছাপানো টাকার প্রবাহ হ্রাস করা।

---

[৪৫৯] *সমকাল*, 'বাড়তি সুদের চাপে কৃষিঋণে পতন', ৬ এপ্রিল ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-04-06/12/898 (৭ এপ্রিল ২০২৫)।

[৪৬০] বাংলা ট্রিবিউন, 'কাঠামোগত ত্রুটির কারণে ২০২৬ সাল পর্যন্ত চাপে থাকবে ব্যাংক খাত: এসঅ্যান্ডপি', ১৬ জুলাই ২০২৫, https://www.banglatribune.com/business/907317/ (১৬ জুলাই ২০২৫)

[৪৬১] মো. মেহেদী হাসান, 'চলতি অর্থবছরে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ ১৬ হাজার কোটি টাকা', *ডেইলি স্টার বাংলা*, ২৯ জানুয়ারি ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/economy/bank/news-646776 (২৯ জানুয়ারি ২০২৫)।

[৪৬২] *ইত্তেফাক*, 'টাকা থেকে বাদ যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ছবি', ৯ ডিসেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/368180/6755c897be885 (১০ ডিসেম্বর ২০২৪)।

[৪৬৩] *প্রথম আলো*, '৩৫ মাসের মধ্যে জুনে সর্বনিম্ন মূল্যস্ফীতি, মূল্যস্ফীতির হার ৮.৪৮ শতাংশ', ৭ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/wwzj7wumj8 (৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৬৪] *ইত্তেফাক*, 'বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশ্লেষণ: পাঁচ কারনে মূল্যস্ফীতির হার কমছে', ৪ এপ্রিল ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/420670/67eea87d6bc47 (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

লক্ষ্যমাত্রা বনাম বাস্তবতা - বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ঘোষণা দিয়েছিলেন, জুন ২০২৫-এর মধ্যে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে, এবং পরবর্তী অর্থবছরের মধ্যে তা ৫ শতাংশে নামানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।[৪৬৫] এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য প্রশংসনীয় হলেও বাস্তবে এখনো ৮ শতাংশের ওপরে মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে, যা নির্দেশ করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আরও সময় ও কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশে মূল্যস্ফীতি ইতিমধ্যে ৫-৬ শতাংশে নেমে এসেছে, যেখানে বাংলাদেশ কিছুটা পিছিয়ে আছে। এর প্রধান কারণ হলো সরবরাহ শৃঙ্খলের সমস্যা, ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট, আমদানি নির্ভরতা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, যা বাজারে অনিশ্চয়তা বাড়ায় এবং দামের ওঠানামা ত্বরান্বিত করে।

মূল্যস্ফীতি পরিমাপে পরিবর্তন - সরকার বাজার পরিস্থিতির আরও যথাযথ চিত্র পেতে মূল্যস্ফীতি হিসাবের নতুন পদ্ধতি- "কোর ইনফ্লেশন" চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পদ্ধতিতে ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্যের দাম বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে, যা জনগণের বাস্তব ভোগব্যয়ের প্রতিফলন দেবে।[৪৬৬] তবে এই পদ্ধতি বাস্তবায়নে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও সময়মতো তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত না হলে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণের ঝুঁকি থেকেই যাবে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতি আশা জাগানিয়া হলেও তা এখনো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছায়নি। কৌশলগত সিদ্ধান্ত, নীতিনির্ধারণে বাস্তবতাভিত্তিক বিশ্লেষণ, এবং সর্বোপরি বাজারে আস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ টেকসই হবে না। মূল্যস্ফীতিকে একমাত্র পরিসংখ্যানিক চিত্র হিসেবে না দেখে এটিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

জাতীয় বাজেট ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার জাতীয় বাজেট[৪৬৭] একদিকে অর্থনৈতিক নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রচেষ্টা হলেও, এতে কাঙ্ক্ষিত কাঠামোগত সংস্কার ও ভবিষ্যতমুখী দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। অপরদিকে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের দুর্বল চিত্র[৪৬৮] ও বাজেট বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, সামাজিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক প্রভাবের প্রতিফলন। রাজস্ব প্রশাসনের অদক্ষতা ও বৈষম্যমূলক কাঠামো বাজেট বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপে জর্জরিত একটি দেশের জন্য এই বাজেট ও রাজস্ব আদায় কাঠামো জনগণের জীবনমান, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং উৎপাদনমুখী খাতের পুনর্জাগরণে কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বাজেট কাঠামো ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি - এই বাজেটে কয়েকটি ভাতা বৃদ্ধি ও কিছু কৃচ্ছ্রসাধনের ইঙ্গিত থাকলেও এটিকে অর্থনীতির গতিশীল পুনর্গঠনের রূপরেখা বলা যায় না। গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করলেও, আগের মতো অতিরঞ্জিত বা ভুয়া পরিসংখ্যান উপস্থাপনের প্রবণতা কিছুটা কমেছে-যা একটি ইতিবাচক দিক[৪৬৯]। তবে অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল এই বাজেটে অনুপস্থিত।

বিভিন্ন খাতে সংকোচন ও অগ্রাধিকারহীনতা - বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে কিছু কর্মসূচিতে উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতা বাড়ানো হলেও সামগ্রিকভাবে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলে প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আশ্রয়ণ প্রকল্প ও সঞ্চয়পত্রের সুদ যেমন বাদ পড়েছে, তেমনি নীতিগতভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের পরিধি সংকুচিত হয়েছে।[৪৭০]

---

[৪৬৫] *ইত্তেফাক*, 'মূল্যস্ফীতি ৪-৫ শতাংশে নামিয়ে আনা মূল লক্ষ্য: গভর্নর', ৫ ডিসেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/366256/675079e149e60 (৬ ডিসেম্বর ২০২৪)।

[৪৬৬] *ইত্তেফাক*, 'নতুন পদ্ধতিতে মূল্যস্ফীতির হিসাবের উদ্যোগ', ৭ ডিসেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/367135/675309ba60142 (৮ ডিসেম্বর ২০২৪)।

[৪৬৭] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, '২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন', ২২ জুন ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/economy/aac77a77d6ef (২৩ জুন ২০২৫)।

[৪৬৮] *প্রথম আলো*, 'রাজস্ব আদায় হোঁচট খেয়েছে: এনবিআর চেয়ারম্যান', ৩০ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/oecm4ikgpl (২ জুলাই ২০২৫)।

[৪৬৯] মইনুল ইসলাম, 'ভুয়া পরিসংখ্যানের সেইসব বাজেট আর এবারের বাজেট', *প্রথম আলো*, ৩ জুলাই ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/economy/bank/news-646776 (৪ জুলাই ২০২৫)।

[৪৭০] *সমকাল*, 'সামাজিক নিরাপত্তা খাত থেকে বাদ যাচ্ছে সঞ্চয়পত্রের সুদ', ১৬ মে ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-05-16/12/3843 (১৭ মে ২০২৫)।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ পূর্ববর্তী বছরের মতই ধারাবাহিক থাকলেও তা মোট বাজেটের অনুপাতে ও বাস্তব চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল।[৪৭১] শিক্ষা খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে যে গুরুত্ব পাওয়া উচিত, তা অনুপস্থিত। স্বাস্থ্য খাতেও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও অবকাঠামোগত ঘাটতি মোকাবিলায় যথাযথ বরাদ্দ অনুপস্থিত।

কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল[৪৭২] **-** ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রাথমিক বাজেটে অবৈধ আয় বা কালো টাকা সাদা করার জন্য ফ্ল্যাট ও জমি কেনায় কোনো প্রশ্ন না তোলার সুযোগ রাখা হয়েছিল। তবে ব্যাপক সমালোচনা ও জনমতের চাপে শেষপর্যন্ত এই বিতর্কিত সুযোগ বাতিল করা হয়। এই সিদ্ধান্তে সরকারের নৈতিক অবস্থান ও জনদাবির প্রতি প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হলেও, প্রথমে এই সুযোগ রাখার প্রস্তাবই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

রাজস্ব ঘাটতি - ১২ মে ২০২৫ বহুল আলোচিত 'রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ' জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার, যেখানে এনবিআর বিলুপ্ত করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামে দুইটি আলাদা বিভাগ গঠন করা হয়।[৪৭৩]তবে আলোচনা ছাড়া পেশাজীবীদের জায়গাকে সংকুচিত করে এবং অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনের জায়গাকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণে রেখে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে,[৪৭৪] এতে সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতার যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংস্কারে প্রস্তাবিত সুপারিশগুলোর মধ্যে কোনো কোনো সুপারিশ 'বেছে নেওয়া'র যে প্রবণতা (পিক এন্ড চুজ) বিদ্যমান।[৪৭৫] এই সংস্কারের ফলে বাংলাদেশের কর প্রশাসনের আধুনিকীকরণ, রাজস্ব বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ হওয়ারসম্ভাবনা থাকলেও রাজস্ব ব্যবস্থা নির্বাহী বিভাগের করায়ত্ত হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে। অপরদিকে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সুশাসন তথা স্বচ্ছতা-জবাবদিহি নিশ্চিতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে তেমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পরবর্তিতে রাজস্ব কর্মীদের আন্দোলনের পর সরকার আইন সংশোধনের ঘোষণা দেয়।[৪৭৬] তবে আন্দোলনে যুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধান, বাধ্যতামূলক অবসর ও সাময়িক বরখাস্তের পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।[৪৭৭]

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪.৬৩ লাখ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আদায় ছিল ৩.৭০ লাখ কোটি টাকা, যেখানে ঘাটতি প্রায় ৯৪ হাজার কোটি টাকা। অর্থবছরের শুরুতে মূল রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪.৮০ লাখ কোটি টাকা।[৪৭৮] এনবিআর-এর কোনো মাসেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন করতে না পারার (আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) ও আয়কর, এই তিন খাতের কোনোটিতেই লক্ষ্য পূরণ না হওয়া) পেছনে রয়েছে অব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত দুর্বলতা-বিশেষত কর ফাঁকি, কর নিবন্ধনের সীমাবদ্ধতা এবং কর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ঘাটতি। উদাহরণস্বরূপ, দেশের মহাসড়কে অবস্থিত বহু হোটেল-রেস্তোরাঁ ভোক্তাদের কাছ থেকে ভ্যাট নিলেও তা কোষাগারে জমা দেয় না। এনবিআর ৭০টি রেস্তোরাঁ চিহ্নিত করে সেগুলোর জন্য ইলেকট্রনিকস ফিসক্যাল ডিভাইস (EFD) স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে[৪৭৯], তবে এটি কার্যকর মনিটরিং ছাড়া সাফল্য পাবে না বলে আশঙ্কা করা হয়।

কর কাঠামো - আয় ও সম্পদবৈষম্য এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা সামাজিক ভারসাম্যের জন্য বিপজ্জনক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর ২০২২ সালের খানাভিত্তিক জরিপ অনুসারে দেশের ধনী ১০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মোট আয়ের ৪১ শতাংশ, আর দরিদ্র ১০ শতাংশের ভাগ মাত্র ১.৩১ শতাংশ। ১৯৭৩-৭৪ সালে এই ব্যবধান ছিল অনেক কম (২৮.৪ শতাংশ বনাম ২.৮ শতাংশ)। গিনি সহগ সূচকও এর সাক্ষ্য দেয়- ১৯৭৩-৭৪ সালে যা ছিল ০.৩৫৮, তা ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে

---

[৪৭১] তুহিন শুভ্র অধিকারী ও আরাফাত রহমান, 'শিক্ষা-স্বাস্থ্যে জোর দেওয়ার কথা বললেও বরাদ্দ বেড়েছে অল্পই', *ডেইলি স্টার বাংলা*, ৩ জুন ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/business/budget-2025-26/news-677411 (৮ জুন ২০২৫)।

[৪৭২] *প্রথম আলো*, 'কালোটাকা সাদা করার সুযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল', ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/273fxysc69 (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৪৭৩] *প্রথম আলো*, 'এনবিআর বিলুপ্ত, গঠিত হচ্ছে দুই সংস্থা', ১৩ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/ash1ipqjn5 (১৪ মে ২০২৫)।

[৪৭৪] *প্রথম আলো*, 'যেভাবে এনবিআর দুই ভাগ করা হয়েছে, তা ঠিক হয়নি: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য', ১৯ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/g79s9kkq5e (২০ মে ২০২৫)।

[৪৭৫] সেলিম রায়হান, "এনবিআর ভেঙে দুটি বিভাগ করার সিদ্ধান্ত সাহসী পদক্ষেপ", *প্রথম আলো*, ১৩ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/analysis/2j1azt0ikn (১৪ মে ২০২৫)।

[৪৭৬] *বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বাংলা*, 'আপাতত এনবিআর বিভক্তির অধ্যাদেশ কার্যকর করছে না সরকার, আগের নিয়মে কাজ চলবে', ২২ মে ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-346211(২৩ মে ২০২৫)।

[৪৭৭] *যুগান্তর*, 'এনবিআরের আরও ৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু', ১ জুলাই ২০২৫, https://www.jugantor.com/national-others/972605 (২ জুলাই ২০২৫)।

[৪৭৮] *বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বাংলা*, '২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ১ লাখ কোটি টাকার রেকর্ড রাজস্ব ঘাটতি', ১ জুলাই ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-360136 (২ জুলাই ২০২৫)।

[৪৭৯] *সমকাল*, 'মহাসড়কের ৭০ রেস্তোরাঁয় বসছে ইএফডি', ২০ এপ্রিল ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-04-20/12/4587 (২১ এপ্রিল ২০২৫)।

০.৪৯৯। এটি ০.৫০০ স্পর্শ করলেই অর্থনীতিবিদদের মতে কোনো দেশকে 'বিপজ্জনক আয়বৈষম্যের দেশ' হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪৮০]

এ প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স প্রগতিশীল করব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে, যেখানে উচ্চ আয়ের ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাড়তি কর আদায়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশে ধনীদের কর ফাঁকি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা এখনো গৃহীত হয়নি।

বাংলাদেশের বাজেট ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এখন একটি জটিল মোড়ে দাঁড়িয়ে। একদিকে রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি, অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তার সংকোচন এবং বৈষম্যের প্রকটতা-এই ত্রিমুখী চাপে দেশের অর্থনৈতিক ন্যায্যতা ও টেকসই প্রবৃদ্ধি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে।[৪৮১]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার সমন্বয়ে গঠিত। তৈরি পোশাকের ওপর উচ্চ নির্ভরতা, বৈশ্বিক রাজনীতির প্রতিক্রিয়া, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক শুল্কনীতি-এই সবই এখন রপ্তানিকেন্দ্রিক অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলছে। তবে সরকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যেমন নগদ সহায়তা সম্প্রসারণ, ট্রান্সশিপমেন্ট ব্যবস্থার বিকল্প তৈরি, এবং ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইতিবাচক দিক নির্দেশ করে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ - বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা গেলেও, তা নিয়ে সমালোচনাও রয়েছে। ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ সম্মেলনে প্রাথমিকভাবে প্রায় ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে[৪৮২], যা নিঃসন্দেহে একটি সম্ভাবনাময় সূচনা। তবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন যে, এই প্রস্তাবগুলোর কত অংশ চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কারণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ একটি জটিল, দীর্ঘমেয়াদি ও চলমান প্রক্রিয়া। বিগত সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এই খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। যদিও ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে ১৫৮ কোটি ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে[৪৮৩], কিন্তু বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সুশাসনের অভাব দীর্ঘমেয়াদে বড় ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে যখন বিদেশি অর্থায়নের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে, তখন এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত না করতে পারলে সম্ভাবনাগুলো অপচয় হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

চট্টগ্রামের বন্দরে দুইটি বড় প্রকল্পে বিদেশি বিনিয়োগের ঘোষণা দেশের অবকাঠামো খাতে বহুজাতিক আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়। পতেঙ্গার লালদিয়ার চরে ডাচ কোম্পানি এপিএম টার্মিনালস-এর ৮০০ মিলিয়ন ডলার এবং বে টার্মিনালে দুইটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত ২ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব সামুদ্রিক বাণিজ্য সক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক হবে।[৪৮৪] এ ধরনের বিনিয়োগ কেবল অবকাঠামো উন্নয়নই নয়, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও রপ্তানি-ভিত্তিক অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হতে পারে।

নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB) আগামী এক বছরে বাংলাদেশকে ১ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের ঘোষণা দিয়েছে, যা অবকাঠামো ও টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় হবে।[৪৮৫] একইসঙ্গে, বিশ্বব্যাংক সরকারকে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫ কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদন দিয়েছে।[৪৮৬] এই অর্থায়ন কাঠামোগত সংস্কার ও প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এক ইতিবাচক সুযোগ।

---

[৪৮০] *প্রথম আলো*, 'ধনীদের কাছ থেকে বেশি কর আদায়ের সুপারিশ', ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/cdqd3v8aiz (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[৪৮১] *সমকাল*, 'হয়রানির অবসান চান ব্যবসায়ীরা', ১ মে ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-05-01/12/98 (২ মে ২০২৫)।

[৪৮২] *প্রথম আলো*, '৩ হাজার ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে: বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান', ১৩ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/industry/thwoxct5wl (২৯ জুলাই ২০২৫)

[৪৮৩] *প্রথম আলো*, 'চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে', ১২ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/9kxqgngxrl (২৯ জুলাই ২০২৫)

[৪৮৪] *সমকাল*, 'চট্টগ্রাম বন্দরে ৮০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আসছে', ৯ মে ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-05-09/16/2211 (১০ মে, ২০২৫)

[৪৮৫] *ইত্তেফাক*, 'লালফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধে সরকারি পদক্ষেপ জানতে চান বিদেশি বিনিয়োগকারীরা', ৯ এপ্রিল ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/422989/67f54fffd4f8d (১০ এপ্রিল ২০২৫)

[৪৮৬] *ইত্তেফাক*, 'সরকারি খাতে কর্মদক্ষতা বাড়াতে ২৫ কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদিত', ১৫ জুন ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/450368/684d9b560709e (১৬ জুন ২০২৫)

আমদানি-রপ্তানিনির্ভর খাতে সহায়তা - বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফল থেকে তৈরি জুস ও ড্রিংকস রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে।[৪৮৭] এটি কৃষিপণ্য ভিত্তিক রপ্তানি বৈচিত্র্য বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। অপরদিকে, ডলারের দাম বৃদ্ধি আমদানিনির্ভর শিল্প খাতকে চাপে ফেলেছে। এর জবাবে যারা বিলম্বে ঋণ পরিশোধের শর্তে আমদানি করেছিল সরকার সেইসকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য ঋণ পরিশোধে আট বছরের সময়সীমা দিয়েছে।[৪৮৮] যদিও এটি ব্যবসায়ীদের কিছুটা স্বস্তি দেবে, তবুও এটি সাময়িক সমাধান। মুদ্রা বিনিময় হারের অস্থিরতা দীর্ঘমেয়াদে রপ্তানিকারকদের লাভজনকতা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগে আস্থাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে।

পুঁজিবাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলেও গত এক দশকে পুঁজিবাজারে সুশাসনের ঘাটতি এবং ধারাবাহিক অস্থিরতা এটিকে বারবার প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও এই চিত্রের কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়নি। বরং পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পুঁজিবাজার থেকে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন টাকারও বেশি অর্থ আত্মসাতের চিত্র উৎঘাটন[৪৮৯] এবং সাম্প্রতিক সময়ে বাজারে তারল্য সংকট, সূচকের পতন ও বিনিয়োগকারীদের আস্থাহীনতা পুঁজিবাজারের সংকটকে আরও গভীরতর করেছে। তবে আশার কথা হলো-বর্তমান সরকার কিছু কাঠামোগত সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যদিও সেগুলোর কার্যকারিতা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ।

পূর্ববর্তী দুর্নীতি ও আস্থার সংকট - বিগত সরকারের আমলে পুঁজিবাজার থেকে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ হয়েছিল প্লেসমেন্ট শেয়ার, আইপিও জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে। এসব অপরাধের কোনো কার্যকর তদন্ত ও বিচার না হওয়ায় সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মারাত্মকভাবে আস্থার সংকট তৈরি হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বর্তমানে সালমান এফ রহমান এবং এস আলম গ্রুপের সংশ্লিষ্ট অনিয়ম তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি শেয়ারবাজারের দরপতনের কারণ অনুসন্ধানে আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা শেয়ারবাজার সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সাম্প্রতিক কাঠামোগত পরিবর্তন ও সংস্কার - বর্তমান সরকারের উদ্যোগে পুঁজিবাজারে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো:

- পুঁজিবাজার সংস্কারের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন,[৪৯০]
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন এবং সাতজন স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ,[৪৯১]
- মূলধনি মুনাফার কর হ্রাস করে ১৫ শতাংশে নির্ধারণ।[৪৯২]

এসব উদ্যোগের মাধ্যমে বাজারে আস্থা ফেরানো এবং বিদেশি ও দেশীয় বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলছে। তবে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তনই নয়, বাস্তবায়নের কার্যকারিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই এখানে মূল চ্যালেঞ্জ।

পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি - দেশের পুঁজিবাজার এক দীর্ঘমেয়াদি পতনের চক্রে বন্দি।[৪৯৩] ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ২০২০ সালের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে-বর্তমানে মাত্র ৪,৭৮১ পয়েন্টে[৪৯৪], যা বিনিয়োগকারীদের আস্থার ঘাটতির প্রতীক। করোনা-পরবর্তী সময়েও পুঁজিবাজার এতটা দুর্বল অবস্থায় ছিল না। এর কারণ হিসেবে বিশ্লেষকরা বারবার উল্লেখ করছেন-নীতি-নির্ধারণে ধীরগতি, নিয়ন্ত্রক সংস্থার দুর্বলতা, তারল্য ঘাটতি এবং বাজারে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব। তবে এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের আস্থা সংকট এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে বড় কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া বাজারে একধরনের নেতিবাচক বার্তা দিচ্ছে।

---

[৪৮৭] বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার, ২১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/fepd/nov212024fepdl18.pdf (২২ নভেম্বর, ২০২৪)।

[৪৮৮] *ইত্তেফাক*, 'ক্ষতিগ্রস্ত আমদানিকারকেরা ঋণ পরিশোধে সময় পাবেন আট বছর', ২৮ নভেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/362962/67473cda5fbee (২৮ নভেম্বর, ২০২৪)।

[৪৮৯] *ইত্তেফাক*, 'শেয়ার বাজার থেকে ১ লাখ কোটি টাকা আত্মসাৎ', ৩ ডিসেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/365230/674dcadab43d9 (৪ ডিসেম্বর ২০২৪)।

[৪৯০] *বণিক বার্তা*, 'পুঁজিবাজার সংস্কারে পাঁচ সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন', ৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.bonikbarta.com/economy/NZo7ASf7kekB6x7r (৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[৪৯১] *প্রথম আলো*, 'ডিএসইর পর্ষদ পুনর্গঠন করল বিএসইসি', ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/market/aibgvarvlw (২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)

[৪৯২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://images.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2024-11-10/brx47wyc/zehzgzel.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[৪৯৩] *ইত্তেফাক*, 'ঘুরেফিরে পতনেই আটকে শেয়ার বাজার', ১৯ নভেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/358877/673b5b8e2577d (২০ নভেম্বর ২০২৪)।

[৪৯৪] *ইত্তেফাক*, 'ডিএসইর প্রধান সূচক পাঁচ বছরে সর্বনিম্নে', ১৬ মে ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/439012/6826153d75ad2 (১৭ মে ২০২৫)।

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক - প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আরোপিত (প্রথমে ৩৭ শতাংশ এবং পরবর্তিতে ৩৫ শতাংশ) পাল্টা শুল্ক বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে গুরুতর প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হয়েছে।[৪৯৫] এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার তৃতীয় দফায় আলোচনা চেয়ে Office of the United States Trade Representative (ইউএসটিআর)-এর কাছে পুনরায় ই-মেইল করলেও, কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক আলোচনায় দেশের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। আলোচনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব দেখা দিয়েছে।[৪৯৬] শুরুর দিকে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব স্পষ্ট ছিল, যার ফলে নীতিগত দুর্বলতা সামনে এসেছে। পাল্টা শুল্ক কমাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৫টি বোয়িং বিমান কেনা ও গম আমদানির পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে।[৪৯৭] পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ানোর উদ্যোগ ও তৃতীয় দফায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্কের হার শেষ পর্যন্ত ২০ শতাংশ নির্ধারিত হয়েছে[৪৯৮], যেখানে পূর্ববর্তিত ১৫ শতাংশ মিলিয়ে মোট আরোপিত শুল্ক দাঁড়ায় ৩৫ শতাংশ। এতে আপাতত সমূহ বিপর্যয় এড়ানো গেলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকতে হলে এটি নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে।

ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধার প্রত্যাহার - বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে তিন মাসে তিন দফায় অশুল্ক বাধা আরোপ করে ভারত। ৮ এপ্রিল ২০২৫ ভারতের পক্ষ থেকে বন্দর ব্যবহার করে অন্য দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত। ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস (সিবিআইসি) সেই ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৫ এপ্রিল ২০২৫ স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বাতিল করে বাংলাদেশ। এরপর ১৭ মে ২০২৫ স্থলবন্দর দিয়ে আমদানিতে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে ভারত। বাংলাদেশ থেকে আসা তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও প্লাস্টিকসামগ্রীসহ বিভিন্ন পণ্যের স্থলবন্দর দিয়ে আমদানিতে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এরপর ২৮ জুন ২০২৫ বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে ৯ ধরনের পণ্য আমদানিতে ভারত নিষেধাজ্ঞা দেয়। এর মধ্যে রয়েছে কাঁচা পাট, পাটের রোল, পাটের সুতা ও বিশেষ ধরনের কাপড়। [৪৯৯]

ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিলের ফলে বাংলাদেশ সিলেট বিমানবন্দর থেকে সরাসরি পণ্য রপ্তানি শুরু করে। শিগগিরই চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকেও কার্গো ফ্লাইট পরিচালনা শুরু হওয়ার কথা। এই পদক্ষেপ রপ্তানি কার্যক্রমে স্বনির্ভরতা বাড়াবে এবং দীর্ঘমেয়াদে খরচ হ্রাসে সহায়ক হবে বলে আশা করা হয়। এর সঙ্গে 'ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো' চালুর মতো পদক্ষেপ রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ করবে, যা বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের জন্যও আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরি করবে বলেও আশা করা হয়।

ভৌত অবকাঠামো ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে ধীরগতি - ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হার ছিল ৬৭.৮৫ শতাংশ-যা গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।[৫০০] এটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক দক্ষতা, নজরদারি ও স্বচ্ছতার ঘাটতির সরাসরি প্রতিফলন।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট প্রকল্পে ব্যয় হ্রাস - ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) প্রকল্পে সাম্প্রতিক পুনর্মূল্যায়নের পর ব্যয় ৬ হাজার ৮৯৮ কোটি টাকা কমানো হয়েছে, যা প্রকল্পটির মোট ব্যয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ।[৫০১] এই ব্যয় হ্রাস প্রশাসনিক ও প্রকৌশল খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। একই সাথে এটি পূর্ববর্তী পরিকল্পনার ভুল, ব্যয়ের ফাঁকফোকর, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অপচয়ের প্রমাণও বহন করে। তবে এই সাশ্রয়ের বিনিময়ে গুণগত মান বা সময়সূচি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

---

[৪৯৫] *প্রথম আলো*, 'বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন ট্রাম্প', ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/world/usa/lqffy057c7 (৮ জুলাই, ২০২৫)।

[৪৯৬] *প্রথম আলো*, 'পাল্টা শুল্ক নিয়ে আমাদের দর-কষাকষি হতাশ করেছে: সেলিম রায়হান', ২০ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/a8lxynaec1 (২৯ জুলাই, ২০২৫)।

[৪৯৭] *প্রথম আলো*, 'পাল্টা শুল্ক কমাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৫টি বোয়িং বিমান কিনবে বাংলাদেশ', ২৭ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/a8lxynaec1 (২৯ জুলাই, ২০২৫)।

[৪৯৮] *দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পণ্যে ২০% পাল্টা শুল্ক', ১ আগস্ট ২০২৫, https://thefinancialexpress.com.bd/bn/zuktrashtre-bangladesi-pnze-20-palta-sulk (১ আগস্ট ২০২৫)।

[৪৯৯] মাসুদ মিলাদ, 'ভারতের নতুন বিধিনিষেধ, দেশের রপ্তানিতে কতটা প্রভাব পড়বে', *প্রথম আলো*, ২৯ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/6qahf30wjg (২৯ জুন ২০২৫)।

[৫০০] *প্রথম আলো*, '২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এডিপি বাস্তবায়ন', ২৩ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/mtfhcae5x4 (২৪ জুলাই ২০২৫)।

[৫০১] *ইত্তেফাক*, 'মেট্রোরেল প্রকল্পে ব্যয় কমলো সাত হাজার কোটি টাকা', ১৮ নভেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/358571/673a190204d85 (১৯ নভেম্বর ২০২৪)।

পিপিপি অবকাঠামো খাতে এডিবি'র অতিরিক্ত অর্থায়ন - এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) কাঠামোয় অবকাঠামো উন্নয়নে অতিরিক্ত ১০ কোটি ডলার অর্থায়ন অনুমোদন করেছে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা।[৫০২] পিপিপি মডেল বাংলাদেশে অবকাঠামো প্রকল্পে তহবিল সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এ ধরনের অর্থায়ন সরকারি দায় কমায়, বেসরকারি দক্ষতা আনে এবং সময়োপযোগী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। তবে, এর সফলতা নির্ভর করে চুক্তির স্বচ্ছতা, ঝুঁকি বণ্টন এবং পারফরম্যান্স-ভিত্তিক মূল্যায়নের উপর। অতীতে কয়েকটি পিপিপি প্রকল্পে সময় ও মান নিয়ে জটিলতা দেখা গেছে-যা ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতার ইঙ্গিত।

করনীতি ও বিনিয়োগ পরিবেশ - মূলধনি মুনাফার ওপর কর হার কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা বিনিয়োগবান্ধব পদক্ষেপ হিসেবে দেখা গেলেও, এর সুফল পেতে হলে করব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং কর নির্বাহ কার্যকর হতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর ছাড় সুবিধা এবং নীতি-সহায়তা নিশ্চিত করা না গেলে বাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণ আশা করা কঠিন।

সারণি ৬: অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের অবস্থা

বিষয়	অবস্থা (২০২৫)	পূর্ববর্তী বছরের সাথে তুলনামূলক অবস্থা
ডিএসই সূচক	২০২০-এর পর সর্বনিম্ন	হ্রাস পেয়েছে
মূলধনি মুনাফার কর	১৫%	কমানো হয়েছে
ব্যাংক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ	অংশগ্রহণ কম	অবনমন
সুশাসন সংক্রান্ত উদ্যোগ	টাস্কফোর্স, তদন্ত কমিটি, পুনর্গঠন	নতুন সংযোজন

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

রেমিট্যান্স প্রবাহে উর্ধ্বগতি - ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৩০.৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬.৮৩ শতাংশ বেশি।[৫০৩] এই প্রবৃদ্ধিই মূলত দেশের রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে।[৫০৪] সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও হুন্ডিবিরোধী অভিযান এই প্রবাহ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। তবে এই প্রবৃদ্ধির অধিকাংশই ভোক্তা খাতে ব্যবহার হচ্ছে, যা টেকসই উন্নয়ন নয়।

রিজার্ভের প্রকৃত চিত্র ও ব্যবহারযোগ্য অংশ - IMF-Gi BPM6 পদ্ধতিতে হিসাব অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ মাত্র ২৪.৯৯ বিলিয়ন ডলারউৎৎড়ৎ! ইড়ড়শসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ., যা আমদানি ব্যয়ের মাত্র ৩-৪ মাসের সমান। এর ওপর রয়েছে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ ও স্বর্ণ-সঞ্চয়ের অপ্রতুলতা।

রিজার্ভ চুরি - ২০১৬ সালে রিজার্ভ চুরির ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৬৭৯ কোটি টাকার বেশি অর্থ হারানো যায়, যার তদন্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি, এবং কেউই জবাবদিহির আওতায় আসেনি। সিআইডি'র তদন্ত প্রতিবেদন পেছানো হয়েছে ৮০ বার[৫০৫], যা প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতীক। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে জবাবদিহির ঘাটতি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহলে আস্থার সংকট তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি করে। অন্তর্বর্তী সরকার প্রশাসনিক ও কাঠামোগত সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েও এই ঘটনাকে অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান দেয়নি বলে মনে করা হয়। ফলে, বহু প্রতীক্ষিত এ মামলার কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি আজও দেখা যাচ্ছে না।

শিল্প খাতে অস্থিরতা ও শ্রম অধিকারের সংকট

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হচ্ছে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাত, যা রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই খাতে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা এবং শ্রম-ব্যবস্থাপনার জটিলতা বাংলাদেশের শিল্প খাতকে গভীর সংকটে ফেলেছে। বিশেষত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে পোশাক শিল্পে বিশৃঙ্খলা, শ্রমিক অসন্তোষ, উৎপাদন ব্যাঘাত এবং সরকারি ব্যর্থতা একত্রে শিল্পখাতের স্থিতিশীলতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

---

[৫০২] *ইত্তেফাক*, 'বেসরকারি খাতের উন্নয়নে ১০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন এডিবির', ১০ ডিসেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/368605/6757106181cd9 (১০ ডিসেম্বর ২০২৪)।

[৫০৩] *সমকাল*, 'জুনে প্রবাসী আয় ২৮২ কোটি ডলার, রিজার্ভ ছাড়াল ৩১ বিলিয়ন', ১ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/economics/article/303314/ (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৫০৪] *প্রথম আলো*, 'বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন ৩০ বিলিয়ন ডলার', ২৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/bank/7wlg2ol81x (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৫০৫] *প্রথম আলো*, 'রিজার্ভ চুরির জন্য সাবেক গভর্নরকে জবাবদিহিতে আনা হয়নি, তদন্তেও দীর্ঘসূত্রতা', ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/nyzwt1pw1j (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

১৮ দফা বাস্তবায়নে পোশাক শিল্প মালিকদের ব্যর্থতা - ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত ১৮ দফা দাবি বাস্তবায়নে মালিকপক্ষ সম্মতি থাকলেও বাস্তবে অনেক মালিক প্রতিষ্ঠান তা কার্যকর করেনি।[৫০৬] এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো অক্টোবর মাসের মধ্যে বেতন ও উৎসব বোনাস প্রদান না করা।[৫০৭] এবং শ্রমিকদের 'বায়োমেট্রিক ব্ল্যাকলিস্টিং'-এর মাধ্যমে চাকুরিচ্যুত ও হয়রানি বন্ধ না করা। সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে একটি পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন দেওয়ার কথা থাকলেও ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখা যায়নি। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা রাজনৈতিক ও হয়রানিমূলক মামলাগুলোর রিভিউ সম্পর্কেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ক্রমাগত অবনতি ঘটেছে।

কারখানা বন্ধ ও আন্দোলনের প্রকৃতি - শ্রমিক অসন্তোষের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১৫০টিরও বেশি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।[৫০৮] বিশেষ করে দুই ঈদের আগে ও পরে বেতন-বোনাস প্রদান না করার ঘটনাগুলো শ্রমিক আন্দোলনকে তীব্রতর করেছে। অনেক এলাকায় শ্রমিকরা সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলনে অংশ নেয়, ফলে দেশের সরবরাহ চেইনে বিঘ্ন ঘটে এবং বৈদেশিক ক্রেতাদের আস্থা কমে যায়। সাধারণ ছুটির মাধ্যমে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করলেও তা সংকট নিরসনে কার্যকর হয়নি।

চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চলে ২০২৪ সালের আগস্টের পর সাত মাসে অন্তত ৫০টি কারখানা লে-অফ বা সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়।[৫০৯] এর পেছনে প্রধানত দুটি কারণ-একদিকে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে রপ্তানি আদেশ হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে জ্বালানি সংকট এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে পর্যাপ্ত অর্থপ্রবাহ না পাওয়ায় মালিকপক্ষের পক্ষে কারখানা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি স্থানীয় অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

পোশাক মালিকদের পক্ষ থেকে ৫ শতাংশ নিয়মিত ইনক্রিমেন্টের সঙ্গে অতিরিক্ত ২ শতাংশ দিয়ে মোট ৭ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের প্রস্তাব দেওয়া হলেও শ্রমিকদের দাবি ছিল বার্ষিক ১২ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট।[৫১০] এই ব্যবধান শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বকে আরও জটিল করে তোলে। ঢাকার তেজগাঁওয়ে রেলকর্মীদের রেলপথ অবরোধ[৫১১] এবং গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের আন্দোলন উভয়ই সরকারকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দিতে বাধ্য করে। টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকদের দাবিগুলো সরকার মেনে নিলেও,[৫১২] এর আগ পর্যন্ত শ্রম মন্ত্রণালয়ের নীরবতা প্রশ্নবিদ্ধ।

চা শিল্পে আন্দোলন - শুধু পোশাক খাত নয়, দেশের অন্যান্য শিল্প খাতেও অস্থিরতা বিরাজ করছে। দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে ন্যাশনাল টি কোম্পানির অধীনে ১৫ হাজার চা শ্রমিক আন্দোলনে রয়েছে।[৫১৩] শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, ছুটি, আবাসন সুবিধা এবং চিকিৎসা সেবার অভাবে আন্দোলন ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছে। এই আন্দোলন দেশের চা শিল্পের রপ্তানির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

জ্বালানি সংকট - পোশাক ও বস্ত্রখাতের উদ্যোক্তারা অভিযোগ করেছেন, সরকার নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যর্থ হচ্ছে, যা হাজার হাজার কারখানা বন্ধের আশঙ্কা তৈরি করছে। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি ও মজুরি চাপ, অন্যদিকে জ্বালানি ঘাটতি-দুটি দিক

---

[৫০৬] *প্রথম আলো*, 'শ্রমিকদের হাজিরা বোনাস বৃদ্ধিসহ ১৮ দফা দাবি পূরণের ঘোষণা', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/zjw1ynbubf (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৫০৭] এম. আসাদুজ্জামান সাদ, 'গাজীপুরে ৫ মাসে বন্ধ ৫১ কারখানা, বেকার অর্ধ লক্ষাধিক শ্রমিক', *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বাংলা*, ২৫ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6/news-details-304646 (২৬ জানুয়ারি ২০২৫)।

[৫০৮] *প্রথম আলো*, 'তিন শিল্প এলাকায় সাত মাসে বন্ধ ৯৫ কারখানা', ৫ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/industry/15qa733bxi (১০ জুলাই ২০২৫); মাসুদ রানা ও শামসুজ্জামান, 'গাজীপুর-সাভারে সাড়ে পাঁচ মাসে বন্ধ ৬৮ কারখানা', *প্রথম আলো*, ২৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/industry/zdnfpoeb36 (২৫ জানুয়ারি ২০২৫)।

[৫০৯] *প্রথম আলো*, 'যে কারণে চট্টগ্রামের ৫০ কারখানা সাময়িক বন্ধ', ১৭ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/wkqpnwrxzq (১৮ এপ্রিল ২০২৫)।

[৫১০] *ইত্তেফাক*, '৭ শতাংশ মজুরি বাড়াতে চান মালিকরা, শ্রমিকদের দাবি ১২ শতাংশ', ৪ ডিসেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/365828/674f32f99a1a0 (৫ ডিসেম্বর ২০২৪)।

[৫১১] *New Age*, "Rail communications snapped for 2hrs due to workers' blocked", ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪, https://epaper.newagebd.net/detail/441365/3281 (১৯ ডিসেম্বর ২০২৪)।

[৫১২] *সমকাল*, 'মালিকের সম্পদ বিক্রি করে পাওনা পরিশোধের সিদ্ধান্ত', ২১ মে ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-05-21/2/5332 (২১ মে ২০২৫)।

[৫১৩] হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, 'পাওনা পরিশোধ না করায় এনটিসির ১৯ চা-বাগানে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেননি', *ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/367750/67547a70a33e3 (৯ ডিসেম্বর ২০২৪)।

থেকেই উৎপাদন প্রক্রিয়া এখন রীতিমতো 'অবসাদে আক্রান্ত'।[৫১৪] সরকারি নীতিনির্ধারকদের এ বিষয়ে কৌশলগত হস্তক্ষেপ জরুরি।

সারণি ৭: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শিল্পখাতের অস্থিরতার প্রধান কারণসমূহ

বিষয়	কারণ
শ্রমিক অসন্তোষ	বকেয়া বেতন-বোনাস, ইনক্রিমেন্টে মতানৈক্য
মালিকদের দায়/ব্যর্থতা	১৮ দফা বাস্তবায়ন না করা, ব্ল্যাকলিস্টিং
জ্বালানি সংকট	গ্যাস ও বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে উৎপাদন বিঘ্ন
কারখানা লে-অফ	চট্টগ্রামে ৫০টিরও বেশি কারখানা সাময়িক বন্ধ
সরকারি ব্যর্থতা	সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রতা, পক্ষপাতমূলক আচরণ
বৈদেশিক আস্থার সংকট	রপ্তানি আদেশ হ্রাস, বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা

শিল্প খাতে চলমান অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ এবং মালিকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে যে ধরনের নীতিগত হস্তক্ষেপ দরকার, তা অনুপস্থিত। বরং সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে বারবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও, তা দীর্ঘস্থায়ী সমাধান এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া, রাজনৈতিক বিবেচনায় কিছু মালিকপক্ষের প্রতি সরকার পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে সরকারের প্রতি আস্থা কমেছে। এই সংকট নিরসনে ত্বরিত উদ্যোগ গ্রহণ না করলে বাংলাদেশ তার অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক খাতকে চরম ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে, যার প্রভাব সামগ্রিক অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল বহমান থাকবে।

কর্তৃত্ববাদী সরকারের রেখে যাওয়া ভঙ্গুর অর্থনীতি, যা এক জটিল ও বহুস্তর সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সত্ত্বেও সাধারণ জনগণের আর্থিক স্বস্তি ও অর্থনীতির পুনরুদ্ধার তেমনভাবে দৃশ্যমান নয়। দেশের আর্থিক খাত পুনর্গঠনের লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিটি ও টাস্কফোর্স, বিশেষ করে ব্যাংক খাত সংস্কার[৫১৫] এবং রাজস্ব আহরণ কাঠামো শক্তিশালীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ, প্রাথমিকভাবে এক সুসংহত পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের আন্তরিকতার অভাব ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষ করা গেছে।

শ্বেতপত্র প্রকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতা তুলে ধরা এবং বৈষম্যহীন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য কৌশল পুনর্নির্ধারণের যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে[৫১৬] তা প্রশংসনীয় হলেও এসব কৌশল বাজেট ও কার্যকর নীতিমালায় রূপায়িত হয়নি। সামগ্রিকভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা প্রদান, ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, শেয়ারবাজারে আস্থা ফেরানো, কর ফাঁকি রোধ এবং অর্থপাচার প্রতিরোধের মতো উদ্যোগগুলো গৃহীত হলেও এসব প্রচেষ্টার স্থায়িত্ব ও ফলপ্রসূতা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সদিচ্ছা ও দক্ষ পরিচালনার অভাব রয়েছে। দুর্বল তদারকি, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব এবং পর্যাপ্ত অংশীজনের অংশগ্রহণ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই এসব উদ্যোগ কাগজে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। অপরদিকে, সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির ফলে আর্থিক স্বস্তির পরিবর্তে চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। চাল, ডাল, তেল, বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক পণ্যের দাম না কমায় কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেড়ে যাওয়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর অর্থনৈতিক চাপ প্রকট হয়েছে।[৫১৭] কর্মসংস্থানের সুযোগ আশানুরূপভাবে সৃষ্টি না হওয়ায় বেকারত্ব পরিস্থিতিও উন্নয়ন পথকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রভাব এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়ায় শ্রম বাজারে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টিও ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়ায় উৎপাদনশীল খাতগুলোতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।[৫১৮] রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি এবং দীর্ঘসূত্রতা-এসব কারণেই বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে আসছে না। ফলে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং রপ্তানিমুখী উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল করার প্রচেষ্টা পর্যাপ্তভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

[৫১৪] *সমকাল*, 'গ্যাস-বিদ্যুৎ দিতে না পারলে সরকার কারখানা চালাক', ২৬ মে ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-05-26/16/6655 (২৭ মে ২০২৫)।

[৫১৫] *বাংলানিউজটুয়েন্টিফোর.কম*, 'আর্থিক খাতের পুনর্গঠন ও সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার: অর্থ উপদেষ্টা', ২ জুন ২০২৫, https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/1529929.details (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৫১৬] *প্রথম আলো*, 'অর্থনীতির শ্বেতপত্রের ইতিবাচক ও দুর্বল দিক', ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/opinion/column/g8cg5dkjjc (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৫১৭] *কালের কণ্ঠ*, 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি', ১০ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/letters/2025/01/10/1466983 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৫১৮] *কালের কণ্ঠ*, '১০ বছরে সর্বনিম্ন বিনিয়োগ, স্থবির অর্থনীতি', ২ জুন ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/online/business/2025/06/02/1526924 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

শিক্ষা

উচ্চশিক্ষা

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর শিক্ষা খাতে বেশ কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার দেখা যায়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৫৫টি[৫১৯] স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৮টি স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষসহ শীর্ষ পর্যায়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা পদত্যাগ করেন।[৫২০] ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এ পর্যন্ত এই ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।[৫২১] এ ছাড়া এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক দাবি করে শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা, চাকরিচ্যুতি ও শিক্ষাদানে বিরত রাখা হয়। পরবর্তীতে উপাচার্য ও অন্যান্য পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির[৫২২] ফলে আন্দোলনের প্রভাব কাটিয়ে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগ চালু করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। ২০২৫ সালের মে মাসে উপাচার্য নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নে সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা উপদেষ্টাকে সভাপতি রেখে মোট ৫ সদস্যের এই কমিটি যোগ্য ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনজন ব্যক্তিকে বাছাই করবে এবং বাছাইকৃত তিনজন ব্যক্তির মধ্যে থেকে একজনকে মনোনয়নের জন্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের কাছে সুপারিশ পাঠাবে। এ কমিটি সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই দায়িত্ব পালন করবে।[৫২৩] পাশপাশি প্রার্থীদের যোগ্যতার কিছু মানদণ্ড ঠিক করে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।[৫২৪] এরই ধারাবাহিকতায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবং ২৬ জুন পর্যন্ত ভিসি পদপ্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র জমা নেয়। সর্বশেষ ২৪ জুলাই দেশে প্রথমবারের মত উক্ত প্রক্রিয়ায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) উপাচার্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৫২৫]

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি সরকার পতনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে সচিব, ডিজি, চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন পদে এক বা একাধিকবার পদায়ন হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও রদবদলের ঘটনা ঘটেছে।[৫২৬] তবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও রদবদলের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে।

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগ বা অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্যসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হলেও এসব নিয়োগের মানদণ্ড ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগগুলো খতিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে।[৫২৭] অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা ও তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এক আলোচনায় উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মৃদু বা নিষ্ক্রিয় বিএনপিকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগের পুরনো ধারা এখনো অব্যাহত। উপাচার্য নিয়োগে দলীয় মতাদর্শের আনুগত্যের ধারা থেকে বের হতে পারেনি।

---

[৫১৯] মোশতাক আহমেদ, 'অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই, অধিকাংশে ক্লাস শুরু', *প্রথম আলো*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/7m2thhqfk8 (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫২০] *কালের কণ্ঠ*, 'এখনো ভিসিবিহীন ৯ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাহত শিক্ষাকার্যক্রম', ২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.kalerkantho.com/online/campus-online/2024/10/02/1430981 (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫২১] আরাফাত রহমান, 'Partisan link still rules the game', *দি ডেইলি স্টার*, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/partisan-link-still-rules-the-game-3775726 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫২২] *প্রথম আলো*, 'শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, অধ্যাপক হলেন ৯২২ জন', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/sxx215d8ql (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।
'ইডেন, তিতুমীরসহ ২১ কলেজে নতুন অধ্যক্ষ' - শিক্ষা ক্যাডারের ৪৬ জন কর্মকর্তাকে রদবদল (প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৫২৩] *প্রথম আলো*, 'উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠন করল সরকার', ১৯ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/mf51113f9u (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫২৪] *দ্য ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ হচ্ছে', ১০ জুন ২০২৫, https://thedailycampus.com/education-ministry/204397 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫২৫] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'কুয়েটের উপাচার্য মাকসুদ হেলালী, প্রথমবারের মত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি', ২৬ জুলাই ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/campus/9bbd7c36eae9 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫২৬] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'শিক্ষা প্রশাসনে রদবদল', ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/862233 (২ আগস্ট ২০২৫); দৈনিক ইত্তেফাক, 'শিক্ষাপ্রশাসনে বড় রদবদল', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/701881 (২ আগস্ট ২০২৫); জাগো নিউজ২৪, 'শিক্ষা প্রশাসনে ফের বড় রদবদল, এবার ৪৬ কর্মকর্তাকে পদায়ন', ২১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.jagonews24.com/education/news/983367 (২ আগস্ট ২০২৫); নূর মোহাম্মদ, 'অস্থির শিক্ষা প্রশাসন, বাগে আনতে কঠোর অবস্থানে মন্ত্রণালয়', ঢাকা পোস্ট, ২৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.dhakapost.com/exclusive/324686 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫২৭] আরাফাত রহমান, 'Partisan link still rules the game', দ্য ডেইলি স্টার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/partisan-link-still-rules-the-game-3775726 (২ আগস্ট ২০২৫); https://www.kalerkantho.com/online/national/2025/06/21/1535102

এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে দেশের ১৯টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, চারটি সরকারি কলেজ ও ১০টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়।[৫২৮] এ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ডুয়েট ও জাককানইবি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাড়া মোট ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সান্তাহার কলেজে ছাত্ররাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনীতিও নিষিদ্ধ করা হয়।[৫২৯] এ ছাড়া গণরুম প্রথা বাতিল এবং নিয়মতান্ত্রিক আসন বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।[৫৩০] ১৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহে সংঘটিত নির্যাতন/র‍্যাগিং এর বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দেওয়া এবং সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্যাতন/র‍্যাগিং বন্ধের জন্য এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়।[৫৩১] তবে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ঘোষণা দিলেও অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি চলমান। শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার পেছনে ছাত্ররাজনীতির প্রভাব রয়েছে। যার ফলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের উদ্দেশ্য ব্যাহত এবং আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত হচ্ছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিদের জনপ্রিয় দাবি ছিল কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আয়োজন। সম্প্রতি তিনটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়–ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছে, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[৫৩২] তবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি নেই। যেমন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল ছাত্র সংসদ নীতিমালা অনুমোদন হয়েছে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নীতিমালা প্রণয়নে কমিটি গঠিত হয়েছে। এ দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ, তফসিল ঘোষণার দাবি জানাচ্ছেন বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের শিক্ষার্থীরা।[৫৩৩]

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিখন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শক কমিটি গঠিত হয়।[৫৩৪] ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদকে প্রধান করে গঠিত এ কমিটি ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। বিভিন্ন অংশীজনের সাথে মতবিনিময় এবং ১২টি উপজেলা পরিদর্শন করে পরামর্শক কমিটি প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসংক্রান্ত ৮টি বিষয়ে শতাধিক সুপারিশ প্রদান করেছে। এগুলোকে আশু, মধ্য মেয়াদে ও দীর্ঘ মেয়াদে করণীয় হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে শিশুদের বাংলা ও গণিতের ভিত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিখন সময় বৃদ্ধির জন্য সকল বিদ্যালয়কে এক শিফটের স্কুলে পরিণত করার সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি সহকারী শিক্ষক পদবি বিলুপ্ত করে প্রথমে 'শিক্ষক', এরপর 'সিনিয়র শিক্ষক' হিসেবে পদায়ন ও বেতন স্কেল বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া, ধারাবাহিক ও

---

[৫২৮] https://www.prothomalo.com/politics/5cr0454zre (১২ নভেম্বর ২০২৪)। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয় সেগুলো হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স), নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি), টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (মাভাবিপ্রবি), কিশোরগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (জাককানইবি), সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজসমূহের মধ্যে আছে ইডেন মহিলা কলেজ, রাজশাহী কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়া কলেজ ও বগুড়ার সান্তাহার সরকারি কলেজ । এ ছাড়া যে ১০টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ ও রাঙামাটি মেডিকেল কলেজ।

[৫২৯] প্রাগুক্ত।

[৫৩০] *দি ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'গণরুম প্রথা বিলুপ্ত ও জুলাই বিপ্লব কর্নারসহ ১০ উদ্যোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://thedailycampus.com/universities/157793 (৩ আগস্ট ২০২৫); *যুগান্তর*, 'গণরুম বিলুপ্ত করে ইতিহাস সৃষ্টি করল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়', ১৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jugantor.com/campus/867221 (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৩১] বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং বন্ধে তদন্ত কমিশন (১৬ অক্টোবর ২০২৪), https://cabinet.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/notices/74d526d9_e072_43c5_b042_0b83c42ad9fd/SRO%20354%20(2).pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৩২] মো. মাসুদ, 'তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা, ৩৫ বছর পরও চাকসু নিয়ে নীরব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়', *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, ১ আগস্ট ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-372006 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৩৩] প্রাগুক্ত; *প্রথম আলো*, 'জকসুর পথরেখা ও সম্পূরক বৃত্তির দাবিতে জবি শিক্ষার্থীদের আলটিমেটাম', ৩১ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/lmb22lxzs5 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৩৪] *দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারে কমিটি গঠন', ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://thefinancialexpress.com.bd/bn/prathmik-siksha-sngskare-kmiti-gthn (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

বার্ষিক মূল্যায়ন চালু, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বিলোপ, মিড-ডে-মিল প্রবর্তন, শিখন সামগ্রী বিতরণ, অর্থ সাহায্য প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারসহ নানা সুপারিশ করা হয়েছে।[৫৩৫]

গত এক বছরে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বিভিন্ন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ ২০২৫ সালের ২৮ জুলাই সারাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬৫ হাজার ৫০২ প্রধান শিক্ষকের বেতন গ্রেড এক ধাপ বাড়িয়ে দশম গ্রেডে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ৪৫ জন প্রধান শিক্ষক বেতন গ্রেড বাড়ানোর দাবিতে রিট করলে হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় কেবল সেসব প্রধান শিক্ষককে দশম গ্রেডসহ দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার পদমর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে সম্মতি দেয়। এ নিয়ে সারা দেশের অন্য প্রধান শিক্ষকেরা ক্ষুব্ধ হন। এরপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সব শিক্ষককে এ সুবিধা দিতে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে। এরপর অর্থ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সম্মতি দেয়।[৫৩৬]

শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি বাড়ানো, ঝরে পড়া রোধ করা, অপুষ্টিজনিত সমস্যা হ্রাসের লক্ষ্যে দেশের ৬২ জেলার ১৫০টি উপজেলায় চালু হতে যাচ্ছে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় ১৯ হাজার ৪১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩১ লাখ ৩০ হাজার শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হবে। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি ২০২৫ এর জুলাই থেকে চালু করার পরিকল্পনা থাকলেও তা এখনো শুরু হয়নি।[৫৩৭] এছাড়া প্রস্তাবিত 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫'-এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে। আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৯৩ শতাংশ সহকারী শিক্ষক পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের বিধান রেখে নতুন নিয়োগ বিধিমালা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বাকি ৭ শতাংশের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানের জন্য ৫ শতাংশ; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ১ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকদের জন্য ১ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত থাকবে। পাশপাশি, সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগে ৮০ শতাংশ নারী, পোষ্য কোটা থাকছে না।[৫৩৮] এছাড়া, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিদ্যমান বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটকে রূপান্তর করে নতুন অধিদপ্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে যার নাম 'প্রাথমিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তর'। এর প্রস্তাবনায় বলা হয়, এই অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষার মান পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা এবং সুপারিশ প্রণয়ন করবে। শুধু পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নই নয়, ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও বক্তব্য প্রচার করবে এই অধিদপ্তর। পাশাপাশি, এটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন ইত্যাদির মনিটরিং ও নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করবে নতুন এই অধিদপ্তর।[৫৩৯] তবে ইউনিটকে শক্তিশালী করা যৌক্তিক হলেও এটিকে অধিদপ্তর ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, পরিবর্তীত সাংগঠনিক কাঠামোতে অ্যাডমিন ক্যাডারের সংখ্যাধিক্য থাকতে পারে বলে আশংকাও আছে। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার হচ্ছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে দেশীয় মুদ্রণখানায় বই ছাপার নির্দেশনা।[৫৪০] ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি ভারতীয় প্রকাশককে দেওয়া টেন্ডার বাতিল করে নতুন করে টেন্ডার করার সিদ্ধান্ত দেয়।[৫৪১]

সর্বশেষ, ২৯ জুলাই, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ৩৪ হাজার শূন্যপদ পূরণে উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ২ হাজার ৩৮২টি পদে নিয়োগের চাহিদার তথ্য জানিয়ে সরকারি কর্ম কমিশনে (পিএসসি) চিঠি দেওয়া হয়েছে। আর বাকি পদগুলো মামলা শেষে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।[৫৪২]

মাধ্যমিক পর্যায়ের নীতি-সিদ্ধান্তে সংস্কারের কিছু কার্যক্রম দেখা যায়। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন অ্যাডহক বা অস্থায়ী কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।[৫৪৩] পরবর্তীতে, ২ ডিসেম্বর ২০২৪ আরেক নির্দেশনায় অ্যাডহক কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত

---

[৫৩৫] *কালের কণ্ঠ*, 'প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারে শতাধিক সুপারিশ পরামর্শক কমিটির', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/online/national/2025/02/10/1479344 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৩৬] *প্রথম আলো*, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব প্রধান শিক্ষকের বেতন গ্রেড এক ধাপ বাড়ছে', ২৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/6g8yyb9jtf (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৩৭] *বাসস*, 'দেশের ৬২ জেলার ১৫০ উপজেলায় শুরু হচ্ছে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি', ২৩ জুন ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/national/209869 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৩৮] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'প্রাথমিক শিক্ষক: নতুন নিয়োগ বিধির খসড়া প্রস্তুত, থাকছে না ৮০% কোটা', ৯ এপ্রিল ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/07edb7113b12 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৩৯] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'প্রাথমিকে আরও একটি অধিদফতর হচ্ছে', ৬ মে ২০২৫, https://www.banglatribune.com/educations/897202 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৪০] *ইত্তেফাক*, ' ১৫ বছর পর দেশেই ছাপা হবে সব পাঠ্যবই', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/356644/6734cf3cf25c5 (প্রবেশ: ১৫.১১.২০২৪)।

[৫৪১] *The Business Post,* `Indian firms lose out on textbook deal', ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://businesspostbd.com/education/indian-firms-lose-out-on-textbook-deal (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৪২] *আজকের পত্রিকা*, 'প্রাথমিকে ৩৪ হাজার প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ করবে সরকার', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/education/ajpjrmfebe27c (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৪৩] ২১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি গঠন করতে পারেনি বা কমিটিবীহিন অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে সেখানে গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর ৬৪ (২) অনুযায়ী অ্যাডহক কমিটি গঠনের অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারবে বলে নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাডহক গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর ৬৮ অনুযায়ী সভাপতি পদে দায়িত্ব প্রদানের

যোগ্যতা কলেজের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর এবং স্কুলের ক্ষেত্রে স্নাতক পাশ নির্ধারণ করা হয়। তবে এ নির্দেশনা শুধু বিদ্যমান কমিটিসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।[৫৪৪]

এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৭ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি নীতিমালা ২০২৪[৫৪৫] জারি করে যেখানে এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিও বেসরকারি স্কুল-কলেজের বেতন/টিউশন ফি ছাড়া অন্য সব ফি নির্ধারণ করা হয় ও টিউশন ফি প্রতিবছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ের স্থান বিবেচনায় মহানগর কমিটি ও জেল কমিটি নির্ধারণ করবে। এ নীতিমালা প্রণয়নের পূর্বে ৭ অক্টোবর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা জারি করা হয়[৫৪৬], যেখানে প্রতি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫ উল্লেখ করা হয়েছে যা ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১ঃ৩০ এর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন। তবে এই নীতিমালাতে ডিজিটাল লটারির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ কেন্দ্রীয়ভাকে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হয় যা প্রশংসার দাবি রাখে। পরবর্তীতে কিছু সরকারি বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় অনলাইন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হতে না পারায় ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ডিজিটাল লটারি প্রক্রিয়ার বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে জারি করা হয়।[৫৪৭] এই নীতিমালাতে শিক্ষীর্থীর আসন বা কোটাও পুনঃ নির্ধারণ করা হয়।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য বদলির সুযোগ চালু হয়েছে। ২০২৪ সালের ২১ ডিসেম্বর 'স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত এনটিআরসিএ সুপারিশপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা ২০২৪' প্রণয়ন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নীতিমালায় বলা হয়েছে, যোগদানের পর চাকরির দুই বছর পূর্ণ হলে বদলির আবেদন করতে পারবেন শিক্ষকরা। বদলিকৃত নতুন কর্মস্থলে ন্যূনতম দুই বছর চাকরির পর পুনরায় বদলির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া একজন শিক্ষক কর্মজীবনে সর্বোচ্চ দুইবার এবং একজন শিক্ষিকা সর্বোচ্চ তিনবার বদলির সুযোগ পাবেন।[৫৪৮] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে আরেকটি খসড়া নীতিমালার অনুমোদন দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নন টিচিং স্টাফ অর্থাৎ তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম, দুর্নীতি ঠেকানোর লক্ষ্যে নতুন নিয়োগ নীতিমালা তৈরি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নীতিমালা অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) নিয়োগ কার্যক্রম তদারকি করবে। আর নিয়োগ পরীক্ষাসহ অন্যান্য কার্যক্রম জেলা প্রশাসক (ডিসি)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।[৫৪৯] উল্লেখ্য, সম্প্রতি সারা দেশের ৩৩ হাজার বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১ লাখ ৮২২ জন শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান করে ৬ষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ।[৫৫০]

অন্তর্বর্তী সরকারের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার পরদিন ৩ জুন সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য বিশেষ সুবিধার প্রজ্ঞাপন জারি করে অর্থ মন্ত্রণালয়। ওই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৯ পর্যন্ত ১০ শতাংশ এবং গ্রেড-১০ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত ১৫ শতাংশ হারে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে, যা জুলাই থেকে কার্যকর হয়। এরপর, ২৩ জুন সরকারি চাকরিজীবীদের ন্যূনতম বিশেষ

নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ নির্দেশনায় আরো বলা হয়, গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর ৬৩ অনুযায়ী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের আদেশে ট্রাস্ট, শিশনারি, সেনাবহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, কালেক্টরেট, পুলিশ লাইন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, রেলওয়ে , বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড বা অন্য কোনো সংস্থা বা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত হবে বলে একটি আদেশ জারি করা হয়।;

https://dhakaeducationboard.gov.bd/data/20240821154340353799.pdf (১৫ নভেম্বর ২০২৪);

https://bn.mtnews24.com/jatio/507421/ (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৪৪] https://dhakaeducationboard.gov.bd/data/20241202163044565740.pdf (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৪৫] https://shed.gov.bd/site/moedu_policy/927ed0cb-90cf-4169-903e-db5a929cf51e/927ed0cb-90cf-4169-903e-db5a929cf51e/বেসরকারি-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-স্কুল-স্কুল-এন্ড-কলেজ-উচ্চ-মাধ্যমিক-কলেজ-ও-ডিগ্রী-কলেজের-উচ্চ-মাধ্যমিক-স্তর-এর-টিউশন-ফি-নীতিমালা-২০২৪ (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৪৬] সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা, ৭ অক্টোবর ২০২৪,

https://shed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/shed.portal.gov.bd/moedu_policy/bf1255e4_35bc_454c_8fee_464c144ae3c5/-2024.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৪৭] *প্রথম আলো*,'ডিজিটাল লটারির বাইরে থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদনে মানতে হবে যে যে শর্ত', ১২ নভেম্বর ২০২৪,

https://www.prothomalo.com/education/admission/l9ypkbs0h4 (১৩ নভেম্বর ২০২৪);

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ডিজিটাল লটারি প্রক্রিয়ার বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, ১১ নভেম্বর ২০২৪,

https://dshe.gov.bd/sites/default/files/files/dshe.portal.gov.bd/notices/585a9160_b7c0_4e34_b6b6_972310110804/digital_Lotery.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৪৮]

https://shed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/shed.portal.gov.bd/moedu_policy/47b79a38_17dc_40d4_adbc_8ed4b056e6ff/-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%AA.pdf (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৪৯] *দ্য ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'স্কুল-কলেজে 'নন টিচিং স্টাফ' নিয়োগ কেন্দ্রীয়ভাবে', ১৯ জুন ২০২৫, https://thedailycampus.com/education-ministry/205634 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৫০] *জাগোনিউজ২৪ডটকম*, 'এক লাখ শিক্ষক নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া ফের শুরু', ৪ জুলাই ২০২৫,

https://www.jagonews24.com/education/news/1033795 (২ আগস্ট ২০২৫)।

সুবিধা ১ হাজার ৫০০ টাকা এবং পেনশনভোগীদের জন্য ৭৫০ টাকা নির্ধারণ করে সংশোধিত প্রজ্ঞাপন করা হয়। একই সময়, এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদেরও বিশেষ সুবিধার আওতায় আনা হয়। পৃথক আরেকটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি মাদ্রাসা ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জাতীয় বেতনস্কেলের তুলনীয় গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৯ পর্যন্ত গ্রেডভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের আগামী ১ জুলাই থেকে মূল বেতনের ১০ শতাংশ এবং গ্রেড-১০ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত গ্রেডভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ১৫ শতাংশ বেতন বাড়বে। এক্ষেত্রে, বিশেষ সুবিধা সর্বনিম্ন ১৫০০ টাকা হবে।[৫৫১]

শুধু ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে সরকারি ও বেসরকারি উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তিতে জুলাই অভ্যুত্থানে আহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রতি শ্রেণিতে একটি আসন সংরক্ষিত থাকবে। আসন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র বা গেজেটের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভর্তির সময় মূল কপি দেখাতে হবে। এর আগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ক প্রথম আদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ভর্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের পাশাপাশি অভ্যুত্থানে হতাহতদের পরিবারের সদস্যদের জন্য মোট আসনের ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রাখতে নির্দেশনা দিয়েছিল। পরবর্তীতে, ৩ মার্চ এই সংরক্ষিত কোটা বাতিল হয় এবং সরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত আদেশ জারি হয়। এরপর ১২ মার্চ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও একই নিয়ম জারি হয়।[৫৫২] এছাড়া, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়[৫৫৩] এবং গুচ্ছভুক্ত ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে[৫৫৪] 'বিশেষ সুবিধা' পাওয়ার কথা জুলাই অভ্যুত্থানে হতাহতের স্বজনদের। তবে এ বিশেষ সুবিধা কী হবে তা এখনো নির্ধারণ হয়নি বলে জানা গেছে।

২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর নানা কারণে আলোচিত-সমালোচিত শিক্ষাক্রম-২০২২ বাস্তবায়নযোগ্য নয় বলে এক প্রজ্ঞাপনে জানায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে ২০২৬ সাল থেকে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠদান করানো হবে বলে জানানো হয়।[৫৫৫] প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, প্যাডাগগ, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও অভিভাবক প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় ২০২৬ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম চূড়ান্ত করা হবে, যা ২০২৭ সাল থেকে পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করা হবে। এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ে সামনের বছরের মধ্যে ২০১২ এর পাঠ্যক্রমে ফিরে যাওয়া, মাধ্যমিকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা পুনর্বহাল, অর্ধবার্ষিকীর বাকি মূল্যায়ন না করা ও বার্ষিক পরীক্ষা সংশোধিত ও পরিমার্জনকৃত রূপরেখার মাধ্যমে মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত জানানো হয় এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে। আরও বলা হয়, চলমান পাঠ্যপুস্তকগুলি ২০২৪ সাল ব্যাপী বহাল থাকবে এবং ২০২৫ সালে সংশোধিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে। ২০২৫ সালে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুসারে প্রণীত শাখা বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা ভিত্তিক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকের সংশোধিত ও পরিমার্জিত একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হবে, পাঠদান ও মূল্যায়ন হবে এবং নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ২০২৩ সালে ব্যবহৃত শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকের একটি সংশোধিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকে ২০১২-এর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী মূল্যায়ন হবে। পরবর্তীতে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে এনসিটিবি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় শিখনকালীন মূল্যায়নের গুরুত্ব (weightage) ৩০ শতাংশ এবং ৩ ঘন্টার বার্ষিক পরীক্ষা পূর্বের মতো লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে হবে যার গুরুত্ব ৭০ শতাংশ ধরা হয়েছে।[৫৫৬] এই বিজ্ঞপ্তিতে নম্বরের ভিত্তিতে গ্রেড পয়েন্টেও নির্ধারণ করা হয়।[৫৫৭] এরপর, সম্প্রতি জুন মাসে ২০২১ শিক্ষাক্রমের প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রকাশ করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। জাতীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জীবনদর্শনের প্রতিফলনে এই পরিমার্জন করা হয়েছে বলে জানায় সংস্থাটি। এর ফলে, প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শতভাগ ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। আর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যায়নের সঙ্গে সামষ্টিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা

---

[৫৫১] *সমকাল*, 'বেতন বাড়ছে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদেরও', ২৩ জুন ২০২৫, https://samakal.com/economics/article/301861 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৫২] *দি ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'বেসরকারি স্কুলে ভর্তিতেও অভ্যুত্থানে হতাহতদের স্বজনদের জন্য আসন সংরক্ষণ', ১৩ মার্চ ২০২৫, https://thedailycampus.com/admission-updates/174649 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৫৩] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ এবং আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবেন', ২৬ মে ২০২৫, https://www.du.ac.bd/du_post_details/post/24171 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৫৪] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'জুলাই অভ্যুত্থান: গুচ্ছ ভর্তিতেও হতাহতের স্বজনদের "বিশেষ সুবিধা"', ৩০ মে ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/campus/57399433676e (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৫৫] জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২, নতুন পুস্তক মুদ্রণ ও চলমান মূল্যায়ন পদ্ধতি সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন (১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪), https://shed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/shed.portal.gov.bd/moedu_policy/9fa12038_9e72_4942_af02_f758fd7ef4f1/518.pdf (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৫৬] *প্রথম আলো*, 'ষষ্ঠ থেকে নবমের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নকাঠামো ও মানবণ্টন প্রকাশ করল এনসিটিবি', ১৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/examination/xzhrjzi6mv (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৫৭] *প্রথম আলো*, 'ষষ্ঠ থেকে নবমের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নকাঠামো ও মানবণ্টন প্রকাশ করল এনসিটিবি', ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/examination/xzhrjzi6mv (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

হয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা আনন্দময় ও সহজ করার লক্ষ্যে শিখন-শেখানো কার্যাবলি, মূল্যায়ন ও বিষয়বস্তু নির্বাচনেও বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে।[৫৫৮]

পাঠ্যবই পরিমার্জনের অংশ হিসেবে এনসিটিবি পুনর্গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ৪৪১টি পাঠ্যবই পরিমার্জন করেছে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিটি বইয়ে সংযুক্ত হয়েছে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের গ্রাফিতি। পঞ্চম শ্রেণি থেকে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি বইয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে মোট আটটি সাহিত্যিক কনটেন্ট বা লেখা স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া বইয়ের পেছনের পৃষ্ঠায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নানা ছবি ও গ্রাফিতি যুক্ত করা হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত আবু সাঈদ, মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধদের 'বীরত্বগাথা' বছরের পাঠ্যবইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি অভ্যুত্থানে কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টারের ছবি যে আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, সেই সব কথা তুলে ধরা হয়েছে।[৫৫৯]

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় গত এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকার কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত অন্যতম। ইবতেদায়ী শিক্ষকদের টানা আন্দোলনের মুখে এ বছরের ২৯ জানুয়ারি কোডভুক্ত ৬ হাজার ৯৯৭টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করা হবে বলে জানায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।[৫৬০] কিন্তু পরবর্তীতে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে সরকার, এবং মাদ্রাসাগুলোকে এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। এরই প্রেক্ষিতে সম্প্রতি ২৫ জুন 'স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন, পাঠদান, স্বীকৃতি, পরিচালনা ও জনবল কাঠামো এবং এমপিও নীতিমালা, ২০২৫' জারি করা হয়।[৫৬১] ফলে ইবতেদায়ির শিক্ষকরা বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মতোই সুযোগ-সুবিধাসহ বেতন-ভাতার সরকারি অংশ পাবেন। সর্বশেষ, গত ৮ জুলাই স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার এমপিওভুক্তির আবেদন শুরু হয়।[৫৬২]

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ এবং শিল্প-সংযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবায়নে একাধিক বড় পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। কারিগরিতে শিক্ষক সংকট মোকাবিলায় ৪৩তম বিসিএসের (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) মাধ্যমে ১৩১ জন এবং সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আরও ২ হাজার ৮৮১ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, ৪৪তম থেকে ৪৭তম বিসিএসের আওতায় আরও ১ হাজার ৫টি শিক্ষক পদের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের জন্য নতুন করে ৯৮টি পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর জন্য 'নন- গেজেটেড কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগবিধি-২০১৫' সংশোধনের প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি করতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকেই সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করার চিন্তা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি, সিঙ্গাপুরের নানিয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির আদলে গাজীপুরে গড়ে তোলা হচ্ছে একটি মডেল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।[৫৬৩] সর্বশেষ, এক আলচনায় দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমিয়ে বৃত্তিমূলক আত্মকর্মসংস্থান বাড়াতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স ও ডিগ্রিতে এক বছরের কারিগরি শিক্ষা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব।[৫৬৪]

শিক্ষাখাতে আন্দোলন ও বিশৃঙ্খলা

গত এক বছরে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন বিবিধ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে গেছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জন-কর্মবিরতি, প্রশাসনিক অচলাবস্থা ও আন্দোলন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বিভিন্ন দাবিতে বিভিন্ন সময় ক্যাম্পাসে, রাজপথে আন্দোলন করেছে শিক্ষার্থীরা। এসব আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে -

---

[৫৫৮] *যুগান্তর*, 'প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে পরিমার্জন ও মূল্যায়নে এসেছে বড় পরিবর্তন', ১৩ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/964673 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৫৯] *প্রথম আলো*, 'নতুন পাঠ্যবই: গল্প, কবিতা ও ছবিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান', ৫ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/0djtidqzbf (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৬০] *প্রথম আলো*, 'নিবন্ধিত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত', ২৯ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/cd839584xz (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৬১] https://file-rajshahi.portal.gov.bd/uploads/28d300e3-823c-4884-9862-91836d54a56f//686/11a/cd9/68611acd98104269505751.pdf (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৬২] ঐ-১৫ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি সংক্রান্ত নোটিশ.pdf (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৬৩] রাকিবুল হাসান তামিম, 'কারিগরি শিক্ষায় আসছে নানা পরিবর্তন, লক্ষ্য "স্কিলড বাংলাদেশ"', *ঢাকা পোস্ট*, ১৩ জুলাই ২০২৫, https://www.dhakapost.com/education/379256 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৬৪] *সমকাল*, 'অনার্স ও ডিগ্রিতে এক বছরের কারিগরি শিক্ষা চালুর চিন্তা সরকারের', ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://samakal.com/education/article/275403 (২ আগস্ট ২০২৫)।

- **এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের আন্দোলন -** ২০২৪ সালের ২০ আগস্ট শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে এইচএসসির কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াই ফলাফলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;[565] ফলাফল প্রকাশের পর অকৃতকার্য শিক্ষার্থীসহ কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় ফলাফল অস্বীকার করে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও এবং স্মারকলিপি পেশ।[566]
- **স্বতন্ত্র তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আন্দোলন -** ২০২৪ সালের ২৪ অক্টোবর তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আন্দোলন শুরু;[৫৬৭] ১৮ নভেম্বর ২০২৪ একই দাবিতে পুনরায় আন্দোলন - মহাখালী সড়ক অবস্থানসহ রেলপথ অবরোধ ও আন্তঃনগর ট্রেনে হামলা;[৫৬৮] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তিতুমির কলেজের ছাত্রদের ৫ দফা নিয়ে আলোচনার পর এক সপ্তাহের মধ্যে সরকার তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সম্ভব্যতা যাচাইয়ে কমিটি করার সিদ্ধান্ত;[৫৬৯] পরবর্তীতে ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে পুনরায় আন্দোলন; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির দাবি বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত সরকার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা, এবং সেসময় পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত।[৫৭০]
- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাতটি কলেজের আন্দোলন -** অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আন্দোলন শুর;[৫৭১] সরকারের দিক থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সাত কলেজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমর্যাদার একটি স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপরেখা প্রণয়ন করতে চার সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন;[৫৭২] ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ; ইউজিসির এক সদস্যের নেতৃত্বাধীন একটি নজরদারি সংস্থা তৈরির সিদ্ধান্ত, পাশাপাশি সাত কলেজের একজন অধ্যক্ষকে সংস্থাটির পরিচালকের দায়িত্ব পালন;[৫৭৩] ১৭ মার্চ সাত কলেজের সমন্বয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্ত; ১৯ মে সাত কলেজের প্রশাসক হিসেবে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াসকে নিয়োগ।[৫৭৪]
- **জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন -** ২০২৪ সালের ১১ নভেম্বর ইউজিসির পাইলট প্রকল্পে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তিসহ তিন দফা দাবিতে শিক্ষাভবন ঘেরাও; সরকার থেকে দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস; আশ্বাসের যথাযথ বাস্তবায়ন না দেখে ২০২৫ সালের মে মাসে আবারও আন্দোলন; সরকারের দাবি পূরণ করতে রাজি হলে আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহার।[৫৭৫]
- **খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) আন্দোলন -** ১৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে কুয়েটে ছাত্রদল নেতাকর্মী ও বহিরাগতদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ; হামলাকারীদের পক্ষ নেওয়ার অভিযোগ তুলে তৎকালীন উপাচার্যসহ কয়েক শিক্ষক লাঞ্ছিত; আন্দোলনের মুখে ২৫ এপ্রিল উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ মাছুদকে অব্যাহতি; শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় জড়িতদের বিচারের দাবিতে ৪ মে থেকে একাডেমিক কার্যক্রম বর্জন শিক্ষক সমিতির;[৫৭৬] ১ মে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) অধ্যাপক মো. হযরত আলীকে কুয়েটের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ; সংঘর্ষ ও শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় বিচারিক প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার অভিযোগে শিক্ষকদের আন্দোলন;[৫৭৭] ২৪ জুলাই

---

[৫৬৫] *প্রথম আলো*, 'এইচএসসির স্থগিত পরীক্ষা বাতিল নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া', ২১ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/examination/hcjghwfydm (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৬৬] *জনকণ্ঠ*, 'অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পাঁচ শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.dailyjanakantha.com/education/news/737839#google_vignette (১৫ নভেম্বর ২০২৪); প্রাগুক্ত।

[৫৬৭] *ইত্তেফাক*, 'বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে মহাখালীতে তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/704654 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৬৮] *ইত্তেফাক*, 'কলেজের ভেতরে অবস্থান নিয়েছে শিক্ষার্থীরা, বাইরে পুলিশ', ১৯ নভেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/707688 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৬৯] *ইত্তেফাক*, 'আন্দোলন স্থগিত করলো তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা', ১৯ নভেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/707754 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৭০] *ইত্তেফাক*, 'যে কারণে আন্দোলন স্থগিত করেছেন তিতুমীরের শিক্ষার্থীরা', ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/718041 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৭১] *ইত্তেফাক*, 'সাত কলেজকে আলাদা করে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/701079 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৭২] *ইত্তেফাক*, 'বিশ্ববিদ্যালয় সমমর্যাদায় স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পাচ্ছে সাত কলেজ', ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/712552 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৭৩] *ইত্তেফাক*, 'সাত কলেজ পরিচালনা করবে ইউজিসির নেতৃত্বে নজরদারি সংস্থা', ৪ মার্চ ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/721824 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৭৪] *ইত্তেফাক*, 'অবশেষে অন্তর্বর্তী প্রশাসন পেল ৭ কলেজ', ১৯ মে ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/732611 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৭৫] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবি দ্রুত পূরণ করা হবে: নাহিদ ইসলাম', ১১ নভেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/youth/education/campus/news-628821 (৩ আগস্ট ২০২৫); *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'জগন্নাথের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রত্যাহার, উত্তেজনা থামেনি ঢাবিতে', ১৬ মে ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cjwq4wv8nejo (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৭৬] *সমকাল*, '১৬০ দিন পর কুয়েটে ক্লাস শুরু, উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/khulna/article/307844 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৭৭] মোশতাক আহমেদ, 'শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, নেই পরিকল্পিত সমাধান', *প্রথম আলো*, ২১ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/sq50k0g5dd (৩ আগস্ট ২০২৫)।

কুয়েটে নতুন উপাচার্য নিয়োগপ্রাপ্ত; ২৮ জুলাই আন্দোলন কর্মসূচি তিন মাসের জন্য স্থগিত; তদন্ত চলার পাশাপাশি ক্লাস শুরু ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে ঐকমত্য; ২৯ জুলাই কুয়েটে ক্লাস শুরু ।[৫৭৮]

- **নাম পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন -** ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলন গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের ।[৫৭৯]

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ ছাড়াও গত এক বছরে নানা দাবিতে ছাত্ররা প্রতিবাদ-বিক্ষোভে সরব ছিল। এর মধ্যে রাজশাহী[৫৮০] ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে[৫৮১] পোষ্য কোটা বাতিলে আন্দোলন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কিত শিক্ষকের পদোন্নতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন[৫৮২], জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরদের ৩০ শতাংশ পদোন্নতির কোটা বাতিলসহ ছয় দফা দাবিতে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের আন্দোলন[৫৮৩], বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে উপাচার্যসহ তিনজনের পদত্যাগ[৫৮৪] উল্লেখযোগ্য।

আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ দেখা গেছে। এর মধ্যে ন্যাশনাল মেডিকেল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে হামলা ও ভাঙচুর,[৫৮৫] ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে সংঘর্ষ,[৫৮৬] এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের সংঘাতে না জড়িয়ে বিভিন সহশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যস্ত রাখতে স্কুল-কলেজের প্রতি ৯টি নির্দেশনা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।[৫৮৭] এছাড়া ১৩ মে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্যর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ হয়।[৫৮৮]

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পাশপাশি শিক্ষকরাও বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করেন। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকরা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করেছেন। বাতিলকৃত নিয়োগের সহকারী শিক্ষকদের আন্দোলন এর মধ্যে অন্যতম। ২০২৩ সালের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবর ৬ হাজার ৫৩১ জন শিক্ষক চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত হন। তারা যোগদানপত্র হাতে পেলেও চলতি বছর ৬ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট নিয়োগের ফলাফল বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করে। এই নিয়োগে যারা সুপারিশপ্রাপ্ত হননি তাদের এক রিটের প্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাইকোর্ট। রায় প্রকাশের পর থেকেই সুপারিশপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকরা আন্দোলন চালিয়ে যায়। এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সচিব আন্দোলনকারীদের আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন, এবং কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না বলে আশ্বস্ত করেন।[৫৮৯]

এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন এক ধাপ বাড়ানো হয়। সহকারী শিক্ষকদের বেতন এর ফলে এক ধাপ বাড়িয়ে ১২ গ্রেড করা হয়েছে। মূলত, ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গঠিত কনসালটেশন কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় বেতন গ্রেড বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে কমিটির সুপারিশে হতাশ

---

[৫৭৮] *ডেইলি স্টার*, 'পাঁচ মাস পর কুয়েটে ক্লাস শুরু', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/youth/education/campus/news-689461 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৭৯] প্রাগুক্ত।

[৫৮০] বুলবুল হাবিব, '৪৭ বছর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্য কোটা বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত', *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, ৩ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/evsjv‡`k/news-details-297076 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৮১] *আজকের পত্রিকা*, 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্য কোটা বাতিল', ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/education/ajp0ndgtzrvjb (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৮২] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদোন্নতি বোর্ড স্থগিত, অবরুদ্ধ ভিসি', ৪ জুলাই ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-361511 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৮৩] *প্রথম আলো*, 'আলোচনায় সন্তুষ্ট নন পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা, কঠোর কর্মসূচি দেবেন', ১৭ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kmvdbivvi7 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৮৪] মোশতাক আহমেদ, 'শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, নেই পরিকল্পিত সমাধান', *প্রথম আলো*, ২১ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/sq50k0g5dd (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৮৫] *প্রথম আলো*, 'ন্যাশনাল মেডিকেল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর', ২৫ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/5qg8iz2o23 (০৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৮৬] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ', ২০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/873675 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৮৭] https://shed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/shed.portal.gov.bd/moedu_office_order/b3d52e04_2efc_4e5d_a7cf_8dda0787f623/342.pdf

[৫৮৮] মুকিমুল আহসান, 'ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার হত্যার আগে কী ঘটেছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে?', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১৪ মে ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c7v7e92090lo (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৮৯] *কালের কণ্ঠ*, 'আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা নিয়োগ বাতিল শিক্ষকদের', ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2025/02/12/1479921 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

শিক্ষকরা। তাদের দাবী, সহকারী শিক্ষকদের শুরুর বেতন ১১তম গ্রেড হতে হবে। পাশাপাশি, আরও দুটি দাবি–চাকরিতে ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড পাওয়ার জটিলতা নিরসন এবং প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ পদোন্নতিসহ দ্রুত পদোন্নতি–এই তিন দফা দাবি পূরণে তারা লাগাতার আন্দোলন করছেন।[৫৯০]

প্রাথমিকের পাশাপাশি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরাও বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করেছেন। এক্ষেত্রে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবি উল্লেখযোগ্য। সরকার পতনের পর থেকেই এ দাবীতে শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন।[৫৯১] পরবর্তীতে, অন্তর্বর্তী সরকারের তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি ও পরবর্তী বাজেটে বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধিসহ শ্রান্তি-বিনোদন ভাতা কার্যকরের ঘোষণা দেন তিনি। এর প্রেক্ষিতে, গত মে মাসে উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়।[৫৯২] কিন্তু, ২০২৫-২৬ অর্থ বছর শুরু হলেও সরকারি নিয়মে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও শ্রান্তি বিনোদন ভাতার প্রজ্ঞাপন এখনো জারি করা হয়নি। এতে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ৪৪ দিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি চললেও তাদের দাবি উপেক্ষিত থাকে।[৫৯৩] এছাড়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্তির দাবিতে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচী পালন করেছেন।[৫৯৪] বৈষম্যের শিকার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকেরা জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন করেন এ সময়। এ আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়, যারা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানান শিক্ষকরা।[৫৯৫]

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের উদ্যোগেও কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত ও মুদ্রিত সব পাঠ্যপুস্তক সংশোধন এবং পরিমার্জন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই কমিটি গঠনের পর পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জন কমিটিতে কমপক্ষে দুজন আলেমকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি তোলে জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশসহ ধর্মভিত্তিক কয়েকটি দল ও সংগঠন। এ ছাড়া কমিটি থেকে দুজন সদস্যকে বাদ দেওয়ার জন্য মানববন্ধন করে ধর্মভিত্তিক একাধিক সংগঠন। এসব ধর্মভিত্তিক সংগঠনের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিল করা হয়, যা পরবর্তীতে সরকারের সিদ্ধান্তকে নতজানু নীতির বহিঃপ্রকাশ বলে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা হয়।[৫৯৬] এছাড়া নতুন বই প্রকাশিত হওয়ার পর সংশোধিত পাঠ্যবইকে ঘিরে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' বইতে 'আদিবাসী' শব্দযুক্ত গ্রাফিতি থাকায় 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি' নামের একটি ছাত্রসংগঠন প্রতিবাদ করে, শব্দটি প্রত্যাহারের দাবি জানায়। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ জানুয়ারি এনসিটিবির ওয়েবসাইটে ওই গ্রাফিতির চিত্র বই থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।[৫৯৭] এরপর আদিবাসী শিক্ষার্থীরা গ্রাফিতি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে এনসিটিবি ভবনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে গেলে সেখানে তাদের ওপর হামলা চালায় সংগঠনটি। এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে, এনসিটিবির দ্রুত গ্রাফিতি সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্তও সমালোচিত হয়।[৫৯৮] পাশাপাশি চলতি শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যের পাঠ্যবই সম্পূর্ণ বিতরণ শেষ করতে বেশ দেরি হয়েছে। প্রায় তিন মাসের মাথায় গত ২৪ মার্চ বিতরণ শেষ করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। মূলত, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই পরিমার্জনে বিলম্ব, দেরিতে ছাপার কাজ শুরু করায় বই পেতে দেরি হয়েছে। এছাড়া আগের দরপত্র

---

[৫৯০] *প্রথম আলো*, 'আগামীকাল থেকে পূর্ণদিবস কর্মবিরতিতে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকেরা', ২৫ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/eymducgfed (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৯১] *কালের কণ্ঠ*, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে সারা দেশে মানববন্ধন', ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2024/09/24/1428478 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৯২] *প্রথম আলো*, 'এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের উৎসব ভাতা ২৫ থেকে বেড়ে ৫০%', ২৬ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/5268hbi5nn (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৯৩] *ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'জাতীয়করণের দাবিতে ঢাকায় মহাসমাবেশের ডাক এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের', ২ আগস্ট ২০২৫, https://thedailycampus.com/teacher-politics/212162 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৯৪] *ঢাকা পোস্ট*, 'নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত করার দাবি', ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/346066 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৯৫] *ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://thedailycampus.com/teacher-politics/171060 (৩ আগস্ট ২০২৫); ঢাকা পোস্ট, '৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান', ৩০ জুন ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/376175 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৯৬] *প্রথম আলো*, '১৩ দিনের মাথায় পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনে সমন্বয় কমিটি বাতিল', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/re4wei37vq (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৯৭] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি কারা, তাদের উদ্দেশ্য কী?', ১৭ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.banglatribune.com/881960 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৯৮] উম্মে ওয়ারা, 'এনসিটিবি কি চাইলেই গ্রাফিতি সরিয়ে দিতে পারে', *প্রথম আলো*, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/tan8nnvesn (৩ আগস্ট ২০২৫)।

বাতিল করে নতুন দরপত্র দেওয়া, দেরি করে পরিদর্শন প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করা, মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আনুষঙ্গিক কাজের অনুমোদন পেতে দেরি হওয়াও এমন পরিস্থিতির কারণ।[৫৯৯]

দেখা যাচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার গত এক বছর শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা যথাযথভাবে সামাল দিতে পারেনি। তবে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সব আন্দোলনের দাবি মেনে নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে সরকারের ভেতর। এসব অস্থিরতার মূলে থাকা সংকটগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সুচিন্তিত সমাধানে উদ্যোগের ঘাটতি দেখা যায়। শিক্ষাখাতের সংকট নিরসনে সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা করে কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতা লক্ষ করা গেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে ধীরগতি দৃশ্যমান হয়েছে।[৬০০]

স্বাস্থ্য

সংস্কারের জন্য স্বাস্থ্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিষয়ভিত্তিক সংস্কার, চিকিৎসাসেবার গুণগত মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্যব্যবস্থার কাঠামো শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে ১২ সদস্যের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে স্বাস্থ্য খাত সংস্কার বিষয়ক কমিটি গঠন করে।[৬০১] স্বাস্থ্য খাত সংস্কার বিষয়ক কমিটি গঠনের পর থেকে এ কমিটিতে কোনো জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ রাখা হয়নি বলে সমালোচনা হয়। এ ছাড়া বিএনপি সমর্থিত চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে।[৬০২] পরবর্তীতে এ কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে কমিটির সভাপতি পদ থেকে অধ্যাপক এম এ ফয়েজ পদত্যাগ করেন।[৬০৩] এরপর ১৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খানকে প্রধান করে স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়।[৬০৪] ৫ মে ২০২৫ তারিখে স্বাস্থ্যখাত সংস্কারের সুপারিশগুলোকে সাতটি স্তম্ভে ভাগ করে উপস্থাপন করে 'স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন'। স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদনে জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ স্বাস্থ্য খাতে থাকা উচিত সুপারিশ করলেও অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ রেখেছে জাতীয় বাজেটের ৫ দশমিক ৩ শতাংশ।[৬০৫] তবে এই কমিশনের রিপোর্টের বাস্তবায়নের কোনো পরিকল্পনা বা দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ এখনো দেখা যায়নি।

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর থেকে স্বাস্থ্য প্রশাসন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ বাতিল, বদলি ও পদায়নে একটি চিকিৎসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে।[৬০৬] এই পর্যন্ত ১১টি মেডিকেল কলেজে নতুন করে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, এছাড়াও ১২টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে।[৬০৭] দেশের ৪১ জেলায় নতুন সিভিল সার্জন[৬০৮] নিয়োগ দিয়েছে সরকার এবং ২৯ জন[৬০৯] সিভিল সার্জনকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

---

[৫৯৯] মোশতাক আহমেদ, 'নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু প্রথম দিনে বই পাচ্ছে না অনেক শিক্ষার্থী', *প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/mdzqbnj5co (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৬০০] মোশতাক আহমেদ, 'শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, নেই পরিকল্পিত সমাধান', *প্রথম আলো*, ২১ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/sq50k0g5dd (৩ আগস্ট ২০২৫); মনজুর আহমদ, 'সার্বিকভাবে শিক্ষা নিয়ে আমরা হতাশ', *প্রথম আলো*, ২১ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/z31cmts4dr (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৬০১] *প্রথম আলো*, 'স্বাস্থ্য খাত সংস্কারে অধ্যাপক ফয়েজের নেতৃত্বাধীন কমিটির কাজ শুরু', ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4cmftz0sj1 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৬০২] প্রাগুক্ত।

[৬০৩] *প্রথম আলো*, 'স্বাস্থ্য সংস্কার কমিটি থেকে অধ্যাপক এম এ ফয়েজের পদত্যাগ', ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ogpsoj6coh (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৬০৪] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'আরও ৪ কমিশন গঠন করছে সরকার', ১৭ অক্টোবর ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-622676 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৬০৫] *জাগো নিউজ ২৪*, 'স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়লো ৫০১ কোটি টাকা', ২ জুন ২০২৫, https://www.jagonews24.com/health/news/1026570 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৬০৬] *প্রথম আলো*, 'স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চর দখলের কাজ চলছে', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3upub5owqp (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৬০৭] *জাগো নিউজ ২৪*, 'তিন মেডিকেল কলেজে নতুন অধ্যক্ষ', ১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jagonews24.com/health/news/971955 (৩ আগস্ট ২০২৫); *মেডিভয়েস*, 'শজিমেকে নতুন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ', ২৯ নভেম্বর ২০২৪, https://medivoicebd.com/article/31174 (৩ আগস্ট ২০২৫); *মেডিভয়েস*, 'সরকারি ৪ মেডিকেলে নতুন অধ্যক্ষ', ২৬ অক্টোবর ২০২৪, https://medivoicebd.com/article/30868/ (৩ আগস্ট ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ঢাকাসহ ৫ মেডিকেল কলেজে নতুন অধ্যক্ষ', ২৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/ivatz33fmr (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৬০৮] *প্রথম আলো*, 'দেশের ৪১ জেলায় নতুন সিভিল সার্জন নিয়োগ', ৫ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/chakri/chakri-news/zhjwuqfn95 (১০ জুলাই ২০২৫); https://drive.google.com/file/d/1Nc17zXNap-8BZWEd2bqTxibalc0CKqf1/view (১০ জুলাই ২০২৫)।

[৬০৯] *কালের কণ্ঠ*, '২৯ সিভিল সার্জনকে ওএসডি', ৩ মার্চ ২০২৫', https://www.kalerkantho.com/online/national/2025/03/03/1487616 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর শেখ হাসিনা, শেখ মুজিবুর রহমানসহ কিছু ব্যক্তির নাম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের নাম থেকে বাদ দেয়ার জন্য বিভিন্ন পক্ষ থেকে জোর দাবি ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ৩০ অক্টোবর ২০২৪ পরিপত্র জারি করে ৯টি সরকারি মেডিকেল নাম পরিবর্তন করে। ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে জেলার নামে মেডিকেল কলেজগুলির নামকরণ করা হয়।[৬১০] একই প্ররিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৩ নভেম্বর ২০২৪ পরিপত্র জারি করে ২০টি হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে।[৬১১] এছাড়া দুটি সরকারি নার্সিং কলেজ ও একটি নার্সিং ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তন হয়েছে। ৬ নভেম্বর ২০২৪ সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তি ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়, যেখানে ভর্তি ফি, ইন্টার্নশিপ ফি, টিউশন ফিসহ অন্যান্য ফি নির্ধারণ করা হয় এবং তা আদায়ের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হয়।[৬১২]

স্বাস্থ্যখাতের চিকিৎসকরা দীর্ঘদিন পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। পেশাগত মর্যাদা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ৭ হাজার চিকিৎসককে পদোন্নতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পাশাপাশি চিকিৎসক ও সার্জনদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাবও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।[৬১৩] পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেইনি চিকিৎসকদের ভাতা ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে ৩৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।[৬১৪]

এমবিবিএস অথবা বিডিএস ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাড়া অন্য কেউ তাঁদের নামের আগে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। পাশাপাশি 'ডিএমএফ' ডিগ্রিধারীদের (ডিপ্লোমাধারী হিসেবে নিবন্ধিত) ক্ষেত্রে যথাযথ প্রিফিক্স (নামের আগে ব্যবহার করা সম্মানসূচক শব্দ) নির্ধারণে ছয় মাসের মধ্যে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৬১৫]

ওষুধ সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে সারা দেশে 'ফার্মেসি নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে সরকার। প্রাথমিকভাবে সারা দেশে সরকারি ৭০০ হাসপাতালে এই ফার্মেসি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দেশের ৪২৯টি উপজেলা হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা বা সদর হাসপাতাল, ৩৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ২১টির মতো বিশেষায়িত হাসপাতালে এসব ফার্মেসি হবে। এ ছাড়া সরকারের অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ও বড় বড় শহরে ভাড়া বাড়িতে ফার্মেসি হবে। এসব ফার্মেসি সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে। পাশাপাশি বেসরকারি ফার্মেসিগুলো চলবে আগের মতোই। এতে ওষুধের প্রাপ্যতা আরও বাড়বে।[৬১৬]

স্বাস্থ্য খাতে অন্তর্বর্তী সরকারের অগ্রাধিকার ছিল জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা। রাজধানীর ১৩টি হাসপাতাল এবং সারাদেশের বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিনামূল্যে আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে 'রাউন্ড দ্য ক্লক কো-অর্ডিনেশন সেল' গঠন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।[৬১৭]

বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোনো লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষা ছাড়াই ৬৫ জন চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়েছিল। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলন করে এই অভিযোগ করে ডক্টরস ফর হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। পরবর্তীতে চিকিৎসক নিয়োগে নিয়োগ বিধি অনুসরণ না করা এবং

---

[৬১০] *প্রথম আলো*, 'আরও ৩ মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন, বঙ্গবন্ধু-হাসিনার নাম বাদ', ১৯ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/pp4rld71tj (৩ আগস্ট ২০২৫);
৩০ অক্টোবর, ২০২৪ এর প্রজ্ঞাপন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

[৬১১] *প্রথম আলো*, 'আরও ৩ মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন, বঙ্গবন্ধু-হাসিনার নাম বাদ', ১৯ নভেম্বর, ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/pp4rld71tj (৩ আগস্ট ২০২৫);
৩ নভেম্বর ২০২৪ এর প্রজ্ঞাপন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

[৬১২] সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তি ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, ৬ নভেম্বর ২০২৪, https://mefwd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mefwd.portal.gov.bd/notification_circular/7bed7cb7_2699_428b_b76b_8a7c55a8513e/648%20(প্রজ্ঞাপন).pdf (১৫ নভেম্বর ২০২৪);
বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজে-ডেন্টাল ইউনিটে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তি ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, ৬ নভেম্বর ২০২৪, https://mefwd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mefwd.portal.gov.bd/notification_circular/af3850fc_a77e_4e0f_a1d2_5320ec59198e/649%20(প্রজ্ঞাপন).pdf (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬১৩] *প্রথম আলো*, 'চিকিৎসক-সার্জনদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা', ১৪ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/tcpabzfyss (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৬১৪] *বাংলা নিউজ ২৪*, 'ট্রেইনি চিকিৎসকদের ৩০ শতাংশ ভাতা বাড়ল', ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ https://www.banglanews24.com/health/news/bd/1447453.details (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৬১৫] *যুগান্তর*, 'উচ্চ আদালতের রায়ঃএমবিবিএস-বিডিএস ছাড়া কেউ ডাক্তার লিখতে পারবেন না', ১৩ মার্চ ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/928223 (৩ আগস্ট ২০২৫) ।

[৬১৬] *প্রথম আলো*, 'সরকার ৭০০ হাসপাতালে ফার্মেসি করবে, কী সুবিধা পাবে মানুষ', ২৩ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3ute5zbhgd (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৬১৭] *দ্যা ডেইলি স্টার বাংলা*, 'জুলাই যোদ্ধারা আগামী মাস থেকে ভাতা পাবেন: উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম', ২৪ জুন ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-681781 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কারণে এই নিয়োগ বাতিল করে হাসপাতাল পরিষদ।[৬১৮] এই প্রভাব বিস্তারের জের হিসেবে ২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদফতরে বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এবং জামায়াতপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম (এনডিএফ) এর চিকিৎসকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় তিনজন চিকিৎসক আহত হয়। চিকিৎসকদের অভিযোগ 'একক আধিপত্য' বিস্তারের চেষ্টায় ড্যাব এবং এনডিএফ-এর মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয় এবং এই দুই গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকে সংঘর্ষ হয়।[৬১৯]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের অ্যাকাডেমিক ভবন এবং আবাসিক হল ঝুঁকিপূর্ণ মনে করায়, তা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করেছে শিক্ষার্থীগণ। আন্দোলনের মুখে কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করলেও শিক্ষার্থীরা তা বর্জন করে। পরবর্তীতে তাদের দাবীর সাথে একমত পোষণ করে এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল ২০ দিন পর কলেজের কার্যক্রম শুরু করে।[৬২০]

এ ছাড়া ৩১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসকদের ওপর দুইবার হামলা হয় এবং পরবর্তীতে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইন্টার্নসহ দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসকেরা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ঘোষণা দেয়।[৬২১] ঐ দিন আন্দোলনের সাড়ে চার ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর স্বাস্থ্য উপদেষ্টা দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে শর্তসাপেক্ষে সময় বেঁধে দিয়ে কর্মবিরতি স্থগিত করেন চিকিৎসকরা।[৬২২]

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতরা সুচিকিৎসার জন্য গত এক বছরে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করেছেন, বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যে অসন্তোষ দেখিয়েছেন, সড়ক আটকে বিক্ষোভ করেছেন। তাঁরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে একাধিকবার বিক্ষোভ করেছেন, সচিবালয়ের সামনে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। এ ছাড়া স্বাস্থ্য উপদেষ্টার গাড়ি আটকে অবরোধ করার চেষ্টা করেছেন। শাহবাগ ও আগারগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করেছেন। চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালকের কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। একাধিক চিকিৎসক বলেছেন, প্রয়োজনের তুলনায় মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসার উদ্যোগ কম দেখা গেছে। আহত তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার কার্যকর ও দৃশ্যমান উদ্যোগ, ফিজিওথেরাপী নিশ্চিত করা হয়নি।[৬২৩] এছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়। চিকিৎসা সম্পূর্ণ না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এর পাশাপাশি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হতাহতদের বিরুদ্ধে সুস্থ হওয়ার পরেও শয্যা দখল করে রাখার অভিযোগ রয়েছে।[৬২৪]

একটি কার্যকর ও গণমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য স্বাস্থ্যখাতে সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এ খাতে প্রশাসনিক রদবদল এবং পদোন্নতি ও ট্রেইনি শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ছাড়া তেমন কোনো সংস্কার হয়নি। এ খাতের সংস্কারের জন্য সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্ধারণ ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন প্রয়োজন যা এখনো লক্ষ করা যায়নি। স্বাস্থ্য প্রশাসন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ বাতিল, বদলি ও পদায়নে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রযেছে। দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির কারণে এ খাতে এখনো বিশৃঙ্খলা বিরাজমান।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী সময়ে সারা দেশে ৪,৫৮০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ১ হাজার ৪১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে অনুপস্থিত ছিল যা মোট ইউনিয়ন পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ। তাঁদের বেশির ভাগের নামে হত্যা মামলা হয়েছে। তাঁরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে থাকায় এবং কেউ কেউ নিজেদের ওপর হামলা হবে, এমন আশঙ্কা থেকে কার্যালয়ে যাননি।[৬২৫] এছাড়া ৫ আগস্ট ২০২৪ এর পর সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণ করা হয়। সব মিলিয়ে ১২টি সিটি

---

[৬১৮] *প্রথম আলো*, 'শিশু হাসপাতালে ৬৫ চিকিৎসকের নিয়োগ বাতিল করল বোর্ড', ২৬ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/22160d767d (৩ আগস্ট ২০২৫)।
[৬১৯] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'স্বাস্থ্য অধিদফতরে চিকিৎসকদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৩', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/health/869104/ (৩ আগস্ট ২০২৫)।
[৬২০] *প্রথম আলো*, 'প্রায় ২০ দিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ খুলছে ১২ জুলাই', ১০ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fsmghhfgfs (৩ আগস্ট ২০২৫)।
[৬২১] *প্রথম আলো*, 'সারা দেশে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি ঘোষণা', ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/g57p552iis (৩ আগস্ট ২০২৫)।
[৬২২] *সকাল সন্ধ্যা*, 'চিকিৎসকদের কর্মবিরতি 'শর্তসাপেক্ষে' স্থগিত', ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.shokalshondha.com/doctors-strike-suspended/ (৩ আগস্ট ২০২৫)।
[৬২৩] *প্রথম আলো*, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক বছরঃ ১৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত', ১৯ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7pv8470o6d (৩ আগস্ট ২০২৫)।
[৬২৪] *জাগো নিউজ২৪*, '৬০০ কোটি টাকার হাসপাতাল এখন জুলাই আহতদের 'আবাসিক হোটেল'', ৯ জুন ২০২৫, https://www.jagonews24.com/health/news/1027955 (৩ আগস্ট ২০২৫)।
[৬২৫] আরিফুর রহমান, '১৪১৬ ইউপি চেয়ারম্যান 'পলাতক', অপসারণ নিয়ে টানাপোড়েন', *প্রথম আলো*, ১৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/2gqq463bjk (২১ অক্টোবর ২০২৪)।

কর্পোরেশনের মেয়র, ৬০টি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সারা দেশের সব (৪৯৩) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, নারী ভাইস চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রদের - স্থানীয় সরকারের এই চার স্তরে সব মিলিয়ে ১,৮৭৬ জন জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ করা হয়। তিন পার্বত্য জেলায় ভিন্ন নিয়মে চলে বলে সেগুলোতে পরিবর্তন হয়নি।[৬২৬]

গত ১৬ আগস্ট ২০২৪ এ 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪', 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪', 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' ও 'উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'-এর খসড়া অনুমোদন করে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। পরে তা অধ্যারদশ আকারে জারি করা হয়। ওই সংশোধনীর ফলে বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করলে সরকার জনস্বার্থে কোনো সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরকে অপসারণ করতে পারবে। একইভাবে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের অপসারণ করতে পারবে। একই সঙ্গে এগুলোয় প্রশাসক নিয়োগ দিতে পারবে সরকার।

পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিপুলসংখ্যক ইউপি চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার প্রশাসন ৭৮৬টি ইউনিয়ন পরিষদে এরই মধ্যে প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়।[৬২৭] সিটি করপোরেশনগুলোয় অতিরিক্ত সচিব ও সমমর্যাদার কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কমিশনারদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেলা পরিষদে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ও ডিসিরা প্রশাসকের দায়িত্বে রয়েছেন। উপজেলা পরিষদে দায়িত্ব পালন করছেন ইউএনও। পৌরসভার দায়িত্বে জেলায় কর্মরত স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)। এছাড়া অনেকে যোগদান করায়, সাড়ে ৩'শ ইউপি এখন পরিচালিত হচ্ছে প্রশাসক বা কমিটির মাধ্যমে। প্রশাসক হিসেবে হয় ইউএনও, এসি ল্যান্ড (সহকারী কমিশনার, ভূমি) সুপারভাইজর দায়িত্ব পালন করছেন।[৬২৮]

জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকারপ্রতিষ্ঠানের কাজে স্থবিরতা দেখা দেয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণের ফলে স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদানে বিশৃঙ্খলা ও দীর্ঘসূত্রতা হয়। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।[৬২৯] এ সময় বিভিন্ন ভাতার তালিকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের পুনরায় যোগ্যতা যাচাই করা হয়। জনপ্রতিনিধি না থাকায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত ভাতাভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করতে অসুবিধা হয় এবং পুরোপুরি ঠিক করতে না পারায় নতুন তালিকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৬৩০] ফলে সুবিধাভোগীদের দুর্ভোগ ও ভাতা পেতে বিলম্ব হয়। সাধারণত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ১ কোটি ২১ লাখ উপকারভোগী ভাতা পেয়ে থাকেন। কিন্তু ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কেউ ভাতা পাননি।[৬৩১] ভাতার তালিকা চূড়ান্ত না হওয়ায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৪-৫ মাস পর প্রথম প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪) ভাতা একসাথে দেওয়া হয়।[৬৩২] ইউনিয়ন পরিষদে ভিডব্লিইবি নতুন কার্ড বিতরণের সময় রাজনৈতিক প্রভাব ও ঘুষের বিনিময়ে অভিযোগ রয়েছে।[৬৩৩] এছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা বিঘ্নিত হয়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) কিছু সড়ক, ভবন, ও স্থাপনার নতুন নামকরণ করা হয়েছে[৬৩৪] এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের লোগো থেকে নৌকার ছবি বাদ দেওয়া হয়েছে[৬৩৫]। ২৪ শে মার্চ ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই সক্রান্ত উপকমিটির সুপারিশের পর অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন এসব সড়ক /অবকাঠামো /স্থাপনা/ সেতু /ফ্লাইওভার /মসজিদ /পার্ক সমূহের নতুন নামকরণ করা হয়েছে। যেসব সড়ক, ভবন, ও স্থাপনার নতুন নামকরণ করা হয়েছে। নতুন নাম অনুযায়ী, বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মনি সরণি এখন ইনার রিং রোড, বীর

---

[৬২৬] *প্রথম আলো*, 'সিটি মেয়রসহ ১ হাজার ৮৭৬ জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ', ২০ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/5flf06j5kt (২১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৬২৭] *আমার সংবাদ*, ' ইউপিতে সেবাবঞ্চিত নাগরিকরা', ৮ নভেম্বর ২০২৪', https://www.amarsangbad.com/today-newspaper/news/296946 (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬২৮] *যমুনা টিভি*, ' টিকে যাচ্ছেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা' ২৯ অক্টোবর ২০২৪', https://jamuna.tv/news/572769 (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬২৯] শফিকুল ইসলাম, 'চার মাস বন্ধ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম, অনিশ্চয়তায় সোয়া কোটি উপকারভোগী', *বাংলা ট্রিবিউন*, ০৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/national/871835 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬৩০] তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৯ জুন, ২০২৫।

[৬৩১] আরিফুর রহমান, 'সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে এখনো ভাতা না পেয়ে উদ্বিগ্ন সোয়া কোটি ভাতাভোগী', *প্রথম আলো*, ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/y8sgpuvmd9 (১৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[৬৩২] তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৯ জুন, ২০২৫।

[৬৩৩] *প্রথম আলো*, 'রাজশাহীতে বিএনপি-জামায়াত নেতাদের ভিজিডির কার্ড ভাগাভাগি, অভিযোগ জানাল এনসিপি', ৩ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4o6io5d2xr, (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৩৪] *বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বাংলা*, 'ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নতুন নামকরণ', ২৫ মার্চ, ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-325306 (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৩৫] *প্রথম আলো*, ' চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের লোগো থেকে বাদ গেল নৌকা, যুক্ত হলো শাপলা', ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ygzucr5mbu (২৭ জুলাই ২০২৫)।

মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল সরণি হয়েছে ঝাউচর প্রধান সড়ক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সরণি নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে কামরাঙ্গীরচর লোহারপুল বুড়িগঙ্গা সড়ক। এছাড়া কলাবাগান এলাকায় অবস্থিত শহীদ শেখ রাসেল শিশুপার্কের নতুন নাম কলাবাগান শিশুপাক ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় অবস্থিত শহীদ শেখ রাসেল শিশুপার্কের নতুন নাম যাত্রাবাড়ী শিশুপার্ক, মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন পার্কের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে সরাফতগঞ্জ পার্ক, মেয়র শেখ তাপস সেতুর নাম হয়েছে কামরাঙ্গীরচর ব্রিজ, মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্রের নতুন নাম গেন্ডারিয়া সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র, এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্রের নাম হয়েছে কামরাঙ্গীরচর সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র। এছাড়া মেয়র হানিফ অডিটোরিয়াম এখন নগরভবন অডিটোরিয়াম, মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার হয়েছে গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, মেয়র হানিফ জামে মসজিদ এখন আজিমপুর কবরস্থান জামে মসজিদ এবং মেয়র হানিফ মসজিদ নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল জামে মসজিদ। বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের নতুন নামকরণ করা হয়েছে শহীদ আবরার ফাহাদ এভিনিউ।[৬৩৬]

এছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন কার্যক্রম কেন্দ্রীয় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন সার্ভারের মাধ্যমে পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ সিটিতে সব নিবন্ধনের তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে জমা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৬৩৭]

রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কারণে স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদানে বিশৃঙ্খলা ও দীর্ঘসূত্রতা হয়েছে। গত এক বছরে তৃণমূলে স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনে সংঘাত দেখা গেছে। দেশের বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কারণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব পালনে অপরাগতা প্রকাশ পেয়েছে।[৬৩৮] অপরদিকে ৭ মে ২০২৫ তারিখে দেশের বিভিন্ন উপজেলা পরিষদের অপসারিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানরা স্বপদে পুনর্বহালের দাবি তোলেন। উল্লেখ্য উপজেলা পরিষেদে ২০২৪ সালে দলীয় মনোগ্রাম ও প্রতিকে নির্বাচন হয়েছিল। গত বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৪ এর ধারা ১৩ (ঘ) প্রয়োগ করে সারা দেশের ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের অপসারণ করে।[৬৩৯]

আদালতের রায়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্ধারণ হয়। ২০২৪ এর ১ অক্টোবর চট্টগ্রাম নগর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেনকে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে ঘোষণা করে রায় দিয়েছিলেন আদালত। এরপর ২০২৪ সালের ৩ নভেম্বর মেয়র হিসেবে শপথ নেন শাহাদাত হোসেন। অপরদিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ২৭ মার্চ ২০২৫ সালে ঢাকার নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ইশরাক হোসেনকে মেয়র হিসেবে ঘোষণা করে এবং তারপর ২৭ এপ্রিল ২০২৫ নির্বাচন কমিশন থেকে গেজেটে প্রকাশ হলে গেজেটের বিরুদ্ধে ১৩ মে ২০২৫ তারিখে রিট করা হয়। এরপর গত ১৪ মে ২০২৫ তারিখ থেকে ইশরাক হোসেন তার সমর্থকদের নিয়ে শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতায় আন্দোলনে নামেন। পরবর্তীতে ২২ শে মে রিটটি খারিজ হয়ে যায় কিন্তু শপথ পড়ানোর বিষয়টি বিচারাধীন উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে শপথ গ্রহণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, যদিও ইশরাক হোসেন শপথ না নিয়েই ৩ জুন স্বঘোষিত মেয়র হিসেবে মেয়রের সিটে বসেন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে ১৫ জুন প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সভায় অংশ নেন। নির্বাচিত মেয়র ও সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার পাল্টাপাল্টি অবস্থানের ফলে ১৪ মে থেকে ২৫ জুন মোট ৪৩ দিন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে অচলাবস্থা বিরাজ করে এবং নাগরিক সেবা বিঘ্নিত হয়। এ সময়ে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা মন্তব্য করেন, বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন শপথ না নিয়েই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন সভায় অংশ নিয়ে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার মতো 'ক্রিমিনাল অফেন্স' বা ফৌজদারি অপরাধ করেছেন।[৬৪০] এছাড়া তিনি মন্তব্য করেন, মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে ইশরাক হোসেনের আর শপথ নেওয়ার সুযোগ নেই এবং শপথ পড়ানোর বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ ছিল না।[৬৪১] ঢাকা

---

[৬৩৬] *বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বাংলা*, 'ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নতুন নামকরণ', ২৫ মার্চ, ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-325306 (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৩৭] নাজনীন আখতার, 'ঢাকা দক্ষিণ সিটির জন্মনিবন্ধন নিয়ে পাসপোর্টসহ সব জটিলতা কাটল', *প্রথম আলো*, ১৫ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/xcerkc2du9 (১৮ আগস্ট ২০২৪)।

[৬৩৮] *প্রথম আলো*, 'অবৈধভাবে প্যানেল তৈরি করে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলেন বিএনপি নেতা', ২৩ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/eo4v7hrttq (২৭ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ইউপি চেয়ারম্যানকে বের করে দিয়ে কার্যালয়ে তালা দিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা', ১৩ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/lm6cr50kg8 (২৭ জুলাই ২০২৫); *যুগান্তর*, 'টাঙ্গাইলে ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বদলির আবেদন', ১ জুলাই ২০২৫, https://www.jugantor.com/country-news/972592 (২৭ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সাগরদাঁড়ি ইউপি চেয়ারম্যানের দায়িত্বপালন নিয়ে দুইপক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০', ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/3pweqvnfwz (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৩৯] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানদের স্বপদে পুনর্বহালের দাবি', ৭ মে ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/897494/ (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৬৪০] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'ইশরাক হোসেনের বিরুদ্ধে 'ক্রিমিনাল অফেন্সের' অভিযোগ আসিফ মাহমুদের', ১৭ জুন, ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c62537gq0pwo (১৯ জুন, ২০২৫)।

[৬৪১] *বিডি নিউজ টুয়েন্টি ফোর*, 'ইশরাকের শপথ নেওয়ার সুযোগ নেই: উপদেষ্টা আসিফ', ১৮ জুন, ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/4e7b4f49b29d (১৯ জুন, ২০২৫)।

দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মেয়র নিয়োগে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল এবং আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ পায়।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও টেকসই উন্নয়নের পথে ফেরাতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকার একচেটিয়া চুক্তি, দ্রুত সরবরাহ আইন এবং বিনা টেন্ডারে কুইক রেন্টাল কেন্দ্র অনুমোদনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে একদিকে অস্বচ্ছতা তৈরি করেছিল, অন্যদিকে ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে জনগণের ওপর আর্থিক চাপ বেড়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার বিদ্যুৎ খাতের সব বড় চুক্তি ও আইন পুনর্মূল্যায়ন, নবায়নযোগ্য শক্তি অগ্রাধিকার, বিদেশি ঋণ হ্রাস এবং গণশুনানিভিত্তিক মূল্য নির্ধারণসহ বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি আইন ২০১০ রহিতকরণ

দ্রুত সরবরাহ আইনের মাধ্যমে অস্বচ্ছভাবে চুক্তি অনুমোদনের সমালোচনা বিবেচনায় অন্তর্বর্তী সরকার 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১)' বাতিল করে ২৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে অধ্যাদেশ জারি করে। যদিও আইন বাতিল করা হলেও এর আওতায় ইতোপূর্বে সম্পাদিত চুক্তিগুলো বাতিল হয়নি এবং প্রয়োজন অনুসারে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। এই আইন অনুসরণে চলমান সব ক্রয়, দরকষাকষি ও প্রকল্প পর্যালোচনা কার্যক্রমও আপাতত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অযৌক্তিক চাহিদাপত্র ও দুর্নীতি তৎপরতা উল্লেখযোগ্য হারের বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের এ পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে। পর্যালোচনা কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সকল সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও কার্যক্রমের বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[৬৪২]

২ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ সুপ্রিম কোর্টের দুইজন আইনজীবীর আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০-এর দুটি বিতর্কিত বিধান নিয়ে রুল জারি করেন। এই বিধানগুলোর মধ্যে রয়েছে, মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্তে বিদ্যুৎ প্রকল্পের চুক্তি করার ক্ষমতা এবং এ-সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ করার এখতিয়ার বাতিল। এই আইন মূলত 'কুইক রেন্টাল আইন' নামে পরিচিত, যেখানে ৬(২) ধারা মন্ত্রীর একক ক্ষমতায় যেকোনো কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করার সুযোগ দেয়, যা স্বচ্ছ ক্রয়প্রক্রিয়ার বিরোধী। আর ৯ ধারা আদালতের এখতিয়ার রোধ করে, যা সংবিধানের মৌলিক নীতির পরিপন্থী।[৬৪৩]

চুক্তি বিলম্ব ও পুনর্মূল্যায়ন

১৯ নভেম্বর ২০২৪ হাইকোর্ট ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত একচেটিয়া চুক্তি পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেয় এবং এই উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের অনুসন্ধান কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রদান করে। আদালত মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে এক মাসের মধ্যে কমিটি গঠন এবং দুই মাসের মধ্যে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেয়।[৬৪৪] চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন ইতিবাচক হলেও চুক্তি সংশ্লিষ্ট আইনের কারণে এই চুক্তি বাতিল বা পুনঃচুক্তিতে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১)' অনুযায়ী করা সেসব প্রকল্প ও চুক্তি পর্যালোচনা করার জন্য একটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় রিভিউ কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আইনগুলোর অধীনে সম্পাদিত চুক্তির স্বচ্ছতা, আইনগত বৈধতা এবং সরকারের স্বার্থ রক্ষা হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করা হবে। এই পদক্ষেপটি মূলত দ্রুত আইনের আওতায় গৃহীত প্রকল্পগুলোর মধ্যে লুটপাট, অযৌক্তিক দামের চুক্তি ও দরপত্রবিহীন সুবিধা প্রদানের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে চুক্তির স্বচ্ছতা, নৈতিকতা ও নিয়মানুবর্তিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়।[৬৪৫]

অন্তর্বর্তী সরকার কক্সবাজারের মহেশখালীতে সামিট গ্রুপের এলএনজি টার্মিনাল চুক্তি বাতিল করে। পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের অধীনে এই ধরনের চুক্তি করলেও বর্তমান সরকার বিশেষ বিধান আইনের অধীনে আর কোনো নতুন চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে, পটুয়াখালীর পায়রায় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণে মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জির সঙ্গে সই হওয়া টার্মশিট বাতিল করে। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জানান ভাসমান ও

[৬৪২] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'বিদ্যুৎ-জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইন' বাতিল করে অধ্যাদেশ জারি', ৩০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/business/power-and-fuel/875211/ (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৪৩] *প্রথম আলো*, 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইন: দায়মুক্তি ও মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত নেওয়া সংক্রান্ত বিধান নিয়ে রুল', ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/10xg7pgf6k (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৪৪] *যুগান্তর*, 'আদানি পাওয়ার চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন কমিটি', ১৯ নভেম্বর ২০২৪, https://www.jugantor.com/national/880629, (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৪৫] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'বিদ্যুৎ-জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ আইনে সম্পাদিত চুক্তি পর্যালোচনায় কমিটি', ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/business/news/861657/ (২৭ জুলাই ২০২৫)।

স্থলভাগে মিলিয়ে মোট তিনটি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সঠিক কোম্পানি নির্বাচিত হয়।[৬৪৬]

তবে আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তি ও ভারতের সংশ্লিষ্ট চুক্তি তথ্য এখনো জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতির পরিচায়ক। আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তি পর্যালোচনার জন্য গঠিত জাতীয় রিভিউ কমিটি ছয় মাস পেরিয়েও কোনো নির্দিষ্ট অগ্রগতি দেখাতে পারেনি – অধিকন্তু, আন্তর্জাতিক কোনো আইনজীবী বা তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়নি, যা তদন্ত প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করেছে। ২০২৪ সালের ৯ নভেম্বর হাইকোর্ট কর্তৃক কমিটি গঠন করা হয়েছিল এই চুক্তি পর্যালোচনার জন্য, যেখানে আদানি পাওয়ারসহ অন্তর্ভুক্ত ছিল বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে ২০০৯ হতে ২০২৪ পর্যন্ত অনুমোদিত সাতটি প্রধান পাওয়ার প্ল্যান্ট। কমিটি প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কিছু অনিয়ম চিহ্নিত করলেও আন্তর্জাতিক মানের তদন্ত শুরু করার নির্দেশ বাস্তবায়ন হয়নি–যার ফলে চুক্তিপত্র পর্যালোচনার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।[৬৪৭]

নতুন করে কুইক রেন্টাল চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৮ আগস্ট ২০২৮ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানায়, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১) এর অধীনে চলমান সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিনা টেন্ডারে কুইক রেন্টাল বা রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি আর দেওয়া হবে না। এই আইনের অধীনে শুরু হওয়া প্রকল্প বাছাই, নেগোসিয়েশন এবং ক্রয় প্রক্রিয়া অবিলম্বে স্থগিত করা হয়। তবে পূর্বে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।[৬৪৮] ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তী সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ উপদেষ্টা জানান, নতুন করে আর কোনো কুইক রেন্টাল চুক্তি নবায়ন করা হবে না। ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সময়ে বিনা দরপত্রে এবং বিশেষ আইনের আওতায় কুইক রেন্টাল কেন্দ্র স্থাপন করে বিপুল অর্থ দেশের বাইরে পাচার হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার এ ধরনের চুক্তির নবায়ন বন্ধ করে বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে।[৬৪৯] তবে ব্যয়বহুল চুক্তিগুলো চালু থাকায় বাজেট ঘাটতি ও সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে।

নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি বাতিলের সিদ্ধান্ত

১৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা ঘোষণা করেন, নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি আপাতত বন্ধ থাকবে। ভবিষ্যতে মূল্য সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) মাধ্যমে শুনানি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।[৬৫০] ২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সরকার ঘোষণা করে, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবার গণশুনানি বাধ্যতামূলক করা হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের ফলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম নির্ধারণে জনমতের প্রতিফলন নিশ্চিত করার জন্য গণশুনানি প্রক্রিয়ার পুনঃপ্রচলন হয়। এর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে শেখ হাসিনা সরকারের নির্বাহী আদেশে গণশুনানি প্রক্রিয়া স্থগিত করে সরাসরি বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছিল।[৬৫১]

বকেয়া হ্রাস ও ঋণের পুনর্বিন্যাস

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বৈদেশিক দেনার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের সময় এই খাতে মোট দেনা ছিল প্রায় ৩৯ হাজার কোটি টাকা (৩.২ বিলিয়ন ডলার), যা ২৯ হাজার কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ করার ফলে ২০২৪ এর এপ্রিলে ১০ হাজার কোটি টাকায় (৮২৯ মিলিয়ন ডলার) নেমে এসেছে। ২০২৫ সালের

[৬৪৬] *প্রথম আলো*, 'সামিটের পর বাতিল হলো এক্সিলারেটের এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ', ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4beorwyhi4, (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৪৭] *Dhaka Tribune*, "Delays in power contract review: No progress on Adani investigation in 6 months", ৫ মার্চ ২০২৫, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/power-energy/375537/ (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৪৮] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'অবশেষে বাতিল কুইক রেন্টাল', ১৮ আগস্ট ২০২৪, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2025/07/26/XXXXX (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৪৯] *যুগান্তর*, 'কুইক রেন্টাল ছিল হাসিনার লুটের অন্যতম উৎস, গডফাদার তৌফিক', ১৫ নভেম্বর ২০২৪, https://www.jugantor.com/national/878988 (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৫০] *প্রথম আলো*, 'নির্বাহী আদেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়বে না', ১৮ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/6hp5odjzmu (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৬৫১] *আইটিভি বাংলাদেশ*, 'বিদ্যুৎজ্বালানির দাম নির্ধারণে ফিরছে গণশুনানি', ২২ আগস্ট ২০২৪, https://www.itvbd.com/165774](https://www.itvbd.com/165774, (২৭ জুলাই ২০২৫)।

মধ্যেই পুরো দেনা পরিশোধের পরিকল্পনা রয়েছে।[৬৫২] সর্বশেষ পরিশোধের পর বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত মোট প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার আদানিকে দিয়েছে, যেখানে মোট বিল প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার।[৬৫৩]

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা জানান, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট সমাধানের জন্য সরকার আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতায় ভর করবে। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে প্রতিটি এক বিলিয়ন ডলারের বাজেট সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়েছে, যা দ্রুত অনুমোদনের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে।[৬৫৪] বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ৩৫০ মিলিয়ন ইউরো ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক (ইআইবি)। পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) অতিরিক্ত ৪৫ মিলিয়ন ইউরো অনুদান দেবে। বিনিয়োগের লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সহায়তা করা।[৬৫৫]

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে কাঠামোগত সংস্কার - অন্তর্বর্তী সরকারের সময় নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অধীনে Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA)-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণের পাশাপাশি দক্ষ কারিগরি জনবল গঠন করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 'সাসটেইনেবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড' গঠন করা এবং সুস্পষ্টভাবে এই তহবিল স্রেডা কর্তৃক পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত প্রোগ্রাম ও প্রকল্প বাস্তবায়নসহ এ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্রেডা'কে একটি সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ/ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।[৬৫৬]

প্রকল্প পুনর্মূল্যায়ন - অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগ সরকার আমলে দ্রুত চুক্তি-ভিত্তিতে অনুমোদিত কমপক্ষে ৩১টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাতিল করেছে, যা বিদ্যুৎ-জ্বালানি বিভাগের বিশেষ বিধান আইনের আওতায় অনুমোদিত হয়েছিল। প্রকল্পগুলোতে মূলত সৌরবিদ্যুৎ ও ৩,২৮৭ মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতা নিয়ে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারের সম্ভাব্য বিদেশি বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬৫৭]

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি - প্রধান উপদেষ্টা দেশের সব সরকারি ভবন, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও হাসপাতালের ছাদে 'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি' বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে সোলার প্যানেল বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বেসরকারি খাত নিতে পারে, যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে কেবল ছাদ সরবরাহ করা হবে। বৈঠকে ইতোমধ্যে রুফটপ সোলার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা এবং তাদের সম্মুখীন সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলো বিদ্যুৎ বিল থেকে মুক্তি পাবে এবং সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত ছাদের জন্য ভাড়া পাবে।[৬৫৮]

এক বছরের কার্যক্রমে দেখা যায় যে অন্তর্বর্তী সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের একচেটিয়া, ব্যয়বহুল ও অস্বচ্ছ চুক্তিগুলোর পুনর্মূল্যায়ন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর জোর দিয়ে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়েছে। তবে, আদানি গ্রুপের চুক্তি সংক্রান্ত তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ না করা এবং জাতীয় রিভিউ কমিটির ধীরগতি–স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে এখনো

---

[৬৫২] *মানবজমিন*, 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বৈদেশিক দেনা কমছে', ২২ এপ্রিল ২০২৫, https://m.mzamin.com/news.php?news=157596#gsc.tab=0, (২৭ জুলাই ২০২৫)।
[৬৫৩] *ইত্তেফাক*, 'আদানিকে আরও ৩৮৪ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করলো বাংলাদেশ', ২৯ জুন ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/738776, (২৭ জুলাই ২০২৫)।
[৬৫৪] *বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'শীতের আগেই গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান: জ্বালানি উপদেষ্টা', ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6/news-details-307811 (২৭ জুলাই ২০২৫)।
[৬৫৫] *বণিক বার্তা*, 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ৩৫০ মিলিয়ন ইউরো ঋণ দেবে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক', ৫ মে ২০২৫, https://bonikbarta.com/economy/xiU0tbA6nwI23Bdx (২৭ জুলাই ২০২৫)।
[৬৫৬] নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫, ২ জুন ২০২৫, নির্দেশক্রম নং ২৭.০০.০০০০.০৯৪.২২.০০১.২৩.৫৫, গেজেট প্রকাশ ১৬ জুন ২০২৫, https://powerdivision.portal.gov.bd/sites/default/files/files/powerdivision.portal.gov.bd/page/f6d0e100_e2d8_47e7_b7cd_e292ea6395d3/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%20%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%20%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%AB%20%28%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%9F%29.pdf
[৬৫৭] *The Business Standard*, Govt cancellation of 31 renewable power projects ignored HC verdict, 5 †g 2025, https://www.tbsnews.net/bangladesh/energy/govt-cancellation-31-renewable-power-projects-ignored-hc-verdict-1056976 (২৭ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, '৩১টি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে সম্মতিপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান সিপিডির', ৩০ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/cwhhsxw3j6 (২৭ জুলাই ২০২৫)।
[৬৫৮] *ইত্তেফাক*, 'সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনের ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর নির্দেশনা', ২৬ জুন ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/738291/ (২৭ জুলাই ২০২৫)।

বড় ঘাটতি হিসেবে দেখা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার, বিনিয়োগকারীর আস্থা বৃদ্ধি, নবায়নযোগ্য খাতে স্থিতিশীল বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরি এবং জনগণের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা, উন্মুক্ত দরপত্র ও গণশুনানিভিত্তিক নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশবান্ধব পর্যটন

অন্তর্বর্তী সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ পরিবেশবান্ধব পর্যটন উৎসাহিত করা, যার মধ্যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ও হাওর এলাকায় পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটন নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ ও দ্বীপবাসীর ওপর প্রভাব - বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ একসময় অবাধ পর্যটনের কারণে চরম পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। দ্বীপের প্রবাল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে পরিবেশ ও দ্বীপবাসীর জীবনে।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পরিবেশ রক্ষায় পর্যটক সংখ্যা কমানো হয়েছে। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে পর্যটকের সংখ্যা দুই হাজারে নামিয়ে আনা হয় এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা সাধারণত ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলতো। এর ফলে দ্বীপের পরিবেশের ওপর তাৎক্ষণিক ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। পর্যটকদের আনাগোনা বন্ধ হওয়ায় জনশূন্য সৈকতে শামুক-ঝিনুকের বিচরণ বেড়েছে, এবং দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম অংশের প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার সৈকতে শামুক-ঝিনুকের আস্তর জমতে শুরু করেছে। সমুদ্রের পানি স্বচ্ছ নীল রং ধারণ করেছে এবং প্লাস্টিক বর্জ্য চোখে পড়ছে না। কঠোর নজরদারির কারণে প্রবাল আহরণ বন্ধ হয়েছে এবং সৈকতে পর্যটকদের ভিড় না থাকায় মা কাছিমের ডিম পাড়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। লাল কাঁকড়া ও শামুক-ঝিনুকের বংশবিস্তারও লক্ষ করা যাচ্ছে।[৬৫৯]

এছাড়াও, দ্বীপে পলিথিন ও প্লাস্টিক নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সাসটেইনেবল অ্যালায়েন্স (বিএসএ) যৌথভাবে দ্বীপ পরিষ্কার অভিযান চালিয়ে ৯৩০ কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করেছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সুপেয় পানির সংকট নিরসনের জন্য উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে এবং ড্রোন ব্যবহার করে বর্জ্য শনাক্ত করে তা সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[৬৬০] বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে একটি ৩৫ কোটি টাকার প্রকল্প চলমান, যার মাধ্যমে প্লাস্টিকের বোতলের পরিবর্তে সুপেয় পানি সরবরাহ, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও জৈব সার উৎপাদন করা হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর বিপন্ন কাছিমসহ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দ্বীপের বেওয়ারিশ কুকুর বন্ধ্যাকরণের কর্মসূচিও হাতে নিয়েছে।[৬৬১]

অন্যদিকে পর্যটন সীমিত করায় সেন্ট মার্টিন দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বেড়েছে, কারণ পর্যটন তাদের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। পর্যটক না থাকায় অনেক শ্রমজীবী মানুষ বিকল্প আয়ের সন্ধানে নেমেছেন। যারা ইজিবাইক-টমটম চালাতেন, তাদের কেউ কেউ এখন নৌকা নিয়ে সাগরে মাছ ধরছেন বা শুঁটকি উৎপাদনে নেমেছেন। নারীরা পাথর ভাঙা, পিঠাপুলি তৈরি ও কৃষিকাজে মনোনিবেশ করছেন।[৬৬২]

সরকার দ্বীপবাসীর এই ক্ষতি পোষাতে এবং তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা করছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে একটি ওয়ার্কিং টিম গঠন করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা রয়েছেন। প্রস্তাবিত বিকল্প কর্মসংস্থানের মধ্যে রয়েছে: বিষমুক্ত শুঁটকি মাছের ব্র্যান্ডিং, স্কুলে নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন, পরিবেশবান্ধব জাল ও প্রযুক্তি ব্যবহার, সবজি ও মাশরুম চাষ, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু পালন, নারীদের সেলাই ও নকশিকাঁথা তৈরির প্রশিক্ষণ, নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি তৈরি, ফটোগ্রাফি ও রেস্টুরেন্ট প্রশিক্ষণ, স্থানীয় যুবকদের ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ এবং পর্যটকদের জন্য বিকল্প পথ তৈরি। এই উদ্যোগগুলো দ্বীপবাসীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।[৬৬৩]

---

[৬৫৯] আব্দুল কুদ্দুস, 'সেন্ট মার্টিনের সৈকতজুড়ে শামুক-ঝিনুকের বিচরণ, মাথা তুলছে গাছপালা', *প্রথম আলো*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/wgr7vzuqr3 (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)

[৬৬০] *Daily Star*, 'Saint Martin's Island: 930kg plastic waste collected in clean-up drive, Feb 16, 2025, https://www.thedailystar.net/environment/pollution/plastic-pollution/news/saint-martins-island-930kg-plastic-waste-collected-clean-drive-3825071 (16 February 2025)

[৬৬১] আব্দুল কুদ্দুস. 'বিপন্ন কাছিম রক্ষায় বন্ধ্যা করা হচ্ছে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ৩ হাজার কুকুরকে', *প্রথম আলো*, ০৭ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/3ber1sxeuv (৮ এপ্রিল ২০২৫)

[৬৬২] মনোজ দে, 'সেন্ট মার্টিন থেকে তো পলিথিন-প্লাস্টিক আসছে...,' *প্রথম আলো*, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/opinion/5eob4vpazu (০৬ ডিসেম্বর ২০২৫);

[৬৬৩] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'সেন্ট মার্টিন: মানুষের 'চরম দুর্দিনে' প্রকৃতিতে ফিরছে 'সুদিন', ১০ জুন ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/4a3203be58f8 (১৩ জুন ২০২৫); আব্দুল কুদ্দুস, 'ড্রোন উড়িয়ে শনাক্ত করা হবে সেন্ট মার্টিনের বর্জ্য', *প্রথম আলো*, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/vblyzvvwex (৫ ফেব্রুয়ারি

টাঙ্গুয়ার হাওর - সুনামগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে জেলার তাহিরপুর ও মধ্যনগর উপজেলায় টাঙ্গুয়ার হাওরের অবস্থান। এই হাওরের আয়তন **১২** হাজার ৬৫৫ হেক্টর। হাওরে ছোট-বড় **১০৯**টি বিল আছে। হাওরের ভেতরে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য খাল ও নালা। বর্ষায় সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। হাওর এলাকার ৮৮টি গ্রাম রয়েছে। হাওরের উত্তরে ভারতের মেঘালয় পাহাড়। এই পাহাড় থেকে ৩৮টি ঝরনা নেমে এসে মিশেছে টাঙ্গুয়ার হাওরে।

সম্প্রতি টাঙ্গুয়ার হাওরে ঘুরতে আসা পর্যটকদের জন্য **১২**টি নির্দেশনা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। সংকটাপন্ন এই হাওরের জীববৈচিত্র্য, প্রকৃতি, পরিবেশ ও সৌন্দর্য রক্ষায় পর্যটকদের সচেতন করতে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে - হাওরে পর্যটকদের জন্য ব্যবহৃত নৌযানের প্রশাসন নির্ধারিত নৌপথ ব্যবহার; পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য লাইফজ্যাকেট ব্যবহার; স্থানীয় গাইড ও পরিষেবা গ্রহণ; প্লাস্টিক পণ্য বর্জন; দূর থেকে পাখি ও প্রাণী পর্যক্ষেণ করা; ক্যাম্পফায়ার বা আগুন জ্বালানো থেকে বিরত থাকা; হাওরে উচ্চ শব্দে গানবাজনা না করা বা শোনা; হাওরের পানিতে অজৈব বা প্লাস্টিক-জাতীয় পণ্য ও বর্জ্য না ফেলা; মাছ ধরা, শিকার বা পাখির ডিম সংগ্রহ না করা ও পাখিদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে কোনো ধরনের বিঘ্ন না ঘটানো; ডিটারজেন্ট, শ্যাম্পু বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করা; গাছ কাটা, গাছের ডাল ভাঙা বা বনজ সম্পদ সংগ্রহ না করা; হাওরে সংরক্ষিত (কোর জোন) অংশে প্রবেশ না করা; মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্য হাওরে না ফেলা।[৬৬৪]

বনাঞ্চল সংরক্ষণ
সরকার বনাঞ্চল সংরক্ষণে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে -

জমি উদ্ধার ও ফেরত আনা

- **সোনাদিয়া দ্বীপ:** ইকোট্যুরিজম পার্কের জন্য বেজাকে দেওয়া প্রায় ৯,৫০০ একর বনভূমি বন বিভাগকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা রয়েছে।[৬৬৫]
- **সুন্দরবন সংলগ্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাতিল:** সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (ECA) স্থাপিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। নতুন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়া হবে না এবং ইতিমধ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে।[৬৬৬] এছাড়া সুন্দরবন সংরক্ষিত বনের (রিজার্ভ ফরেস্ট) চারপাশে **১০** কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার (ইসিএ) মধ্যে নতুন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।[৬৬৭]
- **অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ:** ২০২৪ এর আগস্ট থেকে এখন পর্যন্ত **১** হাজার ৭১৭ একর বনভূমি থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছে।[৬৬৮]
- **বেসরকারি ও সরকারি প্রকল্পের জমি বাতিল:** শহীদ এটিএম জাফর আলম ক্যাডেট কলেজ এবং অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দেওয়া বনভূমি বাতিল করে তা বন বিভাগকে ফেরত দেওয়া হয়েছে।[৬৬৯]

নতুন উদ্যোগ ও আইনি পদক্ষেপ

- **জলাভূমি অভয়ারণ্য ঘোষণা:** প্রথমবারের মতো রাজশাহীর দুটি জলাভূমিকে 'জলাভূমি-নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[৬৭০]

২০২৫); আব্দুল কুদ্দুস, 'এক টাকায় পাঁচ লিটার বিশুদ্ধ পানি, বর্জ্য থেকে হবে বিদ্যুৎ-সার', প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/rcdbj6a2hi (২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)

[৬৬৪] *প্রথম আলো*, 'টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটকদের মানতে হবে ১২ নির্দেশনা', ২১ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fp8awxwx8p (২২ জুন ২০২৫)।

[৬৬৫] *প্রথম আলো*, 'বন বিভাগে ফেরত যাচ্ছে সোনাদিয়ার জমি, হবে রক্ষিত এলাকা,' ১৭ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/esxaotpxga (১৮ মার্চ ২০২৫)।

[৬৬৬] *প্রথম আলো*, 'সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেবে না সরকার', ২২ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/dvaq12aqp4 (২২ এপ্রিল ২০২৫)।

[৬৬৭] *প্রথম আলো*, 'সুন্দরবনের চারপাশে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা', ১৩ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=135cc29f423&eid=1&imageview=0&epedate=13/05/2025&sedId=1 (১৩ মে ২০২৫)।

[৬৬৮] সঞ্চিতা সীতু, 'প্লাস্টিক বন্ধ, বনের জমি উদ্ধার ও বিধ্বংসী প্রকল্প বন্ধ করে কুড়িয়েছেন প্রশংসা', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৩০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/environment/896380/ (২ মে ২০২৫)।

[৬৬৯] *প্রাগুক্ত*।

[৬৭০] *প্রথম আলো*, 'রাজশাহীর দুটি জলাভূমিকে দেশের প্রথম 'জলাভূমিনির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য' ঘোষণা', ০৭ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4znf3sp3p9 (৮ মে ২০২৫)।

- **বালুমহাল ইজারা স্থগিত:** কক্সবাজারের সংরক্ষিত বনের কাছাকাছি অবস্থিত পাঁচটি বালুমহাল ইজারা না দেওয়ার জন্য আইনি নোটিশ জারি করা হয়েছে। এছাড়া বালুমহাল চিহ্নিত ও ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশের ওপর এর প্রভাব বিবেচনা করে এবং আইনি বিধান মেনে চলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।[৬৭১]

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ[৬৭২] নিচে আলোচনা করা হলো:

- **পাখি আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ:** বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কনভেনশন (CITES) এর আওতায় এই কনভেনশনভুক্ত পাখি আমদানি ও রপ্তানির জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সাইটস পারমিট/সনদ এবং অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পাখি ব্যবসা আরও কঠোর নজরদারির মধ্যে আনা হয়েছে।
- **বন্যহাতি সুরক্ষা:** বন্যহাতির অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে এবং মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব কমাতে হাতি অধ্যুষিত এলাকায় ছয়টি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। চট্টগ্রামে মানুষ ও হাতির সংঘাত নিরসনের সম্ভাব্য উপায় খুঁজে বের করার জন্য ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অবৈধভাবে চাঁদাবাজি ও নির্যাতনের শিকার হওয়া তিনটি পোষা হাতিকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।
- **ক্ষতিপূরণ প্রদান:** বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মানুষ ও সম্পদের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ কার্যকর করা হয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই বিধিমালার অধীনে ৪৯৪ জনকে দুই কোটি টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।
- **অবৈধ বন্যপ্রাণী উদ্ধার:** গাজীপুর সাফারি পার্ক থেকে চুরি যাওয়া একটি রিংটেইল লেমুর উদ্ধার করা হয়েছে এবং একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি দুটি লেমুর উদ্ধারে অভিযান চলছে। অবৈধভাবে পোষা হাতি দিয়ে চাঁদাবাজি বন্ধ করতেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বায়ুদূষণ প্রতিরোধ

বায়ুদূষণ প্রতিরোধের জন্য সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ নিচে তুলে ধরা হলো:

- **মোবাইল কোর্ট অভিযান:** পরিবেশ অধিদপ্তর যানবাহনের কালো ধোঁয়া, অবৈধ ইটভাটা, স্টিল মিল, সিসা/ব্যাটারি রিসাইক্লিং কারখানাসহ বিভিন্ন বায়ুদূষণকারী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সারা দেশে ৭৯৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। এই অভিযানে ১৭০০টি মামলা, ২৩ কোটি টাকার বেশি জরিমানা আদায় এবং অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে।[৬৭৩]
- **অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা:** পরিবেশ অধিদপ্তর ৪৫৪টি ইটভাটার কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে এবং ২১০টি ইটভাটা বন্ধের জন্য কঠোর নির্দেশনা জারি করেছে। হাইকোর্ট সারা দেশের সব অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশনা না মানায় হাইকোর্ট কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে তলবও করে।[৬৭৪]
- **নতুন পরিকল্পনা ও বিশেষজ্ঞ কমিটি:** ঢাকা মহানগরীর বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে শিগগিরই 'ডিগ্রেডেড এয়ারশেড' ঘোষণা করা হবে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত সুপারিশ দেওয়ার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে।[৬৭৫]
- **অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম:** বায়ুদূষণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আট ট্রাক সিসা ও ব্যাটারি গলানোর যন্ত্রপাতি জব্দ করে কারখানাটি বন্ধ করা হয়েছে। খোলা অবস্থায় নির্মাণসামগ্রী রেখে বায়ুদূষণ করার বিরুদ্ধেও অভিযান চালানো হয়েছে।

তবে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও বায়ুদূষণে ২০২৪ সালে দেশ হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ, আর নগর হিসেবে বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ নগর ছিল ঢাকা। এ নগরের বায়ুতে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণার (পিএম ২.৫) উপস্থিতি ছিল ৭৮ মাইক্রোগ্রাম। ২০২৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ৮০ দশমিক ২ মাইক্রোগ্রাম। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের 'বৈশ্বিক বায়ু মান প্রতিবেদন ২০২৪'-এ এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। বায়ুদূষণের অন্যতম উপাদান পিএম ২.৫ বা অতিক্ষুদ্র বস্তুকণার উপাদান ধরেই এই বায়ুর মান নির্ণয় করা হয়েছে এ প্রতিবেদনে। সেখানে দেখা গেছে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের প্রতি ঘনমিটার বায়ুতে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণার (পিএম ২.৫) উপস্থিতি ছিল ৭৮ মাইক্রোগ্রাম। আর ২০২৪ সালে তা ছিল ৭৯ দশমিক ৯ মাইক্রোগ্রাম। এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

---

[৬৭১] *প্রথম আলো*, 'পাঁচ বালুমহাল ইজারা না দিতে ১৩ সরকারি কর্মকর্তাকে আইনি নোটিশ', ২৬ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/08q98o28mt (৫ এপ্রিল ২০২৫)

[৬৭২] সঞ্চিতা সীতু, 'প্লাস্টিক বন্ধ, বনের জমি উদ্ধার ও বিধ্বংসী প্রকল্প বন্ধ করে কুড়িয়েছেন প্রশংসা', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৩০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/environment/896380/ (২ মে ২০২৫)।

[৬৭৩] *প্রাগুক্ত*।

[৬৭৪] *Daily Star*, Illegal brick kilns: HC summons 8, including DCs and UNOs, Jan 30, 2025, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/illegal-brick-kilns-hc-summons-8-including-dcs-and-unos-3811296 (30 January 2025); Daily Star, Shut down illegal brick kilns: HC, Feb 25, 2025, https://www.thedailystar.net/environment/pollution/news/shut-down-illegal-brick-kilns-hc-3832531 (25 February 2025)

[৬৭৫] *প্রথম আলো*, 'ঢাকার বায়ুদূষণ রোধে 'ডিগ্রেডেড এয়ারশেড' চিহ্নিত করা হবে', ২ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=271ec3851f&eid=1&imageview=0&epedate=02/07/2025&sedId=1 (২ জুলাই ২০২৫)।

(ডব্লিউএইচও) বেঁধে দেওয়া মানদণ্ডের চেয়ে অন্তত ১৫ গুণ বেশি। ২০২৫ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস আগের নয় বছরে চেয়ে বেশি দূষিত ছিল। চলতি বছরে বায়ুদূষণ আরও বেড়ে যাচ্ছে।[৬৭৬]

প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে সরকারের নেওয়া উদ্যোগগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- **মোবাইল কোর্ট অভিযান:** পরিবেশ অধিদপ্তর পলিথিনের উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। গত ৩ নভেম্বর ২০২৪ থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৭৪টি অভিযানে ৬৮৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ১ লক্ষ ৬৯ হাজার কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়েছে।[৬৭৭] এই অভিযানগুলোর একটি উদাহরণ হলো চকবাজারে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত, যেখানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়।[৬৭৮]
- **প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ:** জাতীয় উদ্যান, ইকোপার্ক এবং উদ্ভিদ উদ্যানে প্লাস্টিক ব্যবহার এবং বনভোজন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পূর্বাচলের ১৪৪ একর এলাকাকে বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- **জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস প্লাস্টিক বর্জনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে এর ব্যবহার বন্ধ করার ওপর জোর দিয়েছেন।[৬৭৯]

অন্যান্য উদ্যোগ

সরকার পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- **মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা:** বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা ৬৫ দিন থেকে কমিয়ে ৫৮ দিন করা হয়েছে। এটি ভারতের জলসীমার নিষেধাজ্ঞার সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা জেলে ও ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল।[৬৮০]
- **নদী ও খাল উদ্ধার:** ঢাকা ও এর বাইরে সারাদেশের খাল ও নদী উদ্ধারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঢাকার শুভাঢ্যা খাল উদ্ধারে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে একটি ৩১৭ কোটি টাকার নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে খাল খনন, পাড় বাঁধাই, হাঁটার পথ নির্মাণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করা হবে।[৬৮১]
- **পাথর কোয়ারি বন্ধ:** পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সিলেটের জাফলংসহ সব পাথর কোয়ারি ইজারা দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলেও সরকার অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধে কঠোর অবস্থানে আছে।[৬৮২] তবে বন ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জাফলংয়ে পাথর উত্তোলন বন্ধে ব্যর্থতার বিষয়ে যে হতাশা প্রকাশ করেছেন। চার বছর পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকলেও, তিনি উপদেষ্টা হওয়ার পরও তা চিরতরে বন্ধ রাখতে পারেননি, যা তার জন্য একটি বড় হতাশার বিষয়। তিনি বলেন, জাফলংয়ের মতো অপূর্ব প্রাকৃতিক স্থান ধ্বংস হচ্ছে, অথচ সেখানকার পাথর দেশের মোট চাহিদার মাত্র ৬% পূরণ করে–অর্থাৎ এই ক্ষতির অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা নেই। তিনি অভিযোগ করেন, এই পাথর উত্তোলনের পেছনে একটি সর্বদলীয় ঐক্য কাজ করছে, কিন্তু প্রকৃতি রক্ষায় কোনো ঐক্য নেই। এই বক্তব্যগুলো থেকে স্পষ্ট যে, পাথর উত্তোলন বন্ধে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ না থাকাই মূল ব্যর্থতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[৬৮৩] এছাড়াও বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও বনাঞ্চল ধ্বংস বন্ধ করা যায়নি।[৬৮৪]

---

[৬৭৬] *প্রথম আলো*, 'বায়ুদূষণে ২০২৪ সালে বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ, নগর হিসেবে তৃতীয় ঢাকা', ১১ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/w12okwriim (১২ মার্চ ২০২৫)।

[৬৭৭] সঞ্চিতা সীতু, 'প্লাস্টিক বন্ধ, বনের জমি উদ্ধার ও বিধ্বংসী প্রকল্প বন্ধ করে কুড়িয়েছেন প্রশংসা', বাংলা ট্রিবিউন, ৩০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/environment/896380/ (২ মে ২০২৫)।

[৬৭৮] *Star Digital Report*, 'Six people arrested in connection with attack on DoE director,' 28 January 2025, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/six-people-arrested-connection-attack-doe-director-3810601 (29 January 2025)

[৬৭৯] *প্রথম আলো*, 'পরিবেশ রক্ষায় প্লাস্টিক বর্জন করার আহ্বান', ২৬ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=26604668460&eid=1&imageview=0&epedate=26/06/2025&sedId=1 (২৬ জুন ২০২৫)।

[৬৮০] *প্রথম আলো*, 'সমুদ্রসীমায় মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা কমিয়ে ৫৮ দিন নির্ধারণ, খুশি জেলেরা', ১৮ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/v1whxrk6vt (১৯ গধৎপয ২০২৫)।

[৬৮১] মোহাম্মদ মোস্তফা ও ইকবাল হোসেন, 'শুভাঢ্যা খাল এখন 'প্লাস্টিকের ভাগাড়', *প্রথম আলো*, ১৪ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=145ff7f29d8&eid=1&imageview=0&epedate=14/05/2025&sedId=1 (১৪ মে ২০২৫)।

[৬৮২] *প্রথম আলো*, 'জাফলংয়ে দুই উপদেষ্টার গাড়ি আটকে বিক্ষোভ, নেতৃত্বে ছাত্রদল, যুবদল', ১৫ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=156d2fb5a15 (১৫ জুন ২০২৫)।

[৬৮৩] *জনকণ্ঠ*, '৪ বছর পাথর তোলা বন্ধ ছিল, উপদেষ্টা হয়ে আর পারলাম না', ২৭ জুলাই ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/838092 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৮৪] *প্রথম আলো*, 'জাহাজভাঙা শিল্প: টেংরাগিরি বনাঞ্চলকে কি রক্ষা করা যাবে না,' ১১ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/p52hqn8ipj (১২ মার্চ ২০২৫); এম জসীম উদ্দিন ও মোহাম্মদ রফিক, 'বনরক্ষীদের ঘুষের

- **গাছ কাটা বন্ধ ও বৃক্ষরোপণ:** হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী, ঢাকা শহর ও অন্যান্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ে গাছ কাটার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে, যার অনুমতি ছাড়া কোনো গাছ কাটা যাবে না। এছাড়াও, দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ইউক্যালিপটাস ও আকাশমণি গাছের চারা রোপণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর পরিবর্তে দেশীয় ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।[৬৮৫]
- **নিরাপদ সুপেয় পানি:** হাইকোর্ট নিরাপদ সুপেয় পানিকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আদালত নির্দেশ দিয়েছেন যে, এক বছরের মধ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে বিনামূল্যে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করতে হবে এবং দশ বছরের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে হবে।[৬৮৬]

দেখা যাচ্ছে পরিবেশের উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ স্থানীয় সুবিধাভোগী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়া পরিবেশবান্ধব পর্যটনের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও বিকল্প জীবিকার পরিকল্পনা না করার কারণে স্থানীয় জনগণ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। পাথর কোয়ারি বন্ধ ও বনাঞ্চল ধ্বংস প্রতিরোধের মতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতে নতুন আলোচনার সূচনা হয়। অভ্যুত্থানের সময় প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন - সাময়িকভাবে রেমিট্যান্স বন্ধ রেখে ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবাদ সংগঠিত করে তৎকালীন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। অথচ সংস্কার পরিকল্পনায় অভিবাসন বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না।[৬৮৭] পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকার কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেয়, যেমন পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে বিএমইটির ক্লিয়ারেন্স কার্ড ইস্যুর সিদ্ধান্ত[৬৮৮], বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোতে জনবল বৃদ্ধি[৬৮৯], এবং জাপান ও ইতালির সঙ্গে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর[৬৯০]। এছাড়া প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) থেকে গণ-অভ্যুত্থানকে সমর্থন দিয়ে মিছিল করার দায়ে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ১৮৮ জন বাংলাদেশীকে ক্ষমা ও দেশে ফেরত আনা হয়।[৬৯১]

জাপানের সঙ্গে সই হওয়া চুক্তি অনুযায়ী কেয়ারগিভার, ওয়েল্ডিং, অটোমোবাইল মেকানিক প্রভৃতি খাতে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।[৬৯০] সৌদি আরব, প্রধান শ্রমবাজার হিসেবে, ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপের প্রস্তুতির কারণে কর্মীর চাহিদা বাড়ায়। কিন্তু সিন্ডিকেট ও ভিসা সত্যায়নের জটিলতা হঠাৎ নিয়োগ হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা একক বাজার নির্ভরতার ঝুঁকি স্পষ্ট করে।[৬৯২] ২০২৫ সালের মার্চে সৌদিতে মোট পাঠানো কর্মীর হার ছিল ৫৭ শতাংশ, যা এপ্রিলে হঠাৎ করে কমে যাওয়ায় মোট বিদেশি কর্মসংস্থান মার্চ মাসের তুলনায় ৫২ শতাংশ হ্রাস পায়।[৬৯৩]

বলি টেংরাগিরি বনাঞ্চল ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যভান্ডার,' *প্রথম আলো*, ০৩ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/v2kg4s9pae (১ জুলাই ২০২৫); আব্দুল কুদ্দুস, 'প্যারাবন উজাড় করে নতুন জেটি,' *প্রথম আলো*, ২২ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=225758674c9&eid=1&imageview=0&epedate=22/05/2025&sedId=1 (২২ মে ২০২৫)।

[৬৮৫] *প্রথম আলো*, 'গাছ কাটার ক্ষেত্রে অনুমতির জন্য ঢাকাসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের নির্দেশ', ২৮ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1uhgxonkgh (২৯ জানুয়ারি ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ইউক্যালিপটাস ও আকাশমণিগাছ নিষিদ্ধে প্রজ্ঞাপন', ১৬ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1654e73f865&eid=1&imageview=0&epedate=16/05/2025&sedId=1 (১৬ মে ২০২৫)।

[৬৮৬] *প্রথম আলো*, 'নিরাপদ সুপেয় পানি পাওয়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার: হাইকোর্ট', ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8avnkyizby (২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[৬৮৭] মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার, "গণ-অভ্যুত্থানের পরেও প্রবাসীরা কেন উপেক্ষিত", *প্রথম আলো*, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/lk82q1nxqd (১৫ জানুয়ারি ২০২৫)।

[৬৮৮] *বিজিনেস স্ট্যান্ডাড বাংলা*, "বিদেশগামী কর্মীদের ভোগান্তি কমাতে জেলা পর্যায়ে দেওয়া হবে বিএমইটি ক্লিয়ারেন্স কার্ড", ২ জুন ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-350416 (৩ জুন ২০২৫)।

[৬৮৯] *ঢাকা পোস্ট*, " বাংলাদেশ মিশনগুলোতে জনবল বাড়াবে সরকার : তৌহিদ হোসেন", ১৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/358826 (১৯ এপ্রিল ২০২৫)।

[৬৯০] *প্রথম আলো*, "বিনা খরচে আরও কর্মী নেবে জাপান, সমঝোতা স্মারক সই", ১০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/j4mx1qiym6 (১৬ এপ্রিল ২০২৫); *প্রথম আলো*, "ইতালিতে বৈধ অভিবাসন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক সই", ৭ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/rbohaer5rz (৭ মে ২০২৫)।

[৬৯১] মহিউদ্দিন, 'মিছিলে গিয়ে কারাবন্দী হওয়া ১৮৮ প্রবাসী দেশে ফিরেছেন,' *প্রথম আলো*, ০২ আগস্ট ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kxuoteag2n (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৬৯২] *প্রথম আলো*, "সত্যায়ন জটিলতায় সৌদিতে কর্মী পাঠানো কমছে", ১১ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/cdns65xaco (১২ মার্চ ২০২৫)।

[৬৯৩] কামরান সিদ্দীকি, "৪৩ মাসের মধ্যে এপ্রিলে সর্বনিম্ন বিদেশি কর্মসংস্থান, সৌদিতে নিয়োগ কমেছে ৬৪%", *দি বিজিনেস স্ট্যান্ডার্ড বাংলা*, ৫ মে ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-339246 (৬ মে ২০২৫)।

রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রণোদনা বৃদ্ধি[৬৯৪], ব্যবহারযোগ্য সব বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চালুর সুবিধা এবং সুদের হার নির্ধারণে নমনীয়তা রেমিট্যান্স বৈধভাবে আসার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।[৬৯৫] তবে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), ওমান ও বাহরাইনের মতো বড় শ্রমবাজারগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রকট হয়ে ওঠে।[৬৯৩] পূর্বের চুক্তির আওতায় সিন্ডিকেট ভাঙার চেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ১২টি এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা হয়।[৬৯৬] নারী পাচার ও ভুয়া কাগজপত্রে অভিবাসন সংক্রান্ত দুর্নীতি প্রতিরোধে একাধিক কর্মকর্তা ও এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।[৬৯৭] অবৈধ বিদেশিদের বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো অভিযান শুরু হয়, যেখানে ১৫,৬১৮ জন দেশ ত্যাগ করে এবং আরও ৩৩,৬৪৮ জনকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়।[৬৯৮] বিদেশি কর্মীদের ক্ষেত্রে সাধারণ শ্রমিক হিসেবে ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেখানে কেবল বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রেই নবায়নের সুযোগ থাকবে।[৬৯৯]

‘ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড’-এর তত্ত্বাবধানে দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ‘প্রবাসী সহায়তা ডেস্ক’ চালু হয়েছে[৭০০] এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফেরত আসা কর্মীদের জন্য শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভিআইপি সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে। যদিও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এটি ব্যবহারে অভিবাসী কর্মীরা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।[৭০১] সৌদি, ওমান ও কাতারে হেল্পলাইন চালু করা হলেও তা এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। দেশে ফিরে আসা কর্মীদের জন্য ‘রিইনটিগ্রেশন প্রোগ্রাম’ সীমিত আকারে থাকলেও, এর কাঠামোগত সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়ে গেছে।

এই এক বছরে বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতে সরকার কিছু আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ নিলেও, কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। অভিবাসন খাতকে অর্থনৈতিক কৌশল নয়, বরং একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় নীতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, যার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেন শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই পরিবর্তনকে আন্তর্জাতিক মহল ইতিবাচকভাবে দেখছে এবং বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন

২০২৪ সালে দি ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিন বাংলাদেশকে ‘কান্ট্রি অব দি ইয়ার’ হিসেবে ঘোষণা করে, যা শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের অবসান এবং একটি উদার শাসনব্যবস্থার দিকে বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বীকৃতি। ইকোনমিস্ট-এর মতে এই অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সফল হয়েছে। ফ্রিডম হাউসের ২০২৫ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচকে উন্নতি হয়েছে, যা দেশটির গণতান্ত্রিক অগ্রগতির একটি ইতিবাচক দিক।[৭০২]

বিভিন্ন দেশের সমর্থন ও সম্পর্ক উন্নয়ন

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সমর্থন অব্যাহত ছিল পুরো একবছর সময় জুড়ে। নিচে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশের সমর্থন ও সহযোগিতা উল্লেখ করা হলো -

[৬৯৪] *প্রথম আলো*, "১১ মাসে ২৮ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয়", ৭ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=767bea3e35 (৯ জুন ২০২৫)।
[৬৯৫] *প্রথম আলো*, "সব বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব খুলতে পারবেন প্রবাসীরা, সুদ বাজারভিত্তিক", ১৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/bank/jgyfsvz1ye (১৭ এপ্রিল ২০২৫)।
[৬৯৬] *প্রথম আলো*, "মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে ১ হাজার ১২৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ", ১১ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/95qt9bn944 (১২ মার্চ ২০২৫)।
[৬৯৭] *প্রথম আলো*, "বিএমইটির ৪ কর্মকর্তা এবং ৫ এজেন্সির মালিক-কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা", ৩ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ctclfsd5jg (৫ জুলাই ২০২৫)।
[৬৯৮] *জনকণ্ঠ*, "বাংলাদেশে অবৈধ ভারতীয়দের পালানোর হিড়িক!", ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/770650 (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।
[৬৯৯] শেখ আবদুল্লাহ, "বিদেশি সাধারণ কর্মী নিয়োগে অনুমোদন দেবে না সরকার", *দি বিজিনেস স্ট্যান্ডাড বাংলা*, ২৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-335156 (২৭ এপ্রিল ২০২৫)।
[৭০০] *ঢাকা পোস্ট*, "প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কী কী সেবা দেয়?", ১৩ জুলাই ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/379276 (১৭ জুলাই ২০২৫)।
[৭০১] *মাছরাঙ্গা নিউজ*, "বিমানবন্দরে নতুন সুবিধা, জানেন না অনেকেই", ২৬ জুন ২০২৫, https://www.youtube.com/watch?v=pcQ20nIKxSA (২৫ জুলাই ২০২৫)।
[৭০২] *The Business Standard,* 'Bangladesh named The Economist's country of the year', 20 December 2024, https://www.tbsnews.net/bangladesh/bangladesh-named-economists-country-year-1023056 (06 January 2025)

- **পাকিস্তান:** ডি-৮ সম্মেলনের ফাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। উভয় দেশ ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পর্ক জোরদারে সম্মত হয়। ১৭ এপ্রিল ২০২৫-এ, বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে একাত্তরের গণহত্যার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা এবং প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার পাওনা দাবি করে।
- **সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই):** ইউএই অবৈধ বিদেশি কর্মীদের জন্য সাধারণ ক্ষমার সুযোগ দিয়েছে, যার ফলে ৫০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি উপকৃত হয়েছেন। এছাড়াও, ইউএই বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করেছে, যা কর্মসংস্থান এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হবে।
- **চীন:** বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টার চীন সফরে বেইজিং সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। 'ইয়ালুজাংবু-যমুনা নদীর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প' সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান এবং চিকিৎসা সেবার জন্য কুনমিংয়ে বিশেষ হাসপাতাল নির্বাচনের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রধান উপদেষ্টার চীন সফরে ২১০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ, ঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। চীন তিস্তা প্রকল্পে চীনা প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়েছে এবং রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে।
- **জার্মানি:** জার্মান চ্যান্সেলর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।
- **জাপান:** অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং ব্যবসা ও উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধির আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জাপান একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের আশা করে এবং নির্বাচন আয়োজনে ইউএনডিপির মাধ্যমে বাংলাদেশকে আর্থিক সহায়তা দেবে।
- **কানাডা:** কানাডার হাইকমিশনার অন্তর্বর্তী সরকারের চুরি হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। কানাডা সরকার পাচার করা অর্থ জব্দ ও পুনরুদ্ধারের জন্য একটি প্রক্রিয়া চালু রেখেছে।
- **যুক্তরাষ্ট্র:** মার্কিন প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কর্মসূচির প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে।
- **যুক্তরাজ্য:** যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে সহযোগিতার জন্য স্থিতিশীলতা ও সংস্কার প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানিয়েছেন। ড. ইউনূসের যুক্তরাজ্য সফরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন শীর্ষ সহযোগীর ১৭০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের সম্পদ জব্দ করা হয়, যা দুর্নীতি দমনে সরকারের প্রচেষ্টার প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থনের ইঙ্গিত।
- **অস্ট্রেলিয়া:** ঢাকায় স্বরাষ্ট্র বিষয়ক অফিস খোলার ঘোষণা দিয়েছে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করবে।
- **নরওয়ে:** বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।
- **মালয়েশিয়া:** এক বছর বন্ধ থাকার পর মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নতুন করে চালু হতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিক্রিয়া ও সহায়তা

- **জাতিসংঘ:** জাতিসংঘ মহাসচিব মুহাম্মদ ইউনূসকে চিঠি দিয়ে চলমান পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমর্থন জানিয়েছেন এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দাতা হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের বাংলাদেশ সফরে রোহিঙ্গা সংকট, রাজনৈতিক সংলাপ এবং মানবিক করিডোর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা হয়। জাতিসংঘ শান্তিপূর্ণ রূপান্তরে বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।
- **ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ):** ইইউ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা পূরণে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদিও বাংলাদেশসহ সাতটি দেশকে 'নিরাপদ' দেশের তালিকায় যুক্ত করায় ইইউ দেশগুলোতে আশ্রয় পাওয়া কঠিন হবে, তবে ইইউ রাজনৈতিক দল ও অন্তর্বর্তী সরকারকে সংস্কারের লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেছে এবং নির্বাচনে সহায়তা দিতে আগ্রহী।
- **ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ:** রোহিঙ্গা বিদ্রোহী নেতা আতাউল্লাহর গ্রেপ্তারকে সরকারের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতির ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে প্রশংসা করেছে এবং বাংলাদেশ ও অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে অপতথ্য ছড়ানোর মোকাবিলায় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে।
- **কমনওয়েলথ:** কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি আয়র্কর বোচওয়ে রাজনৈতিক সংস্কারে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে আগ্রহী।
- **জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ইউএনইএসসিএপি):** বাংলাদেশ ইউএনইএসসিএপির অধীন মর্যাদাবান দুটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং কাউন্সিলের নির্বাচনে জয়লাভ করেছে, যা আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।
- **বিশ্বব্যাংক:** বাংলাদেশ পুনর্গঠনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান ও সহায়তার অঙ্গীকার

বিশ্বব্যাংক স্বাস্থ্যসেবা, পানি-স্যানিটেশন ও জলবায়ু-সহনশীল উন্নয়নে ১.১৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে। জার্মানি নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কারিগরি শিক্ষা ও নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলায় ১৮০.৮০৭ মিলিয়ন ইউরো আর্থিক সহায়তা দেবে।

ইইউ রোহিঙ্গা শরণার্থী ও জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যথাক্রমে ৩২.৩ মিলিয়ন ইউরো ও ২০ লাখ ইউরো মানবিক সহায়তা বরাদ্দ করেছে। নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ১০০ কোটি ডলার ঋণ এবং বিশ্বব্যাংক বে টার্মিনাল ও সামাজিক সুরক্ষা আধুনিকীকরণে ৮৮৫০ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন চুক্তি করেছে। ইআইবি নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ৩৫০ মিলিয়ন ইউরো এবং ইইউ অতিরিক্ত ৪৫ মিলিয়ন ইউরো অনুদান দেবে। জাপান বাংলাদেশকে ১ লাখ শ্রমিক নেবে এবং ১০৬ কোটি ডলার ঋণ ও ৬টি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। চীন ও বাংলাদেশ বাণিজ্য সংক্রান্ত দুটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। এডিবি ব্যাংক খাত সংস্কার ও অবকাঠামো উন্নয়নে ৮১.৩ বিলিয়ন ঋণ দেবে।

দুর্নীতি দমনে সহায়তা, পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার, দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্ত
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, গার্ডিয়ান, আল-জাজিরাসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বাংলাদেশের অর্থ পাচার নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ব্রিটিশ সংসদ সদস্য ও এনজিওগুলোও এই উদ্যোগকে সমর্থন করছে, যার ফলে যুক্তরাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে।

দুর্নীতি দমনে সহায়তা ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে সরকারের উদ্যোগে ইতিবাচক আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। ২০২৫ সালে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (NCA) বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন প্রায় ৯ কোটি পাউন্ড মূল্যের বিলাসবহুল সম্পদ জব্দ করেছে। এই সম্পদগুলো ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, আইল অব ম্যান ও জার্সিতে নিবন্ধিত কোম্পানির মাধ্যমে কেনা হয়েছিল। এছাড়া যুক্তরাজ্য সরকারের এনসিএ মোট নয়টি জব্দের আদেশ পেয়েছে, যার আওতায় আহমেদ শায়ান এফ রহমান ও আহমেদ শাহরিয়ার রহমান তাঁদের লন্ডনের সম্পদ বিক্রি করতে পারবেন না। এসব সম্পদের মধ্যে রয়েছে লন্ডনের গ্রোসভেনর স্কয়ার ও গ্রেশাম গার্ডেনসের অ্যাপার্টমেন্ট, যেখানে শেখ রেহানা (শেখ হাসিনার বোন) বসবাস করেছেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ও ব্রিটিশ গণমাধ্যমের অনুসন্ধান এই পদক্ষেপে ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক চাপের ফলেই যুক্তরাজ্যে সম্পদ জব্দের ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, "আমরা উৎসাহিত বোধ করছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এখন আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সম্পদ ফেরত আনার কাজ শুরু হবে।" গভর্নর নিজে লন্ডনে গিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং এটিকে "রাজনৈতিক অঙ্গীকার" হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৭০৩]

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন প্রকাশ সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই দেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি, মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং বিক্ষোভকারীদের সুরক্ষার মতো বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পক্ষ থেকে মানবাধিকারের সুরক্ষা, সংখ্যালঘু সুরক্ষা, সহিংসতার ঘটনার পূর্ণ এবং স্বাধীন তদন্তের প্রয়োজনীয়তা, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর বিভিন্ন সময়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু ও মানবাধিকার পরিস্থিতি - যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের কিছু সদস্য ও ব্রিটেনভিত্তিক কিছু সংগঠন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতির ওপর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যা অপপ্রচার হিসেবে বিবেচিত হলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে, "জুলাই অভ্যুত্থানের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো এবং সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায়" আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরও তাদের প্রতিবেদনে জুলাই-আগস্টের সহিংসতায় ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং তৎকালীন সরকারের দমন-পীড়নের চিত্র তুলে ধরেছে, যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর) ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, 'আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে পদ্ধতিগতভাবে বিক্ষোভ দমন করেছে, যার ফলে প্রায় ১,৪০০ জন নিহত হয়েছেন।' জাতিসংঘের প্রতিবেদনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষমতার অপব্যবহার, ভিত্তিহীন মামলা এবং প্রতিশোধমূলক সহিংসতার দায়মুক্তির বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, তবুও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আরও কাজ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। যদিও ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তবুও প্রতিশোধমূলক সহিংসতা ও গোষ্ঠীগত হামলার জড়িতরা এখনো দায়মুক্তি ভোগ করছেন। জাতিসংঘ চিহ্নিত আসামিদের গ্রেপ্তারে ধীরগতি এবং নিরীহ মানুষের ওপর

[৭০৩] *প্রথম আলো*, 'লন্ডনে সালমানের ছেলে ও ভাতিজার সম্পদ জব্দ', ২৫ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=25523795c57&eid=1&imageview=0&epedate=25/05/2025&sedId=1 (২৫ মে ২০২৫)।

মামলার চাপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ফলকার টুর্ক দায়ীদের সুবিচার নিশ্চিতের তাগিদ দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের আইন সংশোধনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিক্ষোভকারীদের সুরক্ষা - হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভকে ন্যায্য বললেও, "আইনের লঙ্ঘন এবং ভাঙচুরের ঘটনাকে সমর্থন করেনি।" তারা সম্পত্তি রক্ষায় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার সমালোচনা করেছে। এটি আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার গুরুত্ব তুলে ধরে। বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন-পীড়ন এবং মৃত্যুর ঘটনা জাতিসংঘের প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, যা "বিক্ষোভকারীদের সুরক্ষায় সরকারের ব্যর্থতাকে ইঙ্গিত করে।"[৭০৪]

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও চাপ - চীনের পাঠ্যবইয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র ও তথ্য নিয়ে আপত্তি এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের অনুরোধে চীনের অবস্থান নরম হওয়া একটি কূটনৈতিক সাফল্য। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গ্যাবার্ড বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যদিও অন্তর্বর্তী সরকার এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। এরপরও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নিরাপত্তা পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে, যা ইতিবাচক। তবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের খাবারের বরাদ্দ কমানোর পরিকল্পনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'স্ট্রেনদেনিং পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পে অর্থায়ন বাতিল বাংলাদেশের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপ এবং তা তিন মাসের জন্য স্থগিতের অনুরোধ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের টানাপোড়েন নির্দেশ করে। এছাড়া, পর্যটকদের জন্য কিছু দেশের ভিসা সীমিত করার প্রবণতা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের আলোচনায় অগ্রগতি

এছাড়া মিয়ানমার প্রথম ধাপে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে, যা রোহিঙ্গা সংকটের দীর্ঘস্থায়ী সমাধানে একটি বড় পদক্ষেপ। আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের সীমান্ত সুরক্ষা এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের স্বার্থে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ দখল করে থাকা আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বাংলাদেশ।[৭০৫] তবে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘাত, সহিংসতা ও খাদ্যসংকটের কারণে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) কার্যালয়ের হিসাবে, গত এক বছরে ১ লাখ ১৮ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছেন। নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বাড়ার পেছনে রাখাইনে আরাকান আর্মি ও আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (আরসা) মধ্যে সংঘর্ষকে বড় কারণ বলে জানিয়েছেন পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা। তাঁরা বলছেন, গত কয়েক মাসে রাজ্যটিতে খাদ্য ও ওষুধের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।[৭০৬]

'মানবিক করিডোর' নিয়ে বিতর্ক

২০২৫ সালের ১৩-১৬ মার্চে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের বাংলাদেশ সফরকালে রাখাইনে মানবিক করিডরের সম্ভাবনার কথা উঠে আসে। গুতেরেস যদিও আন্তর্জাতিক অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন, তবে তাঁর এই মন্তব্য থেকেই আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তীতে, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা সাংবাদিকদের কাছে জানান যে, জাতিসংঘ রাখাইনে মানবিক সহায়তা পাঠানোর জন্য বাংলাদেশের কাছে 'করিডর' চেয়েছিল এবং সরকার নীতিগতভাবে শর্ত সাপেক্ষে একটি করিডর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এই করিডর চালু হবে, যা মিয়ানমারের বেসামরিক লোকজনের জন্য ত্রাণ পৌঁছে দিতে ব্যবহৃত হবে।

তবে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা এর ঝুঁকির দিকগুলো তুলে ধরেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, মানবিক করিডর প্রায়শই বিদ্রোহী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর দ্বারা অপব্যবহার হয়। রাখাইনে আরাকান আর্মি এবং মিয়ানমারের জান্তা সরকারের মধ্যে চলমান সংঘাতের কারণে ত্রাণ বেসামরিক মানুষের কাছে পৌঁছানোর পরিবর্তে আরাকান আর্মির হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়াও, এই অঞ্চলটি মাদক ও অবৈধ অস্ত্র পাচারের জন্য পরিচিত হওয়ায় মানবিক করিডর চালু হলে এসব অপরাধ আরও বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। রাখাইনে বর্তমানে কোনো স্বীকৃত প্রশাসন না থাকায় সেখানকার অস্বীকৃত গোষ্ঠীর সঙ্গে যেকোনো ধরনের দরকষাকষির ঝুঁকিও রয়েছে।

এই সমস্ত ঝুঁকির মধ্যেই সরকারের পক্ষ থেকে বিপরীতধর্মী বক্তব্য আসতে থাকে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ১ মে ২০২৫ তারিখে জানান, সরকার তথাকথিত 'মানবিক করিডর' নিয়ে জাতিসংঘ বা অন্য কোনো সংস্থার সঙ্গে কোনো আলোচনা

[৭০৪] *প্রথম আলো*, 'ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ন্যায্য হলেও আইনের লঙ্ঘন ন্যায্য নয়', ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fafdb08nam (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[৭০৫] *যুগান্তর*, 'বাংলাদেশের কোন কৌশলে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে রাজি হলো মিয়ানমার', ০৫ এপ্রিল ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/937259 (৬ এপ্রিল ২০২৫)।

[৭০৬] *প্রথম আলো*, 'নতুন করে আসা ১ লাখ ১৮ হাজার রোহিঙ্গার নিবন্ধন', ০৫ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=553391cbde&eid=1&imageview=0&epedate=05/05/2025&sedId=1 (৫ মে ২০২৫)।

করেনি। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ শুধু লজিস্টিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত। এর কয়েক দিন পর, ৫ মে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানও জানান, 'মানবিক করিডর' বা এ ধরনের কোনো চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে হয়নি।

একের পর এক বিপরীতধর্মী মন্তব্যের ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ইস্যুতে সরকারের প্রকৃত অবস্থান কী, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়। একদিকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা, অন্যদিকে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কোনো আলোচনা না হওয়ার দ্বিমুখী বক্তব্য সরকারের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা এবং কৌশলগত দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। এই অস্পষ্টতা কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। বিশেষত যখন রাখাইনে সংঘাত ও খাদ্যসংকটের কারণে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটছে, তখন এই বিষয়ে সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ অবস্থান থাকা অত্যন্ত জরুরি ছিল। কিন্তু এই তথ্য প্রকাশে ঘাটতি ও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য সরকারের অদূরদর্শীতাকে প্রতিফলিত করে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: বর্তমান পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ

২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে, যদিও উভয় পক্ষই সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা করছে। এই সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে কিছু প্রধান ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ সামনে আসে।

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ - বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে ভারত বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তার এবং পরবর্তীতে ভারতে বিবৃতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ঢাকায় সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন। তবে, বাংলাদেশ সরকার এসব ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উল্লেখ করে ভারতের মন্তব্যকে অযাচিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানিয়েছে। সম্প্রতি, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় বাংলাদেশকে জড়ানোর চেষ্টার প্রতিবাদ এবং ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান দুই দেশের মধ্যে কথার লড়াইয়ের জন্ম দিয়েছে।

রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা ও গণতন্ত্র - ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ভারত শুরুতে বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি কিছুটা শীতল মনোভাব দেখালেও, পরবর্তীতে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা করে। ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফর এবং তাঁর বক্তব্য "ভারত বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়" এই ইঙ্গিত দেয় যে, ভারত কোনো একক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। তবে, ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এলেই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে, যা গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার ওপর ভারতের জোর দেওয়ার ইঙ্গিত। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার ঘটনায় ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশে দ্রুত ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছে, যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতের গভীর আগ্রহের প্রতিফলন।

অমীমাংসিত ইস্যু ও সহযোগিতার ক্ষেত্র - ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তিস্তা চুক্তির বাস্তবায়ন, গঙ্গার পানি ভাগাভাগি চুক্তির নবায়ন, সীমান্ত হত্যা বন্ধ এবং ভারতের আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনাকে ফেরত চাওয়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যদিকে, ভারতের ঋণে বাস্তবায়নাধীন অনেক প্রকল্পের ধীরগতি বা বাতিল হওয়া দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের ঢাকা সফরে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য, জ্বালানি ও আঞ্চলিক সহযোগিতার (বিশেষ করে বিমসটেক[৭০৭]) মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, যা ভবিষ্যতের সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে। তবে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চীনের সঙ্গে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা এবং ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স' নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার মন্তব্য ভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগ বাড়িয়েছে, যা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন সংবেদনশীলতা তৈরি করেছে।

বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক - ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বৃহত্তর বাণিজ্য সংযোগ এবং অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার বিষয়ে আশাবাদী। তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও শেখ হাসিনার আশ্রয় ইস্যুতে কিছু অস্বস্তি রয়েছে, তবে বাণিজ্যিক স্বার্থ দুই দেশকে কাছাকাছি রাখছে। ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যা অর্থনৈতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপের পর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শুল্ক কমানোর অনুরোধ এবং ভারতের পক্ষ থেকে তিন মাসের জন্য শুল্ক স্থগিতের ঘোষণা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলোচনার সুযোগ তৈরি করেছে।

[৭০৭] Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (বঙ্গোপসাগরীয় বহুখাতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উদ্যোগ)

সীমান্ত হত্যা ও 'পুশ-ইন' - ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ-এর হাতে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার ঘটনা ক্রমাগত উদ্বেগ তৈরি করেছে। এই সময়ে, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অন্তত ২০ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সীমান্ত হত্যা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। জবাবে ভারত সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে, কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতির খুব বেশি উন্নতি হয়নি। এসব ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো নিয়মিতভাবে এর নিন্দা জানাচ্ছে।

সম্প্রতি, ভারত থেকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর (পুশ-ইন) ঘটনা বেড়েছে। মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ৪৬ দিনেই অন্তত ১,৯২৮ জনকে ভারত থেকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশ সরকার ভারতকে চারবার চিঠি দিয়ে নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ জানিয়েছে, এই ধরনের কার্যক্রম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনার পরিপন্থী। ভারত এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, বাংলাদেশ কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। উল্টো ভারত দিল্লির হাইকমিশনে পাঠানো ২,৪৬১ জন ব্যক্তির পরিচয় যাচাইয়ের বিষয়টি দ্রুত শেষ করার জন্য বাংলাদেশের ওপর চাপ দিয়েছে। বাংলাদেশ পুশ-ইনের এই পদক্ষেপগুলো বন্ধের আহ্বান জানালেও ভারত তা প্রত্যাখ্যান করেছে।[৭০৮]

অপতথ্য প্রচার: ভারতের গণমাধ্যমের ভূমিকা[৭০৯] - ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে যে কভারেজ দেখা গেছে, তা ছিল অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকর। Times Now, Navbharat ও India Today-এর মতো চ্যানেলগুলো "বাংলাদেশ গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে" বা "ইসলামপন্থীদের উত্থানে আঞ্চলিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে"–এমন শিরোনামে খবর প্রচার করে। তারা প্রাসঙ্গিকতা ছাড়া ভিডিও ফুটেজ ব্যবহার করে এবং ভারতের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের কথাও তুলে ধরে, যা ছিল ভিত্তিহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। এই ধরনের প্রচার ভারতের মিডিয়ায় দীর্ঘদিনের একটি প্রবণতাকে তুলে ধরে, যেখানে বাংলাদেশকে ভারতের প্রভাবাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। পূর্ববর্তী বাংলাদেশ সরকার ভারতের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ায় এই ধারণা আরও জোরালো হয়। ভারত সরকার সরাসরি এসব অপপ্রচারে জড়িত না হলেও, তাদের নীরবতা ও কার্যকর পদক্ষেপের অভাব এই প্রবণতাকে উৎসাহিত করছে। এখন পর্যন্ত এসব ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে কোনো দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতি শুধু ভারতের আঞ্চলিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নই করছে না, বরং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক বর্তমানে কিছু চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, বিশেষত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কিছু অমীমাংসিত দ্বিপাক্ষিক ইস্যু নিয়ে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক মহলের ব্যাপক সমর্থন ও আস্থা অর্জন করেছে। এই সমর্থন দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হলেও প্রকৃত কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশে সমন্বয়হীনতা ও গোপনীয়তার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে ভারতের অবন্ধুসুলভ আচরণের ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সঙ্কট ও তার ফলে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব অব্যাহত রয়েছে।

উপসংহার

অন্তর্বর্তী সরকার দেশের স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা খাতে তারা বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুমের সংস্কৃতি বন্ধের চেষ্টা করলেও কিছু ক্ষেত্রে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। আর্থিক খাতে সুশাসন ও দুর্নীতি দমনে উল্লেখযোগ্য অর্জন দেখা যায়, বিশেষ করে ব্যাংকিং খাত, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক রিজার্ভ বৃদ্ধি, সরকারের ব্যয় সংকোচন, খেলাপি ঋণ ও অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে আর্থিক খাতের সংস্কার এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। শিক্ষা খাতে পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে, যদিও এর বাস্তবায়ন নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা রয়েছে। সরকারের পুরো সময় জুড়ে এ খাতে অস্থিরতা বিরাজমান ছিল, এবং সরকারের দিক থেকে পরিকল্পিত উদ্যোগের ঘাটতি দেখা যায়। স্বাস্থ্য খাতে সেবার মান উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং চুক্তি পর্যালোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। অন্যদিকে, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতে সুদূরপ্রসারী কৌশল প্রণয়নে কিছুটা ধীরগতি লক্ষ করা যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরকার কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনে সফল হয়েছে। তবে কিছু সমালোচনার মধ্যে রয়েছে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কিছু ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব। সামগ্রিকভাবে, অন্তর্বর্তী সরকার সুশাসন ও সংস্কারের দিকে মনোযোগী হলেও, সব ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত গতি ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

---

[৭০৮] *প্রথম আলো*, 'চার সীমান্ত দিয়ে ৪৮ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ', ১২ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=127922b5331 (১২ জুলাই ২০২৫)।

[৭০৯] When News Becomes a Circus: The Crisis of Indian Media, https://www.linkedin.com/pulse/when-news-becomes-circus-crisis-indian-media-chowdhury-freoc/ (১৪ মে ২০২৫)।

অধ্যায় ছয়: অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর একদিকে যেমন জনগণের প্রত্যাশার বিপুল চাপ নিয়ে এসেছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির গভীর শিকড় উন্মোচনের সুযোগও তৈরি করেছে। ক্ষমতাচ্যুত কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থপাচার ও সীমাহীন দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে, অন্তর্বর্তী সরকার অর্থপাচার রোধ ও দুর্নীতি দমনে একাধিক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে, যা দেশের সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক নতুন সুযোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দুদক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), সিআইডি, বিচার বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থা এই এক বছরে তাদের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য গতিশীলতা দেখিয়েছে। বিশেষ করে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান, দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, তদন্ত ও মামলা দায়ের, বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদের খোঁজ ইত্যাদি পদক্ষেপগুলো দুর্নীতি দমনে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রমাণ বহন করে। তবে, এই প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও, অর্থপাচার রোধে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটি কার্যকর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

দুর্নীতি দমন ও অনুসন্ধানমূলক তৎপরতা

অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর দুদক তাদের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য গতিশীলতা প্রদর্শন করেছে। এর আগে ক্ষমতাশালী আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রচুর তথ্য থাকার পরও তখন কেউ অনুসন্ধান শুরু করতে সাহস করেনি। দুদক বড় প্রভাবশালীদের তালিকা প্রস্তুত করে এবং সে অনুযায়ী অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়াও, দুদকের কাছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইজারল্যান্ড ও সুইডেনে বহুমূল্য সম্পদ ও বাড়ি থাকার এবং অর্থ পাচারের তথ্য রয়েছে।[৭১০] এই সময়ে দুদক সাবেক প্রধানমন্ত্রী, প্রভাবশালী সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলা, পুলিশ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দসহ এক হাজারের বেশি প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা কার্যক্রম শুরু করে। ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত এক বছরে দুদক ৭৬৮টি অনুসন্ধান করেছে এবং মোট ৩৯৯টি মামলা দায়ের করেছে, এবং ৩২১টি মামলায় (৮০ শতাংশের বেশি) অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। এসব মামলার অভিযোগের ধরনের মধ্যে রয়েছে - জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন, অর্থপাচার, বিদেশে বাড়ি ও ব্যবসা স্থাপন, প্রকল্প দুর্নীতি, প্লট বরাদ্দে অনিয়ম, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ব্যাংক জালিয়াতি, শেয়ারবাজারে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাৎ।[৭১১] ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট সময়ে ১৫৩টি মামলায় ৪৭৭ জনকে আসামি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৪৪ জন সরকারি কর্মকর্তা।[৭১২] এছাড়াও, প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা সম্ভব হয়েছে।[৭১৩]

দুদকের অনুসন্ধানে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিদেশে ৫৮০টি বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেছে (যুক্তরাজ্যে ৩৪৩টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২২৮টি, যুক্তরাষ্ট্রে ৯টি) যা তদন্তের মধ্যে রয়েছে।[৭১৪] শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলোর মধ্যে রয়েছে পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দের অনিয়মে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, সজীব ওয়াজেদ জয়, টিউলিপ সিদ্দিক, সায়মা ওয়াজেদসহ পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মোট ১২টি মামলা দায়ের; টিউলিপ সিদ্দিক বিরুদ্ধে একটি ফ্ল্যাট ঘুষ হিসেবে নেওয়ার অভিযোগে মামলা তদন্তাধীন; সায়মা ওয়াজেদের বিরুদ্ধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাতে পদ পেতে সনদ জালিয়াতির অভিযোগ; সূচনা ফাউন্ডেশনের সিএসআর ফান্ডের ৩৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ-সংক্রান্ত মামলা। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পসহ বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে।[৭১৫] দুদকের চেয়ারম্যান প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধেও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে তা তদন্ত করা হবে।[৭১৬]

---

[৭১০] নুরুল আমিন, 'তখন 'সাহস' পায়নি, এখন তৎপর দুদক', *প্রথম আলো*, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/j6aeef4m8t?utm, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭১১] নুরুল আমিন, 'এক বছরে দুদকের ৩৯৯ মামলা, হাজারের বেশি প্রভাবশালী আসামি', *প্রথম আলো*, ৪ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/vyb2uiu0uh, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭১২] New Age. '*Public servants top ACC cases',* 6 July 2025, https://www.newagebd.net/post/country/269226/public-servants-top-acc-cases, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭১৩] *প্রথম আলো*, 'এক বছরে দুদকের ৩৯৯ মামলা, হাজারের বেশি প্রভাবশালী আসামি', ৪ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/vyb2uiu0uh, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭১৪] প্রাগুক্ত।

[৭১৫] প্রাগুক্ত।

[৭১৬] প্রাগুক্ত।

দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

দুর্নীতি দমনের অংশ হিসেবে ৬০ জনের বেশি প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের ওপর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় এসেছেন সাবেক ১৭ জন মন্ত্রী, ৯ জন সংসদ সদস্য, সাবেক দুর্নীতি দমন কমিশনার জহুরুল হক, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের ব্যক্তিগত সহকারী, এস আলম গ্রুপ ও বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও তাঁর পরিবারের ৮ সদস্য, সোনালী লাইফ ইনস্যুরেন্সের চেয়ারম্যানসহ আরও ৮ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসান। তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো হলো ঘুষ গ্রহণ, তদবিরের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার, বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ও এনআইডি জালিয়াতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারি বরাদ্দ আত্মসাৎ এবং বিদেশে অর্থ পাচার।[৭১৭]

ব্যাংক হিসাব ও অর্থ-সম্পদ জব্দ

বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব এবং সম্পদ অবরুদ্ধ করার মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক, বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান, গণপূর্ত বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী, নাবিল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের ও তার স্ত্রী, সাবেক আইনমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী, এবং ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিবের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা।[৭১৮] বিশেষত, নাবিল গ্রুপের এমডি আমিনুল ইসলামের ৭৩টি ব্যাংক হিসাব এবং তার স্থাবর সম্পত্তি অবরুদ্ধ করা হয়েছে, যা অর্থপাচার রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[৭১৯]

তবে এতসব পদক্ষেপ সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর ২০২৪-২০২৫ জুন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যক্তিদের দেশ ছাড়া অব্যাহত থাকাতে বিদেশে সম্পদ পাচারের প্রবণতা বিশেষত সুইস ব্যাংকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশি আমানতের পরিমাণ এক বছরে ৩৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫৮৯.৫৪ মিলিয়ন ফ্রাঙ্কে (বাংলাদেশি মূল্য প্রায় ৮,৯৭২ কোটি টাকা) পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞরা এটিকে বৈদেশিক বিনিয়োগ নয়, বরঞ্চ মানিলন্ডারিং বা অর্থ পাচার হিসেবে দেখছেন, যেহেতু রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ক্ষমতার পরিবর্তনের সুযোগে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দেশের অবৈধ সম্পদ বিক্রি করে হুন্ডিতে তা বিদেশে পাচার করছেন।[৭২০]

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ/ ব্যবস্থা গ্রহণ

গত এক বছরে বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতি ও অর্থপাচার প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে। বিএফআইইউ মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি নতুন কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে, যাতে ১১টি কৌশল ও ১৩৭টি কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত। এই কৌশলের আওতায় বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ শনাক্ত ও ফিরিয়ে আনতে ১১ সদস্যবিশিষ্ট আন্তঃসংস্থার টাস্কফোর্স

---

[৭১৭] *প্রথম আলো*, 'আসিফ মাহমুদের সাবেক এপিএসের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞাও এনআইডি বন্ধে দুদকের আবেদন', ২৪ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/a2ktxndclf, (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সাবেক ১৭ মন্ত্রী ও ৯ সংসদ সদস্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা', ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/14va00kwhl, (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'এস আলম গ্রুপের সাইফুল আলমসহ ১৩ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা', ৭ অক্টোবর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/uljbq0a00x, (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান, এমডিসহ পরিবারের ৮ সদস্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4mn6dovokr, (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সোনালী লাইফের সাবেক চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কুদ্দুসসহ ৮ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা', ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/ak7kpi384m, (৩১ জুলাই ২০২৫); *আজকের পত্রিকা*, 'সাবেক দুদক কমিশনার জহুরুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা', ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ https://www.ajkerpatrika.com/national/ajphbnuh6k9yp, (৩১ জুলাই ২০২৫); *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'বিদেশে থাকা সাকিব আল হাসানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা', ১৬ জুন ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/29a5054d2d11, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭১৮] *প্রথম আলো*, 'সাবেক আইজিপি শহীদুল হকের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ, হাসান তাহেরের সম্পদ জব্দ', ২ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/c5dpowr6bc, (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান আবদুল হান্নানের সম্পদ ক্রোকের আদেশ', ৭ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8lgx0zk6tf, (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'জি এম কাদের ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব জব্দ', ২৩ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/bank/jzlr6iptt6, (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'আনিসুল হক ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ২৭ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ', ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8ay2bu6kil, (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সাবেক কৃষিমন্ত্রী রাজ্জাক, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের ৯ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ', ২১ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/m79pe0gbzq, (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'নাঈমুল ইসলাম খান ও তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের ১৬৩টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ', ১৮ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/uf0hpf2eil, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭১৯] *প্রথম আলো*, 'নাবিল গ্রুপের সম্পদ জব্দ ও ৭৩টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ', ৯ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3gd6vdfgn4, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭২০] *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, 'টাকা পাচার চলছেই', ২১ জুন ২০২৫, https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/1540129.details, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

গঠন এবং ১১টি যৌথ তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে।[৭২১] এর পাশাপাশি, বিএফআইইউ অর্থপাচার রোধ এবং চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কঠোর তৎপরতা শুরু করে। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তারা ১৫০ বিলিয়ন টাকার (১৫ হাজার কোটি টাকা) সন্দেহজনক লেনদেন ও পাচার-সম্পর্কিত অর্থ জব্দের জন্য আইনগত প্রক্রিয়া শুরু করে। এ সময়ে প্রাক্তন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ৩৫০টির বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়। দুদক, শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ এবং সিআইডির সঙ্গে সমন্বয় করে এই পদক্ষেপ পরিচালিত হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের শূন্য-সহনশীলতা নীতির অংশ হিসেবে জব্দকৃত অ্যাকাউন্টের আইনি বৈধতা নিশ্চিত করতে আদালতের আদেশ নেওয়া হয়েছে এবং পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন বিএফআইইউ প্রধান আবু হেনা মো. রাজী হাসানের মতে আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর জটিলতা সত্ত্বেও এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা এবং সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে অর্থ ফেরত আনা সম্ভব।[৭২২]

সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ ঢাকা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-এর ফিনান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট (এফসিইউ) পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাত ও তাঁর স্ত্রী আনজুমান আরা শহীদ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি-লন্ডারিং আইনে অনুসন্ধান শুরু করে। তাদের বিদেশে পাচারের অভিযুক্ত পুরো অর্থের উৎস, ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠান, ও ব্যাংক লেনদেন যাচাই করা হচ্ছে। এর আগে, ব্যাংক দখল ও শেয়ারবাজার থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা লোপাট করা ও আত্মসাৎ সংক্রান্ত অভিযোগে দুদক আগস্টে সংশ্লিষ্ট মামলা চালু করেছিল। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট নাফিজ ও তার পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে, পাশাপাশি বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জ কমিশন ২২ আগস্ট পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ও তার স্ত্রীর বেনিফিসিয়ারি ওনার্স (বিও) হিসাব অবরুদ্ধ করেছে।[৭২৩] এর পাশাপাশি, ২০২৫ সালের মে মাসে, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিং তদন্তে সিআইডির ফিনান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট (এফসিইউ) সাংবাদিক মুন্নি সাহা, তাঁর স্বামী কবির হোসেন ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের ৩৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করে, যেখানে অস্বাভাবিক লেনদেনের ভিত্তিতে মোট প্রায় ১৮.১৬ কোটি ছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, উভয়েই সাংবাদিকতা পেশার অবৈধ প্রভাব ব্যবহার করে প্রতারণা ও চাঁদাবাজিতে লিপ্ত ছিলেন, এবং এর ভিত্তিতে সিআইডি "মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন রুলস, ২০১৯" অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক মামলা দায়েরের উদ্যোগ নিয়েছে।[৭২৪]

অবৈধ আয় বা কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ রহিতকরণ

অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তে টিআইবি ও সিপিডি তীব্র নিন্দা জানায়। এটিকে অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র সংস্কার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং অনৈতিক, বৈষম্যমূলক ও সংবিধান পরিপন্থী একটি পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, এই সিদ্ধান্ত দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে এবং রিয়েল এস্টেট লবির কাছে সরকারের আত্মসমর্পণের প্রমাণ।[৭২৫] ব্যাপক সমালোচনার মুখে অন্তর্বর্তী সরকার এই সুযোগ বাতিল করে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট চূড়ান্ত করে।[৭২৬]

সম্পদ বিবরণী দাখিল

সুপ্রিম কোর্টে পরামর্শক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ২০২৪ সালের আগস্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা জারি করেন, যেখানে সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দেশের পাশাপাশি বিদেশে থাকা সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণী ১০ কর্মদিবসের মধ্যে দাখিল করার ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। এই পদক্ষেপ 'বিচার বিভাগ সংস্কার' প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে চালু হয় বলে দাবি করা হয়, যা বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার একটি উদ্যোগ।[৭২৭]

একইভাবে, ২০২৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা করা হয়, দেশের সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে হবে, তবে ২০২৪ সালে তা ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন

[৭২১] শাহেদ আলী ইরশাদ, 'অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে নতুন কৌশল', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৬ জুন ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/last-page/2025/06/16/1126768, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭২২] *প্রথম আলো*, 'BFIU prepares to recover Tk 150b from seized accounts', 21 January 2025, https://en.prothomalo.com/bangladesh/o5b83b6xe4, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭২৩] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'নাফিজ সরাফাতের 'অর্থপাচার' তদন্তে নামল সিআইডি', ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/5f1adf9d1f8a, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭২৪] *DhakaTribune*, 'CID freezes 35 bank accounts of journalist Munni Saha, others', 24 May 2025, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/382134/cid-freezes-35-bank-accounts-of-journalist-munni, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭২৫] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'কালোটাকা সাদা করার ঘোষণায় সমালোচনার ঝড়', ৪ জুন ২০২৫, https://www.banglatribune.com/business/budget/901688/, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭২৬] *প্রথম আলো*, 'কালোটাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল, শুল্ক-করে আরও যেসব পরিবর্তন', ২২ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/nasvjlt6zi, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭২৭] *ইত্তেফাক*, 'বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব ১০ দিনের মধ্যে', ১৫ আগস্ট ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/696540/, , (৩১ জুলাই ২০২৫)।

করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কর্মকর্তারা নির্ধারিত ফরম্যাটে নিজ নিজ দপ্তর বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পদ বিবরণী জমা দেবেন এবং তা সিলগালা খামে জমা করার নিয়ম থাকবে। সময়সীমা অনুত্তীর্ণ বা অসত্য তথ্য দাখিল করলে শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা (যেমন পদোন্নতি স্থগিত, অবনমিতকরণ, অবসর বা বরখাস্ত) নেওয়ার কথা জানানো হয়। তথ্য গোপন বা ভুল তথ্য দেওয়া হলে 'আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা' নেওয়া হবে।[৭২৮] এটি সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির একটি প্রয়াস হলেও দাখিল হওয়া সম্পদ বিবরণী পর্যালোচনা করার উদ্যোগ না থাকার ফলে এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার শংকা দেখা দিয়েছে।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধনী) অধ্যাদেশ জারি (শতভাগ ই-জিপি)

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধনী) অধ্যাদেশ জারি করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় শতভাগ ই-জিপি (ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও, সিন্ডিকেট ভাঙতে রিভার্স অকশন ও ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের মতো নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, যা ক্রয় প্রক্রিয়া ও প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, প্রতিযোগিতা বাড়াতে ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।[৭২৯]

দুর্নীতি প্রতিরোধে ই-গভর্ন্যান্স ও ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থার প্রসারের উদ্যোগ

বিগত সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিতে ই-গভর্ন্যান্স ও ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপুল ব্যয় করেও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল। জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে ১৯৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম, যা প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে থাকা অবস্থান নির্দেশ করে।[৭৩০] অন্তর্বর্তী সরকার এখনো পর্যন্ত ই-গভর্ন্যান্সে কাঠামোগত সংস্কার বা নতুন ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করতে পারেনি। তবে ২০২৪-২৫ সালের জন্য একটি ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, যার আওতায় ডিজিটাল ফাইল ট্র্যাকিং, উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন এবং তরুণদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ রয়েছে।

অর্থপাচার প্রতিরোধ ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা

আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন

অন্তর্বর্তী সরকার বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার লক্ষ্যে ২০২৫ সালে একটি আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স গঠন করে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। এই টাস্কফোর্সটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয় এবং এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যেমন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, দুদক, সিআইডি, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, শুল্ক গোয়েন্দা ও বিএফআইইউ-এর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মূল কাজ বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ শনাক্ত ও দ্রুত ফেরত আনার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং সংশ্লিষ্ট মামলা নিষ্পত্তিতে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এর পাশাপাশি জব্দ বা উদ্ধার করা অর্থ ও সম্পদ পরিচালনার বিষয়েও টাস্কফোর্সটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগের টাস্কফোর্সটি ২০২৪ সালে গঠিত হয় এবং তার নেতৃত্বে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-এর তথ্য অনুসারে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বছরে গড়ে ৮.২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হারিয়েছে, যা মূলত আমদানি-রপ্তানি চালানে গরমিল ও সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে অর্থ স্থানান্তরের (হুন্ডি) ফলে ঘটেছে।[৭৩১]

অর্থ পাচার সংক্রান্ত আইনের সংস্কার ও নতুন আইন প্রণয়ন

দুদক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে ব্যক্তিগত স্বার্থ, পারিবারিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নীতিগত ও আইনগত বাধ্যবাধকতার অভাব রয়েছে, যার ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে। কমিশন এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসনে একটি পৃথক আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছে। এছাড়া উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থপাচারের অন্যতম উৎস হিসেবে 'সুবিধাভোগী মালিকানা' (Beneficial Ownership) কাঠামোর অনুপস্থিতিকে চিহ্নিত করে কমিশন সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামো গঠনের প্রস্তাব করেছে, যাতে প্রকৃত মালিকানা গোপন করে অর্থপাচার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।[৭৩২]

---

[৭২৮] *প্রথম আলো*, 'এ বছর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব সরকারি কর্মচারীকে সম্পদ বিবরণী দিতে হবে', ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/0bqf1bjzu4, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭২৯] *জনকণ্ঠ*, 'দুর্নীতি কমাতে সরকারি ক্রয় আইন সংশোধন হচ্ছে', ১ জুন ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/economy/news/812718, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৩০] *প্রথম আলো*, 'ডিজিটালের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়, তবু সূচকে পিছিয়ে বাংলাদেশ', ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kolazyfbo7, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৩১] *Daily Star*, 'Govt restructures task force on bringing back money illegally taken abroad', 29 September 2024, https://www.thedailystar.net/business/news/govt-restructures-task-force-bringing-back-money-illegally-taken-abroad-3715481, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৩২] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'দুদক সংস্কার: অনিয়ম ও অর্থ পাচার রোধে নতুন আইন চায় কমিশন', ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/591118fca976, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

অন্যদিকে, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে বিএফআইইউ ২০২৫-২০২৮ মেয়াদি একটি জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে, যার লক্ষ্য অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি সমন্বিত কাঠামো গড়ে তোলা। এই কৌশলপত্রে ১১টি কৌশল ও ১৩৭টি কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে - অর্থপাচার শনাক্তকরণ, সন্দেহজনক লেনদেন বিশ্লেষণ, বিদেশি সংস্থার সঙ্গে তথ্য বিনিময়, এবং পাচারকৃত সম্পদ ফেরত আনার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা। এই কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বিএফআইইউ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনে কাজ করছে এবং এটি দেশের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৌশলপত্রে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি, এবং প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বৈশ্বিক আর্থিক সুনাম রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।[৭৩৩]

সম্প্রতি আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্সের সভায় জানানো হয়, বিদ্যমান লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে আপসের ভিত্তিতে পাচার করা অর্থ ফেরত আনার কোনো বিধান নেই। ফলে, এখন আপসরফায় অর্থ ফেরত আনার বিধান করা হচ্ছে। এ ছাড়া আদালতের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত এবং রাষ্ট্রের অনুকূলে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার যে বিধান রয়েছে, সেখানেও শিথিলতা আনা হচ্ছে। আইন মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত বিশেষ আইনের খসড়া তৈরি করেছে।[৭৩৪] তবে পাচারকৃত অর্থ আপোষ-রফার মাধ্যমে ফেরত আনা আইনে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে অর্থ পাচার উৎসাহিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে বলে সমালোচনা রয়েছে।

তবে এখনো পর্যন্ত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে নতুন আইন প্রণয়ন বা বিদ্যমান আইনের কাঠামোগত সংস্কার দৃশ্যমান নয়, যা এই প্রচেষ্টার একটি দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জনে কিছু অগ্রগতি দেখালেও, আইনি কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি এখনো বড় বাধা হয়ে রয়েছে।

বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থা দ্বারা অর্থপাচার বিরোধী প্রচেষ্টা

২০২৪ সালের মাঝামাঝি দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকার বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার লক্ষ্যে একাধিক কূটনৈতিক ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকারের প্রকাশিত শ্বেতপত্রে দাবি করা হয়, বিগত সরকারের আমলে প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে, যার বড় অংশ যুক্তরাজ্যে বিনিয়োগ হয়েছে। যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া সম্পদ জব্দ করে ফেরত পাঠাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, এবং ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি প্রায় ১৮৫ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে। অন্যদিকে, পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সবচেয়ে বেশি অর্থপাচার হওয়া দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ডসহ ১০টি দেশের সঙ্গে চুক্তি করার প্রস্তাব দেয়। পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার লক্ষ্যে দুদক বিভিন্ন দেশে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স (এমএলএ) অনুরোধ পাঠায় যার মধ্যে রয়েছে - যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।[৭৩৫] পরর্বতীতে, পাচরকৃত অর্থ আনতে কয়েকটি দেশের সাথে এমএলএ স্বাক্ষর করা হয়েছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর জানান।[৭৩৬] এ লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার ৩০টি আন্তর্জাতিক আইনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগও শুরু করে।[৭৩৭] এর পাশাপাশি, বিশ্বব্যাংক দুদককে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে কারিগরি ও আইনি সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা ভবিষ্যতে অর্থ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।[৭৩৮]

যুক্তরাজ্যে সম্পদ ফ্রীজিং ও আইনগত সমর্থন

২০২৫ সালের ১০ জুন প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাজ্য সফরের সময় দুর্নীতিবিরোধী তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআইবি, স্পটলাইট অন করাপশন, এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্য এক যৌথ বিবৃতিতে যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া সম্পদ জব্দ করে ফেরত পাঠাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাংলাদেশি অলিগার্কদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা

[৭৩৩] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে নতুন কৌশল', ১৬ জুন ২০২৫, https://bdtoday.net/national/38628, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৩৪] *সমকাল*, 'পাচার করা অর্থ আপস রফায় ফেরত আনার বিধান হচ্ছে', ১৬ এপ্রিল ২০২৫, https://samakal.com/economics/article/290452/, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৩৫] *বিবিসি*, 'যুক্তরাজ্যে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে পারবে অন্তর্বর্তী সরকার?, ১২ জুন ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/ce39xwk3lg7o, (৩১ জুলাই ২০২৫); *Jago News*, 'Govt requests UAE, US, UK to attach assets of Saifuzzaman', 12 March 2025, https://www.jagonews24.com/en/politics/news/81156, (1 August 2025)।

[৭৩৬] *সমকাল*, 'পাচার অর্থ ফেরাতে যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করছে সরকার: গভর্নর', ১৫ জুন ২০২৫, https://samakal.com/economics/article/300446/, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৩৭] *খবরের কাগজ*, 'পাচারের অর্থ ফেরানোর উদ্যোগ/১০ দেশ ও ৩০টি আইনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির চেষ্টা', ১২ মার্চ ২০২৫, https://www.khaborerkagoj.com/special-report/855139, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৩৮] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'পাচারের অর্থ ফেরাতে দুদককে সহায়তার আশ্বাস বিশ্ব ব্যাংকের', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/economy/c7cf38fdc995, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

জোরদার করা জরুরি। বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি ইতোমধ্যে ১৮৫ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে, এবং দ্য অবজারভার ও টিআই-ইউকে-এর তদন্তে শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠজনদের মালিকানায় থাকা ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, "এই পদক্ষেপের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যকে প্রমাণ করতে হবে যে অর্থপাচারকারীরা শুধু উৎস দেশেই নয়, গন্তব্য দেশেও জবাবদিহির আওতায় আসবে।"[৭৩৯]

এই প্রেক্ষাপটে, অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাজ্য সফরে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও দুদক চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ও আইনি সহায়তা জোরদারে আলোচনা করে, যা পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার প্রচেষ্টায় একটি কূটনৈতিক ও আইনি অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো পাচারকৃত অর্থের সঙ্গে বিদেশে থাকা সম্পদের যোগসূত্র প্রমাণ করা, যা দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল আইনি প্রক্রিয়ার বিষয়। অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এই প্রক্রিয়াকে "রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলেও বাস্তবায়নে কঠিন" বলে অভিহিত করেছেন।[৭৪০]

সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি

দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্বলতা

দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় কিছু উল্লেখযোগ্য ঘাটতি এখনো বিদ্যমান। দাখিল হওয়া সম্পদ বিবরণীগুলো সঠিকভাবে পর্যালোচনা করার কোনো কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। যদিও 'হাই-প্রোফাইল' ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে, কিন্তু এদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান গ্রেপ্তার বা বিচার প্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে কিছু উপদেষ্টার বিরুদ্ধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে একটি হলো, তার ব্যক্তিগত সহকারীর (এপিএস) বিরুদ্ধে ৩০০ কোটি টাকার বেশি আত্মসাতের অভিযোগ। তাকে পরবর্তীতে অপসারণ করা হলেও এই ঘটনা সরকারের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এছাড়া, তাঁর বাবার বিরুদ্ধেও বিতর্কিত পরিস্থিতিতে সরকারি ঠিকাদারি লাইসেন্স পাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল, যার জন্য তাকে জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হয়।[৭৪১] এছাড়া স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার বিরুদ্ধে তার নিজ এলাকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন, নিজস্ব বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।[৭৪২] প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়বিষয়ক বিশেষ সহকারী দুর্নীতির অভিযোগে আটকে থাকা একটি প্রকল্পের যন্ত্রপাতি কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেন যা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।[৭৪৩]

প্রধান উপদেষ্টার বিরুদ্ধেও কিছু 'ব্যক্তিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট' বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় নামে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এসবের পাশাপাশি ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর ২০২৯ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংককে কর অব্যাহতিও দেয়া হয়েছে। আদালত সুয়োমোটো সিদ্ধান্তে ৬৬৬ কোটি টাকা কর পরিশোধের শেখ হাসিনা সরকারের সময়ের রায় প্রত্যাহার করেছে। প্রশ্ন আছে স্টারলিংকের ব্যবসা নিয়েও। বিশ্লেষকদের মতে, এ ধরনের বিষয়গুলো সরকারের প্রতি জনমনে আস্থার সংকট তৈরি করছে।[৭৪৪] এই অভিযোগগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিশ্লেষকদের পক্ষ থেকে এসেছে। তবে, এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার জন্য স্বাধীন তদন্তের দাবি উঠেছে। বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি এবং গ্রামীণ ডিজিটাল

---

[৭৩৯] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'বাংলাদেশের পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে যুক্তরাজ্যকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান', ১০ জুন ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/f3b7b934fa64 (৩১ জুলাই ২০২৫); *Daily Star*, 'UK freezes assets of ex-land minister Saifuzzaman', 12 June 2025, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/uk-freezes-assets-ex-land-minister-saifuzzaman-3915026 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৪০] *বিবিসি*, 'যুক্তরাজ্যে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে পারবে অন্তর্বর্তী সরকার?, ১২ জুন ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/ce39xwk3lg7o (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৪১] How Long Will Yunus's Illegal Government Continue Its Exploitation Through Corruption and Conflict of Interest? - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, https://www.albd.org/articles/news/41536/How-Long-Will-Yunus%E2%80%99s-Illegal-Government-Continue-Its-Exploitation-Through-Corruption-and-Conflict-of-Interest%3F; উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের অস্ত্র ও লাইসেন্স নিয়ে বিতর্ক, DW, https://www.dw.com/bn/a-73096543 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৪২] *দৈনিক পক্ষকাল*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ: প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির আশঙ্কা,' ৩১ জুলাই ২০২৫, https://www.dailypokkhokal.com/?p=14662 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৪৩] *প্রথম আলো*, 'দুর্নীতির অভিযোগে কেনাকাটা আটকে দিয়েছিলেন নাহিদ, তোড়জোড় ফয়েজ আহমদের', ২৭ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/pnrqxl23p1 (৩১ জুলাই ২০২৫); *The Business Standard*, 'Adviser Asif Mahmud apologises over father's contractor licence', 24 April 2025, https://www.tbsnews.net/bangladesh/adviser-asif-mahmud-apologises-over-fathers-contractor-licence-1124711 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৪৪] হারুন উর রশীদ স্বপন, 'ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার যেসব কারণে চাপে,' *ডয়েচে ভেলে*, ২৪ মে ২০২৫, https://www.dw.com/bn/a-72655457 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

হেলথকেয়ার সল্যুশনস (জিডিএইচএস)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত অংশীদারিত্ব চুক্তির ফলে বাহিনীর সদস্যরা 'সুখী' অ্যাপের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। এই সেবা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভিডিও কনসালটেশন, ওষুধ সরবরাহ, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, গর্ভকালীন পরিচর্যা, ব্লাড ব্যাংক সেবা ইত্যাদি, যা বাহিনীর সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে[৭৪৫]। তবে, এই উদ্যোগের পেছনে থাকা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ গ্রুপ এবং এর প্রতিষ্ঠাতা বর্তমান সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর কারণে স্বার্থের দ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে।

একই ধরনের বিতর্ক দেখা যায় গ্রামীণ টেলিকমের সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেড'-এর ক্ষেত্রেও, যারা দেশে পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) হিসেবে কাজ করার জন্য দীর্ঘদিন লাইসেন্সের অপেক্ষায় ছিল। প্রতিষ্ঠানটি ২০২১ সালে আবেদন করলেও, প্রয়োজনীয় সব শর্ত পূরণ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক এনওসি দিতে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত বিলম্ব করে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, এ বিলম্বের পেছনে ছিল রাজনৈতিক টানাপড়েন এবং পূর্ববর্তী সরকারের সময় ড. ইউনূসের প্রতি বৈরিত মনোভাব।[৭৪৬]

এই দুইটি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ও স্বচ্ছতার ঘাটতি ড. ইউনূসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানির অভিযোগকে সামনে নিয়ে এসেছে, যা নতুন সরকারের জন্য একটি সংবেদনশীল ও সতর্কতা দাবি করে এমন নীতি পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

এসব ঘটনা অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনেও দুর্নীতি এবং স্বার্থের সংঘাতের ঝুঁকি যে বিদ্যমান, তা প্রমাণ করে। এসব ক্ষেত্রে জনমত, গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের কঠোর নজরদারিই এই ধরনের অনিয়ম উন্মোচন ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে কেবল আইন নয়, বরং নৈতিক মূল্যবোধ এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা অপরিহার্য।

দুদক সংস্কার কার্যক্রম

আগের তুলনায় দুদকের সক্রিয়তা দৃশ্যমান হলেও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাঠামোগত সংস্কার ও নেতৃত্বে পরিবর্তনে তেমন কোনো অগগ্রতি হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। দুদক সংস্কার বিষয়ে প্রায় সার্বজনীন ঐকমত্য থাকলেও অগ্রগতির সম্ভাবনা হতাশাজনক, বিশেষ করে "আশু করণীয়" প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার ও দুদকের ব্যর্থতা দৃশ্যমান।

দুদকের কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব

নাগরিক সমাজের মতে, দুদকের কার্যক্রম রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। তদন্ত ও মামলা, মামলা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে দুদকের পক্ষপাতমূলক আচরণ অব্যাহত রয়েছে। যেমন - বিএনপি নেতাসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিগত প্রায় ১৫ বছরে দায়ের করা প্রায় ৫০টির বেশি মামলা প্রত্যাহার বা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছে দুদক। প্রত্যাহার বা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেয়া মামলাগুলোর মধ্যে রয়েছে - গ্রামীণ টেলিকমের টাকা আত্মসাৎ ও পাচার; তেজগাঁও শিল্প এলাকায় প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক এমপি ও সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা; বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রধান সম্পাদক ও বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যানের অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলা।[৭৪৭] দুদকের দায়ের করা নাইকো দুর্নীতি মামলা থেকে একটি বিশেষ আদালতের রায়ে খালেদা জিয়াসহ সকল আসামিদের খালাস প্রদান করা হয়েছে।[৭৪৮] অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর দুদক নিজ থেকে মামলা প্রত্যাহার করা অত্যন্ত নেতিবাচক উদাহরণ তৈরি করেছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কাউকে খুশি করতে মামলা প্রত্যাহার করা দুদকের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানকে দুর্বল করেছে এবং দুদকের কার্যকারিতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

অর্থপাচার রোধে দুর্বলতা

অর্থপাচার রোধের ক্ষেত্রেও কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা গেছে। পাচারকৃত সম্পদ ফেরত আনা একটি অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, এবং এ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি খুব বেশি আশাব্যঞ্জক নয়। অর্থ পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত সুবিধাভোগী মালিকানার স্বচ্ছতা (Beneficial Ownership Transparency Act) বিষয়ে একটি আইন প্রস্তাব করা হলেও তা এখন পর্যন্ত উপেক্ষিত।

---

[৭৪৫] *যুগান্তর*, 'আনসার ভিডিপির নবযাত্রা, জনগণের কল্যাণে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা', ১০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/939408 (৬ আগস্ট ২০২৫)

[৭৪৬] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'ডিজিটাল ওয়ালেটের লাইসেন্স পেল গ্রামীণ টেলিকম', ৩ জুন ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/business/news-677431 (৬ আগস্ট ২০২৫)।

[৭৪৭] মারুফ কিবরিয়া, 'অর্ধশতাধিক মামলা প্রত্যাহারের পথে দুদক', *মানবজমিন*, ২৩ নভেম্বর ২০২৪, https://mzamin.com/news.php?news=136945 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৪৮] *প্রথম আলো*, 'নাইকো দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়াসহ সব আসামি খালাস', ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/jv7sqsmbes (৩১ জুলাই ২০২৫)।

পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলা আপোষ-রফার মাধ্যমে নিষ্পত্তির যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তা ভবিষ্যতে অর্থ পাচারকে উৎসাহিত করার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে নতুন আইন প্রণয়ন বা বিদ্যমান আইনের কাঠামোগত সংস্কার এখনো দৃশ্যমান নয়, যা এই খাতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে। উপরন্তু, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সীমাহীন দুর্নীতি, যা বিগত সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বিকৃত করে তুলেছে। তিনি উল্লেখ করেন, "দেশ চলে অলিখিত আয়োজনে", যেখানে সরকারি নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কেবল কাগজে থাকে।[৭৪৯]

উপসংহার

অন্তর্বর্তী সরকার তার এক বছরের কার্যকালে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিলেও, এই প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও মামলা দায়ের হলেও দৃশ্যমান গ্রেপ্তার বা বিচার প্রক্রিয়ার ধীরগতি জনগণের প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল হলেও দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী পর্যালোচনার উদ্যোগের অভাব এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। উপরন্তু, অন্তর্বর্তী সরকারের অভ্যন্তরেই স্বার্থের সংঘাত ও অনিয়মের ঘটনাগুলো দেখিয়ে দেয় যে, কেবল আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, বরং নৈতিক মূল্যবোধ এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা অপরিহার্য। দুদক পুনর্গঠন ও এর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী মামলা প্রত্যাহার বা এর পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে। অর্থপাচার রোধে আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হলেও, পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা একটি দীর্ঘমেয়াদী ও জটিল প্রক্রিয়া। বিদ্যমান আইনে আপস-রফার মাধ্যমে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার বিধান অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব ভবিষ্যতে অর্থ পাচারকে উৎসাহিত করার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, অন্তর্বর্তী সরকার দুর্নীতি দমনে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখালেও, আইনি কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি, এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতির অনুপস্থিতি এখনো বাংলাদেশের দুর্নীতিমুক্ত ও সুশাসিত ভবিষ্যতের পথে বড় বাধা।

---

[৭৪৯] *ইত্তেফাক*, 'স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার পূর্ণাঙ্গ ভাষণ', ২৬ মার্চ ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/724910/ (৩১ জুলাই ২০২৫)।

অধ্যায় সাত: অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৫ আগস্ট ২০২৪-এ কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন এবং ৮ আগস্ট ২০২৪-এ অন্তবর্তী সরকার গঠন করা হয়। কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী, শ্রমিক, পেশাজীবী, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজসহ আপামর জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। এই অধ্যায়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা আলোচনা করা হলো। এই অংশীজনের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও সেনাবাহিনী।

রাজনৈতিক দল

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহকে অন্যতম অংশীজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং অন্তবর্তী সরকারের রাষ্ট্র সংস্কার ও সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন পরবর্তী একবছরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার বিলোপ এবং একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি করা। অর্থাৎ রাষ্ট্র কাঠামোর মৌলিক ও গুণগত সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের অধিকার রক্ষা করবে-এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।[৭৫০] কার্যকর গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য দেশে নতুন একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রয়োজন। এই বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে বর্তমানে দেশের রাজনীতিতে প্রধান অংশীদারদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা থাকা প্রয়োজন। এই সমঝোতার মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে আইনের শাসন ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করা, স্বাধীন গণমাধ্যম, মত প্রকাশ ও সমাবেশ করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করাটা গুরুত্বপূর্ণ। একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কার এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও দফা তুলে ধরে।[৭৫১] তবে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তে উত্তরণে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন অংশীজন তথা শিক্ষার্থী-জনতা, সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র ও ব্যক্তি খাতের মধ্যে সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও নিজ নিজ এজেন্ডা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কারণে এক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।[৭৫২] কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটানো গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম শক্তি রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকাশ্য মতবিরোধ সামনে এসেছে। রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও, বিভিন্ন ইস্যুতে বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির অপসারণ, সংবিধান বাতিল ঘোষণা করা, সেনাপ্রধানের অপসারণ, গনঅভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র, নির্বাচনের সময়, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভেদে জড়িয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিপরীতমুখী অবস্থা গ্রহণ করেছে।[৭৫৩] এই সময়ে আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন পদ্ধতি, সংসদীয় পদ্ধতি, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে শক্ত দলীয় অবস্থান প্রতিষ্ঠা, দলীয় শক্তি প্রদর্শন করতে দেখা গেছে - কিছু ক্ষেত্রে সংঘাতময় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা গেছে। এছাড়া দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ, রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতাও লক্ষ করা গেছে।

এই সময়ে নতুন নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের অপেক্ষায় থাকা বেশ কয়েকটি দলকে নির্বাচন কমিশন থেকে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং জামায়াতে ইসলামীর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞার ফলে বাংলাদেশের দীর্ঘ সময় ধরে চলা দ্বিদলীয় রাজনৈতিক মেরুকরণ থেকে নতুন মেরুকরণ তৈরি হয়েছে। এই মেরুকরণ মূলত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের একটি অংশ থেকে নবগঠিত দল জাতীয়

---

[৭৫০] Nasiruddin Patwary, 'New political settlement and the vision of a democratic state', *Daily Star*, 30 December 2024, available at: https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/new-political-settlement-and-the-vision-democratic-state-3787926 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৫১] কাজী মারুফুর ইসলাম, 'নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত যেভাবে সম্ভব', *সমকাল*, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://samakal.com/opinion/article/257142/ (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৫২] সেলিম রায়হান, 'গণ-অভ্যুত্থান: নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত কেন জরুরি', *প্রথম আলো*, ১৪ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/opinion/column/381oqelazy (২৯ জুন ২০২৫)।

[৭৫৩] মাহবুব আজিজ, 'গণঅভ্যুত্থানের শক্তি বনাম নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত', *সমকাল*, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://samakal.com/opinion/article/275273/ (১৫ জুন ২০২৫)।

নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) কেন্দ্র করে গঠিত।[৭৫৪] এছাড়া এই সময়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, দখল, চাঁদাবাজী, পরমত সহিষ্ণুতার ঘাটতি, সহিংসতা, কোন্দল ইত্যাদি চর্চা অব্যাহত ছিল। যা সার্বিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে এবং 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তা নিয়ে সংশয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

নির্বাচন ও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে বিতর্ক ও বিভেদ

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন-পরবর্তী এক বছরে রাষ্ট্র সংস্কার এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দল একমত পোষণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের সংস্কার প্রস্তাব তুলে ধরলেও নির্বাচনের তারিখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন, গণপরিষদের নির্বাচন, নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। একই সাথে এসব বিষয়ে দলগুলোর সাথে সরকারের মধ্যেকার দ্বন্দ্বও পরিলক্ষিত হয়। মূলত রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনকে উদ্দেশ্য করে এবং নির্বাচনে নানাবিধ সুবিধা পেতে বিভিন্ন ধরনের কৌশল গ্রহণ করছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন।[৭৫৫] অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মন্তব্যের কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনের তারিখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিভেদ তৈরি হয়। নভেম্বর ২০২৪-এ আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ চার বছর বা তার কম হবে।[৭৫৬] তবে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মোটাদাগে বলা যায়, ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়।[৭৫৭] অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তার এক বক্তব্যে বলেন জনগণ অন্তর্বর্তী সরকারকে পাঁচ বছর ক্ষমতায় দেখতে চায়।[৭৫৮] এনসিপি ও কয়েকটি সংগঠনের কর্মীগণ সামাজিক মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর থাকার পক্ষে প্রচার করে। যদিও এনসিপি এটা কর্মীদের ব্যক্তিগত মত দলীয় মত নয় বলে জানায়।[৭৫৯]

বিএনপি ও সমমনা কয়েকটি দল শুরু থেকেই প্রয়োজনীয় কিছু সংস্কার সম্পন্ন করে ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে নির্বাচন দিতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আসছে। নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা না করা হলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সহযোগিতা অব্যাহত রাখা কঠিন হবে বলেও বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়। জাপানের একটি ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন এ বছরের (২০২৫ সাল) শেষে ডিসেম্বরে অথবা সর্বোচ্চ আগামী বছরের (২০২৬ সাল) জুনে অনুষ্ঠিত হবে, শুধুমাত্র একটি দল ডিসেম্বরে নির্বাচন চাইছে।[৭৬০] তবে ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বের সংলাপের উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত ২৬টি দলের মধ্যে ২৩টি দল ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে নির্বাচনের দাবি করে।[৭৬১] পরবর্তীতে বিএনপিসহ অন্যান্য দলের চাপের মুখে এবং নিয়মিত সংঘটিত আন্দোলন সংগ্রামের চাপে লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টার সাথে বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান) সাক্ষাতের পর সব প্রস্তুতিসাপেক্ষে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা করা হয়। যদিও শুধুমাত্র একটি দলের সাথে বৈঠক করে যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণায় জামায়াতসহ কয়েকটি দল অসন্তোষ প্রকাশ করে। এই ঘটনাকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যত্যয় এবং অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে অভিহিত করা হয়।[৭৬২]

নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি'র পক্ষ থেকে বলা হয়, এনসিপি নির্বাচনের বিরুদ্ধে নয়। তবে বিচার, সংস্কার ও গণভোটের পরই জাতীয় নির্বাচন হওয়া উচিত। তাছাড়া বিদ্যমান আইনে গঠিত এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়। এই কমিশন ভেঙে দিয়ে নতুন কমিশন গঠন করতে হবে। আর নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের জন্য কতটুকু প্রস্তুত, সেটা দেখার জন্য আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে হবে।[৭৬৩]

---

[৭৫৪] সাইদ ইফতেখার আহমেদ, 'কোন পথে বাংলাদেশ: নির্বাচন বিতর্ক ও ক্ষমতার ভারসাম্য', *বিডি নিউজ ২৪. কম*, ২০ জুন ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/opinion/3313bcbd2870 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৭৫৫] *ডয়েচে ভেলে*, 'নির্বাচন নিয়ে ভিন্ন অবস্থানে বিএনপি, জামায়াত আর এনসিপি', ২৫ জুলাই, ২০২৫, https://www.dw.com/bn/ -73408729 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৭৫৬] *ডেইলি স্টার*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ বছর হতে পারে বা তারও কম: আল জাজিরাকে ড. ইউনূস', ১৮ নভেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-630236, (১৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭৫৭] *প্রথম আলো*, '২০২৫ সালের শেষ থেকে ২০২৬-এর প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে: ড. ইউনূস', ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/lk1wc705gn (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[৭৫৮] *যুগান্তর*, 'আমি তো বলিনি সরকার পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে চায়: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা', ১৫ এপ্রিল ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/941427 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৭৫৯] *বিবিসি বাংলা*, 'আলোচনায় সরকারের মেয়াদ', ১৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c5y4719jvx0o (১৫ জুলাই ২০২৫)

[৭৬০] *প্রথম আলো*, 'জাপানে প্রধান উপদেষ্টা: ডিসেম্বরে নির্বাচন চাইছে একটি দল', ২৯ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/u98obnqt72 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৭৬১] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, '২৬ দলের মধ্যে ২৩টি ডিসেম্বরে নির্বাচন চায়', ৩ জুন ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2025/06/03/1123381 (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[৭৬২] *বিবিসি বাংলা*, 'লন্ডন বৈঠকে সংকট কি আসলেই কেটেছে? বিএনপি কি অন্য দাবিতে নমনীয়?', ১৪ জুন ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c80k82p9lz2o (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৬৩] ডয়েচে ভেলে, 'বাংলাদেশে ডিসেম্বরে নির্বাচন নিয়ে জোর আলোচনা', ২২ মে ২০২৫, https://www.dw.com/72639350 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। দলটি শুরুতে প্রধান উপদেষ্টার ‘ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২০২৬ সালের জুনের’ সময়সীমাকে সাধুবাদ জানায়। এই সময়সীমার মধ্যে থেকে যেকোনো মাসে নির্বাচন নিয়ে তাদের আপত্তি নেই বলে জানানো হয়। তবে দলটির অবস্থান পরবর্তীতে কিছুটা পরিবর্তন হয়। কখনও দলটি এই সময়সীমার মধ্যেই নির্দিষ্টভাবে এপ্রিল মাস, আবার কখনও ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের কথা বলেছে। পরবর্তীতে তারা জানায় সংস্কার ও বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়ার আগে নির্বাচন নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দলটি দেশে নির্বাচনের পরিস্থিতি নেই বলে জানায় এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডসহ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয়ের কথা জানায়।[৭৬৪] প্রধান উপদেষ্টার লন্ডন সফরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর যৌথভাবে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার মাধ্যমে জামায়াতকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জামায়েতে ইসলাম জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হওয়া আলোচনা কিছু সময় বর্জন করে।[৭৬৫]

গণসংহতি আন্দোলন বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনের প্রস্তুতি একসঙ্গে চলতে পারে বলে জানায়। তারা মনে করে - আগে বিচার ও সংস্কার হতে হবে, তারপর নির্বাচন হবে- সেটা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তারাও ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ঘোষণার দাবি করে।[৭৬৬] বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও (সিপিবি) দ্রুততার সাথে নির্বাচনের রুপরেখা দেওয়া এবং নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবি করে। সেটা যদি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই বলে মন্তব্য করে।[৭৬৭]

স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে হবে নাকি জাতীয় নির্বাচন আগে হবে সেটা নিয়েও দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ করা গেছে। বিএনপি ও এর মিত্র জোট এবং রাজনৈতিক দলগুলোর বেশির ভাগের মতে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব জাতীয় নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। তবে এনসিপি এবং জামায়াত মনে করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হওয়া উচিত। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ধীরে ধীরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং পরে জাতীয় নির্বাচন এভাবে ধাপে ধাপে যাওয়া উচিত। গণসংহতি আন্দোলনের মতে, আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি এবং সংবিধান ঠিক করার নির্বাচন। তাই এই নির্বাচন প্রধান গুরুত্বের বিষয় হওয়া উচিত। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন মনে করে বর্তমান পরস্থিতি বিবেচনা করে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে হওয়া উচিত, যেহেতু মানুষ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে নির্বাচন কমিশন জানায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে হলে জাতীয় নির্বাচন অনেক পিছিয়ে যাবে, প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে জাতীয় নির্বাচন করা যাবে না।[৭৬৮]

এছাড়া নির্বাচনের পদ্ধতি কী হবে, অর্থাৎ প্রচলিত পদ্ধতি নাকি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বশীল পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে সেটা নিয়েও বিতর্ক লক্ষ করা যায়। জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, গণঅধিকার পরিষদ, ইসলামী আন্দোলন, বামপন্থী কয়েকটি দল আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা দাবি করে যে এ পদ্ধতিতে স্বৈরাচার বা কর্তৃত্ববাদী হওয়ার সুযোগ নেই। এবং সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ তৈরি হয়। তবে এই পদ্ধতির দাবির পেছনে নির্বাচন প্রলম্বিত করা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে বিএনপিসহ কয়েকটি দল সন্দেহ প্রকাশ করে। বিএনপি ও সমমনা কয়েকটি দলের মতে বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই মূহুর্তে এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ পদ্ধতি চালু করতে আরও অনেক সময় প্রয়োজন। আবার জোটভিত্তিক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিতে চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।[৭৬৯] তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিক স্বার্থ ও ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে পিআর পদ্ধতিকে ঘিরে বিতর্ক হচ্ছে। দলগুলো নিজের স্বার্থ অনুযায়ী অবস্থান নিয়েছে। কেউ নিজ স্বার্থে বিরোধিতা করছে। আবার কেউ নিজেদের স্বার্থে এর পক্ষে কথা বলছে।[৭৭০]

---

[৭৬৪] *বিবিসি বাংলা*, ‘লন্ডন বৈঠকে সংকট কি আসলেই কেটেছে? বিএনপি কি অন্য দাবিতে নমনীয়?’, ১৪ জুন ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c80k82p9lz2o (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৬৫] *প্রথম আলো*, ‘ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেয়নি জামায়াত’, ১৮ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=186b4ab8bba&eid=1&imageview=0&epedate=18/06/2025&sedId=1 (১৯ জুন ২০২৫)।

[৭৬৬] *ডয়েচে ভেলে*, প্রাগুক্ত ।

[৭৬৭] প্রাগুক্ত।

[৭৬৮] *প্রথম আলো*, ‘স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কোন দল কী ভাবছে’, ১১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/wr41aw9ze1, (৩০ জুলাই ২০২৫); তাফসির বাবু, ‘নির্বাচন নিয়ে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব’, বিবিসি বাংলা, ৭ মার্চ ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cj4nwwdxy2wo (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৬৯] কাদির কল্লোল, ‘নির্বাচন নিয়ে আবার সন্দেহ, অনিশ্চয়তার কথা কেন আসছে?’ *বিবিসি বাংলা*, ৩ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cx203p1pvd2o (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৭৭০] রাকিব হাসনাত, ‘পিআর পদ্ধতির দাবিকে ঘিরেই কি আসছে নতুন নির্বাচনি সংকট’, *বিবিসি বাংলা*, ২০ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cp3k063eqp3o (২৯ জুলাই ২০২৫)।

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ এবং নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো সুস্পষ্ট রোডম্যাপ না থাকার কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনের তারিখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে সরকারের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থে অনড় অবস্থা গ্রহণ করেছে। দলীয় স্বার্থে এই সংকট তৈরি করা হচ্ছে বলে পরস্পরকে অভিযোগ করা হচ্ছে। নির্বাচন-সংস্কার-মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রমকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে। নির্বাচন ও সংসদীয় পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণ না করেই নির্বাচনের সময় ঘোষণার ফলে সংকট তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ হচ্ছে। এবং চিরাচরিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উত্তরণের যে আকাঙ্ক্ষা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের বিকাশ

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়। এই সময়ে দীর্ঘ সময় ধরে নিবন্ধনের অপেক্ষায় থাকা কয়েকটি দল আদালতের রায়ে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হয়। যার মধ্যে রয়েছে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), গণ অধিকার পরিষদ (জিওপি), নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)। বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫০টি।[৭৭১] এছাড়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনে দুই ধাপে ১৪৪টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। আবেদন করা দলগুলোর মধ্যে অধিকাংশ নামসর্বস্ব দল - যাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, দলীয় গঠনতন্ত্র এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। নির্ধারিত শর্ত পূরণ না করায় নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক বাছাইয়ে এই ১৪৪টি দলের আবেদন বাতিল করা হয়। যার মধ্যে নতুন গঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপিও রয়েছে।[৭৭২]

রাজনৈতিক দল হিসেবে এনসিপির আত্মপ্রকাশ

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ এবং আন্দোলন পরবর্তী সময়ে গঠিত জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যদের নিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীতে ২২ জুন ২০২৫ তারিখে নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। আবেদনপত্রের সাথে তারা ৪৩ হাজার পৃষ্ঠার দলিল জমা দেয়। এছাড়া দলীয় প্রতীক হিসেবে 'শাপলা' বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করা হয়। আবেদন জমা দেওয়ার সময় পর্যন্ত তারা ৩৩টি জেলা এবং ১২৭টি উপজেলায় সমন্বয় কমিটি করে।[৭৭৩]

তবে রাজনৈতিক দল হিসেবে এনসিপি'র নিবন্ধনের আবেদনে প্রাথমিক বাছাইয়ে ছয়টি বিষয়ে ত্রুটি বা ঘাটতি পাওয়া গিয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয়। এসব ত্রুটি সংশোধন করে ৩ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে উপযুক্ত দলিল দাখিল করতে এনসিপিকে চিঠি দেওয়া হয়। ত্রুটিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ঠিকানাসহ দলের সব কার্যকর জেলা দপ্তরের তালিকা না দেওয়া, দপ্তরের ভাড়ার চুক্তিপত্রে দলের নাম উল্লেখ না থাকা, ঠিকানাসহ সব উপজেলা ও থানা দপ্তরের তালিকা না দেওয়া, ২৫টি উপজেলা বা থানায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার (ন্যূনতম ২০০ জন) সদস্যের অন্তর্ভুক্তি না থাকা ইত্যাদি।[৭৭৪] নির্বাচন কমিশন 'শাপলাকে' এনসিপি'র দলীয় প্রতীক হিসেবে না দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যাকে এনসিপি একটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে।[৭৭৫]

এনসিপি'র রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের শুরু থেকে কিছু বিতর্ক চলমান রয়েছে। বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের মতে অন্তর্বর্তী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং এ কারণে এসব দল এনসিপিকে 'কিংস পার্টি' হিসেবে অভিহিত করে। এই অভিযোগের কারণ হিসেবে একজন উপদেষ্টার পদত্যাগ করে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্য দু'জন সদস্য এখনো উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়।[৭৭৬] এছাড়া দলের আত্মপ্রকাশের দিনে ঢাকায় সমর্থকদের জড়ো করতে প্রশাসনের সহযোগিতায় গাড়ি বরাদ্দ, এনসিপি'র দাবির প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি করার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য।

---

[৭৭১] *যুগান্তর*, 'নিবন্ধন পেল নুতন রাজনৈতিক দল', ৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics-others/939132, (১৬ জুলাই ২৯২৫)।
[৭৭২] *ডেইলি স্টার*, 'নিবন্ধনের প্রাথমিক শর্ত পূরণে ব্যর্থ এনসিপিসহ ১৪৪ দল: ইসি', ১৫ জুলাই ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-686271 (১৬ জুলাই ২০২৫)।
[৭৭৩] *যুগান্তর*, ইসিতে নিবন্ধনের আবেদন জমা দিল এনসিপি, ২২ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics/968730 (২২ জুন ২০২৫)
[৭৭৪] *প্রথম আলো*, 'এনসিপির নিবন্ধন আবেদনে ছয় ঘাটতি, সংশোধনের জন্য ইসির চিঠি', ১৯ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/qlnrmpdshw (৩১ জুলাই ২০২৫)।
[৭৭৫] *বিবিসি বাংলা*, 'আগেই শাপলা বাদ, নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পাবে এনসিপি?', ২১ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/crmv0x94zv7o (২১ জুলাই ২০২৫)।
[৭৭৬] *বিবিসি বাংলা*, 'জাতীয় নাগরিক পার্টিকে 'কিংস পার্টি' বলা হচ্ছে কেন?' ৯ মার্চ ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cvg14qn9q98o (১৪ জুলাই ২০২৫)।

এছাড়া এনসিপির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়েও বিতর্ক ও সমালোচনা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকজন নেতার বিলাসবহুল জীবন, জাঁক-জমকপূর্ণ ব্যয়বহুল দলীয় কার্যক্রম, অর্থের উৎস সম্পর্কে অস্পষ্টতা, থানা থেকে অভিযুক্তদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসা, তদবির বাণিজ্য, নবগঠিত জেলা সমন্বয় কমিটির কয়েকজনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৭৭৭] বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক দল গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে সুশাসন, দুর্নীতিমুক্ত, জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিকশিত হওয়ার কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ। অর্থের উৎসের অস্বচ্ছতা, দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, অনিয়ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংস্কৃতি ধারণ করে এনসিপি আত্মঘাতী পথে ধাবিত হচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং নিবন্ধন ও প্রতীক ফিরিয়ে দেওয়া

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে সংগঠিত গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে সম্পৃক্তা, হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুসারে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধ বাতিল হওয়া এবং জুলাই মাসে সংগঠিত হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ২০২৫ সালে ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী ও এর ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ সত্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত ও সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়।[৭৭৮]পরবর্তীতে ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে জামায়াতে ইসলামী এবং এর অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনসহ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাস ও সহিংসতায় সম্পৃক্ততার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে অন্তর্বর্তী সরকার একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দলটির নিষিদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে।[৭৭৯]

অপরদিকে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের করা ২০০৯ সালের একটি রিটের প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে হাইকোর্ট জামায়েতে ইসলামী বাংলাদেশের নিবন্ধনকে অবৈধ ঘোষণা ও বাতিল করে। ওই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে জামায়াতের করা আবেদন একই বছরে খারিজ করে দেয় আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের ফুলকোর্ট সভায় 'দাঁড়িপাল্লা' ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের মনোগ্রামে ব্যবহৃত হয় ফলে এটা জামায়েতের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। জামায়াতের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা নির্বাচন কমিশনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। তবে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল সম্পর্কিত হাই কোর্টে রায় এক যুগ পর ১ জুন ২০২৫-এ বাতিল করে দেয় আপিল বিভাগ।[৭৮০] আদালতের রায় অনুসারে পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জামায়েত ইসলামীর নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরিয়ে দেয়।

আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ

২০২৫ সালের মে মাসের শুরুর দিকে সাবেক রাষ্ট্রপতির দেশত্যাগের ঘটনার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে এনসিপির একজন নেতার প্রধান উপদেষ্টার বাস ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণার ফলে রাজধানীজুড়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। এবং সেই আন্দোলনে সরকারকে এক ঘন্টার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়। আন্দোলনের চাপে অন্তর্বর্তী সরকার জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকে বসে এবং আওয়ামী লীগ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব সংগঠনের বিরুদ্ধে চলমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের সংশোধনী প্রস্তাবও অনুমোদন করা হয়, যাতে করে ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজন মনে করলে কোনো রাজনৈতিক দল, তার অঙ্গসংগঠন বা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে শাস্তির আওতায় আনতে পারে। এর পূর্বে ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার।[৭৮১]

আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে ২০২৪ এর ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকা, দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং দেশের ফৌজদারি আদালতে বহুসংখ্যক মামলা বিচারাধীন থাকা, এসব মামলার বিচারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি, বাংলাদেশের সংহতি, জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার লক্ষ্যে গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার উপর হামলা, উস্কানিমূলক মিছিল আয়োজন, রাষ্ট্রবিরোধী লিফলেট বিতরণ এবং ভিনদেশে পলাতক নেতাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় অপরাধমূলক বক্তব্য প্রদান,

---

[৭৭৭] *ডেইলি স্টার*, 'এনসিপির 'নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত' কোন পথে', ৩১ মে ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news-676676 (১০ জুন ২০২৫); প্রথম আলো, 'এনসিপির মৌলভীবাজার জেলা সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত', ২১ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2100zgmywt (২২ জুন ২০২৫)।

[৭৭৮] *ডেইলি স্টার*, 'জামায়াত-শিবিরসহ অঙ্গ-সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন', ১ আগস্ট ২০২৪ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news-601761 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৭৯] *ডেইলি স্টার*, 'জামায়াত নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে প্রজ্ঞাপন', ২৮ আগস্ট ২০২৫

[৭৮০] *বিডি নিউজ ২৪. কম*, 'হাই কোর্টের রায় বাতিল, এক যুগ পর নিবন্ধন ফিরে পাচ্ছে জামায়াত', ১ জুন ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/politics/d8cf0cb91059 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭৮১] *বিবিসি বাংলা*, 'আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার প্রজ্ঞাপনে যা যা বলা হয়েছে', ১৩ মে ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c861wq0ngxeo (৩১ জুলাই ২০২৫)।

ব্যক্তি ও প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের প্রচেষ্টাসহ আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়।[৭৮২]

তবে বিশ্লেষকদের মতে কয়েকটি দলের চাপে পড়ে যে প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা ভবিষ্যতে প্রতিপক্ষ দমনে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠতে পারে।[৭৮৩] বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল ও দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সুযোগ রেখে আইন সংশোধনে ঘটনায় জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক জেনেভায় মানবাধিকার কাউন্সিলের ৫৯তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নিষিদ্ধ করার সুযোগ তৈরি করে সম্প্রতি আইনে পরিবর্তন আনার ফলে অন্যায্যভাবে সংগঠনের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সমবেত হওয়ার স্বাধীনতাকে সীমিত করবে।[৭৮৪]

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন পরবর্তী এক বছরে বাংলাদেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং বর্তমানে এই দলটির অধিকাংশ নেতা-নেত্রী বিদেশে পালিয়ে গেছে এবং কেউ কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে। এছাড়া আওয়মী লীগের সাথে একই জোটভুক্ত ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও অন্যান্য দলের কার্যক্রমও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে। অন্য দিকে এই সময়ে জামায়াতে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং নিবন্ধন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এনসিপিসহ বেশ কিছু দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, কয়েকটি দল নতুন করে নিবন্ধন লাভ করেছে এবং নিবন্ধনের অপেক্ষায় আছে। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতি এবং গণ-অভ্যুত্থানের অংশীজন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন, নির্বাচনকে লক্ষ্য করে রাষ্ট্র সংস্কার প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ শক্ত অবস্থান তৈরি ইত্যাদি ঘটনার প্রেক্ষিতে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি কেন্দ্রিক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং রাজনৈতিক দল ও জোটের নতুন মেরুকরণ দৃশ্যমান হচ্ছে। বর্তমানে অনেক রাজনৈতিক দল সক্রিয় থাকলেও নির্বাচন, রাষ্ট্র সংস্কার, সরকার পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই তিনটি দল প্রধান ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে।

সংস্কার কার্যক্রমে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন, জনপ্রশাসন এবং সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় ধাপে ১৮ নভেম্বর ২০২৪-এ আরও পাঁচটি অর্থাৎ স্বাস্থ্য, শ্রম, নারী, স্থানীয় সরকার ও গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। প্রথম ধাপের পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদন ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়।[৭৮৫] এবং পরবর্তীতে মে ২০২৫ এর মধ্যে আরও পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।[৭৮৬] সংস্কার কমিশনগুলোর মধ্যে কয়েকটি কমিশন তাদের সংস্কার প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করে। তবে রাজনৈতিক দল, বিশ্লেষক ও সংস্কার কমিশনের সাথে সম্পৃক্ত কেউ কেউ সুপারিশগুলো সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে কিংবা তাদের মধ্যে ন্যূনতম ঐকমত্য না হলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সুপারিশ শেষ পর্যন্ত 'কাগজে কলমে থেকে যেতে পারে' বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। কিছু কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। আর কিছু সুপারিশ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়ন করতে পারলেও ২০২৪ এর ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে যা কিছুই হচ্ছে সবই আগামী সংসদে অনুমোদন করাতে হবে। ফলে অনেকের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছে যে, সংস্কার বিষয়ক সব সুপারিশ পরবর্তী সংসদ নাও গ্রহণ করতে পারে।

বিএনপি'র কয়েকজন নেতা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে তাদের মতামতে বলেন কতটুকু সংস্কার হবে বা হবে না সেটা ঠিক করবে আগামী নির্বাচিত সংসদ, দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ হলে সেখানে সকল সংস্কার প্রস্তাব আলোচনা করা হবে এবং দেশ ও জাতির জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা করা হবে।[৭৮৭] এছাড়া বিএনপি জানায় একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ ও কাঠামো তৈরিতে সংবিধান ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ, তবে নির্বাচন বিলম্বিত হতে পারে এমন সংস্কারে সমর্থন দেবে না। রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা রূপরেখার সঙ্গে মিল রেখেই পাঁচ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলোর ক্ষেত্রে দলীয় অবস্থান তুলে ধরবে বিএনপি। যেসব সংস্কারের এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে তারা মতামত নাও দিতে পারে বলে জানানো হয়।[৭৮৮]

---

[৭৮২] প্রাগুক্ত।

[৭৮৩] *বিবিসি বাংলা*, 'দল নিষিদ্ধের প্রভাব কেমন হতে পারে ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে', ১১ মে ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c8jg74m1ljeo (১৩ জুলাই ২০২৫)।

[৭৮৪] *ডেইলি স্টার*, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের সুযোগ রেখে আইন সংশোধন, ফলকার তুর্কের উদ্বেগ', ১৭ জুন ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-680056 (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[৭৮৫] *যুগান্তর*, ৬ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/914355 (১৫ জুলাই ২০২৫)

[৭৮৬] *বিডিনিউজ ২৪. কম*, 'স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার হাতে', ৫ মে ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/health/27d079585fc1 (৫ মে ২০২৫)।

[৭৮৭] *বিবিসি বাংলা*, 'সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশ বাস্তবায়ন কতটা চ্যালেঞ্জের হবে', ১৮ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cn57757ez6do (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৮৮] *যুগান্তর*, 'নির্বাচন বিলম্বিত হতে পারে- এমন সংস্কারে সমর্থন দেবে না বিএনপি', ১৯ মার্চ ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics/931177 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের নারী সংস্কার কমিশন ও কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং সংস্কার কমিশন ও এর প্রতিবেদন বাতিলের জন্য আন্দোলনের হুমকি দেয়।[৭৮৯] এছাড়া হেফাজতে ইসলামের একটি সমাবেশে নারী কমিশন সম্পর্কে অবমাননাকর ও অশালীন মন্তব্য করা হয়। নারীদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার জন্য এনসিপি'র নেত্রীসহ ছয় নারী হেফাজত ইসলামকে আইনি নোটিশ প্রদান করা হয়।[৭৯০] তবে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংবেদনশীল বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহুমাত্রিক বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন স্বল্প সংখ্যক রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে। বিতর্কিত সুপারিশগুলো নিয়ে সংলাপ ও আলোচনার সুযোগ থাকলেও সমগ্র প্রতিবেদন প্রত্যাহার ও কমিশন বাতিলের দাবি করা হয়। যাকে কয়েকটি দলের উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা হিসেবে অভিযোগ করা হয়।

এছাড়া দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশে রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব ছিল। কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতারা এই সুপারিশকে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলে দাবি করেন। তারা অভিযোগ করেন, এটি নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার কৌশল হতে পারে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে ইভিএম বাতিল ও কাগজভিত্তিক ব্যালট পুনঃপ্রবর্তনের সুপারিশে কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে যারা ইভিএম ব্যবস্থাকে সমর্থন করে, তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারা দাবি করেন, ইভিএম প্রযুক্তি আধুনিক ও স্বচ্ছ, এবং এর পরিবর্তন পিছিয়ে যাওয়ার লক্ষণ।[৭৯১]

সংস্কার কমিশনের সুপারিশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়া

২০২৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।[৭৯২] রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় সনদ প্রস্তুত করা এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যত নির্মাণের পথরেখা তৈরির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়।[৭৯৩]৬ মার্চ ২০২৫ তারিখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন এবং দুদক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশ থেকে ১৬৬ টি সুপারিশ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ৩৮টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং ১৩ মার্চ ২০২৫ তারিখের মধ্যে একটি ছক আকারের স্প্রেডশিটের মাধ্যমে তাদের মতামত জানানোর অনুরোধ করা হয়।[৭৯৪] প্রতিটি সুপারিশের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে মতামত চাওয়া হয় - প্রথমটি হলো–সংশ্লিষ্ট সুপারিশের বিষয়ে একমত কি না। এতে তিনটি বিকল্প রাখা হয় –'একমত', 'একমত নই' এবং 'আংশিকভাবে একমত'। এ তিনটি বিকল্পের যেকোনো একটিতে টিক চিহ্ন দিয়ে মতামত জানাতে বলা হয়।

দ্বিতীয়তটি হলো, প্রতিটি সুপারিশের বিষয়ে সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় –'নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে', 'নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে', 'নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে', 'গণপরিষদের মাধ্যমে' 'নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে' এবং 'গণপরিষদ ও আইনসভা হিসেবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে'। এসব ঘরের যেকোনো একটিতে টিক চিহ্ন দিয়ে মতামত দিতে বলা হয়। এর বাইরে প্রতিটি সুপারিশের ঘরে মন্তব্য দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর মতে সংস্কারের এসব বিষয়ে শুধুমাত্র টিক চিহ্ন দিয়ে মতামত প্রদান করা সম্ভব না, তারা বিস্তারিত মতামত দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।[৭৯৫]

পরবর্তীতে মতামত প্রদানকারী ৩৫টি দল এবং জোটের মধ্যে ৩৩টি দলের সঙ্গে ২০ মার্চ ২০২৫ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত প্রথম পর্বের সংলাপে ৪৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[৭৯৬] ২ জুন ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় দফার সংলাপে ৩০টি দল এবং

[৭৮৯] *এনটিভি*, 'নারী সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান, প্রয়োজনে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি', ৩০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.ntvbd.com/bangladesh/news-1549709 (১৬ জুলাই ২০২৫)।

[৭৯০] *যুগান্তর*, 'হেফাজতে ইসলামকে লিগ্যাল নোটিশ এনসিপি নেত্রীসহ ৬ নারীর', ৫ মে ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics/950080 (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[৭৯১] *ইনকিলাব*, '৬ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ', ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://dailyinqilab.com/national/article/730955 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৯২] রিয়াদুল করিম, 'ঐকমত্য কমিশন: মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাবে মতপার্থক্য', *প্রথম আলো*, ২০ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/7lwsitn2af (১৩ জুলাই ২০২৫)।

[৭৯৩] *প্রথম আলো*, 'ঐকমত্য কমিশন: সংস্কারের বিষয়ে মতামত চেয়ে দলগুলোকে চিঠি' ৬ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/v2ss402xxc (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[৭৯৪] রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম পর্বের আলোচনা শেষে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংবাদ সম্মেলন, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://reform.gov.bd/#/view-notice/104 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৯৫] *যমুনা টিভি*, '১৬৬ সুপারিশসহ ৩৪ রাজনৈতিক দলকে ঐকমত্য কমিশনের চিঠি', ১০ মার্চ ২০২৫, https://jamuna.tv/news/598978 (১১ মার্চ ২০২৫)।

[৭৯৬] রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম পর্বের আলোচনা শেষে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংবাদ সম্মেলন, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://reform.gov.bd/#/view-notice/104 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

জোটকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।[৭৯৭] প্রথম পর্বে ঐকমত্য হয়নি–এমন মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবসমূহ নিয়ে সব দলকে একসঙ্গে নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করে ঐকমত্য কমিশন। সংস্কারের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবগুলোকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩ জুন থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের ২৩টি অধিবেশনে ১৯টি মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য ও সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বা ঐকমত্য হয় ৯টি বিষয়ে। আর ১০টি বিষয়ের ক্ষেত্রে এক বা একাধিক দলের ভিন্নমত আছে। সংস্কার প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতি কী হবে, তা নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে জুলাই জাতীয় সনদের খসড়ায় বলা হয়েছে, আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পরবর্তী দুই বছরে প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার করবে দলগুলো। বিএনপি বিষয়টি মেনে নিলেও জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) বেশ কিছু দলের আপত্তি আছে। তারা এই সনদকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনার দাবি জানিয়েছে। ঐকমত্য কমিশনের তৃতীয় পর্বের আলোচনার বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। সংস্কার বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একধরনের ঐকমত্য বা বোঝাপড়া না হলে অনেক দল জুলাই সনদে সই করবে না বলে শঙ্কা রয়ে গেছে।[৭৯৮]

সংস্কার সুপারিশ প্রস্তাবগুলোর ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিতর্ক, ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়। সংস্কারের ক্ষেত্রে ঐকমত্যের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর অন্তর্ভুক্তি/অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে অস্পষ্টতা ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫০টি এবং নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে ১৪৪টি দল কিন্তু এদের মধ্যে থেকে কিসের ভিত্তিতে ঐকমত্য কমিশনে ৩৮টি রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তা অস্পষ্ট। এছাড়া চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে তিন ধরনের অংশীজন ছিল - রাজনৈতিক দল, জনতা এবং শিক্ষার্থী-কিন্তু ঐকমত্য আলোচনায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ছিল। যারা দেশের সর্ব স্তরের সকল জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না বলে এনসিপি অভিযোগ করে।[৭৯৯]

সংলাপের শুরুতে ৩৮টি দলকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও ৩৫টি দল মতামত প্রদান করে এবং প্রথম পর্বে ৩৩টি এবং দ্বিতীয় পর্বে ৩০টি দল ঐকমত্য সংলাপে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখে। যদিও পুরো সংলাপ প্রক্রিয়ায় তিনটি রাজনৈতিক দলকে অধিক গুরুত্ব প্রদান (বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি) করা হচ্ছে বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিযোগ করে। অন্যদিকে এই তিনটি দলের মধ্যেও অপর দুটি দলকে বেশি গুরত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি এই তিনটি দল অভিযোগ করে। সংস্কার প্রতিবেদনসমূহের সুপারিশ বিশেষ করে মৌলিক সংস্কার নিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অনড় অবস্থান লক্ষ করা গেছে। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে শুরু হওয়া ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়া চার মাসের বেশি সময়েও শেষ করা সম্ভব হয়নি। জুলাই সনদের খসড়া প্রকাশ করা হলেও ৩১ জুলাই পর্যন্ত সকল মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐকমত্য না হওয়ায় পেছনে পরস্পরের অনড় অবস্থানকে দায়ী করে। এনসিপি অভিযোগ করে কয়েকটি দলের কারণে সংস্কার আটকে আছে।[৮০০] এছাড়া বিএনপি মনে করে সংস্কারের নামে নির্বাচন বিলম্বিত ও ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।[৮০১]

এনসিপি মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবের ওপর কতটা ঐকমত্য হবে, সে ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করে। এনসিপি অভিযোগ করে কয়েক ঘন্টা আলোচনা করার পর সব কিছু বিএনপি'র কাছে এসে আটকে যায়। কয়েকটি বিষয় নিয়ে বারবার আলোচনা প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলাম বলে এগুলো নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে। সবাই মিলে ঐকমত্যে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। গণঅধিকার পরিষদ বলে "এখানে কিছু কিছু দল একবারে নিজেদের অবস্থানে অনড়। যদি এভাবে চলতে থাকে, কিয়ামত পর্যন্ত কোনো ঐক্যের সম্ভাবনা দেখি না।" তবে বিএনপি থেকে বলা হয়, বিভিন্ন বিষয়ে একমত হচ্ছে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সকল প্রস্তাবে যদি শতভাগ একমত হতে বলে, তাহলে আলোচনার প্রয়োজন নেই। এখানে কাউকে একমত হতে বাধ্য করা ঠিক হবে না। পুরো ঐকমত্য কমিশনের সংস্কার আলোচনা জুড়ে বিএনপি, জামায়াতে ইসলাম, সিপিবি, বাসদ, গণফোরাম ইত্যাদি দল একাধিক ইস্যুতে এবং অন্য দলকে বেশি গুরুত্ব বা বেশি সময় প্রদান করার অভিযোগে এক বা একাধিকবার ওয়াকআউট করে। অন্যদিকে ঐকমত্য কমিশন ও অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধেও সংস্কার কার্যক্রমে সময়ক্ষেপণের অভিযোগ করা হয়। সংলাপের বিভিন্ন পর্বের অপ্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সংস্কার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করছে বলে বিএনপি অভিযোগ করে।[৮০২]

---

[৭৯৭] *প্রথম আলো*, 'রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা, , ২ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/swvc2zm0a3 (২ জুন ২০২৫)।

[৭৯৮] *প্রথম আলো*, 'জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে আবার আলোচনা', ৪ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=489e82f3ee&eid=1&imageview=0&epedate=04/08/2025&sedId=1 (৪ আগস্ট ২০২৫)

[৭৯৯] *প্রথম আলো*, 'ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় সব পক্ষের প্রতিনিধিত্ব নেই': এনসিপি, ১৭ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/vssar5fhnh (১৭ জুন ২০২৫)।

[৮০০] *প্রথম আলো*, 'মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোকে একাত্ম হওয়ার আহ্বান এনসিপির', ২৯ জুন ২০২৫ https://www.prothomalo.com/politics/9unwk20hei (২৯ জুন ২০২৫)।

[৮০১] *দেশ রূপান্তর*, 'সংস্কারের নামে নির্বাচন বিলম্বিত করে ক্ষমতায় থাকতে চাওয়া হবে দুঃস্বপ্ন', ৫ জুলাই ২০২৫ https://www.deshrupantor.com/604159/ (৫ জুলাই ২০২৫)।

[৮০২] *যুগান্তর*, 'দ্বিতীয় ধাপের সংলাপ উদ্বোধন কাল: ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় সব দলকে আমন্ত্রণ প্রধান উপদেষ্টার', ১ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/961004 (১ জুন ২০২৫)।

কোন কোন ক্ষেত্রে ঐকমত্য হয়েছে বলে বিবেচিত হবে সে বিষয়ে অস্পষ্টতা ছিল। যে সকল বিষয়ে 'নোট অব ডিসেন্ট' রয়েছে, সেটা নিয়ে কি করা হবে সে বিষয়ে শুরু থেকে অস্পষ্টতা ছিল। গণঅধিকার পরিষদসহ কয়েকটি দল 'ঐক্যের মাপকাঠি' নির্ধারণের তাগিদ প্রদান করে। কতটুকু পর্যন্ত আলোচনায় একমত হলে তাকে ঐকমত্য বলা হবে কিংবা কতটি দল একমত থাকলে সেটাকে ঐক্য বলা হবে, এটার একটা মাপকাঠি ঐকমত্য কমিশনের নির্ধারণ করা দরকার বলে তারা জানায়।[৮০৩]

৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত রাষ্ট্র সংস্কারের ১৯টি মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছালেও জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলের সই করা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি না দিলে তাতে সই করা থেকে বিরত থাকার কথা জানায় জামায়াত ও এনসিপি। অন্যদিকে শেষ দিনের বৈঠকে সিপিবি ও বাসদসহ চার বামপন্থী দল জাতীয় চার নীতি বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে বৈঠক বর্জন করে এবং এ বিষয়ে পরিবর্তন না এলে জুলাই সনদে তাদের সই করার সম্ভাবনা নেই বলে জানায়। বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, এই মুহূর্তে জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তির প্রয়োজন নেই।

ঐকমত্য কমিশন থেকে বলা হয়, যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো এবং যেসব বিষয়ে ভিন্নমত থাকবে, সেগুলোর তালিকা প্রদান করা হবে। সেই ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল তৈরি করা হবে এবং সব দলের স্বাক্ষরের মাধ্যমে তাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে। যে সকল বিষয়ে 'নোট অব ডিসেন্ট' আছে, তা পরে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথ নিয়েও বিভিন্নভাবে আলোচনা হবে। সংস্কার সুপারিশ প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ-পদ্ধতি চিহ্নিত করতে হবে। সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হয়। ঐকমত্য আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলোর অনড় অবস্থা সম্পর্কে রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণের মতে, রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী তাদের অবস্থান নিচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর অনড় অবস্থান এবং ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াগত চ্যালেঞ্জের কারণে সৃষ্ট জটিলতা রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার নিয়ে জন সাধারণের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করেছে।

রাষ্ট্র/সরকার পরিচালনা: রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বিএনপি, জামায়াত, গণতন্ত্র মঞ্চ, সিপিবি, বাসদ, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, এবি পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) ও গণ অধিকার পরিষদসহ সকল দল অন্তর্বর্তী সরকারকে রাষ্ট্র সংস্কারে সময় দেওয়া ও সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়।[৮০৪] তবে একজন উপদেষ্টা দাবি করেন, রাজনৈতিক দলগুলো ডিসেম্বর ২০২৪-এর পর অন্তর্বর্তী সরকারের সহযোগী ভূমিকায় নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারের ক্ষমতার অনেকগুলো ভরকেন্দ্র রয়েছে বলে জানানো হয়। সব কিছুর দায় সরকারের ওপর দেওয়া হয়, যদিও কাজ করে ক্ষমতার অন্যান্য ভরকেন্দ্রগুলো। এই ভরকেন্দ্র বলতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ইঙ্গিত করা হয়। যারা প্রশাসন, বিচারবিভাগ, পুলিশে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে অভিযোগ করা হয়। এই জোড়াতালি পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক রূপান্তর বা নতুন নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত সম্ভব নয় বলে জনানো হয়।[৮০৫] এমনকি ঢাকায় প্রতিদিন সড়ক আটকে আন্দোলন, সংস্কারসহ বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য না হওয়া, রাষ্ট্রীয় কাজে নানা পক্ষের অসহযোগিতা, রাজনৈতিক দলগুলোর দ্রুত নির্বাচনের তাড়া দেওয়া, সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় কাজ করতে না পারা ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগের হুমকি দেন।[৮০৬]

রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে দলীয় আধিপত্য বিস্তার

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ না দিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার নেতৃত্বস্থানীয় কয়েকজনের প্রভাবে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগত ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করা হয়।[৮০৭] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাথে আলোচনায় কয়েকজন ছাত্রনেতার উক্তি, 'আপনি উপাচার্য পদে নিজ যোগ্যতায় বসেননি, আপনাকে আমরা বসিয়েছি, আপনি আমাদের কথা শুনতে বাধ্য'।[৮০৮] অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেওয়ার পর পরই বিএনপি-জামায়াত প্রশাসন ও বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে দলীয় সমর্থকদের বসিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।[৮০৯] প্রধান উপদেষ্টার একজন বিশেষ সহকারীর বক্তব্য

---

[৮০৩] *প্রথম আলো*, 'এভাবে চলতে থাকলে কেয়ামত পর্যন্ত ঐক্যের সম্ভাবনা নেই : নুরুল হক নুর' ২২ জুন, ২০২৫ https://www.prothomalo.com/politics/ujjqo4ck4n (২২ জুন ২০২৫)।

[৮০৪] *প্রথম আলো*, 'সরকারকে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের', ১৩ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/kbgwypwdvq (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[৮০৫] *ইত্তেফাক*, 'রাজনৈতিক দলগুলো ডিসেম্বরের পর সরকারের সহযোগী ভূমিকায় নেই: উপদেষ্টা মাহফুজ', ৮ মে ২০২৫ https://www.ittefaq.com.bd/730880 (১ আগস্ট ২০২৫)।

[৮০৬] *প্রথম আলো*, 'প্রধান উপদেষ্টা হতাশ-ক্ষুব্ধ, 'পদত্যাগ' নিয়ে আলোচনা', ২৩ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/h4zh6mms4e (১৪ জুলাই, ২০২৫)।

[৮০৭] *ইনকিলাব*, 'ফ্যাসিস্টদের সরিয়ে শিক্ষা প্রশাসন জামায়াতিকরণ, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কের ঝড়', ২৬ জানুয়ারি ২০২৫, https://dailyinqilab.com/national/news/726198 (২৬ জুলাই ২০২৫)।

[৮০৮] *প্রথম আলো*, "উপাচার্যকে শিক্ষার্থীরা বললেন, 'আপনাকে আমরা বসিয়েছি, নিজের যোগ্যতায় আসেননি'," ৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xs0y4k26dk (৫ জুলাই ২০২৫)।

[৮০৯] *ঢাকা টাইমস*, 'বিএনপিকে জামায়াত আমিরের কটাক্ষ', ৭ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.dhakatimes24.com/2025/01/07/376558 (১৫ জুলাই ২০২৫)।

থেকে জানা যায় যে, সরকার মনে করেন, প্রশাসন, পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের ওপর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই, সব জায়গায় বিএনপিপন্থীরা রয়েছেন - এ পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্বাচন করা অসম্ভব।[৮১০] কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও লেজুরবৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার কথা বলা হলেও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ সকল রাজনৈতিক দলের ভ্রাতৃপ্রতিম রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করে, এবং এর মধ্যে কয়েকটি দল নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও পক্ষপাতের অভিযোগ

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের একটি অংশ থেকে এনসিপি দল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল মনে করে ছাত্রদের মধ্যে থাকা তিনজন উপদেষ্টার একজন পদত্যাগ করে এনসিপি'র নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও দুইজন ছাত্র এখনো উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারে থাকা দুই ছাত্র উপদেষ্টার নিরপেক্ষতা নিয়ে বিএনপি'র প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং তাঁদের পদত্যাগ দাবি করে। বিশেষ করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও প্রশাসক নিয়োগ নিয়ে একজন ছাত্র উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। অপরদিকে এনসিপির পক্ষ থেকে বিএনপির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরকারের তিন উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশনারদে পদত্যাগ চাওয়া হয়।

সরকার ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এনসিপি গঠিত হয়েছে বলে বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদ অভিযোগ করে এবং এনসিপিকে 'কিংস পার্টি' হিসেবে অভিহিত করে।[৮১১] এছাড়া এনসিপির জনসমাবেশে প্রশাসনের সহযোগিতা এবং সমাবেশে যোগ দিতে সমর্থকদের গাড়ী বরাদ্দের বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়।[৮১২] কয়েকটি দলের অভিযোগ সরকারের ভেতর নানা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে ছাত্র নেতাদের পছন্দমতো লোক বসানো হয়েছে। সরকারে তাদের প্রভাব অন্যদের তুলনায় বেশি আছে- মূলত তারাই সরকার চালাচ্ছে।[৮১৩] প্রধান উপদেষ্টা তার একটি ভাষণে বলেন, 'ছাত্ররা সরকারের নিয়োগকর্তা এবং তারা যতদিন চাইবে ততদিন থাকবেন' - এই ভাষণের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের একটা 'সুপিরিয়র' জায়গায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে বলে কয়েকটি দল মনে করে। অনেক ক্ষেত্রে সরকার পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে বলেও অভিযোগ করা হয়। যেমন, এনসিপির আহবানে যমুনা ঘেরাও করতে গেলে পুলিশ সহনশীল আচরণ করলেও অন্যদের ক্ষেত্রে মারমুখী আচরণ করে থাকে।[৮১৪] এছাড়া জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশে দলীয় নেতা-কর্মীদের আনার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের চারটি ট্রেইন ভাড়া দেওয়া নিয়ে সমালোচনা ও বিতর্ক হয়। যদিও রেলপথ মন্ত্রণালয় থেকে ভাড়ার বিনিময়ে এই বিশেষ ট্রেইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ: সরকারকে চাপ প্রয়োগ

অন্তর্বর্তী সরকারের সাম্প্রতিক কয়েকটি সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলগুলোর দিক থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে - চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনা বিদেশীদের হাতে দেওয়া, রাখাইনে মানবিক করিডোর স্থাপন করা, কাতারকে বাংলাদেশে সামরিক সরঞ্জাম তৈরির কারখানা করতে আহ্বান এবং সেন্ট মার্টিনে পর্যটক বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্বচ্ছতা। সরকারের এসব সিদ্ধান্ত নিয়ে বিএনপি, সিপিবি, বাম জোটের কয়েকটি দল সমালোচনা করে এবং কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের মতে, এই বিষয়গুলোর সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু সরকার এর কোনো বিষয়ই পরিষ্কার করেনি বলে এতে আরও সন্দেহ তৈরি হয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের আছে কিনা সে বিষয় নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।[৮১৫]

২০২০ সালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন নিয়ে দায়ের করা মামলায় আদালত বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে মেয়র ঘোষণা করে। আদালতের রায় অনুসারে নির্বাচন কমিশনের গেজেট প্রকাশ করা হয়। গেজেট প্রকাশের ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ না নেওয়া, মেয়রকে শপথ না পড়ানো, প্রশাসক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন ও স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়। এই ইস্যুকে কেন্দ্র বিএনপি ও এনসিপি তাদের শক্তি প্রদর্শন করতে থাকে। শপথ না পড়েই সিটি কর্পোরেশন অবরোধ করে মেয়রের দায়িত্ব পালন এবং দীর্ঘদিন ধরে সিটি কর্পোরেশন অবরোধ করে রাখা হয়। অন্যদিকে এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের অবস্থান নিয়ে কমিশনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে এনসিপি। একদিকে বিএনপির পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি করা অন্যদিকে পক্ষপাতের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের

---

[৮১০] *সমকাল*, 'বিভিন্ন দল নিজেদের মতো তৎপর, উপদেষ্টারা চুপ' ২৪ মে ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/297124/ (১৭ জুলাই ২০২৫)।

[৮১১] *বিবিসি বাংলা*, 'জাতীয় নাগরিক পার্টিকে 'কিংস পার্টি' বলা হচ্ছে কেন?', ৯ মার্চ ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cvg14qn9q98o (১৫ জুলাই ২০২৫)

[৮১২] প্রাগুক্ত।

[৮১৩] প্রাগুক্ত।

[৮১৪] *বিডি নিউজ ২৪.কম*, 'আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে যমুনার সামনে অবস্থান', ৮ মে ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/politics/c8034443c1d7 (৩০ জুলাই ২০২৫)

[৮১৫] *ইত্তেফাক*, 'বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের 'সিদ্ধান্তের সীমা' নিয়ে বিতর্ক,' ১৮ মে ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/732369/ (১৫ জুলাই ২০২৫)।

পুনর্গঠনের দাবি করে এনসিপি।[৮১৬] তবে বিশ্লেষকদের মতে ইশরাক হোসেনের মেয়র পদের ইস্যুকে জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করে বিএনপি শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দলটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ দাবির মাধ্যমে সরকারকে চাপে রাখার কৌশল হিসেবে তারা এই আন্দোলন করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৮১৭]

ঢাকায় তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের একটি মিশন স্থাপনের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের অনুমোদনের বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশসহ কয়েকটি ইসলামী দল তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় এবং কার্যালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত না হতে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।[৮১৮]

চলমান সংস্কার ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের সমালোচনা করে বিএনপির একজন নেতা বলেন রাজনৈতিক সংস্কৃতি না বদলালে শত সংস্কার করেও কোনো লাভ হবে না। ঢাকা শহরে ১০ জন বিজ্ঞ ব্যক্তি বসে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে না। তাদের সেই দায়িত্ব কেউ দেয়নি। কোনো কমিশনই মানুষের মনের ভাষা বোঝে না। তিনি দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান।[৮১৯]

২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারির মধ্যে 'জুলাই বিপ্লব ঘোষণাপত্র' জারির দাবিতে সরকারকে আলটিমেটাম দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে 'মার্চ ফর ইউনিটি' কর্মসূচিতে এ আলটিমেটাম দেওয়া হয়। একই সাথে গণহত্যার দায়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার বিচার, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্য এবং আহত ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তা, রাষ্ট্র সংস্কার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের দাবি জানানো হয়। এছাড়া বিদ্যমান সংবিধান বাতিল করে নতুনভাবে প্রণয়নেরও দাবি জানানো হয়। ফ্যাসিবাদের দায়ে আওয়ামী লীগের বিচারের আগে নির্বাচন নয় বলেও মন্তব্য করা হয়।[৮২০]

সাবেক পতিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ নিয়ে করা রাষ্ট্রপতির বক্তব্য ও সেই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনসহ বেশ কয়েকটি দল রাষ্ট্রপতির অপসারণ নিয়ে একমত হলেও সাংবিধানিক সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কায় বিএনপি দ্বিমত পোষণ করে। এবং এক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলাম সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করে।[৮২১]

রাজনৈতিক দলের আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে সম্পৃক্ততা

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন পরবর্তী সময় থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, এনসিপি, জামায়াতে ইসলামী, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী, গণঅধিকার পরিষদ ইত্যাদি দল ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, হামলা, হত্যাকাণ্ড, অভ্যন্তরীণ কোন্দল ইত্যাদির অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া কয়েকটি দলের বিরুদ্ধে দখল-চাঁদাবাজি, উদ্দেশ্যমূলক মামলা প্রদান ইত্যাদির অভিযোগ পাওয়া যায়। দল থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও এই ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া এই সময়ে কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দলের সম্পৃক্ততায় মাজার ভাঙা, নারীদের রাস্তাঘাটে হেনস্তা করা, মেলা-ওরস-গান-নাটকের প্রোগ্রাম বন্ধ করা, পাঠাগারে হামলা, বিভিন্ন সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার ঘটনা লক্ষ করা গেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।[৮২২]

রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীদের আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী এসব কাজের মধ্যে রয়েছে[৮২৩] -

---

[৮১৬] *বিবিসি বাংলা*, 'এনসিপি-বিএনপি বাকযুদ্ধ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কি বাড়ছে?', ২১ মে ২০২৫ https://www.bbc.com/bengali/articles/cdedd4kw7l8o (২১ মে ২০২৫)।

[৮১৭] *বাংলা নিউজ ২৪*, 'বিএনপি-জামায়াত-এনসিপির দ্বন্দ্বে নতুন সমীকরণে রাজনীতি', ২৩ মে ২০২৫, https://www.banglanews24.com/banglanews-special/news/bd/1523601.details (২৩ মে ২০২৫)

[৮১৮] *প্রথম আলো*, 'ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে দেব না: মামুনুল হক', ১১ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/8lwqht81gy, (১১ জুলাই ২০২৫)

[৮১৯] *প্রথম আলো*, 'ঢাকায় বসে ১০ জন বিজ্ঞ ব্যক্তি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে না: আমীর খসরু', ১৩ জুলাই ২০২৫ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/kpd97ubxm6 (১৩ জুলাই ২০২৫)।

[৮২০] *যুগান্তর*, '১৫ জানুয়ারির মধ্যে 'জুলাই ঘোষণা'র আলটিমেটাম', ১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/897647 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৮২১] *যুগান্তর*, 'রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে যা বলছে বিএনপি ও জামায়াত', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jugantor.com/national/868925 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৮২২] *প্রথম আলো*, 'অন্তর্বর্তী সরকার কতটা সবার হতে পারছে', ২৬ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/vp66tvzqg1 (২৬ মে ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ধর্মবিরোধী' অভিযোগ তুলে পাঠাগার থেকে নজরুল, রবীন্দ্রনাথদের বই নিয়ে গেলেন একদল যুবক, ২৬ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/apyl3uc24o (২৬ এপ্রিল ২০২৫)।

[৮২৩] *যুগান্তর*, 'চট্টগ্রামে বেপরোয়া নেতারা ৫ মাসে বহিষ্কার ৩১', ২১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/906246 (১৫ জুন ২০২৫); *ডেইলি স্টার*, 'ঢাকায় পরিবহন থেকে প্রতিদিন ২ কোটি ২১ লাখ টাকা চাঁদাবাজি', ৯ মার্চ ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-657026 (৯ মার্চ ২০২৫); *ডয়েচে ভেলে*, 'রাজনৈতিক দখল, আধিপত্য ঘিরে বাংলাদেশে

- বিভিন্ন স্থানে হাট-বাজার, বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল, বালুমহাল এবং সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা জোরপূর্বক দখল করা। ঢাকা শহরের ৫৩টি পরিবহন টার্মিনাল ও স্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন ২ কোটি ২১ লাখ টাকা চাঁদাবাজি করা হয়। প্রতি মাসে এটি ৬৬ কোটি ৩০ লাখ টাকা, আবার কখনো তা বেড়ে ৮০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছায়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর স্থানীয় প্রভাবশালী এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা, বিশেষ করে বিএনপির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এই চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত। সিলেটে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের কোয়ারি ও নদ-নদীগুলোতে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ এবং হাজার হাজার শ্রমিক দিয়ে ১০ মাসে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার পাথর লুট করা হয়। তবে এই এলাকাকে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা এবং পাথর উত্তোলন বন্ধ করায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টার গাড়িবহর আটকে আন্দোলন করা হয়। এই আন্দোলনে জামায়াত ও এনসিপির নেতাদেরও সম্পৃক্ততা ছিল।[৮২৪]
- বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি বা পুকুর দখল করে সেখানে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সিরাজগঞ্জে সরকারি অফিস 'দখল করে' জামায়াতের কার্যালয় স্থাপন করার ঘটনা লক্ষ করা যায়।[৮২৫]
- বিভিন্ন এলাকার ইটভাটা, নৌঘাট, ফুটপাত, মাছ বাজার, ব্যবসায়ী, দোকানদার ও পরিবহন শ্রমিকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে।
- সরকারি দপ্তরগুলোতে বিভিন্ন কাজে প্রভাব খাটানো এবং তদবিরের মাধ্যমে টাকা নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
- পোশাক কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্প-কারখানা থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগও পাওয়া গেছে।
- মিথ্যা মামলা ও নানা ধরনের হুমকি-ধমকি দিয়ে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ এসেছে। গুলশানে সাবেক এক এমপির বাসায় সমন্বয়ক পরিচয়ে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির কাছে দুই কোটি টাকার চাঁদার চেক উদ্ধার করা। সমালোচনার মুখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যতীত সব কমিটি স্থগিত ঘোষণা করা হয়। দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ট্রাক আটক করে চাঁদাবাজির অভিযোগে এনসিপির এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৮২৬]
- চুরি, ছিনতাই ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডেও দুই-একটি দলের কর্মীদের সম্পৃক্ততা লক্ষ করা গেছে।

রাজনৈতিক সংঘাত ও অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ওয়েবসাইট থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মোট ৪৭১টি রাজনৈতিক সংঘাত সংঘটিত হয়। এসকল সংঘাত কখনও নিজ দলের মধ্যে বা দলের অন্য কোনো অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে অথবা অন্য দলের সাথে সংঘটিত হয়েছে। রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনায় এই ১১ মাসে মোট ৫,১৮৯ জন দলীয় কর্মী আহত হয় এবং ১২১ জন কর্মী নিহত হয়। এসব রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে শুধুমাত্র দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে আহত হয় ৩,৯১৮ জন এবং ৮৭ জন নিহত হয়। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের অধিকাংশ বিএনপি বা এর অঙ্গসংগঠনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।[৮২৭]মোট ৪৭১টি রাজনৈতিক সহিংসতার মধ্যে বিএনপি বা এর অঙ্গ সংগঠন ৪৩৫টি ঘটনায় সম্পৃক্ত ছিল যা মোট সংঘটিত সংঘাতের ৯২.৪ শতাংশ। এছাড়া আওয়ামীলীগের সম্পৃক্ততা ছিল ১০৬টি ঘটনায় (২২.৫ শতাংশ), জামায়াতে ইসলামীর সম্পৃক্ততা ছিল ২৩টি ঘটনায় (৪.৯ শতাংশ), এনসিপি এবং বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী যথাক্রমে ৪টি (০.৮ শতাংশ) এবং ১২টি সংঘাতে (২.৫ শতাংশ) সম্পৃক্ত ছিল (সারণি ৮)। এসব সংঘাতের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার, দখল, চাঁদাবাজি ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বা নিজ দলের মধ্যে অন্তর্কোন্দল সংঘটিত হয় (সারণি ৮)।[৮২৮]

বাড়ছে সংঘাত-সংঘর্ষ', ১৩ এপ্রিল ২০২৫ https://www.dw.com/bn/ (১৭ জুলাই ২০২৫); *বিবিসি বাংলা*, 'জুলাই অভ্যুত্থানের নামে চাঁদাবাজি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, কীভাবে এই পরিস্থিতি তৈরি হলো?', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3dpevkrmyeo (২৯ জুলাই ২০২৫); *যুগান্তর*, 'বিএনপির সাইনবোর্ডে' চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রণ ও দখলের অভিযোগ, ১৬ আগস্ট ২০২৪, https://www.jugantor.com/bnp/838702 (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[৮২৪] *প্রথম আলো*, 'সিলেটে প্রকাশ্যেই পাথর লুট, নেপথ্যে বিএনপি নেতারা, প্রশাসন নির্বিকার', ১৮ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/csxmh6zcyd (১৯ জুন ২০২৫)।

[৮২৫] *বিডি নিউজ ২৪.কম*, সিরাজগঞ্জে সরকারি অফিস 'দখল করে' জামায়াতের কার্যালয়, ১৪ জুলাই ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/65c8a304f001 (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[৮২৬] *সমকাল*, চাঁদাবাজির অভিযোগে এনসিপি নেতা গ্রেপ্তার, ৩০ মে ২০২৫, https://samakal.com/whole-country/article/298237/ (৩০ মে ২০২৫)।

[৮২৭] আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, https://www.askbd.org/ask/statistics-on-human-rights-violations/ (১৫ জুলাই ২০২৫)। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ সময়ে বিভিন্ন মাসের প্রতিবেদন থেকে এসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

[৮২৮] আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ সময়ে বিভিন্ন মাসের প্রতিবেদন থেকে এসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

সারণি ৮: রাজনৈতিক সংঘাত ও রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা

বছর	মাস	মোট রাজনৈতিক সংঘাত	অন্য দল ও নিজ দলের মধ্যে সংঘটিত সংঘাত ও দলের সম্পৃক্ততা						মোট আহত	মোট নিহত
			বিএনপি	আওয়ামী লীগ	জামায়াত	এনসিপি	অন্যান্য দল	বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন		
২০২৪	আগস্ট	২৫	২৪	৬	-	-	-	-	২০৮	১৫
	সেপ্টেম্বর	৫২	৪৮	২০	-	-	-	২	৮৫৬	১৬
	অক্টোবর	৩৮	৩৮	১১	১	-	-	-	৩৬০	৪
	নভেম্বর	৩৪	৩১	৭	১	-	-	২	৪০৮	৯
	ডিসেম্বর	৫২	৫০	১০	১	-	-	-	৫৮৭	১২
২০২৫	জানুয়ারি	৫৮	৫১	৯	৩	-	-	৪	৬৫০	৮
	ফেব্রুয়ারি	৪৬	৪২	১০	১	-	-	১	৫৪১	৮
	মার্চ	৭১	৬৬	১০	৮	২	-	২	৬৪২	২০
	এপ্রিল	৪৯	৪৪	১৪	৫	২	-	-	৫৩৮	১০
	মে	১৯	১৬	৬	১	-	-	১	১০২	৯
	জুন	২৭	২৫	৩	২	-	৩	-	২৯৭	১০
মোট		**৪৭১**	**৪৩৫**	**১০৬**	**২৩**	**৪**	**৩**	**১২**	**৫,১৮৯**	**১২১**
মোট সংঘাতের ঘটনায় বিভিন্ন দলের সম্পৃক্ততার হার			৯২.৪%	২২.৫%	৪.৯%	০.৮%	০.৬%	২.৫%		

** একটি সংঘাতের ঘটনায় এক বা একাধিক দল সম্পৃক্ত ছিল।*

‘মব ভায়োলেন্স’ বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা

বাংলাদেশে ‘মব ভায়োলেন্স’ বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলার ঘটনা সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হিসাবে ২০২৫ এর প্রথম ছয় মাসে অন্তত **১৪১**টি মবের ঘটনায় ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম দশ মাসে ‘মব ভায়োলেন্সে’ নিহতের সংখ্যা ১৭৪ জন। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির বিরুদ্ধেও মবের অনেক ঘটনায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক, গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা থেকে কাউকে ‘স্বৈরাচারের দোসর’ বা এ ধরনের তকমা দিয়ে দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ধর্মভিত্তিক কোনো কোনো দল বা গোষ্ঠী ‘তৌহিদী জনতা’ বা এ ধরনের ব্যানারে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ইসলামপন্থী কোনো কোনো দলেরও তাতে সমর্থন ছিল। মব ভায়োলেন্সের সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা হচ্ছে-

মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে একজন ভাঙারি ব্যবসায়ীকে জনসমক্ষে পিটিয়ে ও পাথর দিয়ে বুক ও মাথা থেঁতলে দিয়ে হত্যা, এই ঘটনায় বিএনপি সমর্থিত যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজনের বিরুদ্ধে সম্পৃক্তার অভিযোগ ছিল।

এনসিপি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কিছু নেতা-কর্মী নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের একজন কর্মীকে ধরে চট্টগ্রামের পটিয়া থানায় নিয়ে যায় এবং তাকে গ্রেপ্তার করতে বলে। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকায় পুলিশ ওই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করতে অপারগতা জানালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে সেই থানার পুলিশ কর্মকর্তাকে অপসারণ করা হয়। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মব তৈরিতে ছাত্রশিবিরের সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠে। গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদাকে পুলিশের কাছে তুলে দেওয়ার আগে জুতার মালা পড়িয়ে লঞ্ছিত করা হয়। সেই মবের ঘটনায় বিএনপির একদল নেতা-কর্মীর সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠে। ঢাকার মহাখালীতে যুবদলের স্থানীয় একজন নেতার সমর্থকেরা সেখানকার একটি রেস্টুরেন্টে হামলা চালায় এবং একজন নারীকে মারধোর করে। কুমিল্লার মুরাদনগরের একটি গ্রামে নারীসহ একই পরিবারের তিনজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে একটি পাঠাগার থেকে পাঁচ শতাধিক বই নিয়ে যায় একদল যুবক। তাদের দাবি, তারা যে বইগুলো পাঠাগার থেকে নিয়ে এসেছেন সেসব ‘ধর্মবিরোধী’। এসব বই পড়ে যুবসমাজ ‘ধর্মবিরোধী’ হয়ে উঠছে। খেলাফত যুব মজলিসের এক নেতার নেতৃত্বে উপজেলার অভয়ারণ্য পাঠাগারে ঘটনাটি ঘটে।[৮২৯]

[৮২৯] *প্রথম আলো*, ‘ধর্মবিরোধী’ অভিযোগ তুলে পাঠাগার থেকে নজরুল, রবীন্দ্রনাথদের বই নিয়ে গেলেন একদল যুবক’, ২৬ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/apyl3uc24o (২৬ এপ্রিল ২০২৫)।

এসকল ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এমনকি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মবকে 'ক্ষুব্ধ মানুষের প্রেশার গ্রুপ' হিসেবে অভিহিত করেন। এনসিপি এবং জামায়াতে ইসলাম মব বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘটনাগুলোকে 'জনরোষ' হিসেবে বর্ণনা করছে। বিএনপি মব ভায়োলেন্সের কারণ হিসেবে মনে করে, গণ অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি এবং পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা ফেরানো সম্ভব না হওয়া।[৮৩০]

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সময় সকল রাজনৈতিক দল সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক অস্থিরতা তৈরির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন বা সম্পৃক্ততার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা গেছে। কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে প্রশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণের চর্চা ছিল তা বর্তমান সময়েও অব্যাহত রয়েছে। দলীয় প্রভাবের কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা সুযোগ পাচ্ছেন না। পুলিশ, প্রশাসন, বিচার বিভাগে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়েন লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। দলগুলোর মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, দখলবাজি ও চাঁদাবাজির সংস্কৃতি ছিল তা বর্তমান সময়েও অব্যাহত রয়েছে এবং একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা, সংঘাত, সহিংসতা লক্ষ করা যায়। তবে এসকল ক্ষেত্রে দলগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল না। এসকল ক্ষেত্রে দলগুলো কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাত থাকলেও ব্যক্তি স্বার্থ অর্থাৎ বিভিন্ন দখলবাজীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের কর্মীদের মধ্যে একাত্মতাও লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার হওয়া দলীয় কর্মীদের পুলিশ হেফাজত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা হয়। একইসাথে সরকারের পক্ষ থেকে শক্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতাও লক্ষ করা গেছে।

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের ভূমিকা

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরবর্তীতে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে তারা বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। পূর্বাঞ্চলের আকস্মিক বন্যায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা, ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতার কাজ, এবং বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের 'বিনা লাভের দোকান চালু' করা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কর্মীরা।

তবে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন পরবর্তী সময় থেকে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাত, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, হামলা, হত্যাকাণ্ড, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, চাঁদাবাজী ইত্যাদির অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া আটককৃত অভিযুক্তদের থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সংগঠনের কমিটি দেওয়া, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে নানা অনিয়ম, সবশেষ দলের কাউন্সিলে অনিয়মের অভিযোগ, সংগঠনটির স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারা ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে সংগঠনের মুখপাত্রের পদত্যাগ করে। জুলাই আন্দোলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা অনেক শিক্ষার্থী সংগঠনের জুলাই স্পিরিট হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগে সংগঠন থেকে বের হয়ে ২৫টিরও বেশি নতুন প্ল্যাটফর্ম গঠন করে। সর্বশেষ সারা দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানার ব্যবহার করে নামে-বেনামে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়া সারা দেশের সব কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোকে কখনো কখনো অন্তবর্তী সরকারের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে দেখা গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের সমালোচনা, সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী সময়ে গনঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী শক্তিগুলো বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিলক্ষিত হয়। পূর্বের দ্বিদলীয় রাজনৈতিক মেরুকরণ ভেঙ্গে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরি হয়। এছাড়া কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পরপর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সকল ক্ষেত্রে দলীয়করণ ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ঘটনায় সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা এবং রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

নাগরিক সমাজ

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য অত্যন্ত সক্রিয় ও বহুমুখী ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, সংলাপে অংশগ্রহণ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে নাগরিক সমাজ একটি 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার আকাঙ্ক্ষা এবং এই পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছে। তাদের প্রচেষ্টা ছিল একটি জবাবদিহিমূলক,

---

[৮৩০] *বিবিসি*, 'মব ভায়োলেন্স' থামানো যাচ্ছে না কেন,' ১১ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3d1m77zgzvo (১১ জুলাই ২০২৫)।

অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা এবং জনগণের কণ্ঠস্বরকে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা।

সুশাসন, রাষ্ট্র সংস্কারের পক্ষে অবস্থান ও সক্রিয় ভূমিকা পালন

রাজনীতি, সংবিধান, নির্বাচন, অর্থনীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা - বাংলাদেশের রাজনীতি, সংবিধান, নির্বাচন, অর্থনীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্কার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা নিয়মিতভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন এবং সুপারিশ প্রকাশ করে। এই সংস্থাগুলোর মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ অন্যতম।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এবং প্রধানমন্ত্রীর এককেন্দ্রিক ক্ষমতা নিয়ে সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়মিতভাবে আলোচনা ও বিতর্ক করে। সংস্থাগুলো গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা (Proportional Representation) এবং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার মতো সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের মতে, এসব সংস্কার ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ও স্বৈরাচারী প্রবণতা রোধে সহায়ক হবে। নির্বাচন কমিশন নিয়ে নিয়মিত সমালোচনা হয়। নাগরিক সমাজ প্ল্যাটফর্মগুলো নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে স্বাধীন ও কার্যকর করার ওপর জোর দেয়। তারা অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য ইসি-কে শক্তিশালী করা, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা এবং ভোটারদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করে।

এছাড়া এসব সংস্থা দেশের আর্থিক ও রাজস্ব নীতি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক খাতের দুর্বলতা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তারা খেলাপি ঋণ, ব্যাংক খাতের অনিয়ম, বৈষম্য এবং মুদ্রাস্ফীতির মতো বিষয়গুলো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

টিআইবি বাংলাদেশের দুর্নীতি পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত গবেষণা চালায়। তারা দুর্নীতির কারণ ও প্রভাব নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং এর সমাধানে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দেয়। তাদের মতে, দুর্নীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বাধা। তারা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেয়।[৮৩১]

বিভিন্ন সংস্থা মনে করে, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। তারা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে সমালোচনা করে। সংস্থাগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষার জন্য পরামর্শ দেয়। তারা মনে করে, এসব সংস্কারের মাধ্যমে একটি টেকসই ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এসব প্রতিবেদন ও মতামত বিভিন্ন গণমাধ্যম, সেমিনার এবং ওয়েবিনার-এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জনসমক্ষে আসে।

বিভিন্ন আইনের খসড়ায় মতামত প্রদান - নির্বাচন কমিশন আইনের খসড়া প্রস্তুতিতে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিলের খসড়ায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এর স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়েও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠান মতামত প্রদান করেন।[৮৩২] অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল অথবা সুস্পষ্টভাবে সংস্কার করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' জাতীয় কিছু কঠোর (Draconian) ধারা এখনো প্রস্তাবিত আইনে রয়ে গিয়েছে।[৮৩৩]

বিভিন্ন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তাব - নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তাব করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - সংবিধান সংস্কার (ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন, রাজনৈতিক সংস্কার), বিচার বিভাগ সংস্কার (বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, মামলাজট নিরসনে দ্রুত বিচার, বিচারক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন), নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার, জনপ্রশাসন সংস্কার (সরকারি কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজ করা), দুদক সংস্কার (দুদকের

---

[৮৩১] *প্রথম আলো*, 'সুশাসিত দেশ বিনির্মাণে কৌশলগত পথরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করুন: টিআইবি', ০৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8iw7b9kfo0, (২৩ জুলাই ২০২৫)।

[৮৩২] Joint statement on emerging digital laws in Bangladesh, https://ifex.org/joint-statement-on-emerging-digital-laws-in-bangladesh/, ২ মার্চ ২০২৪।

[৮৩৩] *হিউম্যান রাইটস ওয়াচ*, Bangladesh: Interim Government Should Protect Freedom of Expression and Opinion, https://www.hrw.org/news/2025/03/21/bangladesh-interim-government-should-protect-freedom-expression-and-opinion, ২১ মার্চ ২০২৫।

স্বাধীনতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, দুর্নীতি দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, দুর্নীতি মামলার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা), স্থানীয় সরকার সংস্কার।[৮৩৪]

দলবাজি, দখল, চাঁদাবাজি ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দলবাজি, দখল, চাঁদাবাজি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। টিআইবিসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের জোট এই বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেছে। টিআইবি এক বিবৃতিতে বলে, কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর দলবাজি, দখল ও চাঁদাবাজির নতুন প্রবণতা 'নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের সঙ্গে সাংঘর্ষিক'। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক মন্তব্য করেন, আন্দোলনের চেতনার বিরুদ্ধে এ ধরনের কর্মকাণ্ড চলতে থাকলে জনগণের স্বপ্ন ভেঙে যাবে। তিনি বলেন, আগের সরকার পতনের পর রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতা দখল করা নতুন বৈষম্যমূলক সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে, যা দেশকে সুশাসনের পরিবর্তে অরাজকতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। টিআইবি সব রাজনৈতিক দল ও পক্ষকে জনগণের অধিকার, স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির স্বার্থে দলবাজি, দখল ও চাঁদাবাজির সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার জন্য আহ্বান জানায়।[৮৩৫]

মানবাধিকারের পক্ষে ও রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে থেকেই মানবাধিকারের সুরক্ষা এবং রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের অবস্থান অত্যন্ত সক্রিয় ও স্পষ্ট ছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের এই এক বছরে একদিকে যেমন পূর্বেকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর বিচার ও জবাবদিহিতার দাবি উঠেছে, তেমনি নতুন করে উদ্ভূত বিভিন্ন সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সে বিষয়ে জোর দাবি জানানো হয়েছে। তারা একটি "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্ন দেখছে, যেখানে বৈষম্যহীনতা, সম-অধিকার এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে, তবে কিছু ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধেও নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছে, যা নাগরিক সমাজের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে।[৮৩৬]

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিবাদ' শিরোনামে প্রকাশিত প্রেস ব্রিফিং নিয়ে বাংলাদেশের ৮১ জন বিশিষ্ট নাগরিক গভীর উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাদের মতে, এই বিবৃতিতে নির্বিচারে অগ্নিসংযোগ, পুলিশ হত্যা, জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা, ভাঙচুর এবং অন্যান্য সহিংসতাকে 'রাজনৈতিক প্রতিবাদ'-এর অন্তর্ভুক্ত করায় অপরাধীরা আরও নৃশংস হতে উৎসাহিত হতে পারে।[৮৩৭]

সামগ্রিকভাবে, ৫ আগস্ট ২০২৪-পরবর্তী সময়ে নাগরিক সমাজ মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

তথ্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক ভূমিকা

সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলোর ওপর হামলা ও হয়রানির ঘটনায় প্রতিবাদ - বাংলাদেশের সংবিধান মতপ্রকাশ, সমাবেশ, সংঘ গঠন করার মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দ্বারা এইসকল মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের হার হ্রাস পেলেও অ-রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গোষ্ঠী এই মৌলিক স্বাধীনতাহরণ করতে সাধারণ মানুষ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সংস্থাগুলোকে আক্রমণ ও হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে, বিশেষত যখন এই সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মৌলিক অধিকার বা মানবাধিকার বিষয়ক অবস্থান নিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আটটি মানবাধিকার সংগঠন সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে যেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেবল রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে নয়, বরং হুমকি, হয়রানি বা সহিংসতা থেকেও সুরক্ষিত রাখা হয়।[৮৩৮]

---

[৮৩৪] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে প্রধান যে পাঁচটি সুপারিশ থাকছে', ১৫ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cgmyvekgr93o, (২৩ জুলাই ২০২৫)।

[৮৩৫] *ঢাকা পোস্ট*, 'দলবাজি-দখলদারি-চাঁদাবাজি নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের সঙ্গে সাংঘর্ষিক', ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.dhakapost.com/national/306229, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৩৬] *টিআইবি*, "কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ", ১৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.ti-bangladesh.org/images/2024/report/100-days-IG/Presentation-100-Days-Interim-Government-bn.pdf?v=1.5, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৩৭] *সমকাল*, "সহিংসতাকে 'রাজনৈতিক প্রতিবাদ' বলল জাতিসংঘ, প্রতিবাদে বিশিষ্ট নাগরিকরা", তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৪, https://samakal.com/bangladesh/article/206978, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৩৮] Aminesty International, Bangladesh: Interim government should protect freedom of expression and opinion, 21 March 2025, https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/9165/2025/en/, (1 August 2025)

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার প্রেক্ষাপটে নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো তথ্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য জোরালো উদ্যোগ নিয়েছে। ভয়েস অব আমেরিকা পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে ৬০.৪ শতাংশ মানুষ মনে করেন মত প্রকাশের স্বাধীনতা বেড়েছে, এবং ৬১.২ শতাংশ মানুষ মনে করেন গণমাধ্যম অধিক স্বাধীনভাবে কাজ করছে।[৮৩৯] তবে আন্তর্জাতিক বিবৃতিতে নাগরিক সমাজকে দায়িত্বশীলভাবে মত প্রকাশ এবং জীবনের নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে বলা হয়েছে, যাতে রাজনৈতিক উত্তেজনায় হিংসাত্মক সহিংসতা বা বিভাজন না বাড়ে।[৮৪০]

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা, গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ - অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রেক্ষাপটে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশবিরোধী উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা, গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজে তীব্র উদ্বেগ ও ক্ষোভ দেখা গেছে। ৮৬ জন বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষর করা এক চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ভারতের গণমাধ্যমগুলো বাংলাদেশের গণ-আন্দোলনকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছে এবং তাদের দাবিগুলো ভিত্তিহীন, যা আন্দোলনকারীদের ওপর সংঘটিত সহিংসতাকে উপেক্ষা করছে।[৮৪১] রিউমর স্ক্যানারের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ভারতীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বাংলাদেশ নিয়ে অন্তত ১৪৮টি ভুয়া তথ্য প্রচারিত হয়েছে, যার মধ্যে ৫ আগস্টের পর অপপ্রচারের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, বিশেষত সাম্প্রদায়িক গুজব ছড়িয়ে জাতিগত সংহতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।[৮৪২] ৫৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক এই অপপ্রচারকে 'বাংলাদেশবিরোধী' আখ্যায়িত করে নিন্দা জানান এবং দেশবাসীকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।[৮৪৩] সামগ্রিকভাবে, নাগরিক সমাজ মনে করে যে, ভারত সরকার কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন মেনে নিতে ব্যর্থ হয়ে তাদের গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের উত্তরণ প্রক্রিয়াকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

নির্বাচন, সরকারের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা, গৃহীত উদ্যোগের মূল্যায়ন নিয়ে জরিপ প্রকাশ

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে, বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন, সরকারের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা এবং গৃহীত উদ্যোগের মূল্যায়ন নিয়ে একাধিক জরিপ ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জুলাই-অগাস্ট ২০২৪'র গণ-অভ্যুত্থানের পর সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় ৬১.১ শতাংশ জনগণ এক বছরের মধ্যে নির্বাচনের পক্ষে; তবে ৬৫.৯ শতাংশ মানুষ মনে করে আগে সংস্কার প্রয়োজন, তারপর নির্বাচন হওয়া উচিৎ।[৮৪৪] অধিকাংশ জনগণ (৫৮.৪%) বিশ্বাস করে অন্তর্বর্তী সরকার পূর্ববর্তী সরকারের থেকে "ভালো ভাবে" দেশ পরিচালনা করছে, যেখানে ৪০.৫ শতাংশ পূর্বের মতো একই রকমভাবে বা পূর্বের চেয়ে খারাপভাবে কার্য সম্পাদনের ধারণা পোষণ করে।[৮৪৫] এসব জরিপের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের মনোভাব বোঝা, সরকারের কর্মক্ষমতা যাচাই করা এবং ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরা। একই সাথে, এসব জরিপে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রতি জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং সরকারের কাছে একটি জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিও প্রতিফলিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, এসব জরিপ সরকারকে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিতে এবং জনগণের আস্থা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে বলে সংবাদমাধ্যমগুলোতে উঠে এসেছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা

পাচারকৃত অর্থ ফেরত - টিআইবি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্য, এবং স্পটলাইট অন করাপশন যৌথভাবে যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যেন তারা শেখ হাসিনা সরকারের ঘনিষ্ঠজনদের যুক্তরাজ্যে চিহ্নিত ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ডের

---

[৮৩৯] *খবরের কাগজ*, "দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বেড়েছে বলে মনে করেন দেশের ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ ...", ২৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.khaborerkagoj.com/national/838520, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৪০] Article 19, "Bangladesh: Defending free expression and electoral integrity in the digital age", 18 June 2025, https://www.article19.org/resources/bangladesh-defending-free-expression-and-electoral-integrity-in-the-digital-age/ (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৪১] *প্রথম আলো*, "বাংলাদেশ নিয়ে গুজব না ছড়াতে ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান", ১৬ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/72zxws0q7b, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৪২] *দেশ রূপান্তর*, "২০২৪ সালে বাংলাদেশকে নিয়ে ৭২টি গুজব ছড়িয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম", ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.deshrupantor.com/567736/ (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৪৩] *কালবেলা*, "ভারতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারে ৫৪ নাগরিকের উদ্বেগ", ১২ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.kalbela.com/national/147201, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৪৪] *Voice of America*, "Survey: 4 months after uprising, most Bangladeshis want new elections", 3 December 2024, https://www.voanews.com/a/survey-4-months-after-uprising-most-bangladeshis-want-new-elections-/7886497.html? (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৪৫] *Prothomalo English*, "61pc want polls within a year, 65.9pc prefer reforms first", 23 November 2024, https://en.prothomalo.com/bangladesh/loo4pgb8p6 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

অবৈধ সম্পদ জব্দ করে এবং এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।[৮৪৬] দ্য অবজারভার ও টিআই-যুক্তরাজ্যের এক যৌথ তদন্তে এই বিপুল পরিমাণ সম্পদের সন্ধান পাওয়ার পর, দুর্নীতিবিরোধী এই তিন সংস্থা ব্রিটিশ সরকারকে অবিলম্বে সন্দেহভাজন অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে এবং পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানায়। তাদের মতে, যুক্তরাজ্যকে 'কালো টাকার নিরাপদ আশ্রয়স্থল' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেতে হলে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য।[৮৪৭] এই আহ্বান এমন এক সময়ে এসেছে যখন অন্তর্বর্তী সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে এবং বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে নাগরিক সংলাপ - বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ জাতিসংঘ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নিবিড় ও বহুবিধ সংলাপে অংশগ্রহণ করে, যা দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরেছে। এই সংলাপগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস মার্চ ২০২৫-এ বাংলাদেশে সফর করে জাতীয় সংলাপ, শান্তি, আস্থা ও নিরাময়কে উৎসাহিত করার জন্য জাতিসংঘের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন, যেখানে তিনি ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে বৈঠক করেন এবং নতুন বাংলাদেশের গঠনমূলক কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন।[৮৪৮] নাগরিক সমাজ সংগঠন, যেমন টিআইবি এবং মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ এবং সংস্কারের সুপারিশ উপস্থাপন করেছে। এছাড়া, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে নাগরিক সমাজের বৈঠকগুলো দেশের স্বাস্থ্য, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশ বাহিনীর সংস্কারসহ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরে।[৮৪৯] রোহিঙ্গা সংকট এবং তাদের সম্মানজনক প্রত্যাবাসন নিয়েও আন্তর্জাতিক সংলাপে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে তারা মানবিক সহায়তার ধারাবাহিকতা এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছে।[৮৫০] সামগ্রিকভাবে, এই সংলাপগুলো বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় এবং অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় নাগরিক সমাজের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করেছে।

ট্রানজিশনাল জাস্টিস, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা - বাংলাদেশে ট্রানজিশনাল জাস্টিস, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার ইস্যুতে নাগরিক সমাজের কার্যক্রম ও অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিনের কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটার পর, নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন 'নতুন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। এমএসএফ-এর মতো সংস্থাগুলো 'ট্রানজিশনাল জাস্টিস' বা ক্রান্তিকালীন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে, যার মধ্যে 'ট্রুথ কমিশন' গঠন, অপরাধীদের বিচার, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা, এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতি দূর করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।[৮৫১] সরকার কর্তৃক 'গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে' স্বাক্ষর করাকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি অনন্য পদক্ষেপ হিসেবে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়েছে। তবে, রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাগুলো (যেমন ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে হামলা, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ) নাগরিক সমাজের উদ্বেগের কারণ হয়েছে এবং তারা এসব ঘটনায় জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে।[৮৫২] সামগ্রিকভাবে, নাগরিক সমাজ অতীতের অন্যায়-অবিচারের বিচার, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

---

[৮৪৬] *টিআইবি*, "পাচারকৃত সম্পদ জব্দ করে বাংলাদেশকে ফিরিয়ে দিতে অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপের জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি তিনটি বেসরকারি সংস্থার আহ্বান", ১০ জুন ২০২৫, https://www.ti-bangladesh.org/articles/press-release/7271 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৪৭] *The Observer / Transparency International,* "Bangladeshis linked to Hasina regime appear to have made UK property transactions in past year", 19 July 2025, https://www.theguardian.com/business/2025/jul/19/bangladeshis-linked-to-hasina-regime-appear-to-have-made-uk-property-transactions-in-past-year, (২৯ জুলাই ২০২৫); Dhaka Tribune, "The Guardian: Awami League-linked elites still doing business in London", ২০ জুলাই ২০২৫, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign-affairs/386877/bangladeshis-linked-to-hasina-regime-appear-to (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৪৮] *কালের কণ্ঠ*, "সংলাপে সহায়তায় প্রস্তুত জাতিসংঘ", ১৫ মার্চ ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/03/15/1492931, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৪৯] *প্রথম আলো*, "জাতিসংঘের প্রতিবেদন: পুলিশ, বিচারব্যবস্থাসহ ৫ খাতে সংস্কারের সুপারিশ", ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/uaoopvdpyp, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৫০] *কালের কণ্ঠ*, "সংলাপে সহায়তায় প্রস্তুত জাতিসংঘ", ১৫ মার্চ ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/03/15/1492931, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৫১] *প্রথম আলো*, "সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 'ট্রুথ কমিশন' প্রয়োজন: এমএসএফের সেমিনার", ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/e0jzvlkx8h, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৫২] *প্রথম আলো*, "ইনসাফের লড়াই আরও দীর্ঘ", ২৬ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/l05nvo6y1h, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

রিপোর্টিং ও নেটওয়ার্কিং - অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে, বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ রিপোর্টিং ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এই সময়ে, তারা দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, রাজনৈতিক সহিংসতা, দুর্নীতি এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে টিআইবি তার '১০০ দিনের পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক প্রতিবেদনে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।[৮৫৩] এছাড়া এমএসএফ, আইন ও শালিস কেন্দ্র এবং হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি রাজনৈতিক সহিংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক ঘটনাগুলোর সংখ্যা ও প্রকৃতি নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন দিয়েছে, যা গণমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছে।[৮৫৪] নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিবিড় নেটওয়ার্কিং গড়ে তুলেছে। এই নেটওয়ার্কিং তাদের রিপোর্টগুলোকে আরও কার্যকরভাবে প্রচার করতে এবং বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সহায়তা করেছে। এর মাধ্যমে তারা মানবাধিকার রক্ষা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে, যা সংবাদমাধ্যমগুলোতেও উঠে এসেছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের অভিজ্ঞতা বহুমুখী চ্যালেঞ্জে পূর্ণ ছিল, বিশেষত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং কার্যক্রমে। শিক্ষাক্রম কমিটি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য দেওয়ার পর তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা স্বাধীন আলোচনাকে সীমিত করার প্রবণতা নির্দেশ করে। একই সাথে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে পুঁজি করে অপতথ্য, হেইট-স্পিচ এবং গুজবের ঢালাও বিস্তার সাধারণ জনগণের মধ্যে ভীতি ও দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে, এবং এর ফলে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলোর পক্ষ থেকে কোনো কোনো গণমাধ্যমকে হুমকি দেওয়া হয়েছে, যা স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে উপেক্ষা দেখা গেছে, যা নাগরিক সমাজের কার্যক্রমের পরিধি ও প্রভাবকে সংকুচিত করেছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো সত্ত্বেও, নাগরিক সমাজ তাদের সীমিত পরিসরে হলেও, একটি জবাবদিহিমূলক ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছে।

৫ আগস্ট ২০২৪-এর পর থেকে নাগরিক সমাজ তাদের পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ এবং সমালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করতে এবং মানবাধিকার রক্ষায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের সংস্কার, রাজনৈতিক সহিংসতা রোধ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আদায়ে তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা একটি 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার পথে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে। তবে, শিক্ষাক্রম, ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্যের বিস্তার, গণমাধ্যমকে হুমকি এবং মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা - এমন কিছু চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান, যা নাগরিক সমাজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে এবং তাদের নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয়তা অপরিহার্য।

গণমাধ্যম

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস (৩ মে) উপলক্ষে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক প্রকাশ করে যেখানে বাংলাদেশ গত বছরের তুলনায় ১৬ ধাপ এগিয়েছে। এবারের সূচকে ১৮০টি দেশ ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯তম। এবার বাংলাদেশের স্কোর ৩৩ দশমিক ৭১। বাংলাদেশ গত বছরের তুলনায় পাঁচটি নির্দেশকের প্রতিটিতে ভালো করেছে। ২০২৪ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৬৫তম এবং স্কোর ছিল ২৭ দশমিক ৬৪। সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ না থাকার কারণে সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি হয়েছে বলে অন্তর্বর্তী সরকার তথ্য উপদেষ্টা দাবি করেন।[৮৫৫]

অন্তর্বর্তী সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

বহুল সমালোচিত সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ বাতিল করে অন্তর্বর্তী সরকার ২১ মে ২০২৫ তারিখে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ জারি করে। এতে আগের আইনের নয়টি ধারা বাদ দেওয়া হয়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনের বিভিন্ন বিতর্কিত ধারা এবং তার অপব্যবহারের কারণে আইনটি বাতিলের দাবি ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ধারা ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ও

---

[৮৫৩] *টিআইবি*, "কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ", ১৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.ti-bangladesh.org/images/2024/report/100-days-IG/Presentation-100-Days-Interim-Government-bn.pdf?v=1.5, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৫৪] *প্রথম আলো*, "রাজনৈতিক সহিংসতায় ২০২৪ সালে নিহত ৮৯: এমএসএফ", ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/yebg4iq3np, (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৫৫] *প্রথম আলো*, 'সরকারের হস্তক্ষেপ না থাকায় মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ: তথ্য উপদেষ্টা', ২ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8dye0c874n (১৪ জুলাই ২০২৫)।

৩৪ বাদ দেওয়া হয়েছে।[৮৫৬] সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন হলেও জাতিসংঘের কিছু সুপারিশ মানা হয়নি। সংশ্লিষ্টদের মতে, এখনো সংশোধিত অধ্যাদেশের অনেক ধারায় অস্পষ্ট সংজ্ঞার মাধ্যমে মতপ্রকাশকে 'অপরাধ' হিসেবে রাখা হয়েছে, যা অপব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে কঠোর শাস্তির বিধান, যার ভয়ে অনেকে মতপ্রকাশে নিরুৎসাহিত হতে পারে। পাশাপাশি নির্বাহীদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত একটি শক্তিশালী ও কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামো রাখা হয়েছে, যার নজরদারিতে কোনো বিচারিক তত্ত্বাবধান বা কোনো জবাবদিহি ব্যবস্থা রাখা হয়নি।[৮৫৭]

গণমাধ্যমকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করার লক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে 'গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন' গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২২ মার্চ ২০২৫-এ কমিশনের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়।[৮৫৮] গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

- সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে স্বল্প সময়ের মধ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা।
- সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা নিরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠন এবং পত্রিকার বিজ্ঞাপন হার যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি করা।
- গণমাধ্যম সম্পর্কে শ্রোতা, দর্শক ও পাঠকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে বার্ষিক জরিপ পরিচালনা করা।
- বিজ্ঞাপনশিল্পে কোনো ধরনের যোগসাজশ এবং সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিপন্থী কৌশল চর্চা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- এফএম রেডিও লাইসেন্সের বিপরীতে জামানত ফি যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনা হবে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গণমাধ্যমের কলাম লেখক, প্রদায়ক, শিল্পী ও অতিথি উপস্থাপক, আলোচকদের সম্মানির ওপর অগ্রিম কর রহিতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- কমিশনের সুপারিশের আলোকে টেলিভিশন চ্যানেলের আপ-লিংক এবং ডাউন-লিংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
- প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পাঠ্যধারা যুগোপযোগীকরণসহ প্রতিষ্ঠান দুটির সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিসিএস ইনফরমেশন একাডেমি প্রতিষ্ঠার বিষয়েও প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।[৮৫৯]

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বাংলাদেশ বেতারের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতে শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরারের নেতৃত্বে পাঁচ উপদেষ্টার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের পথরেখা তৈরিতে কাজ করবে। পাশাপাশি টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমের গত ১৫ বছরের নীতিমালা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যতের নীতি প্রণয়নে কাজ করবে। শিক্ষা উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন এ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান; সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।[৮৬০] সরকার গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ নিলেও, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অপব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ দল, সরকারের বিরুদ্ধে গুজব/মিথ্যা তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। ২০২৫ সালের প্রথম পাঁচ মাসে (জানুয়ারি- মে ২০২৫) নির্বাচনকেন্দ্রিক ৩৯টি অপতথ্য শনাক্ত করেছে ফ্যাক্ট-চেকিং প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানার। এর মধ্যে তথ্য বিকৃত করা হয়েছে এমন ঘটনা শনাক্ত হয়েছে ১৯টি, পুরোপুরি মিথ্যা বা ভুয়া ঘটনা-সংবলিত অপতথ্য ১৮টি, বিভ্রান্তিকর একটি এবং হাস্যরসাত্মক ঘটনাকে বাস্তব দাবির ঘটনা একটি। অপতথ্য ছড়ানোর মাধ্যম হিসেবে শীর্ষে ছিল ফেসবুক। এ ছাড়া টিকটক, ইনস্টাগ্রাম ও থ্রেডসেও অপতথ্য ছড়ানো হয়।

---

[৮৫৬] *প্রথম আলো*, 'সাইবার নিরাপত্তা আইন বাদ দিয়ে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ জারি,' ২২ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7ehceuwnty (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[৮৫৭] *প্রথম আলো*, 'জাতিসংঘের কিছু সুপারিশ মানা হয়নি সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে', ১৪ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/afusxvmk6r (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[৮৫৮] *প্রথম আলো*, 'গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের কিছু প্রস্তাব দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে : প্রধান উপদেষ্টা', ২২ মার্চ ২০২৫ https://www.prothomalo.com/bangladesh/4m4z7bc2sa (১৫ জুন ২০২৫)।

[৮৫৯] সমকাল, 'গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১২ সিদ্ধান্ত', ১০ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh-others/article/304722/ (১০ জুলাই ২০২৫)।

[৮৬০] *প্রথম আলো*, 'বিটিভি-বেতারের স্বায়ত্তশাসনে পাঁচ উপদেষ্টার সমন্বয়ে কমিটি গঠন', ২০ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/lfyjrgq02c (১৭ জুলাই ২০২৫)।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো ছাড়াও দেশের গণমাধ্যমও নির্বাচনসংক্রান্ত ভুল তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। গত পাঁচ মাসে দেশের গণমাধ্যমগুলোতে এমন দুটি ভুল তথ্য প্রচারের প্রমাণ পায় রিউমর স্ক্যানার। বিএনপিকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি ১৯টি অপতথ্য ছড়ানো হয়েছে, যার মধ্যে ১৬টিই ছিল দলটির প্রতি নেতিবাচক। এসব অপতথ্যের মধ্যে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি সাতটি অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে। এ ছাড়া দলটির নেতাদের মধ্যে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ কয়েকজন নেতাকে নিয়ে অপতথ্য ছড়ানো হয়। বিএনপির পরে জামায়াতে ইসলামী ও দলটির আমির শফিকুর রহমানকে নিয়ে বেশি অপতথ্য ছড়ানো হয়। জামায়াতের পরে রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার ও এনসিপি। গণমাধ্যমের ফটোকার্ড সম্পাদনা ও লোগো ব্যবহার করে ভুয়া ফটোকার্ডে ১৩টি সংবাদমাধ্যমকে জড়িয়ে ২৭টি অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি হয়েছে কালের কণ্ঠের নাম জড়িয়ে। এরপর যমুনা টিভি, কালবেলা ও জনকণ্ঠকে জড়িয়ে বেশি অপতথ্য ছড়ানো হয়।[৮৬১] এছাড়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডার (আরএসএফ) এর ২০২৫-এর প্রতিবেদনে বাংলাদেশে প্রেস ফ্রিডম সূচকে ১৬ স্থান উন্নতি হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের উপর হামলা ও হয়রানির ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ১১ মাসে ৪৯৬ জন সাংবাদিক হয়রানির শিকার হয়।[৮৬২] গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে জুলাই অভ্যুত্থানে খুন ও খুনের চেষ্টার মামলায় আসামি করা হয়েছে ২৬৬ জন সাংবাদিককে যাদের মধ্যে ১৩ জন কারাগারে আছেন।[৮৬৩]

গণমাধ্যমের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম ছয় মাসে ২৪ জনের বেশি গণমাধ্যমকর্মীকে পদ থেকে অপসারণ করা হয়। এছাড়া আটটি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং ১১টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তা প্রধানকে বরখাস্ত করা হয়। এই সময় অন্তত ১৫০ জন সাংবাদিক চাকরিচ্যুত হয়।[৮৬৪] এসব কারণে গণমাধ্যমকর্মীদের মনে চাকরি হারানোর ভীতি তৈরি হয়। বর্তমান সময়ে সরকারের দিকে থেকে কোনো ভীতি না থকালেও 'মব' ভায়োলেন্সের ভয়ে অনেক মিডিয়া নিজেই সেন্সরশিপ আরোপ করে। গত এপ্রিল ২০২৫-এ অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করার পর তিন সাংবাদিক চাকরি হারিয়েছেন। তিনটি গণমাধ্যমের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সে সময় জানায়, মূলত মব-সহিংসতার ভয়েই তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে 'ব্যবস্থা' নেওয়া হয়।

২০২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন শীর্ষ নেতা (বর্তমানে এনসিপি নেতা) একটি টিভি চ্যানেলের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে দেখা করেন এবং টিভি স্টেশনের ১০ জনের নামের একটি তালিকা দিয়ে তাদের চাকরিচ্যুত করতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরবর্তী সময়ে সেই তালিকার পাঁচজনকে ডেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। তবে তারা পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানালেও হোয়াটসঅ্যাপে তাদের অব্যাহতিপত্র পাঠানো হয়। বিএনপির বিরুদ্ধে প্রতিবেদন তৈরি করায় দৈনিক যুগান্তরের একজন সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৮৬৫]

সচিবালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়া নিয়ে সরকারের কার্যক্রম বিতর্কিত হয়। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর তিন দফায় ১৬৭ জন সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর সাংবাদিকদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার পর নির্ধারিত-সংখ্যক সাংবাদিকের একটি তালিকা করা হয় এবং ৬১৫ জন সাংবাদিককে সচিবালয়ে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে এই সংকট কাটাতে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা, ২০২২ সংশোধন করেছে সরকার।[৮৬৬]

অবাধ তথ্য প্রবাহ

"নতুন বাংলাদেশ" এর বহুমাত্রিক অভীষ্টের অন্যতম বাকস্বাধীনতা ও ভিন্নমতের অধিকার, যার অপরিহার্য উপাদান অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও তথ্যে অভিগম্যতা। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ–সেই প্রত্যয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবাধ তথ্যপ্রবাহ জনগণকে ক্ষমতাকাঠামোর অংশীজন হয়ে উঠতে

---

[৮৬১] *প্রথম আলো*, 'রিউমর স্ক্যানারের বিশ্লেষণ: বিএনপি ও তারেক রহমানকে জড়িয়ে নির্বাচনসংক্রান্ত অপতথ্য ছড়িয়েছে বেশি', ১৭ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/d8p2igvem6 (১৮ জুন ২০২৫)।

[৮৬২] আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, https://www.askbd.org/ask/statistics-on-human-rights-violations/ (১৫ জুলাই ২০২৫)। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

[৮৬৩] *ডয়েচে ভেলে*, 'জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের গণমাধ্যমের অবস্থা' ২৩ জুলাই https://www.dw.com/bn/73370841

[৮৬৪] *মানবজমিন*, 'গণমাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন কে কোথায় গেল?' ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://mzamin.com/news.php?news=148855 (১৬ জুলাই ২০২৫)।

[৮৬৫] *ডয়েচে ভেলে*, 'জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের গণমাধ্যমের অবস্থা' ২৩ জুলাই ২০২৫ https://www.dw.com/bn/73370841 (২৩ জুলাই ২০২৫)।

[৮৬৬] *প্রথম আলো*, 'প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের জটিলতা কাটছে, কমিটি গঠন', ১৩ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/6pcz2rdhsd (৩১ জুলাই ২০২৫)।

সহায়তা করে, ক্ষমতায়িত করে, সর্বোপরি রাষ্ট্রকাঠামোতে জবাবদিহির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা "তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে" মর্মে ঘোষণা দিলেও[৮৬৭] রাষ্ট্রে বিভিন্ন দপ্তরে অবাধ তথ্যর প্রবাহের ক্ষেত্রে ঘাটতি এবং তথ্য গোপন করার প্রবণতা পূর্বের মতোই অব্যাহত আছে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়েছে যা সরকারের কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হওয়ার পর প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও অন্তর্বর্তী সরকার তথ্য কমিশন এবং মানবাধিকার কমিশন গঠনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। দুই প্রতিষ্ঠানের শূন্যতা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের প্রতি সরকারের অবহেলার একটি অগ্রহণযোগ্য উদাহরণ। এতে করে সরকারের জন্য বিব্রতকর রেকর্ড হয়েছে। তথ্য কমিশন গঠন সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং মানবাধিকারের প্রতি রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। অথচ দায়িত্ব গ্রহণের এক বছরের কাছাকাছি সময় পার হয়ে গেলেও কমিশন দুটি গঠনে কোনো কার্যকর উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। কেন দীর্ঘকাল যাবৎ তা গঠিত হচ্ছে না তার কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়নি।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এই সময়ে সরকার সরাসরি গণমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপ না করলেও ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ও ভিন্ন উপায়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। এছাড়া এই সরকারের আমলে অবাধ তথ্য প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ–সেই প্রত্যয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সেনাবাহিনী

স্বৈরাচারী সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি অনিশ্চয়তাপূর্ণ ও অস্থির রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রবেশ করে। এই উত্তাল সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি হঠাৎ করেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এবং একাধিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান জনআস্থার সংকটে পড়ে। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীকে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পতিত সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা নির্ভর যে আন্দোলন সংঘটিত হয়, তার চূড়ান্ত পর্বে সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ অবস্থান এবং প্রয়োজনীয় সমর্থন একটি ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যুক্ত করে, যা রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বাস্তবিক রূপ দিতে সহায়তা করে।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি দেখা দেয়। সরকারি দপ্তর, থানা, রাজনৈতিক দলের কার্যালয় ও নেতাকর্মীদের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ, মব জাস্টিস, লুটপাট ও ছিনতাই এর মতো ঘটনা ব্যাপক হারে ঘটতে থাকে। সেনাবাহিনী জানায়, এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে চরম নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয় এবং ঢাকাসহ দেশের প্রায় সব সেনানিবাসে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সেনাবাহিনী এ পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ৫ জন বিচারক, ১৯ জন অসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা, ৫১৫ জন পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্য, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারসহ (স্ত্রী ও শিশু) সর্বমোট ৬২৬ জনকে বিভিন্ন সেনানিবাসে আশ্রয় দিয়ে একটি মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, যদিও এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্ক সৃষ্টি হয়-বিশেষত, সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা নিয়ে।[৮৬৮]

আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয়, সেনানিবাসে আশ্রয় গ্রহণকারীদের অনেকেই রাজনৈতিক দমন-পীড়নের শিকার হওয়ার আশঙ্কা থেকে এই পদক্ষেপে বাধ্য হন। এ প্রেক্ষাপটে, সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে- এমন কোনো কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত না থাকার ঘোষণা দেশের নাগরিকদের আস্থার কিছুটা পুনরুদ্ধারে সহায়ক হয়। এ ছাড়াও, চলমান গুজব, অপপ্রচার ও অসত্য তথ্যের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী গণমানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকে।

সেনাবাহিনী প্রধান বিভিন্ন সময়ে সেনাসদস্যদের প্রতি নির্দেশনা দেন তারা যেন বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রাখেন এবং অতি ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন। সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ না করার এই বার্তা স্পষ্টভাবে বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতিফলন ঘটায়। যদিও ২০২৫ এর জুলাই-এ এনসিপি আয়োজিত 'মার্চ টু গোপালগঞ্জ' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তাদের গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘিরে সহিংসতায় অন্তত চারজন নিহত হন[৮৬৯], যেখানে সেনাবাহিনীর ধৈর্য্য ও পেশাদারিত্বের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

---

[৮৬৭] *প্রথম আলো*, 'দেশবাসীকে ঠিক করতে হবে, কখন আমাদের ছেড়ে দেবেন,' ২৬ আগস্ট ২০২৪, (৩০ জুলাই ২০২৫) https://www.prothomalo.com/politics/vyppd4vm82

[৮৬৮] *প্রথম আলো*, 'গণ-অভ্যুত্থানের পর সেনানিবাসে আশ্রয় নেওয়া ৬২৬ জনের তালিকা দিল সেনাবাহিনী,' ২২ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/z7owq3afew (২৮ মে ২০২৫)।

[৮৬৯] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, "এনসিপির 'মার্চ টু গোপালগঞ্জ' ঘিরে সারা দিন যা যা হলো", ১৬ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c4g2y9pw8exo (১৭ জুলাই ২০২৫)।

এই সময়েই ২০০৯ সালের বিডিআর হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত তদন্ত এবং বিচার প্রসঙ্গে সেনাপ্রধানের মন্তব্য নিয়ে পুনরায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তাঁর বক্তব্য - "এখানে কোনো 'ইফ' এবং 'বাট' নেই"[৮৭০], ইঙ্গিত করে যে বিচারিক প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা কোনো প্রশ্নের অবকাশ রাখে না। সমসাময়িক সময়ে নির্বাচন ঘিরে সেনাবাহিনী প্রধানের সময়সীমা সংক্রান্ত মতামত প্রকাশ ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সেনাপ্রধানের আকস্মিক সাক্ষাৎ অনেক মহলে সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যদিও বাহিনীর পক্ষ থেকে একাধিকবার রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।[৮৭১]

একই সময়ে মাঠপর্যায়ে সেনাবাহিনীর সক্রিয়তা ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনা অভিযান পরিচালিত হয়, যেমন রংপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার, সাতক্ষীরায় চাঁদাবাজি মামলায় সমন্বয়ক আটক[৮৭২], সুনামগঞ্জ ও ছাতকে অস্ত্র উদ্ধার[৮৭৩], পূর্বাচলে যৌথ তল্লাশি[৮৭৪], বেতনা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে চোরাচালান রোধ[৮৭৫] ইত্যাদি। এ ছাড়াও নাটোরের পশুর হাটে অতিরিক্ত হাসিল নেওয়ার বিরুদ্ধে সেনা অভিযান[৮৭৬] বা কুষ্টিয়ায় শীর্ষ দুই আন্ডারওয়ার্ল্ড অপরাধী গ্রেপ্তার এবং রাজধানীতে তাদের সহযোগীদের ধরার ঘটনায় বাহিনীর গোয়েন্দা ও অভিযান দক্ষতা প্রমাণিত হয়[৮৭৭]।

একই সময়ে সেনাবাহিনী জনসমর্থন পাওয়ার দিকেও নজর দেয়। সেনাপ্রধান জাতীয়ভাবে ঘোষণা দেন যে, জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের পাশে সেনাবাহিনী সবসময় থাকবে। এতে যুদ্ধাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি সহানুভূতির বার্তা যায়। সেনাপ্রধান বলেন, "আমি আপনাদের অ্যাসুরেন্স দিচ্ছি - আমরা সব সময় আপনাদের পাশে থাকব। মনোবল হারানোর কিছু নেই।"[৮৭৮] তবে সেনাবাহিনীর এমন সরব উপস্থিতির মাঝেও কিছু কাঙ্ক্ষিত সংস্কার উদ্যোগ অনুপস্থিত থাকে। বিশেষ করে গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই ও এনএসআই- যাদের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রীয় দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে - তাদের সংস্কারে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, যা সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রয়াস সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেক করে।

মানবাধিকার ইস্যুতেও সেনাবাহিনীর অতীত ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন মহল উদ্বিগ্ন। বিশেষত র‍্যাব ফোর্সে প্রেষণে থাকা সেনাসদস্যদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের শান্তিরক্ষা মিশনে না পাঠানোর ব্যাপারে সেনাবাহিনী প্রধান স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন।[৮৭৯] এটি আন্তর্জাতিক মহলের চাপের প্রতি একটি প্রতিক্রিয়ামূলক বার্তা হলেও বাহিনীর অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা এতে ফুটে ওঠে না।

বেসামরিক প্রশাসন, বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর নৈতিক বিপর্যয় এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা সেনাবাহিনীর বিকল্প ভূমিকা তৈরির সুযোগ তৈরি করে দেয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী প্রায়শই সহযোগী শক্তি হিসেবে পুলিশকে সহায়তা করে। তবে এই সহযোগিতা যেন পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্বকে ছাপিয়ে যায় না, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব এবং আস্থার ঘাটতি বিদ্যমান, সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রত্যাশিত। তবে এক বছরে পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি থাকলেও জনগণের আস্থাবৃদ্ধি বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিতকরণে দৃশ্যমান অগ্রগতি খুব কম।

---

[৮৭০] *প্রথম আলো*, "বিডিআর সদস্য দ্বারা সংঘটিত, ফুলস্টপ, কোনো 'ইফ' এবং 'বাট' নাইঃ সেনাপ্রধান", ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/gf1nz4mrd9 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।
[৮৭১] *সমকাল*, "৪৩ মিনিটের বৈঠক, নানা কৌতূহল", ৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-01-04/1/1095 (৫ জানুয়ারি ২০২৫)।
[৮৭২] *সমকাল*, "'চাঁদাবাজি'র অভিযোগে সেনাবাহিনীর হাতে তিন সমন্বয়ক আটক", ১৪ জুন ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-06-14/7/2070 (১৫ জুন ২০২৫)।
[৮৭৩] *ইত্তেফাক*, "ছাতকে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমান দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার", ৬ এপ্রিল ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/421561/67f14faf56d58 (৭ এপ্রিল ২০২৫); *ইত্তেফাক*, "মরিচখেতে পাওয়া গ্রেনেড নিষ্ক্রিয় করল সেনা সদস্যরা", ১৪ জুন ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/449926/684c3ee6d429a (১৫ জুন ২০২৫)।
[৮৭৪] *ইত্তেফাক*, " পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়কে যৌথ বাহিনীর অভিযান ৩৫০ যানবাহন পরীক্ষা মামলা ও জরিমানা", ১৩ জুন ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/449424/684af41abd0ef (১৪ জুন ২০২৫)।
[৮৭৫] *সমকাল*, "বেতনা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে ভারতীয় পণ্য জব্দ করেছে সেনাবাহিনী", ১২ জুন ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/449050/6849b77d45901 (১৩ জুন ২০২৫)।
[৮৭৬] *প্রথম আলো*, "পশুর হাটে অতিরিক্ত হাসিল আদায়, সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে টাকা ফেরত পেলেন দুই শতাধিক ক্রেতা", ৩১ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/up0le20207 (১ জুন ২০২৫)।
[৮৭৭] *ইত্তেফাক*, "কুষ্টিয়ায় সেনাবাহিনী ও যৌথ বাহিনীর অভিযান", ২৮ মে ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/444612/6835ed3d71dc5 (২৯ মে ২০২৫)।
[৮৭৮] *প্রথম আলো*, "জুলাই অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার ঘোষণা দিলেন সেনাপ্রধান", ২৩ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/xujki4669l (২৪ মার্চ ২০২৫)।
[৮৭৯] *ইত্তেফাক*, "মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী কাউকে শান্তিরক্ষা মিশনে পাঠানো হবে নাঃ সেনাপ্রধান", ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/704807/ (৩০ জুলাই ২০২৫)।

সবশেষে, সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একাধিকবার রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার অঙ্গীকার এলেও, কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ- যেমন সেনানিবাসে রাজনৈতিক আশ্রয়, নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে সেনাপ্রধানের মতামত, বা বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে অবস্থান- বাহিনীর ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যদিও সামগ্রিকভাবে, এই এক বছরে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাস দমন ও চোরাচালান রোধে ছিল কার্যকর এবং ইতিবাচক, তবে একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি, মানবাধিকার রক্ষা, এবং রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা রক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপসংহার

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল মিশ্র। রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষত প্রধান দলগুলো, নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং আন্দোলনের দাবি আদায়ে সোচ্চার ছিল। এসব দল স্বৈরাচারী সরকারের পতনে এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ঐক্যবদ্ধ হলেও নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে গিয়ে কিছু ক্ষেত্রে তারা আদর্শিক সংঘাত ও ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে, যা সরকারের স্থিতিশীলতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

নাগরিক সমাজ ও সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর নজরদারি করা হয়েছে। তারা স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সুশাসনের জন্য নিয়মিত বক্তব্য ও মতামত দিয়েছে, যা সরকারের কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে নাগরিক সমাজের একাংশ নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক-স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে অপপ্রচার ও গুজবের প্রসারে ভূমিকা রেখেছে, যা সামাজিক অস্থিরতা ও বিরূপ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঝুঁকি তৈরি করে।

গণমাধ্যম এই সময়ে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে ছিল না, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। সেনাবাহিনী এই সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং সরকারের নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের পেশাদারিত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ প্রশংসিত হয়েছে। তবে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে বিতর্কও দেখা গেছে, বিশেষ করে যখন তারা রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল বিষয়গুলোর সাথে জড়িত হয়েছে।

অধ্যায় আট: উপসংহার

এই গবেষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, বিশেষ করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার; রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার; এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম (আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক); অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ এবং বিভিন্ন অংশীজনের (রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনী) ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সুশাসনের ঘাটতির ধরন

এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে চিহ্নিত করা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান লক্ষ্য - বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার করা, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার করা, এবং সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করা। এর পাশাপাশি সরকারকে নিয়মিত কার্যক্রমও পরিচালনা করতে হয়েছে। নিচের সারণিতে অন্তর্বর্তী সরকার এক বছরে এই চারটি কার্যক্রম কিভাবে সম্পন্ন করেছে তা সুশাসনের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে এই চারটি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে গিয়ে সুশাসনের নির্দেশকগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি ও ব্যত্যয় ঘটেছে।

সারণি ৮: সুশাসনের আলোকে বিশ্লেষণ

সুশাসনের নির্দেশক	বিচার	সংস্কার	নির্বাচন	সরকার পরিচালনা
আইনের শাসন	আইনি প্রক্রিয়ার ব্যত্যয়; দীর্ঘসূত্রতা; রাজনৈতিক প্রভাব; মানবাধিকার লঙ্ঘন; মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা	রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার; আইনি সংস্কারে দুর্বলতা; বিশেষ গোষ্ঠীর অনুকূলে সংস্কার	রাজনৈতিক দলের আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে ঘাটতি	আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে ব্যর্থতা; মব ভায়োলেন্স প্রতিরোধ না করা
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনায় অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন; অভিযুক্তদের মানবাধিকার নিশ্চিত করায় ঘাটতি	কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের সংস্কারকে উপেক্ষা; সংস্কারের অগ্রাধিকার ও ক্ষেত্র নির্ধারণে অস্পষ্টতা; বিভিন্ন কমিশনের প্রতিবেদনে দুর্বলতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতি; সুপারিশ উপেক্ষা ও বাস্তবায়নে ব্যর্থতা; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (জনপ্রশাসন, পুলিশ, এনবিআর) সংস্কারের উদ্যোগ অকার্যকর	নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের আগেই নির্বাচনের চাপ; আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার প্রস্তুতিতে ঘাটতি	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনে ঘাটতি (জনপ্রশাসন, পুলিশ, এনবিআর); সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দোদুল্যমানতা/ পশ্চাদপসরণতা
স্বচ্ছতা	বিচারক, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগে স্বচ্ছতার ঘাটতি	সংস্কার প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রবাহের ঘাটতি; সংস্কারের অংশ হিসেবে নিয়োগ/ পদায়নে স্বচ্ছতার ঘাটতি	নির্বাচনের সুস্পষ্ট রোডম্যাপ না থাকা	সরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্যের ঘাটতি; তথ্য গোপনের প্রবণতা
সমন্বয় ও অংশগ্রহণ		অংশীজনের অন্তর্ভুক্তিতে ঘাটতি; সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্বে ঘাটতি	নির্বাচনী অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি	অংশীজনের অন্তর্ভুক্তিতে ঘাটতি; দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা
জবাবদিহি	অভিযুক্তদের দেশত্যাগে সহায়তাকারীদের জবাবদিহির আওতায় না আনা			আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ	রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগে স্বার্থের দ্বন্দ্ব	প্রশাসনিক রদবদলে স্বজনপ্রীতি, স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতির অভিযোগ; রাজনৈতিক প্রভাব		রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার; সকল পর্যায়ে দুর্নীতি অব্যাহত

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পরবর্তী এক বছরে বিভিন্ন ধরনের সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

- **আইনের শাসনের ঘাটতি -** এর মধ্যে আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ড, মামলা ও গ্রেপ্তার বাণিজ্য, এবং গণ-অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য দায়মুক্তি অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে রয়েছে গ্রেপ্তারকৃতরা আদালতে আক্রমণের শিকার হওয়া, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে লাঞ্ছিত হওয়া, সাবেক বিচারপতির ওপর আক্রমণ, এবং আসামী পক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলা। আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি)-এর সাংবিধানিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব খর্ব হয়েছে। প্রশাসনে পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকার যথাযথ আইন প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- **সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি -** পুলিশের বিরুদ্ধে করা কোনো মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা পুলিশের সক্ষমতার ঘাটতির প্রতিফলন। বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনায় অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা যায় এবং বিচারক ও কৌঁসুলিদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ বা দমনে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর অবস্থান গ্রহণে দ্বিধা ছিল। অভ্যুত্থানে হতাহতদের প্রকৃত তালিকা চূড়ান্ত করা এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারেনি সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর। আর্থিক ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা সক্ষমতার ঘাটতির বড় উদাহরণ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণের ফলে স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদান বিঘ্নিত হয়েছে।
- **স্বচ্ছতার ঘাটতি -** সরকারের উচ্চপর্যায়ের পদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, পদোন্নতি ও অব্যাহতিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও বিচার বিভাগে বিচারক, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও কর্মকর্তা; প্রশাসন; শিক্ষা; স্বাস্থ্য; জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইও ও কোষাধ্যক্ষের নিয়োগে স্বচ্ছতার ঘাটতির অভিযোগ আছে। গত সরকারের অংশ ও শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি লক্ষ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত পাল্টা শুল্ক ইস্যুতে দর-কষাকষিতে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার ঘাটতি ছিল। এছাড়া বিদ্যুৎ খাতের চুক্তি প্রকাশ না করা, রাখাইনে 'মানবিক করিডর' দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি দেখা যায়। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না করা, সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা, এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা এখনো বিদ্যমান।
- **সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি -** সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়া, আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করা, পাল্টা শুল্ক ইস্যুতে অংশীজনের সম্পৃক্ততা, এবং এনবিআর ভেঙে দুটি নতুন বিভাগ গঠনের ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র ইস্যুতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল উল্লেখযোগ্য।
- **সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন -** বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তনের উদাহরণ রয়েছে। যেমন, সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স নির্ধারণ, সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার, এবং আইন প্রণয়নের পর প্রবল বিরোধিতার মুখে সংশোধন (সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ; এনবিআর ভেঙ্গে দুটি প্রতিষ্ঠান তৈরি) অন্যতম।
- **জবাবদিহির ঘাটতি -** কোনো কোনো ক্ষেত্রে জবাবদিহির ঘাটতি ছিল, যেমন অভিযুক্তদের দেশত্যাগে সহায়তাকারীদের জবাবদিহির আওতায় না আনা, এবং গুমের আলামত নষ্টের সাথে জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় না আনা।
- **রাজনৈতিক প্রভাব -** প্রশাসন, বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। উপদেষ্টা পর্যায়ে নিয়োগে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার জোরালো অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া দুর্নীতির মামলা থেকে অব্যাহতি ও খালাস দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যাপকভাবে আলোচিত।
- **ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব -** প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতি, গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা হ্রাস, কর অব্যাহতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের ক্ষেত্রে, এবং রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগে অনিয়ম ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া নিজ এলাকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন, নিজস্ব বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে।
- **দুর্নীতি -** দুর্নীতির বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে বঞ্চিত হওয়ার নামে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায় করা, এবং ডিসি পদায়নে দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য। পাসপোর্ট, ভূমি, বিআরটিএ, ওয়াসা, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়বিষয়ক বিশেষ সহকারীর বিরুদ্ধে। দুই উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তার দুর্নীতির অভিযোগ নিয়েও তদন্ত চলছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় দেখা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের ফলে রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ অভীষ্ট অর্জনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এক বছরে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা বাস্তবায়নে বহুমুখি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

তবে সুশাসনের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলোতে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা একটি সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশিত অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচায়ক।

গবেষণায় আরও দেখা যায়, সংস্কার কমিশনগুলোর আশু করণীয় সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব কোনো অগ্রগতির তথ্য নেই। অনেক ক্ষেত্রে এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পতিত - কোনো কোনো সুপারিশ 'বেছে নেওয়া'র প্রবণতা (পিক এন্ড চুজ) দৃশ্যমান। অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তথা বিচার, রাষ্ট্র সংস্কার ও নির্বাচনে সুস্পষ্ট ও সুপরিকল্পিত কৌশল ও রোডম্যাপ প্রণয়ন ও প্রকাশ না করার ফলে সরকারের ওপর বিভিন্ন অংশীজনের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা, প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায় - কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করা যার অন্যতম প্রতিফলন। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেলেও একইসাথে একদলের স্থলে অপর দলীয়করণ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত দলীয়করণের ধারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া পুলিশ-প্রশাসনসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অস্থিরতা, নতুন রাজনৈতিক বলয় তৈরির প্রয়াস এবং ব্যাপক রদ-বদলের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা লক্ষ করা যায়, এসকল ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা দৃশ্যমান ছিল। সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ ভেতর থেকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, ফলে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশিত পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়নি।

নিজস্ব এজেন্ডাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অভ্যুত্থানে জড়িত বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, যা গণ-অভ্যুত্থান থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে সুস্পষ্ট বিভাজন পরিলক্ষিত হয়েছে, এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি - দলবাজি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতি চলমান। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও রাষ্ট্র সংস্কারের মূল চেতনা ধারণ ও রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তথ্য প্রকাশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও সমালোচনার সুযোগ সার্বিকভাবে মুক্ত পরিবেশ ও বাক-স্বাধীনতার পরিচায়ক বিবেচিত হলেও একদিকে কোনো কোনো মহলের অতিক্ষমতায়ন ও তার অপব্যবহার, এবং চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা অসাম্প্রদায়িক সম-অধিকারভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের পথে অন্তরায়। এক বছরে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক।

সবশেষে বলা যায়, রাষ্ট্র সংস্কারের মৌলিক ক্ষেত্রসমূহে বেশিরভাগ বিষয়ে বড় দল ও সহযোগীদের ভিন্নমত "নোট অব ডিসেন্ট"-সাপেক্ষে জুলাই সনদে ঐকমত্য বিবেচিত হওয়ায় কর্তৃত্ববাদী চর্চা বাস্তবে প্রতিহত করা সম্ভব হবে, এমন প্রত্যাশার পথ দুরূহ। অন্যদিকে, ঐকমত্য অর্জিত সংস্কার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সাংবিধানিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা ও সুনির্দিষ্ট পথরেখা কিভাবে নিশ্চিত হবে এই অমীমাংসিত প্রশ্ন থেকে সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া ও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।

****